# ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ

**Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis**


গবেষক

**দেবাশীষ পাল**
পিএইচ. ডি প্রোগ্রাম
রেজি নং/ শিক্ষাবর্ষ : ২১/২০২২-২০২৩
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**তত্ত্বাবধায়ক**

**ড. শেখ মনির উদ্দিন**
অধ্যাপক
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


**পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ**
**মে ২০২৬**


**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, দেবাশীষ পাল কর্তৃক উপস্থাপিত *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পিএইচ. ডি প্রোগ্রামের শর্ত মোতাবেক এই অভিসন্দর্ভের একটি অংশ থেকে *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস, বিষয়বস্তু ও শৈলী বিশ্লেষণ : মৌর্য থেকে সেন যুগ* শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ স্বীকৃতমানের জার্নালে (Peer-reviewed Indexed Journal) প্রকাশ করা ছাড়া গবেষক এই অভিসন্দর্ভের অন্য কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

২৭.০৪.২০২৬

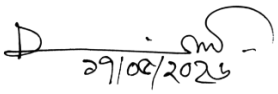
**(ড. শেখ মনির উদ্দিন)**

**তত্ত্বাবধায়ক**
অধ্যাপক
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি, অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন (শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর তত্ত্বাবধানে রচিত আমার *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির একটি অংশ ব্যতীত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পিএইচ. ডি প্রোগ্রামের শর্ত মোতাবেক এই অভিসন্দর্ভের একটি অংশ থেকে *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস, বিষয়বস্তু ও শৈলী বিশ্লেষণ : মৌর্য থেকে সেন যুগ* শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ স্বীকৃতমানের জার্নালে (Peer-reviewed Indexed Journal) প্রকাশ করা ব্যতীত এর অন্য কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।



(দেবাশীষ পাল)

গবেষক
রেজি নং/ শিক্ষাবর্ষ : ২১/২০২২-২০২৩
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ

Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis

**গবেষক :** দেবাশীষ পাল

**বিভাগ :** শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## সারসংক্ষেপ

ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২-২০২১) স্বরূপ ও নান্দনিক বিশ্লেষণ করা এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। প্রাথমিক উপকরণ-নির্ভর এই গবেষণার ফলাফল পাঁচটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি ভূমিকা অধ্যায়।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ যা কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, এই অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে পোড়ামাটির ফলক কী এবং পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও ফলকের উদ্ভব এবং তার কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতাসহ ভারতীয় অঞ্চলের সিন্ধু সভ্যতার, বিশেষ করে প্রাচীন বাংলাদেশের মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, গুপ্ত পরবর্তী পাল-দেব-চন্দ্র-সেন, সুলতানি, মোগল ও ব্রিটিশ আমলের পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস ও ফলকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং বিভিন্ন সময় ও শাসনামলের শিল্পধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে একেক সময় কীভাবে নতুন শিল্প ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সেই সময়কার পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন চিত্রও সংযুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঢাকা শহর ও ঢাকার নগর স্থাপত্য এবং প্রাচীন ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়া আলোচিত হয়েছে ঢাকার পোড়ামাটির ফলকগুলোর সরজমিনে ধারণকৃত ফটোগ্রাফি, সরজমিনে প্রাপ্ত তথ্য ও বিভিন্ন শিল্পীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের ধরন অনুযায়ী বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং একই সাথে ফলকের নামকরণ, প্রাপ্তিস্থান, শিল্পী, নির্মাণের সন, মাপ ও বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত ঢাকা নগরীর অসংখ্য স্থাপত্যের মধ্য থেকে বাছাই করা হয়েছে ১০০টি স্থাপত্যের দেয়ালের গায়ে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক এবং এগুলোর উপরই মূল গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল। যেমন, নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো নির্মাণের জন্য কী ধরনের উপকরণ বা মাটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোন জায়গা থেকে মাটি সংগৃহীত হয়েছে, কীভাবে মাটি তৈরি ও কী কী উপকরণ যোগ হয়েছে, মাটি থেকে কীভাবে ফলকগুলো তৈরি করা হয়েছে। আবার এই ফলকগুলোতে পূর্ব পরিকল্পিত চিত্রের বিষয়বস্তু কীভাবে উৎকীর্ণ বা চিত্রায়িত হয়েছে ও চিত্রায়িত ফলকের পেছনের অপ্রয়োজনীয় মাটি অপসারণ, পেছনের ছিদ্রকরণ, পেছনের নাম্বারিং কীভাবে হয়েছে। আবার ফলকের নির্মাণ কৌশল সমাপ্ত হওয়ার পর ফলকগুলো কীভাবে শুকানো হয়েছে, কী ধরনের চুল্লিতে পোড়ানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে বা কীভাবে পোড়ানো হয়েছে ও পোড়ানোর তাপমাত্রা কত এবং সর্বশেষে কীভাবে ফলকগুলো দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ঢাকার নগর স্থাপত্যে নির্বাচিত ১০০টি পোড়ামাটির ফলকের মধ্য থেকে যে-সকল পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ শিল্পকর্ম নান্দনিক ও গুণগত মাপকাঠিতে নিজেদের ঋদ্ধ করেছে ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে সেরকম বাছাইকৃত ২৫টি পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আলোচিত হয়েছে শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব, নান্দনিকতার বৈশিষ্ট্য, শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতি, কম্পোজিশনের নান্দনিক রূপ, ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি। এরই ফলশ্রুতিতে পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের যে-সমস্ত নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তৈরি হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে ফলকের ধরন, বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী, নান্দনিক উপাদান ও নীতি, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাবের প্রতিফলন, ষড়ঙের বিশ্লেষণ, ইজমের প্রভাব ও প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী ও পোড়ামাটির ফলক বিশেষজ্ঞদের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পোড়ামাটির ফলক: উৎস, ইতিহাস ও শিল্প-নন্দনতত্ত্বের বিবর্তন, ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য, পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ : মাটি-নির্বাচন, উপাদান প্রস্তুতি ও কারিগরি প্রক্রিয়া, শিল্প, নন্দন ও পোড়ামাটির ফলক : প্রেক্ষাপট ঢাকা নগরী, অতীত ও বর্তমান সময়ের ফলকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, গবেষণার প্রায়োগিক দিক, পরবর্তী সম্ভাবনা ও সুপারিশমালা **ইত্যাদি**।

শিল্প সামগ্রিকভাবে সমাজের সৃষ্টিশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিল্পচর্চার অন্যতম মাধ্যম পোড়ামাটির ফলক। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রে সমাজ ও বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়, যা সমকালকে জারিত করে ইতিহাসে অংশ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এই ফলকের স্রষ্টার শিল্পবোধের পরিচয়ও বহন করে। পোড়ামাটির ফলক তাই ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে নিজেও হয়ে ওঠে তার অংশ। যেকোনো শিল্পকর্মের নান্দনিকতা নির্ভর করে তার বিষয় ও করণকৌশলের সুষম সমন্বয়ের উপর। ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে প্রতিফলিত সময়-সমাজ-ঐতিহ্যের গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি তার নির্মাণকৌশলও গুরুত্ব বহন করে চলেছে। *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* গবেষণাকর্মে সে কারণেই নান্দনিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের বিষয় ও নির্মাণশৈলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# সূচি


প্রসঙ্গকথা ১

ভূমিকা

(ক) গবেষণার প্রস্তাবনা ৪

(খ) গবেষণার উদ্দেশ্য ৬

(গ) গবেষণার লক্ষ্য ৬

(ঘ) গবেষণার তাৎপর্য ৭

(ঙ) গবেষণার পরিধি ৭

(চ) গবেষণা পদ্ধতি ৭

(ছ) সাহিত্য পর্যালোচনা ১১

(জ) অভিসন্দর্ভের গঠন পরিকল্পনা ১৮

(ঝ) গবেষণার আনুমানিক সময়সূচি ১৯

০১. প্রথম অধ্যায় : পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ২০

১.১ পোড়ামাটি (Terracotta) ২১

১.২ পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও ফলকের উদ্ভব এবং তার ধারাবাহিকতার ইতিহাস ২৩

১.৩ প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস, বিষয়বস্তু ও শৈলীর ক্রমবিকাশ ২৫

০.২ দ্বিতীয় অধ্যায় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য ১২৩

(ক) ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক ১২৮

(খ) ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক ১৬০

(গ) নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক ১৬৪

০.৩ তৃতীয় অধ্যায় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল ১৮৫

০.৪ চতুর্থ অধ্যায় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ ১৯৭

৪.১ শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব ১৯৭

৪.২ নান্দনিকতার বৈশিষ্ট্য ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতি ২১০

৪.৪ কম্পোজিশনের নান্দনিক রূপ ২১১

৪.৫ ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ ২১২

০.৫ পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার ২৯৯

পরিশিষ্ট ১ ৩১৪

সহায়ক গ্রন্থ ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

# প্রসঙ্গকথা

আমার পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিনের তত্ত্বাবধান ও তাঁর একান্ত সহযোগিতায় গবেষণাপত্রটি রচনা করেছি। এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তিনি প্রতিটি পর্যায়ে আমাকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। মৃৎশিল্প পরিবারের সদস্য হওয়ায় মৃৎশিল্পের প্রতি টান বা আকর্ষণ সেই শৈশব ও কৈশোর থেকেই আমার শুরু হয়েছিল এবং তা উচ্চতর একাডেমিক শিক্ষায়ও আমাকে সম্পৃক্ত করেছিল। তাই এ বিষয়ে গবেষণার কাজ আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক হয়েছে।

গবেষণা কালীন নানান পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও উৎসাহ এবং গবেষণা-সহায়ক উপাত্ত সংগ্রহের বইয়ের সন্ধান দিয়ে সহায়তা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন। গবেষণা কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন গবেষক ড. ফেরদৌস খান, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার দে, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রভাষক সঞ্জয় বিক্রম। এছাড়া গবেষণাবিষয়ক নানান পরামর্শ এবং বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সাম্মানিক অধ্যাপক বুলবন ওসমান, সহযোগী অধ্যাপক ড. মাসুদা খাতুন জুঁই, সিরামিক বিভাগের অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুশান্ত অধিকারী, সিরামিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক চিন্ময়ী সিকদার পপি, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার চক্রবর্ত্তী, কারুশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মোমেন, গবেষক ড. মফিদুল আলম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিঠুন কুমার সাহা প্রমুখ। এই সহযোগিতার জন্য তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাবিষয়ক চিত্র ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) অলক রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিরামিক বিভাগের অধ্যাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী শহীদুল আলম পারভেজ, শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, শিল্পী জায়েদুর রহমান, শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, শিল্পী মোঃ মেহেদী মাসুদ, শিল্পী জয়ন্ত তালুকদার, শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, শিল্পী মনোজ কান্তি পাল, শিল্পী রুদ্র রাউত, শিল্পী বিশ্বজিত পাল, শিল্পী সৈয়দ মামুন রশিদ, শিল্পী রাজু আহমেদ নীল, শিল্পী শাহিন মাহমুদ রেজা, শিল্পী ইমরান হোসেন সাব্বির, শিল্পী ফয়সাল মোঃ মাহ্‌ফুজ, শিল্পী হাফিজউদ্দিন বাবু প্রমুখ। এ সূত্রে তাঁদের সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক আবুল হাশেম খান, ভাস্কর্য বিভাগের সাম্মানিক অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান, সংস্কৃত বিভাগের সাম্মানিক অধ্যাপক ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, অংকন ও চিত্রায়ণ বিভাগের অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র গাইন, অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির, প্রাচ্যকলা বিভাগ, অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পী নাসিমুল কবির, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, প্রিন্ট মেকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. মলয় বালা, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ আখতারুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নুরুল আমীন, শিল্পাচার্যপুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন, শিল্পী ভাস্কর রাসা, শিল্পী আব্দুল মান্নান, সাবেক পরিচালক ডিজাইন বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন, শিল্পী তপন কুমার

Dhaka University Institutional Repository

দাস (ভারত), শিল্পী গোসাই পাহলভী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আশিক, শিল্পী আশরাফুল কবীর কনক, শিল্পী কল্লোল বড়ুয়া, আব্দুস সোবহান রিপন, ম্যানেজার, আর্ট স্টেপ, খালিশপুর, খুলনা, সোহেল রানা, ম্যানেজার, আরবান ঐকতান, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। এ সূত্রে তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাবিষয়ক পরামর্শ দিয়ে ঋদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এবিএম শহীদুল ইসলাম, বুদ্ধ ও পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরুজ্জামান, মোঃ শাহানুর আলম (বাংলাদেশ ব্যাংক)। তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সুপরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাবিষয়ক উপাদান-উপকরণ ও উপকরণ প্রসেসিং ও নির্মাণ কৌশল, পোড়ানো সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে গষেণাকে ঋদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারুকলা বিভাগের অফিস সহায়ক মোঃ আলাউদ্দিন, গাজীপুর টঙ্গির আবুল হোসেন। তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণাপত্র তৈরিতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিরামিক বিভাগের উচ্চমান সহকারী বিনয় চন্দ্র বিশ্বাস। এ সূত্রে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকালে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিরামিক বিভাগের গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি অশেষ কৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগারের প্রধান লাইব্রেরিয়ান মো. কায়সার আহমেদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি বিভিন্ন প্রকার বই ও বইয়ের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমার সহধর্মীনি সনজিতা রায় মুন্নী অবিশ্রান্ত তাগিদ, সর্বদা উৎসাহ-প্রেরণা, সহযোগিতা এবং আমার ছেলে দেবাজ্যোতি বর্ষণ ও মেয়ে নবনীতা ঐশিকীর অকুণ্ঠ সমর্থনে এ গবেষণা ও অভিসন্দর্ভটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সাহায্য করেছে, কেননা তাঁদের সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা সুচারুভাবে সম্পন্ন করা দুষ্কর হতো। অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছি তাঁদের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও অবদানকে।

দেবাশীষ পাল
গবেষক
রেজি নং ও শিক্ষাবর্ষ : ২১/২০২২-২০২৩
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
মে, ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

# ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ

Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা (Introduction)

## (ক) গবেষণার প্রস্তাবনা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে পোড়ামাটির ফলকের অনুশীলন ও ব্যবহার হয়ে আসছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে শুরু করে পরবর্তী মৌর্য আমল হয়ে বিভিন্ন কাল পর্বে, দীর্ঘ প্রায় পাঁচ হাজার বছর থেকে এ অঞ্চলে পোড়ামাটির ফলক চর্চার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় বিভিন্ন শাসনামল যেমন– শুঙ্গ, কুশান, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতানী ও মোগল আমলে পোড়ামাটির ফলক চর্চার সন্ধান মেলে। স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারে নান্দনিক সৌকর্য নির্মাণের ধারাবাহিকতা আজও বর্তমান।

প্রাচীন বাংলায় পাথরের অপ্রতুলতার কারণে ইটের ব্যবহারে স্থাপত্য নির্মিত হতো। সে যুগে মন্দির গাত্র অলংকরণ করা বা বহিরাঙ্গ ঢাকা অথবা মন্দিরের দেয়ালের মাঝে বৈচিত্র্য আনাই ছিল পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া পোড়ামাটির ফলকে তীর্থযাত্রীদের জ্ঞাতব্য বিষয় তাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হতো। ফলকের বিষয়বস্তুতে হিন্দু দেবদেবী বা বৌদ্ধমূর্তির পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের বাস্তবধর্মী প্রতিচ্ছবিও ফুটে উঠত। আবার মধ্যযুগের বাংলায় প্রাথমিক মুসলিম যুগের স্থাপত্যিক ভবনসমূহ অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার দেখা যায়। ভাস্কর্য ও জীবজন্তু অঙ্কন নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির প্যানেলগুলিতে উৎকীর্ণ হতো বিমূর্ত, জ্যামিতিক, ফুলেল নকশা-শিকল, ঘণ্টা, জাফরি, গোলাপ, পদ্ম, লতাপাতা ইত্যাদি।[১]

বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলক পূর্বের চেয়ে বিষয়ের দিক থেকে বর্তমানে আরো অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ সময়ে করণ-কৌশলেও এসেছে ভিন্নতা। বর্তমানে বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের শিল্পীরা একদিকে যেমন পরম্পরাগত পদ্ধতি এবং শৈলীর ব্যবহার করে থাকেন; অন্যদিকে সমকালীন বৈশ্বিক সর্বাধুনিক পদ্ধতিও ব্যবহার করেন। দুই ধরনের পদ্ধতি-শৈলীকে সমন্বিত করে নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং তা নিজ নিজ শিল্পকর্মে ব্যবহার করে নান্দনিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সার্থক শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে মৃৎশিল্প বিষয়ক পঠন-পাঠনে উন্নত মৃৎশিল্প চর্চা সম্ভব হচ্ছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রেরণায় শিল্পী মীর মোস্তফা আলী ১৯৬১ সালে শিল্পাচার্যের প্রতিষ্ঠিত বর্তমান চারুকলা অনুষদে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সীমিত আকারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মৃৎশিল্প উপকরণ, নতুন প্রয়োগ কৌশলের ব্যবহার এবং তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্প বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতেই শিল্পী মীর মোস্তফা আলী ও জাপানি শিল্পী কোইচি তাকিতা শিক্ষক হিসেবে মৃৎশিল্প বিভাগে যোগদান করেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রিত নতুন ধারার পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে গতানুগতিক মৃৎশিল্পের বিপরীতে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিল্পবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল মৃৎশিল্প বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই হচ্ছে এই মৃৎশিল্প বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। শিল্পী মরণচাঁদ পাল, শিল্পী গোপেশ মালাকার, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামি, শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার

১. *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* খণ্ড ৭, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সং, ২০১১), ৪১৪-৪১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সহ আরো অনেক শিক্ষকের শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্পের এবং পোড়ামাটির ফলক চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।[২]

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঢাকা নগরে গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক এবং আবাসিক বহু দৃষ্টিনন্দন ভবন। পাশাপাশি দর্শনীয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থাপনাও নির্মিত হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র অংশে সাজসজ্জার জন্য স্থাপন করা হয়েছে জাতীয় গৌরবময় ঘটনাসমূহের প্রতিচিত্র। প্রদর্শনীর জন্য এসকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী ঘটনাগুলো চিত্রায়িত করার ফলে তা একদিকে যেমন জাতির ঐতিহ্যের ধারক বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমন এই নান্দনিক শিল্পকর্মসমূহের সামাজিকীকরণের ফলে গণমানুষের মনে নিজস্ব ঐতিহ্যের বিষয়ে গর্বিত মনোভাব তৈরি হয়েছে। আবার তেমনি গণমানুষের মনে উচ্চমান এক শৈল্পিক রুচির নির্মিতিও ঘটে চলেছে।

বর্তমান বাংলাদেশে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় শিল্পকলায় পরিণত হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণায় ১৯৭২ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিকতার 'ধারাক্রম' এবং 'প্রকৃতি' খুঁজে দেখা হবে পাশাপাশি বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক সৌকর্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে কতটুকু প্রভাবিত করেছে বা করছে সে সম্পর্কে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

## ঢাকার স্থাপত্য (Architecture of Dhaka)

স্থাপত্যের লাতিন শব্দ 'Achitecture', যার বাংলা অর্থ ইমারত। বিশেষজ্ঞগণ স্থাপত্যের অর্থ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেমন– ইমারতের নকশা প্রস্তুত কার্যপ্রণালীর সাথে শিল্পের সংযোজন সম্পাদনপূর্বক নিপুণতার সাথে নকশানুযায়ী গঠন করা। যার মধ্যে প্রতিফলিত হবে কাঠামোগত মাত্রা, উপযোগিতা, নিরুপম স্বভাব, সূক্ষ্ম সৃষ্টিশীল গুণ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে সমন্বয়, আধুনিকতা ও অবশ্যই নান্দনিক গুণাবলি সম্পন্ন। আবার অন্যভাবে বলা যায় স্থাপত্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্প বা বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যায় নির্মিত ইমারত।[৩]

বাংলাদেশের তথা ঢাকার নগর স্থাপত্য বলতে বাংলাদেশের স্থাপত্যের সাধারণ গঠন বৈশিষ্ট্য, আকর্ষণীয় ও নান্দনিক শৈলী সমন্বিত কোনো ভবন বা সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচার বা ইমারতকে বোঝায়। স্থাপত্যের ধরনগুলো হলো– বসতবাড়ি, দুর্গ, প্রাসাদ, সেতু বা ব্রিজ, স্মৃতিসৌধ বা স্তম্ভ, সমাধি, উপসনালয়, ফটক বা সদর দরজা, দেয়াল ইত্যাদি। উক্ত গবেষণায় ঢাকার নগর স্থাপত্যের মধ্য থেকে সেইসব স্থাপত্যকে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যেসব স্থাপত্যে অলংকরণের জন্য ১৯৭২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নির্মিত পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সেই স্থাপত্যগুলো হলো বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সরকারি সৌধ, সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ব্যাংক, হোটেল, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, দূতাবাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত আবাস ইত্যাদি।

উক্ত গবেষণার জন্য ঢাকার নগর স্থাপত্যের নির্ধারিত অল্পসংখ্যক পোড়ামাটির ফলক সম্বলিত ভবনসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো– বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান স্বাধীনতা স্তম্ভ, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, এ.বি ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ভবন, হোটেল সোনারগাঁও ভবন, জনতা ব্যাংক ভবন, হোটেল পূর্বাণী ভবন, বৃটিশ দূতাবাস ভবন, জগন্নাথ হল (ঢা.বি.) শিব মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির, বি.জি.বি সেন্ট্রাল মসজিদ (পিলখানা), ইত্তেফাক ভবন,

২. দেবাশীষ পাল, "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্টুডিও পটারি: একটি সমীক্ষা", *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮), ৩৪।

৩. আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশের শিল্পী ও শিল্প*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা : আজমাইন পাবলিকেশন, ২০১৯), ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল আরাফাত ব্যাংক ভবন, আমেরিকান দূতাবাস ভবন, হোটেল হোয়াইট হাউজ, প্রধান নির্বাচন কার্যালয় ভবন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, কায়া আর্ট গ্যালারী, মোদের গরব ভাস্কর্য (বাংলা একাডেমি), সেনা কুঞ্জ (ঢাকা সেনানিবাস), ঢাকা সামরিক জাদুঘর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, হোটেল রেডিসন, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, মোতালিব প্লাজা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ইতিহাস বিভাগ (ঢা.বি.), বাংলা বিভাগ (ঢা.বি), মিনা হাউস (ধানমন্ডি), পরিসংখ্যান ভবন (আগারগাঁও), তিব্বত শিল্পগোষ্ঠী (মহাখালী), এনা প্রপার্টিজ (বারিধারা), এসিআই লিমিটেড (তেজগাঁও), স্কয়ার গ্রুপ প্রধান কার্যালয়, জনকণ্ঠ টাওয়ার, হেলমেট টাওয়ার (বনানী), শ্রম ভবন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ক্লাব (শাহবাগ), পরিবেশ অধিদপ্তর (আগারগাঁও), সরকারি কর্মকমিশন ভবন (আগারগাঁও), রামকৃষ্ণ মিশন (গোপীবাগ), পুলিশ হেডকোয়ার্টার (গুলিস্তান), জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, সাফুরা টাওয়ার (বনানী), আর্মি গলফ ক্লাব, টাকা জাদুঘর (মিরপুর), বাংলাদেশ পাসপোর্ট অফিস, বাংলাদেশ নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্মৃতি চিরন্তন (ঢা.বি) নামফলক সৌধ ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও আরো উল্লেখযোগ্য অনেক স্থাপনাকে বেছে নিয়ে সেইসব স্থাপত্যে স্থাপনাকৃত পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য, করণ-কৌশল ও নান্দনিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## (খ) গবেষণার উদ্দেশ্য (Purpose)

(ক) ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২–২০২১) নান্দনিক গুণাবলির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা।

(খ) ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২–২০২১) বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা।

(গ) ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২–২০২১) নির্মাণের নিজস্ব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, উপাদান-উপকরণ এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তা সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরা।

(ঘ) পোড়ামাটির ফলক কী ও তার ঐতিহাসিক ও পরম্পরাগত প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের মূল্যায়নধর্মী ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা, তৎকালীন পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্যতা, করণ-কৌশল ও সামগ্রিক নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা তুলে ধরা।

(ঙ) প্রায়োগিক পদ্ধতির বিষয়ভিত্তিক আলোচনা।

(চ) ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের ১৯৭২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অবস্থা; আধুনিকতা, সমকালীনতা প্রভৃতি মূল্যায়ণধর্মী ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা এবং সামগ্রিক নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা।

(ছ) বাংলাদেশের চারুশিল্পের অন্য সকল মাধ্যমের অগ্রযাত্রায় ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২–২০২১) গুরত্ব নির্ণয় করা।

## (গ) গবেষণার লক্ষ্য (Objective of Study)

ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২–২০২১) নান্দনিক বিশ্লেষণের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বরূপ উদঘাটন করে, তা যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিকতা কখনো লোক-পরম্পরা ভিত্তিক, ঐতিহ্য আশ্রয়ী, ভারতীয় ও বিশ্বায়নের ভাবধারা প্রভাবিত। প্রাচ্য-

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের আত্তীকরণপূর্বক নতুন স্বকীয় এক আধুনিক শিল্পভাষাও নির্মিতি পেয়েছে এখানে। এই বিবেচনাকে লক্ষ্যে রেখে ঢাকার নগর পোড়ামাটির ফলকের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারিত হলে একদিকে জনগণের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে এবং দেশাত্মবোধ গড়ে উঠবে। অপরদিকে বাইরের পৃথিবীতে আমাদের পরিচিতি সম্মানজনকভাবে মূল্যায়িত হবে। তাছাড়া এ ধরনের গবেষণা পেশাদার ও অপেশাদার মৃৎশিল্পী ও গবেষকদের উপকারে আসবে। শিল্পরীতি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপসংহার এবং প্রস্তাবসমূহ বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছে।

## (ঘ) গবেষণার তাৎপর্য (Significance of the Study)

ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২–২০২১) নান্দনিক বিশ্লেষণ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি এবং কোনো সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর নয়। একান্ত মৌলিক জীবনঘনিষ্ঠ এই শিল্প মাধ্যমটি সুদীর্ঘ সময় যাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসলেও এর উত্তরণ এবং নান্দনিকতার সাথে শিল্প দর্শনের যোগাযোগ বিষয়ে গভীর কোনো আলোচনা নেই। বাংলাদেশের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের অনুশীলন ও ব্যবহারের ইতিহাস সুদীর্ঘ সময়ের। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় সরকারি, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং আবাসিক বহু স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এসব স্থাপনায় চিত্র সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়তই হচ্ছে। এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করেছে আবহমান বাংলার রূপ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এছাড়া বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নানা সময়ের গণ-আন্দোলন ইত্যাদি। বিমূর্ত চিত্র বা অপরূপ নান্দনিক ডিজাইন সমৃদ্ধ একান্ত অলংকারিক বা নকশাকৃত ফলকও নির্মিত হচ্ছে এই মাধ্যমে। আবার এসব পোড়ামাটির ফলকের উপাদান-উপকরণ, নির্মাণ কৌশল এবং অলংকরণে রয়েছে বহুমুখীনতা। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই সকল বিষয় অনুধাবন করলে প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি একান্ত জরুরি হয়ে উঠে। বাংলাদেশের চারুকলা অঙ্গনে ব্যাপক চর্চিত অথচ তাত্ত্বিক মূল্যায়নে তুলনামূলক কম আলোচিত এই পোড়ামাটির ফলক মাধ্যমটিকে নতুনভাবে উৎসাহ, প্রেরণা এবং সাফল্যের পরিচিতি প্রদান করতে বর্তমান গবেষণার ফলাফল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এই গবেষণাকর্মে ১৯৭২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় নির্মিত স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক গুণাবলি আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নান্দনিক বিশ্লেষণধর্মী পোড়ামাটির ফলকের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি বিধায় আমি এই বিষয়ে গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়েছি।

## (ঙ) গবেষণার পরিধি (Research Area)

ঢাকার নগর স্থাপত্যে (১৯৭২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত) ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ সহ পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু, উপকরণ ও নির্মাণকৌশল, শৈলী, ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা ও শৈলী।

## (চ) গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের (১৯৭২–২০২১) নান্দনিক বিশ্লেষণে গবেষণার জন্য মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। তাই উক্ত গবেষণাটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে অগাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (Field Study) পদ্ধতিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই উক্ত গবেষণাকর্মে গুণগত গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি (পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) ও মাঠ গবেষণা পদ্ধতি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

ঢাকার বিভিন্ন স্থান ও সময়ের স্থাপত্য ও অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের ধারাবাহিক নিরীক্ষণ, সারমর্ম বিশ্লেষণ, উপাদান-উপকরণ, বিষয়বস্তু, করণ-কৌশল ও শৈলী সম্পর্কে সরজমিনে অ-কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ (Unstructured Observation) পদ্ধতি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা পরিচালিত হয়নি, এক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

উক্ত গবেষণায় পোড়ামাটির ফলকের শিল্পী ও এই শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এখানে কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার (Unstructure Interview) পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এটি একটি অসংগঠিত সাক্ষাৎকার, যাকে কখনো অ-নির্দেশমূলক সাক্ষাৎকারও বলা হয়, এটি একটি উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি যেখানে প্রশ্ন বা তাদের জিজ্ঞাসা করা ক্রম পূর্বনির্ধারিত নয়। যেমন– প্রশ্নকারী প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তরদাতা স্বাধীনভাবে উত্তর দিতে পারেন।

উক্ত গবেষণায় যাদেরকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন শিল্পী ও জড়িত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে উন্মুক্ত বা খোলা প্রশ্নমালায় (Open Ended Questionnaire) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রশ্নমালায় প্রশ্ন শেষে উত্তর দেওয়া থাকে না। তাই প্রশ্ন শেষে উত্তর প্রদানের জন্য ফাঁকা জায়গায় রাখা হয়েছে যাতে উত্তরদাতা তাঁর মতামত লিখিত অথবা মৌখিকভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। যদি কোনো শিল্পী অথবা জড়িত কোনো ব্যক্তিবর্গ লিখিত মতামত ব্যক্ত করতে না পারেন সেক্ষেত্রে গবেষক তাঁর বক্তব্য প্রশ্নের নিচে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এই গবেষণায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (Focus Group Discussion) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ৪ থেকে ১২ জন পোড়ামাটির ফলকের বিশেষজ্ঞ, তাত্ত্বিক, শিক্ষক ও শিল্পীর অংশগ্রহণে মুক্ত আলোচনার (সাক্ষাৎকার নয়) ভিত্তিতে প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট মতামত গ্রহণের মধ্য দিয়ে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় লুকানো ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে ফলাফলের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত আলোচনা গভীরতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উক্ত আলোচনায় গবেষক মডারেটরের ভূমিকা পালন করবেন এবং দুজন মধ্যস্থতাকারী যারা আলোচনার প্রতিটি বিষয় লিপিবদ্ধ এবং ভিডিও এর মাধ্যমে শব্দ ধারণ করবেন।

গুণগত গবেষণার অন্তর্ভুক্ত মাঠ গবেষণা পদ্ধতিতে সরজমিনে পোড়ামাটির ফলকের আলোকচিত্র নেয়া হয়েছে। তবে বিভিন্ন বিষয়-বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নমুনা হিসেবে ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপনকৃত ১৯৭২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ের নির্মিত ১০০টি পোড়ামাটির ফলক বাছাই করে, এই বাছাই করা পোড়ামাটির ফলকের আলোকচিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলকগুলোর বিষয়বস্তু, কম্পোজিশন, স্পেসের ব্যবহার, ড্রয়িং, করণ-কৌশল এবং অন্যান্য নান্দনিক গুণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এছাড়া উক্ত গবেষণায় পোড়ামাটির ফলকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার ঐতিহাসিক ও পরম্পরাগত প্রেক্ষপট এবং বিভিন্ন পর্বের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু, করণ-কৌশল, শৈলী ও নান্দনিক গুণাবলির উপাত্ত বিভিন্ন বই-পত্র, গবেষণাপত্র, অভিসন্দর্ভ এবং লেখ্য উৎস থেকে দ্বৈতয়িক তথ্য গ্রহণ সাপেক্ষে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিকভাবে গবেষণা প্রকল্প বিশ্লেষণ, সংযোজন-বিয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে নিরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে কখন কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রয়োজন হওয়ায়, সেজন্যে গবেষণার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে হাইপোথিসিসকে মূল লক্ষ্য করে গবেষণা পদ্ধতি পরিচালিত হয়েছে।

হাইপোথিসিস : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২–২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ প্রতিফলিত।

### প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

গবেষণার সুষ্ঠু ফলাফল নির্ধারণে স্বচ্ছতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলক বিষয়টিকে যথোপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করার তাগিদে পোড়ামাটির ফলকের শিল্পীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের তৈরি শিল্পকর্ম সম্পর্কে অডিও-ভিস্যুয়াল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া নিজ শিল্পকর্ম সম্পর্কে শিল্পীর মৌখিক বিবৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পীর স্টুডিও ও মৃৎশিল্প পোড়ানোর চুল্লি সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। ঢাকার যেসকল স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক আছে সেই স্থাপত্যকর্মসহ তার দেয়ালে স্থাপনকৃত পোড়ামাটির ফলকের আলোকচিত্র গ্রহণ প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে গৃহীত এই সকল তথ্য গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশ নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়েছে।

### দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Sources)

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ, গবেষণা পদ্ধতির বিন্যাস এবং প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনে দ্বৈতয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বই-পত্র, সাময়িকী, গবেষণা প্রবন্ধ ও গবেষণার প্রতিবেদন, অভিসন্দর্ভ, ইন্টারনেটে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-চিত্র-উপাত্ত ইত্যাদি লিখিত আকারে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পসমালোচকদের পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে বক্তব্য বা লিখিত আলোচনা-সমালোচনা এবং পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে অন্যান্য বিজ্ঞজন ও পণ্ডিতবর্গের মন্তব্য ও নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

### তথ্যনির্দেশ পদ্ধতি বা Citation Style

তথ্যনির্দেশ প্রণয়ন করতে শিকাগো (Chicago) পদ্ধতি প্রণীত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা ১৫তম সংস্করণ হিসেবে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস থেকে 'শিকাগো ম্যানুয়াল অফ স্টাইল' নামে ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো–

১. Books: Single Author

Footnote- পাদটীকা-

Author's first name Last name, Title in Italics and in Headline Style (City of Publication: Publisher, Year), page number if relevant.

উদাহরণ স্বরূপ : Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 213.

Dhaka University Institutional Repository

দ্রষ্টব্য : যদি একই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় রেফারেন্স প্রথমটির পরে অবিলম্বে আসে তবে সেখানে লেখকের নাম এবং বইয়ের শিরোনামের জায়গায় ইংরেজিতে "Ibid" এবং বাংলায় "প্রাগুক্ত" ব্যবহার করা হয়। তারপরে পৃষ্ঠা নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা হয় যদি এটি প্রথম রেফারেন্সে তালিকাভুক্ত থেকে ভিন্ন হয়।

উদাহরণ স্বরূপ : ইংরেজিতে- Ibid., ১৪৫. বাংলায়- প্রাগুক্ত।, ১৫৬।

২. Bibliography- গ্রন্থপঞ্জি-

Author's last name, First name. *Title*. City: Publisher, Year.

উদাহরণ স্বরূপ : Chowdhury, Saifuddin. *Early Terracotta Figurines of Bangladesh*. Dhaka: Bangla Academy, 2000.

এছাড়া Books: Multiple Authors, Books: Edited Volume or Chapter within an Edited Volume, Books: Multiple Editions, Journal Articles, Web Sources, Lectures, Course Readers, Magazine Articles, Newspaper Articles, Interviews, Legal Sources, Government Publications ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই ভাবে ২০০৩ সালে প্রকাশিত শিকাগো ম্যানুয়াল অব স্টাইল পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে।

রচিত বাক্য : রচিত বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে তথ্যসূত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করা হবে এবং একই পৃষ্ঠার নিচে তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– উদাহরণ স্বরূপ– ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মোগল সম্রাট বাবর প্রথম কামানের ব্যবহার করেছিল।[৩]

উদ্ধৃতাংশ : যখন কোনো উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয় বা কোনো অনুচ্ছেদের অংশ বিশেষ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন মূল অনুচ্ছেদের কিছু অংশ বাদ দিয়ে শব্দলোপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যাতে বিষয়বস্তুর অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত না হয়। যেমন, তিনটি ফুল স্টপ বা বিন্দু (...) চিহ্ন পর পর সন্নিবেশিত করে শব্দলোপ করা হয়।

উদ্ধৃতির ব্যবহার : (ক) সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি (চার লাইন পর্যন্ত) (১) লেখার প্রবাহ ব্যাহত না করে কোন বাক্য ও অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। (২) উদ্ধৃতির প্রথমে এবং পরে দ্বি-উদ্ধৃতি চিহ্ন (double quotation-" ") ব্যবহার করা হয়েছে। (৩) মূল বইতে যে পরিমান জায়গা রেখে লেখা আছে সেই রকম ভাবেই উদ্ধৃতি লিখা হয়েছে (দুই বা দেড় লাইন পরিমান জায়গা বাদ দিয়ে)। উদাহরণ স্বরূপ- বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে জনাব কাদির বলেছেন, "জ্ঞান আহরণে নৈপূণ্যে ও দক্ষতা. . . . বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব।"[৭]

(খ) দীর্ঘ উদ্ধৃতি (পাঁচ বা বেশি লাইন বিশিষ্ট উদ্ধৃতি) (১) এখানে উদ্ধৃতির প্রথমে এবং শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। (২) প্রতিটি লাইনের মাঝে এক লাইন পরিমান জায়গা (single space) ফাঁক রাখতে হয়েছে। (৩) যথোপযুক্তভাবে উদ্ধৃতিটি লিখতে হয়েছে। (৪) মার্জিন থেকে অন্যান্য লাইন অপেক্ষা কিছুটা ভিতরে সরিয়ে উদ্ধৃতি আরম্ভ করতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- আব্দুল জব্বার বলেন–

> সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন মাধ্যম এবং বিভিন্ন বিষয়ের হাজার হাজার সীলমোহরের মধ্য থেকে পোড়ামাটির কয়েকটি সীলমোহর নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোকপাত করলে এই সভ্যতার পোড়ামাটির সীলমোহর বা মিনিয়েচার ফলকের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য এবং নান্দনিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। বিষয়বস্তু হিসেবে পোড়ামাটির ফলকে চিত্রায়িত হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী যেমন– ষাঁড়, হাতি, বাঘ, ঘড়িয়াল, হরিণ, গণ্ডার, খরগোশ, মিশ্র জীব ও অদ্ভুত

Dhaka University Institutional Repository

শিংওয়ালা ষাঁড় এবং বিভিন্ন কাহিনী ভিত্তিক চিত্র। এছাড়াও কিছু কিছু সীলমোহরে জ্যামিতিক নকশা ও প্রতীক উৎকীর্ণ করা হয়েছে যেমন– বৃত্ত, ক্রসচিহ্ন, ফোঁটা, বিন্দু, স্বস্তিকা চিহ্ন এবং পিপল গাছের পাতা ইত্যাদি।[৯]

এছাড়া আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বাংলা একাডেমি প্রণীত ২০২১ সংস্করণের প্রমিত ব্যবহারিক ব্যাকরণ বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে লেখকের রচনায় বা সমালোচকের উদ্ধৃতিতে তাদের লেখার মূল বানানটি রাখা হয়েছে, কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। অতএব দুই ধরনের বানানই অভিসন্দর্ভে পাওয়া যাবে। যেহেতু বর্তমান অভিসন্দর্ভে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রন্থগুলো আকরগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাই বানানরীতিতে একধরনের সমতা পাওয়া যায়। আবার ইংরেজি বানান রীতি 'Times New Roman' অনুসরণ করা হয়েছে।

## (ছ) সাহিত্য পর্যালোচনা (**Literature Review**)

কোন গবেষণাকার্য শুরু করার পূর্বে নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রচলিত যেসব জ্ঞান আছে তা জানার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় বই, প্রবন্ধ ও গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি পাঠ করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে অভিহিত হওয়া আবশ্যক। কেননা গবেষক যে বিষয়ের উপর গবেষণা করছেন সংশ্লিষ্ট অন্যদের গবেষণাকর্মগুলোকে পাঠ করে সেগুলোর পরিমার্জিত সংযোজন দ্বারা তার নিজ গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং সে-সম্পর্কে নবতর ও কার্যোপযোগী অনুমিত বিষয় সংযোজন করা, গবেষণার নকশা প্রণয়নে সহায়তা করা ও পূর্বের সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তবে এর পরিধি যত বিস্তৃত হবে, গবেষক ততই উক্ত বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে পারবেন। ইতোপূর্বে দেশে-বিদেশে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পোড়ামাটির শিল্প ও পোড়ামাটির ফলক নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম সাধিত হয়েছে, যা প্রবন্ধ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের গবেষণাকর্মগুলো অন্যতম।

**গ্রন্থ :**


- দাসগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন। *বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা*। বিষ্ণুপুর বাকুঁড়া : টেরাকোটা, ২০১৫।
- ঘোষ, নীহার। *মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে ইসলামী শিল্প শৈলী*। কলকাতা : অমরভারতী, ১৪১৫।
- মুখোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী। *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা*। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০০৮।
- ভূঁইয়া, মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*। ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩।
- আক্তার, শারমীন। *ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে সমতট*। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১৫।
- বসু শ্রীলা, এবং অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির*। কলকাতা : সিগনেট প্রেস আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
- রহমান, সুফি মোস্তাফিজুর (সম্পা.)। *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।
- আকমাম, আফরোজ। *মহাস্থান*। ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬।
- Khan, Muhammad Hafizullah. *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal, Copy-1, 2, 3.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988.
- Sirajuddin, Muhammad. *Lyric of Teracotta Kantajieer Mandir.* Dhaka: Markup International, 1992.

Dhaka University Institutional Repository


- Ahmed, Najimuddin. *Epic Stories in Teracotta: Depicted on Kantanagar Temple.* Dhaka: The University Press Limited, 1990.
- Chowdhury, Saifuddin. *Early Terracotta Figurines of Bangladesh*. Dhaka: Bangla Academy, 2000.
- Hoque, Zulekha. *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bengal Portrayal of Society, Copy- 1, 2.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1980.
- Haque, Zulekha. *Terracottas of Bengal: An Analytical Study.* Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014.
- *Terracotta.* Dhaka: Bangladesh National Museum, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People Republic of Bangladesh, 2016.
- Dani, Ahmad Hasan. *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication, 1961.


**প্রবন্ধ :**


- আমীন নূরুল। "নয়াবাদ মসজিদে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণীর মোটিফ।" *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (আইবিএস জার্নাল)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড ২১, সংখ্যা ১৪২০, ২০১৪।
- Dey, Gourisankar. "Narrative Plaques from Chandraketugarh." In *Journal of Bengal Art, Volume 6,* edited by Enamul Haque, Dhaka: বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, 2001.
- Alam, Md. Shafiqul. "Buddhist Establishments at Rupban Mura, Mainamati, Bangladesh." *East and West*, Vol. 42, No. 2/4 December 1992.
- Rahman, Shafique & Redowan Kabir Kaushik. "Study towards the Origin of Terracotta Decoration of the Mosque Architecture in Bengal. An analysis based on Shape Grammar Principles." 2019.
- Islam, Sk. Zohirul. "Lion Motif used in Buddhist Architecture of Ancient Bangladesh." *American International Journal of Social Science Research; Vol. 2,* No. 2; 2018.
- Gupta, Sanjay Sen. "Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata." *Journal of Bengal Art*, Vol. 25, 2020.
- Dey, Subrata. "Terracotta Plaques of Pilak in Tripura: A Hidden Cultural Heritage." *Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology 7,* 2019.
- Boussas, M.F. & Gill, Sandrine. "Moulded Terracotta Plaques from Mahasthan", *Journal of Bengal Art Volume 6, The International Centre for Study of Bengal Art,* Dhaka, 2001, p.68

Dhaka University Institutional Repository


- Haque, Enamul. "Chandraketugarh: A Resume of Excavation Reports (1956-67)", *Journal of Bengal Art Volume 1*, *1996*, Dhaka, 1996.
- Sabino, Rachel. "Roman Art at the Art Institute of Chicago Cat. 159 Relief Plaque"*,* Published by: Art Institute of Chicago, 2016, pp.01-14, All content following this page was uploaded by Rachel Sabino on 01 March 2017.
- Moorey, P.R.S. "The Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama.c.1850 to 1650 B.C", Source: Iraq, Autumn,1975,Vol.37,No.2, Published by: *British Institute for the Study of Iraq is collaborating with JSTOR to digitize*, preserve and extend access to Iraq, 1975, pp.79-99.
- Salapata, Gina. "Laconian and Messeniann Plaques with seated Figures: The Socio-Political Dimension"*,* Source: *The Annual of the British School at Athens*, 2013, Vol. 108 (2013), pp. 187-200.
- মুখার্জ্জী, তনয়া ও মন্ডল, সুজয় কুমার. "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য : গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী", *International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies* (IRJIMS) A Peer-Reviewed Monthly Research Journal ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print) Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 49-57.


**অভিসন্দর্ভ:**


- Ahuja, Naman Parmeshwar, Early Indian Moulded Terracotta- The Emergence of an Iconography and Variations in Style, cire Second Century BC to First Century AD, Vol.1,2. *School of Oriental and African Studies, University of London,* (Thesis of the degree of Ph.D) 2000.


উপরিউক্ত পঠিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

Rachel C Sabino ১৯৭২ সালে "Roman Art at the Art Institute of Chicago Cat. 159 Relief Plaque" শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রোমান সভ্যতার প্রাথমিক দিকে সম্ভবত খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের স্থাপত্যের দেয়ালে ব্যবহারের জন্য নির্মিত "Cat. 159 Relief Plaque" শিরোনামে এই পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকটি আমেরিকার শিকাগো আর্ট ইন্সটিটিউটে সংরক্ষিত আছে। ১৮৭৫ সালের দিকে একটি নর্দমা খননের সময় রোমে পাওয়া বড় সাইজের স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে ছাঁচে তৈরি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উভয় প্রতীক বা বিষয়ের উপর নির্মিত এই ফলকের আকার, বিষয়ের বর্ণনা, স্থাপত্যিক সম্পর্কের বিবরণ, করণ-কৌশল এবং শৈলী, ধরন সনাক্তকরণ, Marchese Giampietro Campana এবং সংগ্রহ, কন্ডিশন নোট ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ফলকের শৈল্পিক গুণাবলির বিভিন্ন বিষয়াদির সাথে দক্ষিণ ইতালি, এশিয়া মাইনর এবং সিসিলির গ্রিক দখলদারদের পরিধান করা পোশাকের ফ্যাশন এবং মিশরীয়, গ্রিক ক্লাসিক্যাল ও পুরনো ইট্রুস্কান শৈলীর সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা-ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত স্থাপত্যিক রিলিফ ফলকে উৎকীর্ণ বিষয় মহিলাদের আচার-অনুষ্ঠানের উদাহরণ হিসেবে খুবই প্রশংসার যোগ্য যা শৈলীর বিবেচনায় প্রাথমিক রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রিক ধ্রুপদি শিল্পের পুনরুজ্জীবন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

P.R.S. Moorey ১৯৭৫ সালে "Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama, c. 1850 to 1650 B.C." শিরোনামে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিশ (Kish), নিপুর (Nippur), ইশালিতে (Ischali) পাওয়া পোড়ামাটির ফলকের শিল্পমান উন্নত এবং এসব নিদর্শন পাওয়া যায় মন্দির, রাস্তা, ব্যক্তিগত গৃহ এবং অন্যান্য জায়গায় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উহাইমির (Uhaimir) অঞ্চলের কক্ষে প্রাপ্ত নিদর্শনের সাথে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার লেখার সাদৃশ্য পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এটা আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ খনন কাজ এধরনের নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভাবনা আরও উন্মুক্ত করবে।[৫]

মোঃ শফিকুল আলম ১৯৯২ সালে "Buddhist Establishments at Rupban Mura, Mainamati, Bangladesh" শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৯৮৪ সালে খননের মাধ্যমে কুমিল্লার ময়নামতির রূপবান মুড়ায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবশিষ্ট কাঠামো, কোণ বন্ধনী, ভাস্কর্য, শোভাময় ইট, মৃৎপাত্র ও অন্যান্য বস্তুসহ পোড়ামাটির ফলকের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বিশেষ করে এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু, টাইপোলজিক্যাল শ্রেণিবদ্ধকরণ, করণকৌশল ও শৈল্পিক রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় বস্তুর গুণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশের পরিপূর্ণতায় সমতটের লালমাই-ময়নামতির রূপবান মুড়ার ফলকগুলোতে বিধৃত জীবনের নানাদিক প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ও লৌকিকতার চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে যা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সত্তার উদ্ভাসিত চিত্র রূপের স্মরণীয় অধ্যায়। এই প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের সুনির্দিষ্ট চরিত্র এখনো রয়েছে রহস্যময় তবে পরবর্তীতে আরো ব্যাপকভাবে খননকার্য ও গবেষণা পরিচালনা করলে শিল্পতাত্ত্বিক বিষয়াদি প্রাপ্তির সম্ভাবনাসহ আমাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হবে।[৬]

নমন পরমেশ্বর আহুজা কর্তৃক উপস্থাপিত "Early Indian Moulded Terracotta- The Emergence of an Iconography and Variations in Style, cire Second Century BC to First Century AD, Vol.1, 2" শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি ২০০০ সালে ইংরেজি ভাষায় উপস্থাপন করা হয়। ভারতীয় ইতিহাসের খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর মধ্যে ছাঁচে তৈরি পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও ফলকের ওপর একটি বিস্তৃত গবেষণা কাজ করেছেন এই গবেষক। প্রায় তিন হাজার পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও ফলক ভিত্তিক চিত্র পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অংশ, ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশকে বিবেচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ছাঁচে তৈরি পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও ফলকের বিভিন্ন রীতি এবং শৈলী নিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাস্কর্য ও ফলকগুলো নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া ভাস্কর্য ও ফলকের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

---

৪. Rachel Sabino, "Roman Art at the Art Institute of Chicago Cat. 159 Relief Plaque", Published by: *Art Institute of Chicago*, 2016, pp.01-14, All content following this page was uploaded by Rachel Sabino on 01 March 2017. Published: file:///C:/Users/user/Downloads/Cat.159TerracottaReliefPlaqueEarly1stcenturyA.D.pdf

৫. P.R.S.Moorey, "The Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama.c.1850 to 1650 B.C"., Source: Iraq, Autumn,1975,Vol.37,No.2, Published by*: British Institute for the Study of Iraq is collaborating with JSTOR to digitize*, preserve and extend access to Iraq, 1975, p.79-99.

৬. Md. Shafiqul Alam, "Buddhist Establishments at Rupban Mura, Mainamati, Bangladesh"*,* Source*: East and West* , December 1992, Vol. 42, No. 2/4, Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), 1992, p. 281-300, Published: https://www.jstor.org/stable/pdf/29757039.pdf ,7:17am, 16-11-2025.

যেমন– উত্তর-পশ্চিম, উচ্চ-গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য-গাঙ্গেয় অঞ্চল এবং বাংলা। এতে দক্ষিণ এশিয়ার একটি অভিন্ন আইকনোগ্রাফি নিয়েও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর উপসংহার টানা হয়েছে এভাবে, ভারতবর্ষের অনেক দেব-দেবী, গল্প-গাঁথা এবং নায়ককে ভুলে যাওয়া হয়েছে। এগুলোর নিদর্শন পরবর্তী ঐতিহ্য, প্রারম্ভিক-ঐতিহাসিক পোড়ামাটির মধ্যে দেখা যায়।[৭]

গৌরীশঙ্কর দে ২০০১ সালে "Narrative Plaques From Chandraketugarh" শিরোনামে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। শুঙ্গ যুগের চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির ও বেশিরভাগই আয়তক্ষেত্রাকার এবং সুউচ্চ শিল্পগুণ সম্পন্ন যা গৃহস্থালির পূজা ও সাজসজ্জার জন্য নির্মিত হয়েছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। লো-রিলিফ পদ্ধতিতে বাস্তবসম্মত ধারায় নির্মিত ফলকগুলোতে মহাকাব্যিক ও জাতক কাহিনিসহ আরো অন্যান্য বিষয়াবলির দৃশ্য বলিষ্ঠ কর্মদক্ষতায় সাবলীল ও সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যার বিষয়বস্তু ও শৈলীর সাথে ভারহুত, সাঁচী, অমরাবতীর পাথরের ভাস্কর্যের শৈলী ও বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের উপর আরো ব্যাপক গবেষণা করলে শিল্পতাত্ত্বিক বিষয়াদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আরও উন্মুক্ত করবে।[৮]

Gima Salapata ২০১৩ সালে "Laconian and Messenian Plaques with seated figures: The Socio-Political Dimension" শিরোনামে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই গবেষণায় গ্রীসের স্পার্টা জাদুঘরে সংরক্ষিত ল্যাকোনিয়া ও মেসেনিয়ার বৈচিত্র্যময় পোড়ামাটির ফলকের বিষয়, করণ-কৌশল-শৈলী, উৎপাদন, আইকনোগ্রাফি ও ধর্ম ইত্যাদিতে সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ডাইমেনশন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রিসের ক্লাসিক্যাল ধারার অনুরূপ স্থানীয় বাস্তবধর্মী শৈলীতে লো-রিলিফ পদ্ধতিতে ছাঁচে নির্মিত ফলকে উৎকীর্ণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ল্যাকোনিয়া ও মেসেনিয়াতে ভক্তিমূলক অর্ঘ হিসেবে ব্যবহৃত সাপের সাথে পানীয় পাত্র (Kantharos) হাতে চেয়ারে উপবিষ্ট 'নায়ক' পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, জাতিগত বিষয়ের বীরত্বের প্রতীক তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিল্পমান উন্নত ফলকগুলোতে উৎকীর্ণ এই নায়কদের মাধ্যমে গৌরবময় অতীতের সাথে বর্তমানের একটি যুগসূত্র তৈরি করে একটি শক্তিশালী স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক, জাতিগত ও রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কৌশল তা গবেষণায় উঠে এসেছে।[৯]

---

৭. Naman Parmeshwar Ahuja, "Early Indian Moulded Terracotta- The Emergence of an Iconography and Variations in Style, cire Second Century BC to First Century AD, Vol.1,2", *School of Oriental and African Studies*, University of London (Thesis of the degree of Ph.D) 2000. ProQuest Number: 10731728, Published: https://eprints.soas.ac.uk/29572/1/10731728.pdf /

https://www.academia.edu/122007051/Early_Indian_moulded_terracotta_The_emergence_of_an_iconography_and_variations_in_style_circa_second_century_B_C_to_first_century_A_D 7:27 am, 17-11-2025.

৮. Gourisankar De, "Narrative Plaques From Chandraketugarh", *Journal of Bengal Art*, Volume 6, 2001, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ১১৭-১২৫।

৯. Gina Salapata, "Laconian and Messeniann Plaques with seated Figures : The Socio-Political Dimension" Source: The Annual of the British School at Athens , 2013, Vol. 108 (2013), p. 187-200, Published by: *British School at Athens* Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43188530 Published : file:///C:/Users/user/Desktop/Article/01.%2043188530.pdf

নুরুল আমিন ২০১৪ সালে "নয়াবাদ মসজিদে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণীর মোটিফ" শিরোনামে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক দিনাজপুরের নয়াবাদ গ্রামে ইটের তৈরি এবং প্রাণীর মোটিফের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক সম্বলিত এই বিরল মসজিদটি নির্মাণ করেন। নয়াবাদ মসজিদের গায়ে লোনায় ক্ষয়প্রাপ্ত ও ভাঙ্গা ৮৫০°c থেকে ৯০০°c তাপমাত্রার উপরে পোড়ানো ১০৯টি ফুল-লতা-পাতা, জোড়া পাখি, ময়ূর, কাঠবিড়ালি, খরগোশ ইত্যাদি বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক রিলিফ পদ্ধতিতে নিখুঁত মডেলিং ও সুন্দর কম্পোজিশন এবং বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত শিল্পগুণ সম্পন্ন অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে তা এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী কান্তজীর মন্দির নির্মাণের সময় ও একই শিল্পী দ্বারা এই নয়াবাদ মসজিদ নির্মাণের কারণে মন্দিরের ফলকের মতো প্রাণীর মোটিফের ফলক এই মসজিদ গাত্রে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নয়াবাদ মসজিদের ন্যায় প্রাণীর মোটিফ সম্বলিত অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের সাদৃশ্য দিনাজপুরের দায়রা মসজিদেও দেখা যায় এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। দুইশত বছর পূর্বে মৃৎশিল্পীরা কাদামাটির সাথে ৮% বেরিয়াম অক্সাইড ব্যবহার করে ফলকগুলো তৈরি করে পোড়ালে ক্ষয়প্রাপ্ত কম হতো। বর্তমানে এই বিরল মসজিদের অলংকৃত ফলকগুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে পরবর্তী প্রজন্ম তা দেখতে পাবে, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকরা উপকৃত হবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ও আমাদের ঐতিহ্য আরো অনেক সমৃদ্ধ হবে।[১০]

তন্ময় মুখার্জি ও সুজয় কুমার মন্ডল ২০১৫ সালে "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য : গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী" শিরোনামে তাঁদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে মধ্যযুগে মল্লরাজাদের তৈরি পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরের বৈচিত্র্যময় স্থাপত্য গঠন-শৈলী এবং মন্দিরে স্থাপিত পুরাণ, প্রাণী, উদ্ভিদ, সৌর, ঐতিহাসিক, লৌকিক ও অন্যান্য বিষয়কেন্দ্রিক পোড়ামাটির ফলকের বিষয় ও শৈলী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরের গঠন-শৈলীর সাথে উত্তর ভারতীয় নাগর ও ওড়িশীর 'রেখা' ও 'পিঢ়া' শৈলীর সাদৃশ্য দেখা যায় তার আলোচনা হয়েছে। এই পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের অসাধারণ নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে বিষ্ণুপুরের মন্দির স্থাপত্য অন্য এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু কালের গতি ও সংরক্ষণের অভাবে এই অসাধারণ কীর্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বপ্রেমি মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে তা রক্ষার জন্য। যদি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে এগুলো সংরক্ষণ করে তাহলে পশ্চিমবাংলার পোড়ামাটির শিল্পের সুমহান কীর্তিগুলো সুরক্ষিত থাকবে।[১১]

এস কে. জহিরুল ইসলাম ২০১৮ সালে "Lion Motif used in Buddhist Architecture of Ancient Bangladesh" শিরোনামে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রাচীন বাংলাদেশের (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা) বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্যের দেয়ালের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের রাজকীয়, ধর্মের রক্ষক বা বোধিসত্ত্বদের প্রতীক হিসেবে সিংহের মোটিফের ব্যবহার হয়েছে যে কারণে সিংহ মঠ ও মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হতো তা প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

---

১০. নূরুল আমীন, "নয়াবাদ মসজিদ পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণীর মোটিফ", *ইনিস্টিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল* (আইবিএস জার্নাল), খন্ড ২১, সংখ্যা ১৪২০ (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৪), ৮১-৯২।

১১. তনয়া মুখার্জ্জী ও ড. সুজয় কুমার মন্ডল, "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য : গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী", International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS) A Peer-Reviewed Monthly Research Journal ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print) Volume-I, Issue VI, July 2015, Page No. 49-57 Published by: *Scholar Publications*, Karimganj, Assam, India, 788711 Website: http://www.irjims.com / Published: https://oaji.net/articles/2015/1707-1438677203.pdf

এই ব্যবহৃত সিংহের মোটিফের ধর্মীয় ব্যাখ্যা, সাংস্কৃতিক তাৎপর্য, এর উৎস এবং মূল্যায়ন বোঝার জন্য এটিকে বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত করেছে তা এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সিংহের মোটিফ ধর্মীয় দিক থেকে বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যে বুদ্ধের গঠন বা মঞ্জুবারার বাহন বা পৌরাণিক এবং সেই সাথে হিন্দু দেবতা দুর্গার বাহন সিংহের প্রভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রবন্ধে উপস্থাপিত অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকগুলো চরিত্রগতভাবে ধর্মীয়, তাই প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধধর্মীয় জীবন অধ্যয়নের জন্য এই ফলকগুলো মূল্যবান উপকরণ।[১২]

Subrata Dey ২০১৯ সালে "Terracotta Plaques of Pilak in Tripura: A Hidden Cultural Heritage" শিরোনামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসহ পিলাকের শ্যামসুন্দর টিলা ও বক্সনগরে প্রাপ্ত ৭ম–১০ম শতাব্দীর মিশ্র সাংস্কৃতিক ও পৌরাণিক কাহিনির বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মীয় দেবতা ও তাদের কর্মকাণ্ড, প্রাণী, রাজকীয় ও শুভচিহ্ন, আইকনোগ্রাফিক ইমেজ-অর্থ মানুষ ও প্রাণীর সংমিশ্রিত দেহ ইত্যাদি বিষয়ের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের চিত্র পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন বিষয় এবং শৈলীর বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ এই ফলকগুলোর সাথে অবিভক্ত বাংলার পাহাড়পুর ও ময়নামতি পোড়ামাটির ফলকের সাথে সাদৃশ্য এবং সমসাময়িক তার আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে কাদামাটি একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন– এর প্রাচুর্য, সর্বজনীন সরবরাহ, পাথরের পরে বিল্ডিং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে দ্বিতীয় স্থান, এর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, কালো রং ও বিশ্বব্যাপী টেরাকোটা নামে পরিচিত লাইটার বিল্ডিং উপাদান হিসেবে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। এর উপসংহারে বলা হয়েছে এভাবে, পিলাকের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকে বারবার রামায়ণের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনি উঠে এসেছে, যেমন– ফলকগুলিতে দেখানো হয়েছে রাম এবং লক্ষ্মণ বসে ছিলেন– রাম ধারণ করেছিলেন অভয় মুদ্রা ভঙ্গিতে তার বাম হাতে ধনুক, তবে এখানে রামকে লক্ষ্মণের চেয়ে বড় বড় করে দেখানো হয়েছে। রামায়ণে বর্ণিত ফলকে সুবিখ্যাত সোনার হরিণকে রাম ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়ছে এবং হরিণকে দৌড়াতে এবং লক্ষ্যবস্তুতে দেখানো হয়েছে। আরেক পৌরাণিক নায়ক হনুমান সমুদ্র পার হচ্ছে তা চিত্রিত করা হয়েছে যেখানে তাঁর নীচে মাছ ও কুমির একটি জিগ-জ্যাগ আকারে তরঙ্গের প্রভাব দ্বারা চিত্রিত হয়েছে।[১৩]

সঞ্জয় সেনগুপ্ত ২০২০ সালে "Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata" শিরোনামের তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে লোকায়ত ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপসর্গ ক্রমশ বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে একটি একক সাংস্কৃতিক ধারা বিনির্মাণ হয়েছিল তা এই প্রবন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই পোড়ামাটির অলংকরণগুলো যথাক্রমে মন্দির,

---

১২. Sk. Zohirul Islam, "Lion Motif used in Buddhist Architecture of Ancient Bangladesh", *American International Journal of Social Science Research*; Vol. 2, No. 2; 2018 ISSN 2576-103X E-ISSN 2576-1048 Impact Factor: 4.6 Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and Business, USA 24. pp. 24-33. Received: May 30, 2018 Accepted: August 10, 2018 Online Published: August 13, 2018, Published: 7:38am, 17-11-2025.

https://www.researchgate.net/publication/341024576_Lion_Motif_used_in_Buddhist_Architecture_of_Ancient_Bangladesh, .

১৩. Subrata Dey, "Terracotta Plaques of Pilak in Tripura: A Hidden Cultural Heritage", Received: 23 July 2019; Revised: 09 September 2019; Accepted: 16 October 2019 Heritage: *Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology 7* (2019): p. 945-953, Published: https://www.heritageuniversityofkerala.com/JournalPDF/Volume7/65.pdf , 7:39am, 17-11-2025

মসজিদ ও সমাধি স্থাপত্যের গায়ে আবেগ, ছন্দ এবং গতির বৈচিত্র্যময় পরিপক্ক চিন্তা ও শৈলীর ফলাফল প্রদর্শন করে, যা প্রাথমিকভাবে পাল যুগ হয়ে পরে ইসলামী শাসনামলে বিকশিত হয়েছিল এবং শেষ মধ্যযুগীয় যুগে একটি পূর্ণাঙ্গ শৈলীর রূপ ধারণ করেছিল তা আলোচিত হয়েছে। যা একটি দীর্ঘ ও গতিশীল বিবর্তনে দৃশ্যমান চিন্তাধারার লোকায়েত উপসর্গের বিভিন্ন মোটিফ, নিদর্শন ও নকশার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মাধ্যমে বাংলায় একটি সংস্কৃতিক ধারার সিরিজ নির্মাণ করেছিল তার প্রতিফলন এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।[১৪]

উপর্যুক্ত গবেষণাকর্মসমূহ যথেষ্ট তথ্যবহুল। গবেষণাকর্মসমূহে মূলত প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প ও পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব, ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য, বিভিন্ন বিষয়বস্তু, করণ-কৌশল, বিভিন্ন শিল্প ধারার প্রভাব, শিল্পশৈলী ও নান্দনিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে অর্থাৎ ১৯৭২ হতে ২০২১ সালের মধ্যে নির্মিত ঢাকার স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক গুণাবলির বিশ্লেষণ করা হয়নি। এর কারণ উপর্যুক্ত গবেষকগণ মূলত শিল্পী নয়। ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় অনুসন্ধানের লক্ষ্যে গবেষণা করেছেন। এছাড়া, তাঁরা ১৯৭২ হতে ২০২১ সালের মধ্যে নির্মিত ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব কম বিবেচনা করেছেন। অধিকন্তু, প্রস্তাবিত বিষয়টি মাঠ পর্যায়ের গবেষণা হওয়ায় ব্যয় বহুল ও অধিক শ্রমের প্রয়োজন। মূলত এসব কারণে প্রস্তাবিত বিষয়ে ইতোপূর্বে গবেষণা হয়নি। কিন্তু উক্ত শিল্পকর্মসমূহের উপাদান-উপকরণ, বিষয়বস্তু, নির্মাণ কৌশল, শৈলী, শিল্পমান, নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য, দর্শন ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার এক গুরুত্বপূর্ণ দিকে উন্মোচন হতে পারে, যা বাংলাদেশের শিল্পজগতকে নতুন আঙ্গিকে ঋদ্ধ করবে। ফলে বলা যায় যে, প্রস্তাবিত বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে।

## (জ) অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Proposed Structure of the Thesis)

ভূমিকা :

(ক) গবেষণার প্রস্তাবনা

(খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

(গ) গবেষণার লক্ষ্য

(ঘ) গবেষণার তাৎপর্য

(ঙ) গবেষণার পরিধি

(চ) গবেষণা পদ্ধতি

(ছ) সাহিত্য পর্যালোচনা

(জ) অভিসন্দর্ভের গঠন পরিকল্পনা

---

১৪. Sanjay Sen Gupta, "Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata", 2020, January. *Journal of Bengal Art* (ISSN 1607-1344), Vol. 25 (The Silver Jubilee Volume dedicated to Dr R Nagaswamy), 287-308, Published :

https://www.researchgate.net/publication/339527677_Terracotta-ornamentation_on_the_Religious-Architectures_of_Bengal_Gradual_Deconstruction_of_Cultural-units_through_the_Expanse_of_Lokayata, 7:42 am, 17-11-2025.

**(ঝ) গবেষণার আনুমানিক সময়সূচি**

০১. প্রথম অধ্যায় : পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

০.২ দ্বিতীয় অধ্যায় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয় বৈচিত্র্য

(ক) ঐতিহাসিক ঘটনাবলি

(খ) আবহমান বাংলা

(গ) ধর্মীয় বিষয়াবলি

(ঘ) নকশাভিত্তিক অলংকরণ

০.৩ তৃতীয় অধ্যায় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের উপাদান, উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল

০.৪ চতুর্থ অধ্যায় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ

০.৫ পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার

## (ঝ) গবেষণার আনুমানিক সময়সূচি (Expected Research Time Schedule)

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে প্রায় চার বছর সময় লেগেছে। যেসব কাজ করতে সময় ব্যয় হয়েছে তা নিম্নরূপ-

| ক্রমিক নম্বর | কার্যক্রম | সময় |
|---|---|---|
| ০১ | গবেষণার বিষয় নির্ধারণ | ০১ মাস |
| ০২ | বই সংগ্রহ ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা নকশা প্রণয়ন | ০৮ মাস |
| ০৩ | তথ্য সংগ্রহ (মাঠ পর্যায়ে কাজ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা) | ০৮ মাস |
| ০৪ | উপাত্ত বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধকরণ | ০৮ মাস |
| ০৫ | চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন লিখন | ০৮ মাস |
| ০৬ | মুদ্রণ, সন্নিবেশিত করা ও বাঁধাই | ০৮ মাস |
| ০৭ | প্রথম সেমিনার | ০৩ মাস |
| ০৮ | দ্বিতীয় সেমিনার | ০২ মাস |
| ০৯ | প্রবন্ধ | ০২ মাস |
| | মোট সময় | ৪ বৎসর |

# প্রথম অধ্যায়

# পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

## ভূমিকা

অঞ্চল বা রাষ্ট্রভেদে মানুষ তার খুব কাছের এবং পরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিবেচনায় রেখে আলাদা বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহের সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহে এবং সমকালীন শিল্পকলায় উঠে এসেছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক বিষয় ফুটে উঠেছে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, শিলালিপি, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মৃৎপাত্র, পুতুল, দারুশিল্প, মুদ্রা, স্থাপত্যে ব্যবহৃত ইট ও অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ও সমকালীন শিল্পকলার মাধ্যমে অঞ্চলভেদে সৃষ্ট হরেক রকম সাংস্কৃতিক পরিভাষার সকল পরিচয় জানা যায় মূলত এসবের মাধ্যমে।[১]

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অব্দি বিভিন্ন কাল ও পর্বে মানুষ তার শৈল্পিক চেতনা প্রকাশের জন্য তার আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের উপাদান এবং উপকরণ ব্যবহার করেছে। শুরু থেকেই প্রাকৃতিক নানা উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য ছিল মাটি। এই কাদামাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে বিচিত্র রকমের মৃৎকর্ম বা মৃৎশিল্প। এই মৃৎশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম প্রধান মাধ্যম পোড়ামাটির ফলক।

*ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত 'পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' অধ্যায়টি বিশ্লেষিত হবে মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতির (Qualitative Research) অন্তর্ভুক্ত দ্বৈতয়িক উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে। যেমন– পোড়ামাটির ফলক বিষয়ক প্রাসঙ্গিক বই-পত্র, গবেষণা প্রবন্ধ ও গবেষণার প্রতিবেদন, সাময়িকী ও অভিসন্দর্ভ, ইন্টারনেটে সংরক্ষিত নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত ফটোগ্রাফি ও লিখিত তথ্য ইত্যাদি লিখিত আকারে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ কালানুক্রমিকভাবে তুলে ধরা হবে। এই অধ্যায়ে প্রথমে বিশ্লেষিত হবে পোড়ামাটির ফলক কী ও এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও ফলকের উদ্ভব এবং তার ধারাবাহিকতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতাসহ ভারতীয় অঞ্চলের সিন্ধু সভ্যতার, বিশেষ করে প্রাচীন বাংলাদেশের মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, গুপ্ত পরবর্তী পাল-দেব-চন্দ্র-সেন, সুলতানি, মোগল ও ব্রিটিশ আমলের পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস ও ফলকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং বিভিন্ন সময় ও শাসনামলের শিল্পধারা কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে একেক সময় কীভাবে নতুন শিল্পধারায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক যে ধারাবাহিকতা আছে তা অনুসরণ করা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা বিস্তারিতভাবে লেখার সুবিধার্থে কয়েকটি ছোট পরিসরের অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

---

১. সৈয়দ মাহবুব আলম, *লোকশিল্প* (নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯), ১০।

## ১. ১ পোড়ামাটি (Terracotta)

পোড়ামাটির ইংরেজি শব্দ *টেরাকোটা* (Terracotta), টেরাকোটা শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ *টেরা* (terra) শব্দের অর্থ মাটি এবং *কোটা* (cotta) শব্দের অর্থ পোড়ানো। অর্থাৎ 'টেরা' এবং 'কোটা' শব্দ দুটি ল্যাটিন শব্দ 'টেরাকোটা' (Terracotta) থেকে গৃহীত হয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় *Terra* শব্দের অর্থ মাটি। আবার রোমান পৌরাণিক কথায় বা শ্রুতিতে পৃথিবীর দেবী হচ্ছে *টেরা* (Terra)। গ্রিসের লোকেরা *টেরাকে* সম্বোধন করতেন বা ডাকতেন *Gaea* বলে। অন্যদিকে *cotta* হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ *Cuocera* এর স্ত্রীবাচক শব্দ যার অর্থ হিট দেওয়া বা রান্না করা। অর্থাৎ *কোটা* (cotta) হচ্ছে পোড়ানো বা *baked*। আক্ষরিক অর্থে বা বর্ণানুযায়ী টেরাকোটা (Terracotta) শব্দটি দিয়ে পোড়ামাটিকে বুঝানো হয়েছে।[২]

অক্সফোর্ড ব্যানারে 'টেরাকোটা' শব্দের অর্থ "লালচে বাদামী কাদামাটি যা পোড়ানো হয়েছে যা চকচকে নয়, কিন্তু পাত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।"[৩]

আবার ইটালিয়ান ভাষায় পোড়ামাটি- 'Baked Earth' অর্থাৎ baked-পোড়ানো earth-মাটি। অর্থাৎ মাটি পুড়িয়ে যা তৈরি হয় তা টেরাকোটা বা পোড়ামাটি।[৪]

বরুণকুমার চক্রবর্তী টেরাকোটা সম্পর্কে বলেন, "বাংলা শিল্প সাহিত্যে বর্তমানে সুপ্রচলিত ল্যাটিন ভাষার একটি ইতালিয় যুগ্ম শব্দ। শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ টেরা=মৃত্তিকা, কোটা=দগ্ধ, অর্থাৎ 'দগ্ধ মৃত্তিকা'। চারুকলায় শব্দটি পোড়ামাটির শিল্পকর্মকে বুঝায়।"[৫]

টেরাকোটা বা পোড়ামাটি শব্দের উৎপত্তি ইতালিয় শব্দ থেকে, আক্ষরিক অর্থ 'বেকড আর্থ' অর্থাৎ টেরাকোটা হলো একটি শক্ত আনগ্লেজড বাদামি-লালচে থেকে বাদামি কমলা রঙ বিশ্লেষণ মাটি যা পোড়ানো হয়েছে এবং মৃৎপাত্র মৃৎমূর্তি এবং টাইলস বা পোড়ামাটির ফলকের মতো জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।[৬]

বিভিন্ন শিল্পসমালোচক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে পোড়ামাটির গ্লেজবিহীন মৃৎকর্ম হলো টেরাকোটা, যা সিরামিক আর্থেনওয়ারের অন্তর্ভুক্ত।[৭]

মাটি ও পোড়ামাটির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো মাটি সাদা থেকে ধূসর, ধূসর থেকে বাদামী এবং তা থেকে গাঢ়

---

২. Firoz Mahmud, *Prospects of Material Folk Culture Studies and Folk Life Mmuseums in Bangladesh (*Dhaka: Bangla Academy, 1993), 97.

৩. *Terracotta* (Dhaka: Bangladesh National Museum, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh, 2016), 13.

৪.'*Britannica Ready Reference Encyclopedia*' (New Delhi: Co-published in India by Alok Wadhwa for Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd, New Delhi and Manish Anand for Impulse Marketing, 2005), 232.

৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ (*কলকাতা : অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪), ২০৬। / নূরুল আমীন, "নয়াবাদ মসজিদ পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণীর মোটিফ", *ইনিস্টিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল* (আইবিএস জার্নাল), খন্ড ২১, সংখ্যা ১৪২০ (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৪), ৮২-৮৩।

৬. 8:53pm,23-09-2022, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/terracotta

৭. Firoz Mahmud, *Prospects of Material Folk Culture Studies and Folk Life Mmuseums in Bangladesh (*Dhaka: Bangla Academy, 1993), 97.

লাল বা কমলা হতে পারে। মাটি পোড়ানোর পর হয় টেরাকোটা, আর এই টেরাকোটা শুধু একটি স্বতন্ত্র লাল বা কমলা রঙের হয়। মাটিতে হাইড্রাস অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের সুক্ষ্ম কণা থাকে। টেরাকোটা এমন এক ধরনের সহজলভ্য শক্ত মৃৎকর্ম, যা লাল ও কমলা রঙ সমৃদ্ধ।[৮]

আর্থেনওয়ার– ৯৪৩°C - ১১৩৫°C তাপমাত্রায় পোড়ানো যে সমস্ত মৃৎসামগ্রী গ্লেজ অথবা গ্লেজবিহীন তাদেরকে আর্থেনওয়ার নামে অভিহিত করা হয়। আর্থেনওয়ার সামগ্রী– পোড়ামাটির ফলক, মৃৎভাস্কর্য, পোড়ামাটির মটকা, হাড়ি-পাতিল, পুতুল-খেলনা, অলংকৃত ইট, মৃৎপাত্র, টাইলস ইত্যাদি।[৯]

টেরাকোটার অর্থ 'বেকড আর্থ বা পোড়ামাটি'। অর্থ অনুসারে, এটি এক ধরনের মাটি যাকে হাত দিয়ে পছন্দসই আকার দেওয়ার পর উচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানোর আগে শুকিয়ে নিতে হয়। সেই তাপমাত্রার পরিসীমা ৬০০°C (1112°F) ডিগ্রী থেকে ১০০০°C (1,830°F) ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।[১০]

মোহাম্মাদ হাফিজুল্লাহ খান টেরাকোটা সম্পর্কে এভাবে বলেছেন, "Terracotta is molded and burnt clay, and constitutes the earliest human art products. Baked clay, because it can be easily manipulated, has been used throughout the world since ancient times for pottery and sculpture and for many architectural purposes."[১১]

ডেভিড হ্যামিল্টন টেরাকোটা সম্পর্কে বলেন, "The terms 'terracotta' and 'faience' are generally understood to means, respectively, unglazed and glazed earthenware. Contrary to the commonly held belief, 'terracotta' does not refer only red-firing unglazed clay but may be applied to any unglazed clay.'"[১২]

টেরাকোটা হলো কাদামাটি দিয়ে যে কোনো আদল নির্মাণ করে তা ছায়ায় অথবা রোদে শুকিয়ে পোড়ানোর পর যে নতুন লালচে বাদামি বা হলুদ বাদামি রূপ ধারণ করে তাই। টেরাকোটার আভিধানিক বাংলা অর্থ পোড়ামাটি, যা বেশি যুক্তিযুক্ত।[১৩]

সর্বশেষে বলা যায়, টেরাকোটা হলো 'পোড়ামাটি' যা উচ্চতা ক্ষমতা সম্পন্ন রিফ্রেক্টরি সিরামিক আর্থেনওয়ার। যার রঙ স্বতন্ত্র লালচে-কমলা আবার কালো, সাদা ও ধূসর হতে পারে, যার ওপর ছুরি দিয়ে সহজে দাগ কাটা যায়, ভঙ্গুর, সচ্ছিদ্র পানি শোষণকারী, গ্লেজবিহীন। টেরাকোটা মাধ্যমের বহু রকমের সিরামিক হতে পারে যেমন– ইট, টাইলস, মাটির কলস-মটকা, মাটির সানকি-সরা, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, মাটির হাতি, ঘোড়া, পুতুল বা খেলনা দ্রব্য এবং দৃষ্টিনন্দিত মৃৎপাত্র, মৃৎভাস্কর্য ও পোড়ামাটির সিলমোহর, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি।

---

৮. 10:09 pm, 23-09-2022, https://pediaa.com/what-is-the-difference-between-clay-and-terracotta/

৯. James Chappell, *The Potters Complete Book of Clay and Glaze* (New York; Watson-Gutill publications, 1977), 16.

১০. 10:21 pm, 23-09-2022, https://www.ellementry.com/blog/properties-of-terracotta-that-makes-it-so-desirable/

১১. Mohammad Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988), 226.

১২. David Hamilton, *The Thames and Hudson Manual of Architectural Ceramics* (London: Thames and Hudson Ltd, 1978), 59.

১৩. নূরুল আমীন, "নয়াবাদ মসজিদ পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণীর মোটিফ", *ইনিস্টিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল* (আইবিএস জার্নাল), খন্ড ২১, সংখ্যা ১৪২০ (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০১৪), ৮৩।

সভ্যতার সূচনা পর্বে আগুন আবিষ্কারের মাধ্যমে আধুনিক মানুষ তার শিল্পবোধ প্রকাশের পথকে প্রসারিত করেছিল। যেকোনো আদলের মাটির পাত্র বা সামগ্রী তৈরি করে তা রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে স্থায়ী রূপ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে জন্ম হয় পোড়ামাটির শিল্পের। এই পোড়ামাটির যত শিল্প আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা কাহিনি সমৃদ্ধ হলো পোড়ামাটির ফলক যা ইট দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যের দেয়ালের বহিরাঙ্গ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হতো। আবার স্থাপত্যের দেয়ালে ব্যবহার ছাড়াও একক চিত্র হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত বেজ-রিলিফ (Base-Relief) পদ্ধতিতে তৈরি হয় পোড়ামাটির ফলক। আর এই বেজ-রিলিফ বলতে বুঝায় সমতল ক্ষেত্র থেকে উঁচু করে মূর্তি বা নকশা তৈরি করা। ভাস্কর্য ও রিলিফের মধ্যে পার্থক্য হলো ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক চতুর্দিক থেকে দেখা যায় আর রিলিফ হলো দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক রূপদান। আর এই রিলিফ তৈরির পদ্ধতি হচ্ছে দুই রকম– একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে কাঁচা কাদামাটি দিয়ে স্ল্যাব বা ফলক তৈরি করার পর 'লেদার হার্ড' হলে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার ডিজাইন বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী তার ওপর খোদাই কিংবা মাটি স্থাপন করে কেটে কেটে ক্রমান্বয়ে গভীর করে সুচারুভাবে ত্রিমাত্রিক রূপদান করে তৈরিকৃত অলংকৃত ফলক। অন্য পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে ত্রিমাত্রিক কোনো আদল নির্মাণ করার পর তা নরম বা কাঁচা অবস্থায় আলাদাভাবে তৈরিকৃত স্ল্যাব বা ফলকের ওপর তা স্থাপন করে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দান করা।[১৪]

পোড়ামাটির ফলককে দুইভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন, প্রথমটি একক পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক এবং দ্বিতীয়টি গ্রুপ পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক। একক ফলক হলো একটি ছোট বা বড় মাপের মাটির ফলকে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। আর গ্রুপ পোড়ামাটির ফলক হলো একটি যৌগিক গঠন যা বেশ কয়েকটি পৃথক ফলকের সমন্বয়ে গঠিত যার প্রতিটি নকশার একটি অংশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা একসাথে যুক্ত হয়ে পুরোটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র গঠন করে।[১৫]

সেই এক বা একাধিক কাঁচা ফলক রোদে অথবা ছায়ার মধ্যে শুকিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পোড়ানোর পর তাকে পোড়ামাটির ফলক বা Terracotta Plaque বলে। মাটির বা ফলকের বডির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে পোড়ামাটির ফলকের তাপমাত্রা ৭৫০°C-১০৫০°C. পর্যন্ত হতে পারে। সেই এক বা একাধিক পোড়ানো মাটির ফলকগুলো চিত্রের ধরন বা নকশা অনুযায়ী এক এক করে স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক। এই ফলক অতঃপর দেওয়ালচিত্রের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে জনসম্মুখে উপস্থিত হয়। পোড়ামাটির ফলকের বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয় বিভিন্ন ধর্মের নানা দেবতা, নানান ধর্মীয় উপাখ্যানের কাহিনি চিত্র, নানা ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট মানুষ,সমাজ জীবনের কাহিনি সংবলিত নানান বাস্তব চিত্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ছাড়াও জীব-জগতের প্রতিনিধিত্বকারী জীবজন্তুসহ প্রাকৃতিক ফুল, লতা-পাতা, গাছ ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি এবং বিভিন্ন ডিজাইনের নকশা ইত্যাদি। আর এই জনপ্রিয় মাধ্যম পোড়ামাটির ফলকই হচ্ছে মানবজাতির প্রাচীনতম শিল্প মাধ্যমের অন্যতম একটি মাধ্যম।

### ১. ২ পোড়ামাটির শিল্পকর্ম ও ফলকের উদ্ভব এবং তার ধারাবাহিকতার ইতিহাস

টেরাকোটা শিল্প বা পোড়ামাটির শিল্প সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইউরোপের পুরাতন প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্রগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২০-২৫ হাজার বছর সময়ের পোড়ামাটির মূর্তি বা মৃৎশিল্প পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় সাত হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর সময়ের পোড়ামাটির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বেলুচিস্তানের

---

১৪. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা মালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪১৩।

১৫. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 238.

মেহেরগড়ে। মেহেরগড় এবং সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রচুর পরিমাণে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম (মৃৎপাত্র, মূর্তি ও সিলমোহর বা মিনিয়েচার ফলক) পাওয়া গেছে।[১৬]

ভারতীয় উপমহাদেশের পোড়ামাটির শিল্পকর্মের আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নব্যপ্রস্তর যুগে বেলুচিস্তান, সেইস্তান, মাকরান ও সিন্ধু অঞ্চলে। উদাহরণ স্বরূপ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম সহস্রাব্দে তৈরি পাঁচটি মনুষ্য ও পশুর ভাস্কর্য আবিষ্কার হয়েছে বেলুচিস্তানের মেহেরগড় থেকে।[১৭]

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন সুপ্রাচীন সভ্যতায়ও শিল্পকর্মের মাধ্যম হিসেবে পোড়ামাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– মেসোপটেমিয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরিয়, মায়া, মিশর, গ্রিস, রোমান, চীন, পলেনেশিয়, মিনিয়া, প্রাক কলম্বিয়ান ইত্যাদি সভ্যতায় পোড়ামাটির শিল্পকর্মের পাশাপাশি পোড়ামাটির ফলকের চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮]

তারই ধারাবাহিকতায় প্রাচীনকালে বাইজেন্টাইন, জাপান, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, নেপাল, তিউনেশিয়াসহ আরো বহু দেশে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতার পতনের পরে এবং মৌর্যদের উত্থানের আগে এই মধ্যবর্তী সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস কিছুটা অন্ধকার। তার কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকদের কোদাল বা শাবল প্রাক-মৌর্য যুগের কোনো পাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য অথবা পোড়ামাটির ফলক এখনও খুঁজে পায়নি।[১৯]

তার কারণ দীর্ঘ সময় আর্য-অনার্যের সংঘাতে সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর তাৎক্ষণিকভাবে পোড়ামাটির শিল্পকর্মের চর্চা কিছুটা অধঃগতি হয়, যার অন্যতম কারণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব, যা শুরুতেই ছিল বিমূর্ত ধর্মবোধ। পরবর্তীকালে আবার মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ফলকের চর্চার ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়।[২০]

তার পরবর্তীতে গুপ্ত আমল হয়ে পাল, সেন, সুলতানি, মোগল ও ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন কাল-পর্বে প্রায় দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকভাবে পোড়ামাটির ফলকের চর্চার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের মেহেরগড়, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার পোড়ামাটির ফলকের সেই ধারা নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানসহ স্বাধীনতা-পূর্ববতী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে চলেছে নানা সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। যার ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায় ভারতের গান্ধার, মথুরা, কাশ্মীর, হরিয়ানা, তমলুকগড়, চন্দ্রকেতুগড়, কৌসাম্বি, বিহার, ত্রিপুরার পিলাক, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলীসহ বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড়, পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তুপ, কুমিল্লার ময়নামতির শালবন বিহার, ঢাকার সাভার প্রত্নস্থল, গাজীপুরের বড়ইবাড়ী ঢোল সমুদ্র প্রত্নস্থল, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, গৌরনদীর কমলাপুর মসজিদ, দরাসবাড়ি মসজিদ, নয়গম্বুজ মসজিদ, বাঘা মসজিদ, সুরা মসজিদ, খানিয়াদিঘি মসজিদ, টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, সোনারগাঁও মহাজমপুর শাহী মসজিদ, গোয়ালদী মসজিদ, বিক্রমপুরের বাবা আদম মসজিদ এবং দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরসহ আরো বহু নিদর্শনে।

---

১৬. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ৭।

১৭. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষা মালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০০।

১৮. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ২৫।

১৯. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 12.

২০. শ্রীলা বসু,ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ৭।

## ১. ৩ প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস, বিষয়বস্তু ও শৈলীর ক্রমবিকাশ

ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে দু'ধরনের পোড়ামাটির ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়, একটি হলো স্থাপত্যের গায়ে স্থাপনকৃত পোড়ামাটির ফলক আবার অন্যটি হলো পোড়ামাটির সিলমোহর অথবা একক মিনিয়েচার ফলক। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু স্থাপত্যে স্থাপনকৃত পোড়ামাটির ফলক নিয়ে। সেহেতু তারই উপর ভিত্তি করে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন কাল ও যুগের পরিবর্তনের যে ধারাবাহিকতায় পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু, রূপ, করণকৌশল ও শৈলীর নানা রকম পরিবর্তন, পরিমার্জন-পরিবর্ধন হয়েছে। সেগুলো ক্রমান্বয়ে চিত্রসহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পোড়ামাটির ফলকের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানতে পারবো।

### (ক) মৌর্য যুগের পোড়ামাটির ফলক

সিন্ধু সভ্যতার স্বর্ণযুগের পতনের পর খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৩২৩ পর্যন্ত মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত আনুমানিক ১২০০ বছরের ইতিহাস এখনো আমাদের অজানা, বিশেষ করে সেসময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পকলার পারিপার্শ্বিকতা কেমন ছিল তার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য এখনো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ থেকে ১৮৫ সময়ের মৌর্য শাসনামলের মৌর্য শিল্পকলা মূলত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও পাথরের ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, যেমন– চৈত্য, স্তম্ভ এবং মানব ও পশুশরীরের ভাস্কর্য ইত্যাদি। এই শিল্পকলা ছিল মূলত প্রতীকী। কেননা এই শিল্পের রূপবিন্যাসে রাজকীয় প্রাধান্যের প্রকাশই বেশি পেয়েছে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মৌর্য যুগে ভারত শিল্প লৌকিক ও আদিমতাসম্পৃক্ত অভিব্যক্তি থেকে ধীরে ধীরে ধ্রুপদি স্তরেও উন্নীত হয়েছিল।[২১]

ধারণা করা হয় মৌর্য শিল্পীরা তৎকালীন আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক ও অলংকার ও অন্যান্য বিষয় তাঁদের শিল্পকর্মে প্রকাশ করে। শিল্পীরা শুধু তাঁদের শিল্পকর্মে মুখাবয়ব, পোশাক এবং অলংকারে পরিশীলতা নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রদর্শন করতে আগ্রহী ছিল না, বরং বর্তুলকার এবং উন্নততর নমনীয়তার সাথে পুরুষ ও নারীর রূপ দেখাতেও সমান আনন্দ পেয়েছিল।[২২]

বাংলাদেশসহ অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের চর্চার ব্যাপক প্রমাণ মিললেও পোড়ামাটির ফলকের চর্চার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এখনো সেভাবে মেলেনি, ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালানোর পর হয়তো মিলবে। তবে পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড় এবং বাংলাদেশের মহাস্থানগড় থেকে উদ্ধারকৃত মৌর্য যুগের পোড়ামাটির ফলকের কিছু ভাঙ্গা অংশ ও মিনিয়েচার দু-একটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিত তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি যতটুকু পেয়েছি তার ভিত্তিতে মৌর্য যুগের পোড়ামাটির ফলকের চরিত্র নির্ণয় করা দুঃসাধ্য তবু কিছুটা তুলে দেয়ার চেষ্টা মাত্র।

#### (ক. ১) মাতৃকামূর্তির (যক্ষী) পোড়ামাটির ফলক ১, ২, ৩

২১. মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৪১-১৪৩।

২২. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 13-14.



চিত্র ১



চিত্র ২



চিত্র ৩

চিত্র ১,২,৩ মাতৃকামূর্তির (যক্ষী) পোড়ামাটির ফলক

খুব সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২০০ সময়ের মৌর্য যুগের চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ ফলকের ভাঙা অংশবিশেষ এই তিনটি পোড়ামাটির ফলক। এই ফলকগুলোর মাপ ও কোথায় আছে একটির পাওয়া গেলেও বাকি দুটির সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।[২৩]

তৃতীয় নম্বর ফলকটি আমেরিকা হোনলুলু একাডেমি অব আর্টসে (Honlulu Academy of Arts, USA) সংরক্ষিত আছে।[২৪]

এখানে তিনটি ভাঙা পোড়ামাটির ফলকে ধরন একই। যক্ষী বা পঞ্চচূড়া অপ্সরা নামে এই ভাঙ্গা মাতৃকা মূর্তিগুলোর মাথার কেশদাম নানা আকারের ও ভঙ্গির, এই অলংকার শোভিত কেশদামের দু'পাশে গোঁজা রয়েছে দশটি করে কীলক। এই কীলকগুলোর মাথায় ত্রিশূল,বজ্র, তীর, তরবারি, অঙ্কুশ ইত্যাদি নামে আয়ুধ বা অস্ত্র রয়েছে যা মূর্তিগুলোর মাথা থেকে অনেক বড় দেখায়। এই মূর্তিগুলো বিচিত্র ধরনের অলংকারে ভারাক্রান্ত, তাদের গলায় চওড়া গলার হার, তার সঙ্গে রয়েছে ঝুলন্ত সীতা হার, কানে রয়েছে বড় গোলাকার কুণ্ডল, কপাল জুড়ে রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের অলংকার।[২৫]

প্রতিটি মূর্তির উন্নত বক্ষ রয়েছে, হাতে কব্জিতে মোটা বলয় এবং বাহুতে অলংকার রয়েছে, যা দেখে অনুমান করা যায় প্রতিটি মূর্তিই একই ধরনের ছিল। প্রতিটি ফলকের চতুর্দিকে মনোরম ফুলেল ও পুতির নকশার বর্ডার লাইন রয়েছে। তবে এখানে মৌর্য যুগের পাথরের ভাস্কর্য শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য 'মসৃনতা' তার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় মৌর্য যুগে ফলকে মানব শরীর রূপায়নে মাথা ছাড়া কাঁধ হতে কটি পর্যন্ত ধড় (Torso) বা দেহভাগ তৈরি হতো হাতে, মুখমণ্ডল তৈরি হতো ছাঁচে, পোশাক ও অলংকারসহ ইত্যাদি আলাদাভাবে তৈরি করে তা পরে ধড়ে বা দেহভাগে স্থাপন করা হতো সুচারুভাবে।[২৬]

---

২৩. 6:31 am, 02-09-2022, https://www.icollector.com/A-Chandraketugarth-Maurya-Period-Terracotta-Sculpture_i1453799323b/ 6:54 am, 09-10-2022, https://www.icollector.com/A-Chandraketugarh-Maurya-Period-Terracotta-Sculpture_i14537992

২৪. 6:10 am, 02-09-2022, https://deccanviews.wordpress.com/2017/11/13/art-history-of-bengal-early-terracottas/

২৫. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*, (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৯০।

২৬. 11:35 am, 08-07-2022, https://deccanviews.wordpress.com/2017/11/13/art-history-of-bengal-early-terracottas/

এই ফলকগুলোর অলংকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর রোদে বা ছায়ায় শুকিয়ে বদ্ধ চুল্লীতে কম তাপমাত্রায় পোড়ানো হত।[২৭]

ফলকগুলোতে উৎকীর্ণ নারী মূর্তিগুলোকে শিল্পীরা এই ধ্যানে সৃষ্টি করেছিলেন, যে তিনি বিশ্বশক্তির চাঞ্চল্যের প্রতীক স্বরূপ ঐশ্বরিক জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি রূপিনী মাতৃদেবী। তিনি সকল মাতৃত্বের উৎস, সকল জীবজন্তুর রক্ষাকর্তী ও পালনকর্তী দেবী। আবার অন্যভাবে বলা যায়, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক স্বরূপ যৌনতা, উর্বরতা এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতীকরূপী মাতৃদেবী। এই মূর্তিদ্বয়ের চোখমুখের অভিব্যক্তি, সুডৌল স্তনযুগল, প্রশস্ত নিতম্ব, চুলের স্টাইল, মাথার চুলেরকাটা স্বরূপ আয়ুধ বা অস্ত্র, পোশাক, গায়ের কারুকাজখচিত ভারী অলংকার ইত্যাদি মৌর্য যুগের চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুকগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ভাস্কর্যের পরিশ্রুত স্বাদ এবং একই অনুভূতির পরিচায়ক। ফলকের উপস্থাপনা এবং নান্দনিক মান থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে এই শিল্পের দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য ছিল, যা পরবর্তী ভারত ও বাংলাদেশের চারুশিল্পে দেখা যায়।

(ক.২) মাতৃকামূর্তির (যক্ষীর) আবক্ষ পোড়ামাটির ফলক ৪, ৫



চিত্র ৪ চিত্র ৫

চিত্র ৪, ৫ : মাতৃকামূর্তির (যক্ষীর) আবক্ষ পোড়ামাটির ফলক[২৮]

মৌর্য যুগের দুটি ভগ্ন পোড়ামাটির ফলক বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে। প্রতিটি ফলকে উৎকীর্ণ যক্ষীর দেহে অলংকার ও অভিজাত পোশাকে আবৃত।[২৯]

পোড়ামাটির এই ফলকগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এই অস্পষ্টতার মধ্যেও লক্ষ করা যায় যে প্রতিটি ফলকে পরিশীলিত যুবতির আবক্ষ মূর্তি চিত্রায়িত হয়েছে। ফলকের যক্ষীদ্বয়ের মাথায় বিশাল হেডগিয়ার বা পাগড়ী এবং গলায় চওড়া নেকলেস রয়েছে। আবার প্রথম ফলকের যক্ষীর ডান কানে এবং দ্বিতীয় ফলকের যক্ষীর বাম কানে বিশাল গোলাকার কানের দুল রয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরে স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে মডেলিং সম্পন্ন করার পর মাটির কালো স্লিপ দিয়ে উপরিভাগ সজ্জিত করে এই ফলকগুলো কম তাপমাত্রায় সাধারণ মানের চুল্লিতে পোড়ানো হয়, যা পোড়ানোর পর ধূসর রং ধারণ করে। এই পোড়ামাটির ফলক কোথায় আছে এবং এর সুনির্দিষ্ট আকৃতি সম্পর্কে কোনো তথ্য

২৭. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 13-14.

২৮. প্রাগুক্ত।, ১৪৫।

২৯. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০২।

পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয় এসব ছোট মিনিয়েচার ফলক দেয়ালে স্থাপনের জন্য যা একক ছাঁচে এবং ঢালাই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছিল।[৩০]

বিশেষ যত্নসহকারে তৈরি দুটি ফলকে যক্ষীদ্বয়ের যৌবনদীপ্ত চোখ ও মুখের অভিব্যক্তি, সুডৌল স্তনযুগল, মাথায় পাগড়ি, চুলের ফিতা ও গোলাকার বড় কানের দুল, গলার চওড়া নেকলেস ইত্যাদির সার্বিক অলংকরণ শৈলী মৌর্য যুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক অথবা অন্য মাধ্যমের রিলিফ ফলকের শৈলীর সাথে দারুণ মিল রয়েছে। এই দুটি ফলকের যক্ষীমূর্তির দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, মৌর্য যুগে বাংলাদেশের মহাস্থানগড়েও দৈবশক্তির প্রতীক জীব ও জড় জগতের জন্ম মৃত্যুর রহস্যের সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, সকল মাতৃত্বের উৎস, সকল জীবজন্তুর রক্ষাকর্তী ও পালনকর্তী, উর্বরতা ও প্রজনন–সহায়িকা মাতৃকা দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল।

**(খ) শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলক**

মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তাকে হত্যা করে ভারতবর্ষে ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুঙ্গ রাজবংশের গোড়া পত্তনের মাধ্যমে শুঙ্গ যুগের সূচনা করেন। এই শুঙ্গরা ১১২ (খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫ থেকে ৭৩ খ্রিষ্টপূব পর্যন্ত) বছর রাজ্য শাসন করেন। শুঙ্গ যুগে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্ম থেকে অপ্রসারিত হলেও বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়ায় সে যুগে শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল। শুঙ্গ শিল্পের চরিত্র পূর্বের মৌর্য শিল্প থেকে একেবারে আলাদা, রাজকীয় প্রকাশ ব্যতিরেকে তা হয়েছিল প্রবহমান লৌকিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। শুঙ্গ যুগের শিল্পের সঙ্গে অনেক প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল আদিম ও লৌকিক ধারার ফলে এই শিল্প হয়ে উঠেছিল মূলত কাহিনি সমৃদ্ধ/আখ্যানমূলক, রিলিফ বা নতোন্নত পদ্ধতির এবং অলংকরণময়ও জীবন-জারিত পার্থিবতা সম্পৃক্ত। আবার শুঙ্গ যুগে ভারতীয় শিল্পকলা লৌকিক ও আদিমতা সম্পৃক্ত অভিব্যক্তি থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে ধ্রুপদি স্তরে উন্নীত হয়ে ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। এই শুঙ্গ শৈলীর প্রভাব শুধু পোড়ামাটির শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেই প্রভাব পাথর, হাতির দাঁত ও সোনার মতো ধাতুতে উৎপন্ন শিল্পের মধ্যেও লক্ষ করা যায়।[৩১]

আদিম, লৌকিক ও ধ্রুপদি এই তিন ধারার প্রতিফলন দেখা যায় শুঙ্গ যুগের তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাংলাদেশের মহাস্থান, পশ্চিমবাংলার তমলুক, বানগড়, পোখরান, চন্দ্রকেতুগড়, উত্তর ভারতের পাটালীপুত্র, রাজঘাট, কৌশাম্বী, এলাহবাদ, ভিটা, বসার, মথুরা ও বক্সার ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু ও অলংকরণ শৈলীর মধ্যে।[৩২]

শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলো সাধারণত আয়তক্ষেত্রাকার, যা হালকা রিলিফ ও একক ছাঁচে কাদামাটি চেপে চেপে তৈরি করা হয় এবং তাতে ত্রিমাত্রিক অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা যায়, আবার অনেক ফলকে গভীর বা বোল্ড রিলিফও দেখা যায়। শুঙ্গ যুগের মৃৎশিল্পীরা ফলকের অলংকরণে কোনো খালি জায়গা রাখতো না, সাধারণত যেকোনো ফলকে দেখা যায় চিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু ছাড়া যে বাকি অংশ তা ফাঁকা থাকে কিন্তু তাঁরা সেই ফাঁকা জায়গাটি গোলাপ বা পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল দিয়ে সজ্জিত করতো। যা বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন সাইট থেকে বিপুল সংখ্যক প্রমাণ

---

৩০. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 15-17, 177. / সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষ মালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০১।

৩১. রফিকুল আলম, *উপমহাদেশের শিল্পকলা* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫), ৩৫। / Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 25, 26. / মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৪৪, ১৬১-১৬২।

৩২. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৯১।

পাওয়া গেছে।[৩৩]

শুঙ্গ যুগের ফলকের পুরুষ ও নারীমূর্তিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমপদ স্থানক বা ত্রিভঙ্গ রীতিতে দণ্ডায়মান থাকে এবং সাধারণত এদের একহাত নিতম্বের ওপর স্থাপিত থাকে। নারী মূর্তিগুলোর অধিকাংশের দেহের উপরিভাগ উন্মুক্ত ও নিম্নভাগে নাভির নিচে কটিবন্ধের সাহায্যে পা পর্যন্ত একখণ্ড লম্বা কাপড় বা ঘাগরার মতো স্বচ্ছ পোশাক দেখা যায়।[৩৪]

বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শুঙ্গ যুগের বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, রাজকীয় ও সাধারণ জীবনের বিষয়বস্তু নিয়ে একই চারিত্রিক গুণাবলি সম্পন্ন অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি ফলক সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরলেই শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু ও স্বরূপ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

(খ. ১) 'প্রেমিক যুগল' পোড়ামাটি ফলক



চিত্র ৬

চিত্র ৬ : 'প্রেমিক যুগল' পোড়ামাটি ফলক

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুঙ্গ যুগের 'প্রেমিক যুগল' বা 'মিথুন' নামে এই পোড়ামাটির ফলকটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ফলকটির মাপ উচ্চতা ৮০ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ৫৬ সেন্টিমিটার।[৩৫]

প্রাচীনকালেও যে ভারতবর্ষে ছোট পরিবার ছিল সে রকম একটি ছোট পরিবারের চিত্র এবং সে সময়ের মানুষ পায়ে হাওয়াই চপ্পল বা ফিতার স্যান্ডেল পরিধান করতো এই পোড়ামাটির ফলকে সেসব উৎকীর্ণ করা হয়েছে। রোমান্টিকভাবে স্বামী-স্ত্রী যুগলবন্দি অবস্থায় পায়ে হাওয়াই চপ্পল পরিধান করে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের পাশে মায়ের আঁচল ধরে স্নেহময় ভঙ্গিতে শিশু সন্তান দাঁড়িয়ে আছে। ফলকে পুরুষ মূর্তিটির মাথায় টুপি ও কান, গলা, হাত-পায়ে অলংকৃত বিভিন্ন ডিজাইনের ভারী অলংকার, নিম্নাঙ্গে ধুতির মতো প্যাঁচানো পোশাক, কোমরে শক্ত করে বাঁধা কোমর বন্ধনী, গায়ে সম্ভ্রান্তের চিহ্ন পৈতা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল বা ফিতার স্যান্ডেল ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় স্ত্রীর শরীরে ঈষৎ

৩৩. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 26-27.

৩৪. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০০-৪০১।

৩৫. 8:54 pm, 10-09-2022, http://www.asiateatro.it/miticheodianoledonne/sati-e-altri-fuochi//; 8:33 pm, 12-09-2022, https://in.pinterest.com/pin/525654587751785390/?nic_v3=1a6uagH85

হেলান দিয়ে বাম হাতে স্ত্রীকে ধরে ডান হাতে গাছের বড় পাতা বা ছোঁড়া হাতে নিয়ে রোমান্টিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তাঁরই পাশে স্ত্রীর মাথায় অলংকার ভূষিত কেশদামের সুচারু বিন্যাস, মাথার চুল দু'পাশে স্ফীত করে, একপাশে গোঁজা অলংকৃত চুলের কাঁটাস্বরূপ পাঁচটি বিভিন্ন নামের আয়ুধ রয়েছে। নারীর কানে, গলায়, বক্ষে, হাত-পায়ে ও কোমরে বিভিন্ন ডিজাইনের সূক্ষ্ম কারুকাজময় গহনা, কপালে টিপ, নিম্নাঙ্গে জরিদার নকশাকৃত ধুতির মতো প্যাঁচানো পোশাক, উর্ধ্বাঙ্গ পোশাকবিহীন এবং পায়ে স্যান্ডেল ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় বাম হাতে স্বামীর হাত ধরে ডান হাতে ছোট ফুল ধরে হাতের মুদ্রা প্রদর্শন করে স্বামীর বাহুপাশে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আবার স্ত্রীমূর্তির বামপাশে ছোট্ট শিশু মাথায় পিরামিড আকৃতির লম্বা মুকুটসহ পুরুষ মূর্তির ন্যায় একই রকম অলংকার ও পোশাক পরিধান করে ডানহাতে মায়ের আঁচল ধরে সম্মুখদিকে দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিত্রে নারী মূর্তির বাম হাতের উপর উৎকীর্ণ টিয়া পাখি ও সবার মাথার উপরে নিচের দিকে ঝুলন্ত কলিসহ ফুল রোমান্টিক পরিবেশের বার্তা বহন করে। ফলকের সর্ব ওপরে বর্ডারলাইন হিসেবে আনুভূমিকভাবে লম্বা ফ্রেমের মধ্য শৌর্যের প্রতীক স্বরূপ সারিবদ্ধভাবে ফুটন্ত ফুলের ওপর সিংহের মুখের ডিজাইন পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে প্রতিটির মাঝখানে পাতার আটির ডিজাইন রেখে নকশা করা হয়েছে। ফলকের নিম্নদিকে অনুরূপভাবে ফুটন্ত ফুল ও পাতার আটি সাজিয়ে নকশা করা হয়েছে।

ফলকের দু'পাশে উলম্বভাবে বর্ডার লাইন হিসেবে দুটি স্তম্ভ রয়েছে যার ওপরের দিকে ফুটন্ত ফুলের নকশা, মাঝখানে ফ্রেমের ভিতরে বিশ্রামরত ভঙ্গিতে বসা মানুষ এবং স্তম্ভের নিচের দিকে ফ্রেমের ভিতর ফুলের ওপর পাখাযুক্ত দুটি হরিণ উল্টো দিকে মুখ করে বসা ইত্যাদি সুচারুভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই ফলকের ব্যাকগ্রাউন্ডে, মূর্তিদ্বয়ের পোশাকসহ দুটি স্তম্ভের ওপর একই রকম ছোট বড় অসংখ্য ফুটন্ত ফুলসহ পাতলা (মসলিন) কাপড়ের উপস্থাপনার কারণে মূর্তিদ্বয়ের গোপনাঙ্গও স্পষ্টভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। ফলকে স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে দক্ষ হাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূর্তিদ্বয়ের মুখ, হাত, পা, বক্ষ, নাভিসহ সংবেদনময় শারীরিক পূর্ণাঙ্গ কাঠামোতে বাস্তববাদী ধারার রূপায়ণ, পরিহিত বস্ত্রের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা, কোমর বন্ধনী, বিভিন্ন গহনার কারুকাজময় অলংকরণ, ফিতার সেন্ডেলসহ অন্যান্য সকল বিষয়বস্তুতে আদিম, লৌকিক ও ধ্রুপদি সৌন্দর্যের এক অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে যা স্বাভাবিকতার প্রকাশ পার্থিব হয়েও অলৌকিকতার আভাসে সমৃদ্ধ।

(খ. ২) দণ্ডায়মান মাতৃকামূর্তির (যক্ষী) পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ৭

চিত্র ৭ : 'দণ্ডায়মান মাতৃকামূর্তির (যক্ষী)' পোড়ামাটির ফলক[৩৬]

৩৬. আফরোজ আকমাম, *মহাস্থান* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬), ৬৫।

শুঙ্গ যুগের ৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ের মাথায় আয়ুধ ও পদ্মফুল হাতে একটি মাতৃকামূর্তির 'যক্ষী' পোড়ামাটির ভগ্ন ফলক বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে যা বর্তমানে মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই ফলকটির মাপ উচ্চতা ৮.৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৫.৫৪ সেন্টিমিটার এবং পুরুত্ব ১.৫ সেন্টিমিটার। ১৯৯৯ সালে ফ্রান্স-বাংলাদেশের যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক দলের খনন কার্যের ফলে এই ফলকটি মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত হয়।[৩৭]

এই ফলকে মাতৃকামূর্তির মাথার চুলগুলো দুটি চূড়ায় ভাগ করে পুঁতির ফিতা দিয়ে বাঁধা। ডান পাশের চূড়ায় গোঁজা পাঁচটি অস্ত্র-সদৃশ কীলক বা চুলের কাঁটা স্বরূপ যুদ্ধাস্ত্র। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধাস্ত্র গুলির নাম অঙ্কুশ, ত্রিশূল, বজ্র, তীর ও তরবারি। মূর্তির ডান হাতে রয়েছে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল এবং বাম হাত রয়েছে নিতম্বের ওপর রাখা যা শুঙ্গ স্টাইল 'akimbomudra'। এছাড়া মাতৃকামূর্তির গলায় চওড়া পুঁতিরমালা বা নেকলেস, কানে কর্ণফুল ও ঝুমকার সমন্বয়ে গঠিত গোলাকার বড় দুল, প্রতিটি হাতে রয়েছে মোটা মোটা চুড়ি এবং মূর্তির দেহের উপরিভাগের উভয় পাশে উত্তরীয়র আভাস দেখা যায়। মাতৃকামূর্তির দেহের উপরিভাগ উন্মুক্ত কাপড় না থাকার কারণে সুডৌল স্তনযুগল স্পষ্ট এবং নিম্নভাগে নাভির নিচে কারুকাজ-খচিত কোমরবন্ধনী দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখা হয়েছে স্বচ্ছ কাপড়। এই স্বচ্ছতার কারণে যৌনাঙ্গ স্পষ্ট দেখা যায়। তবে শরীরে যে কাপড় আছে তা নিতম্বের পেছনে ঘাগড়ার মতো কাপড়ের উপস্থিতি তাই প্রমাণ করে। ফলকের চারদিকে রয়েছে সূক্ষ পুঁতির অলংকরণ।

ফলকের উপরিভাগে ছিদ্র থাকায় এটা প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত উপাসনার নিমিত্তে অথবা বাড়ির অভ্যন্তরীণ সজ্জার জন্য দেয়ালে ব্যবহারের প্রয়োজনে এই ফলকটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ত্রিমাত্রিক আয়তক্ষেত্রাকার ফলকটি একক ছাঁচে মাটি স্থাপন করে হাতে টিপে টিপে তৈরি করা হয়েছে। ফলকের মডেলিং সমাপ্ত করার পর তার উপরিভাগে মাটির স্লিপ প্রয়োগ করে শুকিয়ে পোড়ানো হয়। ফলকে দেবীর হাতে পদ্মফুল থাকায় কেউ তাকে লক্ষ্মী নামে অভিহিত করেছেন আবার কেউ দেবীর মাথায় কাটা স্বরূপ পাঁচটি যুদ্ধাস্ত্র থাকায় তাকে মহাভারতে বর্ণিত সমুদ্রমন্থনে উত্থিত পঞ্চচূড়া যক্ষী নামে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ মস্তকে অস্ত্রশোভিত এই নারীকে শক্তিরূপিনী দুর্গার আদিরূপ হিসেবে কল্পনা করেছেন।[৩৮]

সর্বোপরি শুঙ্গ যুগের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত এই পোড়ামাটির ফলকে মাতৃকামূর্তির দৈহিক কাঠামো, চোখ মুখের অভিব্যক্তি, সুডৌল স্তন, সরু কোমর, প্রশস্ত নিতম্ব, চুলের স্টাইল, মাথায় কীলকরূপী যুদ্ধাস্ত্র, স্বচ্ছ পোশাক, কারুকাজখচিত কোমর বন্ধনী, গায়ের অলংকৃত গহনা, ডান হাতে পদ্মফুল এবং বাম হাত নিতম্বের উপর রাখা ইত্যাদি যে স্টাইলে রূপায়ণ করা হয়েছে সেই শৈলীকে ভারতীয় শিল্পের শুঙ্গ স্কুল বা শুঙ্গ ঘরানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যা আদিম, লৌকিক ও পাশ্চাত্য ধ্রুপদি এই তিন ধারার সমন্বয়ের প্রতিফলন।

(খ.৩) 'অলংকৃত হাতি ও চামরধারী' পোড়ামাটির ফলক

---

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 33, 26-28, 177-178. / মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৬৬।


চিত্র ৮

চিত্র ৮ : 'অলংকৃত হাতি ও চামরধারী' পোড়ামাটির ফলক

শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনাত্মক বা কাহিনিসমৃদ্ধ ফলক। এসময়ের একটি কাহিনী সমৃদ্ধ বর্ণনাত্মক ফলক 'অলংকৃত হাতি ও চামরধারী' যাতে হাতির কুচকাওয়াজের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং যা বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আয়তাকার মিনিয়েচার ভগ্ন ফলকটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনী গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে, যার মাপ উচ্চতা ০৯ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ০৯ সেন্টিমিটার। এই ফলকটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে নিয়মিত প্রদর্শনীর জন্য উপহার দেয়।[৩৯]

ফলকে চিত্রায়িত হয়েছে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী রাজকীয় অলংকার শোভিত একটি হাতি এবং তার পাশে একজন অনুচর উর্ধ্বাঙ্গে উরস্ত্রান বা বর্ম পরিহিত, নিম্নাঙ্গে খাটো পায়জামা, মাথায় পাগড়ির মতো মস্তকাবরণ, গলায় চওড়া অলংকৃত নেকলেস ও ঝুলন্ত লম্বা হার, দু'হাতে মোটা মোটা চুড়ি,পায়ে মল এবং ডান হাতে চামর নিয়ে সোজা দণ্ডায়মান ইত্যাদি। অনুচর হাতির পশ্চাতের সমানে দাঁড়ানোর কারণে হাতির পশ্চাৎ অংশ ঢাকা পড়ে গেছে। হাতি ও অনুচরের অভিব্যক্তি দেখে অনুধাবন করা যায় যে, তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সেরকম বিষয় ফলকে ফুটে উঠেছে। দীর্ঘসময় মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা বা আবহাওয়াজনিত কারণে ফলকটির চারপাশ ভাঙা ও অস্পষ্ট। হাতি ও মানুষ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়, ধারণা করা যেতে পারে যে, আদি বা মূল ফলকে হাতির পিঠে আরোহী থাকতে পারে। শুঙ্গ যুগের মৃৎশিল্পীরা যে ফলকের ব্যাকগ্রাউন্ড বা বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোনো স্পেস অলংকরণে ফাঁকা রাখতো না তার প্রমাণ এই ফলক। এখানেও কোনো ফাঁকা জায়গা নেই সম্পূর্ণ অলংকৃত। হালকা রিলিফ পদ্ধতিতে মাটির দ্বিমাত্রিক স্লাবে মাটি স্থাপন করে সুচারুভাবে ত্রিমাত্রিক অভিব্যক্তিতে তৈরি রাজকীয় সাজসজ্জায় অলংকার পরিহিত হাতি এবং চামর হাতে দাঁড়ানো মানুষটির দৈহিক কাঠামো, তার মাথার পাগড়ি, গায়ের পোশাক-অলংকার ও চোখ মুখের অভিব্যক্তিসহ অন্যান্য বিষয়াদিতে তথাকথিত শুঙ্গ স্কুল অব আর্টের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যা আদিম, লৌকিক ও পাশ্চাত্য ধ্রুপদির সমন্বিত রূপ।

শুঙ্গ মৃৎশিল্পীরা যে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনি ও সাধারণ বিষয় নিয়ে তাদের চিত্র রূপায়ণ করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন তার প্রমাণ এই ফলকে উঠে আসা হাতি ও চামরবহনকারী মানুষটি। আবার চামরবহনকারী অনুচরের পাগড়ি-পোশাক ও অলংকার এবং ভারী জিন পরা ও রাজকীয় অলংকার সমৃদ্ধ হাতি ইত্যাদি তৎকালীন

৩৯. *Terracotta,* (Dhaka: Bangladesh National Museum, Descriptive Catalogue Series Volume 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh, 2016), 208.

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বলে।[৪০]

### (গ) কুষাণ যুগের পোড়ামাটির ফলক

কুষাণ নেতা কুজুল-কদফিসেসের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে এবং সেখানে তাদের যাযাবর জীবন ত্যাগ করে কৃষিকার্য ও বাণিজ্যভিত্তিক এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। খ্রিষ্টাব্দ ১৫ থেকে ১৭৬ সাল পর্যন্ত কুষাণ সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[৪১]

এই কুষাণ শিল্পকলা প্রধানত দুটি ঘরানার ছিল একটি গান্ধার অন্যটি মথুরা। পাশ্চাত্যের স্বাভাবিকতাবাদী রূপরীতির যে শিল্প ঘরানা গ্রিসে আরম্ভ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং যা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ভারতীয় উপমহাদেশের গান্ধার শিল্পকলায়। ভারতের পূর্ববর্তী পরম্পরার ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধ্রুপদি ধারার সঙ্গে কিছু লৌকিক আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটেছিল এবং তারই সাথে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য যুক্ত হয়ে বিকশিত হয়েছিল মথুরার শিল্পকলা।[৪২]

মথুরা ও গান্ধার অঞ্চল ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কুষাণ যুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য চর্চার পাশাপাশি ফলকের চর্চার প্রমাণও পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাংলার নারী মূর্তিতে গ্রেকো-রোমান শিল্প ধারার সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ঘরানার সংমিশ্রণের লক্ষণ দেখা যায়। ফলে শুঙ্গ যুগের নিচু ও সমতল রিলিফ ফলকের ধারা কুষাণ যুগে এসে উপরিউক্ত ত্রিধারার সমন্বয়ে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়, যা সাইজের দিক দিয়ে গোলাকার বা আয়তাকার উভয়ধর্মী ও কিছুটা উচ্চ রিলিফ ত্রিমাত্রিক ধারার বাস্তবধর্মিতা লাভ করে এবং বিষয়বস্তুও হয় বৈচিত্র্যময়।[৪৩]

কুষাণ শিল্পীরা বাইরের সাজসজ্জার চেয়ে মানুষের দৈহিক গঠনতন্ত্রের (human anatomy) পরিপূর্ণতার দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন এবং তাছাড়া কাজের মধ্যে তাঁরা ছন্দোবদ্ধ গতি (rhythmic movement) ও রৈখিক রচনাতেও আগ্রহী ছিলেন। আবার বিভিন্নভাবে নারী সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটানোও তাঁদের অন্যতম আগ্রহ ছিল। কুষাণ যুগের ফলকের স্ট্যান্ডিং ফিগারগুলোতে জনপ্রিয় ভঙ্গিমাগুলো ছিল ত্রিভঙ্গ এবং অভঙ্গ।[৪৪]

এ যুগে নারী-পুরুষের কাহিনি সম্বলিত বিষয়বস্তু ছাড়াও একেবারে সাধারণ বিষয়বস্তু যেমন– বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গও পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। গ্রেকো-রোমান ও ভারতীয় শিল্পধারার সমন্বয়ে কুষাণ শিল্প বৈশিষ্ট্যের ফলক পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় ও বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে। নিম্নে চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরার মধ্য দিয়ে কুষাণ যুগের মাটির ফলকের চরিত্র নিরূপণের চেষ্টা মাত্র।

#### (গ. ১) দণ্ডায়মান নারীর পোড়ামাটির ফলক

---

৪০. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 29.

৪১. কামাল আহমদ, *শিল্পকলার ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), ৪৭-৪৮।

৪২. মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৬৪-১৬৬।

৪৩. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০৭-৪০৮।

৪৪. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 39, 41.


চিত্র ৯

চিত্র ৯ : 'দণ্ডায়মান নারীর' পোড়ামাটির ফলক

ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এই দণ্ডায়মান নারীর পোড়ামাটির ফলকটি শিল্পের গুণ বিচারে কুষাণ যুগের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা পোড়ামাটির ফলকটির ওপর ও নিচের অংশ ভাঙা। তাই ফলকে মস্তকবিহীন এবং হাঁটুর নিচের অংশ থেকে অনুপস্থিত একটি নারী মূর্তি রয়েছে। এই নারী মূর্তির দৈহিক গড়নের সঙ্গতি ও অর্ধ স্বচ্ছ ঝালরযুক্ত পোশাক ভারতীয় শিল্পধারার সাথে গ্রেকো-রোমান শিল্পধারার সংযোগকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে যে এটি কুষাণ যুগের।[৪৫]

ভগ্ন এই ফলকে নারী মূর্তির বাম হাত কোমরে রাখা ও ডান হাত বুকের কাছে হস্তমুদ্রা প্রদর্শিত অবস্থায় রয়েছে। নারী মূর্তির উভয় হাতে মোটা মোটা বালা, গলায় মোটা নেকলেস ও বুকের ওপর লম্বা পুঁতিযুক্ত অলংকার, কোমরে অলংকৃত মোটা কোমর বন্ধনী পরিহিত। নারী মূর্তির উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত তাই সুডৌল স্তন স্পষ্ট, নিম্নাঙ্গে কোমর বন্ধনীর নিচে কাপড়ের স্বচ্ছতার কারণে গোপনাঙ্গ স্পষ্ট কিন্তু নিতম্বের দু'পাশে ঘাগড়ার মতো কাপড়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ফলকে নারী মূর্তির দৈহিক কাঠামোর বাইরে অস্পষ্ট অন্যান্য বিষয় রয়েছে, যা অস্পষ্টতার কারণে বর্ণনা করা কষ্টকর। কুষাণ যুগের এই ফলকে উৎকীর্ণ নারী মূর্তির মধ্যে দৈহিক সৌন্দর্য নিখুঁতভাবে রূপায়ণ করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা শারীরিক সংবেদনময়ী লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এবং তার সাথে অর্ধস্বচ্ছ পোশাক ও পুঁতিযুক্ত অলংকারের উপস্থাপনা, যা গ্রেকো-রোমান ও ভারতীয় শিল্পধারার সংমিশ্রিত রূপ।

(গ.২) মস্তকবিহীন নারী মূর্তির পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ১০

৪৫. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০৭-৪০৮।

চিত্র ১০ 'মস্তকবিহীন নারী মূর্তির' পোড়ামাটির ফলক[৪৬]

বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে কুষাণ যুগের পোড়ামাটির ফলকের প্রাপ্তির সংখ্যা মাত্র তিন। তবু তার গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। সেসময়ের মৃৎশিল্পীরা মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের প্রচলিত শৈলী ও রীতিনীতি পরিহার করেছিল। যেমন শুঙ্গ যুগের শিল্পীরা একক ছাঁচে হালকা রিলিফ পদ্ধতিতে ফলক তৈরি করতো কিন্তু কুষাণ শিল্পীরা ফলককে মাঝারি বা উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিক ধারায় বাস্তবধর্মীতার কাছাকাছি ফলক নির্মাণ করতে বেশি মনোযোগী ছিলেন। তবে পূর্বসূরীদের মতো ফিনিশিং টাচ দেওয়ার ক্ষেত্রে কম সতর্ক ছিল যা ফলকের উপরিভাগের রুক্ষ ও অসমতা দেখলে বুঝা যায়। কুষাণ যুগের ঠিক সেরকম বৈশিষ্ট্যের এই ভাঙা ও অস্পষ্ট মস্তকবিহীন ত্রিভঙ্গ রীতিতে দণ্ডায়মান নারী মূর্তির পোড়ামাটির ফলকটি মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে।[৪৭]

এই ফলকে উৎকীর্ণ নারী মূর্তির বাম হাত কোমরে রাখা এবং ডান হাত পেটের কাছে হস্তমুদ্রা প্রদর্শিত অবস্থায় রয়েছে। মূর্তির হাতে মোটা মোটা বালা, গলায় নেকলেস ও কোমরে মোটা কোমর বন্ধনী রয়েছে এবং নিতম্বের দু'পাশে ঘাগড়ার মতো অস্পষ্ট কাপড়ের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। মূর্তির উর্ধ্বাঙ্গে ঝালরযুক্ত স্বচ্ছ পোশাক থাকার কারণে তার সুডৌল স্তন দৃশ্যমান এবং নিম্নাঙ্গে কাপড়ের স্বচ্ছতার কারণে যৌনাঙ্গও দৃশ্যমান। সর্বোপরি এই ফলকটি বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কুষাণ যুগের দণ্ডায়মান নারী মূর্তির ফলকের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ যেমন : গ্রেকো-রোমান শিল্প ধারার সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ঘরানার সংমিশ্রিতরূপ।

### (ঘ) গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ফলক

কুষাণ যুগে যে সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা হয়েছিল গুপ্ত যুগে তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। শ্রীগুপ্ত (২৪০ থেকে ২৮০খ্রি.) ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর পৌত্র ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান শুরু হয়ে এর বিকাশ বা বিস্তারকাল ৩২০ থেকে ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল কিন্তু এর প্রভাব ছিল সপ্তম শতক পর্যন্ত। গুপ্ত যুগেই ভারতীয় উপমহাদেশে শিল্পকলার সকল শাখায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আর এই গুপ্ত শিল্পকলার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যেমন : প্রশান্ত ছন্দোময়তা, পরিমিতিবোধ, জীবনানুভূতি ও আধ্যাত্মিক চেতনা ইত্যাদির সমন্বয়ে। পারসিক-গ্রিক-রোমান ঐতিহ্যের সাথে ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট গুপ্ত শিল্পকলা এক নিজস্ব শিল্পধারা ও প্রকাশভঙ্গির উপস্থাপনা করে যা ভারতশিল্পের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার এক আলোকিত অধ্যায়।[৪৮]

তাই গুপ্ত শিল্পকলাকে ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে ধ্রুপদি শিল্পকলা হিসেবে অভিহিত করা হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক ও স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষ সাধনকারী এই শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ এবং সেখান থেকেই এই শিল্পকলার প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, তেজপুর, দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলা পর্যন্ত।[৪৯]

---

৪৬. M.F. Boussas & Sandrine Gill, Moulded Terracotta Plaques From Mahasthan (Dhaka: *Journal of Bengal Art Volume 6, The International Centre for Study of Bengal Art,* 2001), 68.

৪৭. Saifuddin Chowdhury*, Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 36-39, 181.

৪৮. মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৬৬-১৬৭।

৪৯. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪০৯।

গুপ্ত যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ উপাসনালয় অলংকরণ বা সাজানোর জন্য দুই ধরনের বিষয়বস্তুর পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়। একটি ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনি অনুযায়ী নির্মিত ফলক অন্যটি সাধারণ বিষয়বস্তু বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয় নিয়ে নির্মিত ফলক।[৫০]

গুপ্ত যুগের শিল্পীরা পূর্ববর্তী শক ও কুষাণ শৈলীর সৃষ্ট স্থুল, ভারী, দৃঢ়, একান্ত ইহলৌকিক, অলঙ্কার সর্বস্ব, সুক্ষানুভূতি-বিহীন মূর্তি নির্মাণের পরিবর্তে সহজ-সাবলীল, কোমল, মার্জিত ও ধ্যানকেন্দ্রিক মূর্তি নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তাতে দৈহিক অ্যানাটমির পরিবর্তে মূর্তির বাহ্যিক ভাব ও অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রশান্তভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা স্বতন্ত্র শৈলীর পরিচায়ক। গুপ্ত যুগে মূর্তির গায়ে পোশাক ও অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিম সৌন্দর্য প্রকাশের পরিবর্তে মূর্তির দেহের বাস্তবসম্মত স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে নারীদেহের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ দৃষ্টি, পুরুনিম্নোষ্ঠ, খাড়া নাক, মনোহর মুখাবয়ব, বাস্তবধর্মিতার ন্যায় দেহকাঠামো এবং গোলাকৃতি ভরাট স্তনযুগল ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। পোশাকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুষাণ যুগের স্বচ্ছ পোশাক মূর্তির নগ্নতাকে স্পষ্ট করেছিল কিন্তু গুপ্ত যুগের শিল্পীরা পোশাক এমন নৈপুণ্যে তৈরি করেছিল তা প্রকৃতপক্ষে সিক্ত বসন যা মূলত দেহের স্বাভাবিক বাকভঙ্গিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের স্থুল দৃষ্টিভঙ্গির অর্থাৎ ভোগবিলাসের পরিবর্তে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায় গুপ্ত শিল্পকলায়।[৫১]

গুপ্ত যুগে তৎকালীন ভারতবর্ষের সারনাথ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মহাস্থানগড় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে অগণিত পোড়ামাটির ফলক তৈরি হয়েছে তার মধ্যে থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি ফলকের বিষয়বস্তু ও শৈলী সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

(ঘ. ১) 'দম্পতি' পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ১১

চিত্র ১১ : 'দম্পতি' পোড়ামাটির ফলক[৫২]

৫০. 9:11 pm, 18-10-2022, https://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/guptas/ps126510.html

৫১. মোঃ মোকাম্মেল ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৯২-৯৩, ৯৬।

৫২. Zulekha Haque, *Terracottas of Bengal: An Analytical Study* (Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014), 46. / আফরোজ আকমাম, *মহাস্থান* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬), ৩০, ১১,৭৪। / Enamul Haque, *Studies in, Bengal Art Series: No. 7 The Art Heritage of Bangladesh* (Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2007), 79.

১৯৬০-৬১ খিষ্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নেতৃত্বে গোবিন্দ ভিটায় খননের ফলে আবিষ্কৃত অনেক নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দম্পতি' শিরোনামে গুপ্ত যুগের এই ফলকটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে (Indian Museum) সংরক্ষিত আছে।[৫৩]

প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনাত্মক কাহিনি সংবলিত দম্পতি যুগলের আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় তাদের কথোপকথনের দৃশ্য গোলাকার এই ফলকে অত্যন্ত সাবলীল ও মনোরমভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলকে নারী-পুরুষ উভয়েই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। নারী মূর্তির ডান হাতটি ভাঙা ও বাম হাত ওপরের দিকে উঠানো তাতে রয়েছে বেদিসহ ডেকোরেটিভ গ্রামীণ ছোট চৌচালা ঘর। পুরুষ মূর্তির বাম হাতটি তার উরুতে এবং ডানহাতটি নারীমুর্তির বক্ষে রাখা রয়েছে। নারী মূর্তিটি সিক্ত বা ভেজা কাপড় পরিহিত তবে তার উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত তাতে সুডৌল স্তনযুগল ও নাভি সুস্পষ্ট। তার গলায় নেকলেস ও গলাবন্ধনী, কানে গোলাকার দুল ও হাতে ব্রেসলেট রয়েছে। পুরুষের নিম্নাঙ্গে পরিহিত সিক্ত বা ভেজা ধুতির মতো পোশাক কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। উভয়ের মাথায় কোঁকড়ানো চুল যা কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে।[৫৪]

ফলকের চারিদিকে বৃত্তাকারে পদ্ম পাপড়ি উৎকীর্ণ করা হয়েছে, যা দেখে মনে হয় একটি ফুটন্ত পদ্ম ফুলের ভিতরে দম্পতি যুগল রয়েছে এবং স্বপ্ন দেখছে একটি সুখের সংসার ও একটি সুন্দর ঘর যা নারীর বাম হাতে রয়েছে । এই ফলকে দম্পতি যুগল পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময়ের রোমান্টিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মার্জিত রূপসহ অন্যান্য বিষয় সাবলীল ও সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় মহাস্থানগড়ের গুপ্ত শৈলীর সৌষ্ঠব ও বলিষ্ঠতার সাথে আবেগপূর্ণতা, শারীরিক গঠন রীতির উষ্ণ সংবেদনশীলতা, দেহের সঙ্গে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা, অলংকার বিবর্জিত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদির প্রতিফলন দেখা যায়। এছাড়াও গুপ্ত যুগে বিভিন্ন পশু-পাখি, সাপ ইত্যাদি প্রাণীর চিত্র বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিত্রায়িত হয়েছে বিভিন্ন স্থানের পোড়ামাটির ফলকে।

**(ঙ) গুপ্ত-উত্তর যুগের পোড়ামাটির ফলক**

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের উত্থানের আগ পর্যন্ত ৫০০ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে গুপ্ত-উত্তর (Post-Gupta C. 500-750 A.D) সময় বলা হয় ।[৫৫]

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় ২৫০ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাংলাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটে এবং তাদের দ্বারা ওই অঞ্চলগুলো শাসিত হয়। ঠিক সেই রাজন্যবর্গের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পচর্চা হয় এবং তার প্রসার ঘটে।

গুপ্ত-উত্তর ভারতীয় শিল্পের প্রসার ঘটেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় ব্রহ্মবাদী ও ভক্তিবাদী ধারার মাধ্যমে। একারণে শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, রাম,

---

৫৩. আফরোজ আকমাম, *মহাস্থান* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬), ৩০, ১১, ৭৪। / Enamul Haque, *Studies in Bengal Art Series: No. 7, The Art Heritage of Bangladesh* (Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2007), 79.

৫৪. মোঃ মোকাম্মেল ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৯৪-৯৫। / সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪১২। / Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 183. / Enamul Haque, *Studies in Bengal Art Series: No.7 The Art Heritage of Bangladesh* (Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2007), 79.

৫৫. Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Resume of Excavation Reports* (1956-67) (Dhaka: Journal of Bengal Art Volume 1 1996, 1996), 53.

সীতা ও কৃষ্ণ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে। আর্য ও অনার্য জনগোষ্ঠীর আচার ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে এই অসংখ্য দেবদেবীর উদ্ভব এবং মানুষের ধর্মচেতনায় তাঁদের বিস্তারের মধ্য দিয়ে। গুপ্ত শিল্পের যে গগনচুম্বী সমৃদ্ধি তার বাইরে দ্বিতীয় কোনো শিল্পের স্বরূপ খুঁজতে হলে শিল্পীকে ফিরে আসতেই হয় জীবনের কাছে ও ইহলৌকিক আনন্দের কাছে। এরই প্রকাশ পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী দীর্ঘ পরিক্রমায় সৃষ্ট অন্যান্য শিল্প মাধ্যমসহ পোড়ামাটির ফলকের বিকাশে আর্য ও অনার্য প্রজ্ঞার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক সফলতায় পৌঁছেছে তা বিশ্বশিল্পের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অতুলনীয়।[৫৬]

তৎকালীন ভারতবর্ষের বাংলা/বিহার ছাড়া অন্যান্য স্থানের গুপ্ত-উত্তর সময়ের ভাস্কর্য ও অপরাপর মাধ্যমের শিল্পকর্ম ব্যাপক হারে পাওয়া গেলেও পোড়ামাটির ফলকের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য এখনো সেভাবে পাওয়া যায়নি। ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশের  বগুড়া সদর উপজেলার পলাশবাড়ি গ্রাম থেকে গুপ্ত-উত্তর সময়ের ৪৫টি পোড়ামাটির ভগ্ন, জীর্ণ, অস্পষ্ট ও তাদের গায়ে ব্রাহ্মীলিপি উৎকীর্ণ ফলক পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয় যে, রামায়ণের আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত গল্প অনুসারে চিত্রিত পোড়ামাটির ফলকগুলো তৎকালীন কোনো মন্দিরের দেয়ালগাত্রে স্থাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এই পোড়ামাটির ফলকগুলোর শৈলীগত বৈশিষ্ট্যে প্রাচীন ভারতীয় প্রথাবদ্ধ শৈলীর চিহ্ন বা ছাপ থাকলেও তার মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার লোকায়ত শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই ফলকগুলোতে গুপ্ত শৈলীর রূপ বিন্যাস, কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগময়তা, দেহ কাঠামোর গঠনে উষ্ণ সংবেদনশীলতা, দেহের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা, অলংকারবিহীনতা, সহজ ও অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি এবং অন্যদিকে লৌকিক স্থূলতা, গুরুভার গড়ন ও তার সাথে কিঞ্চিৎ আবিষ্টতাও দেখা যায়।[৫৭]

গুপ্ত-উত্তর পলাশবাড়ি ও অন্যস্থানের এই পরিপক্ক ও প্রতিনিধিত্বমূলক ফলকগুলো অবশ্যই সারনাথ-স্কুলের দক্ষ-প্রতিনিধি ও স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো গুপ্ত-উত্তর বাংলার শিল্পকলার অজানা ইতিহাসের সে অভাবটি অনেকটা দূর করেছে। এই ফলকগুলোর মধ্যে থেকে দুটি ফলক নিয়ে আলোচনা করলেই গুপ্ত-উত্তর সময়ের ফলকের স্বরূপ জানা যাবে।

(ঙ. ১) 'রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ' পোড়ামাটির ফলক (চিত্র ১২)

খুব সম্ভবত খ্রিষ্টাব্দ ষষ্ঠ/সপ্তম শতাব্দীর গুপ্ত-উত্তর যুগের এই পোড়ামাটির ফলকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই ফলকটি পূর্বে উল্লিখিত ১৯৮৩-৮৪ সালে বগুড়া সদর উপজেলার গোকুল ইউনিয়নের পলাশবাড়ী গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই ফলকটির মাপ উচ্চতা ২৪ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৩২ সেন্টিমিটার। চতুষ্কোণ এই ফলকে বিষয়ববস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র দৌড়ের ভঙ্গিতে দু'হাত দিয়ে শিবের হরধনু ভাঙছে এবং ভাঙ্গা ধনুক নিচে পড়ে রয়েছে এবং তাঁরই পেছনে মুনি বিশ্বমিত্র ও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই লক্ষণ ধনুক হাতে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলকে উৎকীর্ণ ব্যক্তিদ্বয় যে রাম, বিশ্বমিত্র ও লক্ষণ সেটি ফলকের বর্ডার লাইনে ব্রাহ্মীলিপিতে অদক্ষ হাতের লেখায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে, তবে বিশ্বমিত্র ও লক্ষণ নামের বানান ভুল রয়েছে।[৫৮]

---

৫৬. মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৭০-১৭১।

৫৭. আকমাম আফরোজ, *মহাস্থান* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬), ৮৪, ৯৬।

৫৮. প্রাগুক্ত।, ৮৪, ৮৮, ১১৪।



চিত্র ১২

চিত্র ১২ : 'রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ' পোড়ামাটির ফলক

ফলকে রামের নিম্নাঙ্গে ধুতি, দুহাতে ব্রেসলেট, গলায় লকেটসহ মোটা চেইন পরিহিত তবে তাঁর উর্ধ্বাঙ্গ পোশাক বিহীন এবং তাঁর মাথায় কোঁকড়ানো চুল রয়েছে। তেমনি বিশ্বমিত্রের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি ও উর্ধ্বাঙ্গে চাদর রয়েছে ও তার মাথায় ব্যাকব্রাশের চুল, মুখে গোঁফসহ দাড়ি রয়েছে এবং লক্ষণের মাথায় কোঁকড়ানো চুল, গলায় মোটা চেইন, পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি ও উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত রয়েছে। তবে সকলের কানে গোলাকার রিং-এর মতো দুল রয়েছে। উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে তৈরি খুবই প্রাণবন্ত এবং শৈল্পিক এই ফলকের প্রতিটি মূর্তির দেহকাঠামোর গঠনে ছন্দায়িত রূপ এবং সবার চোখ ও মুখের প্রাণচাঞ্চল্য বিস্ময়ের অভিব্যক্তিতে গুপ্ত রীতির প্রথাবদ্ধ শৈলীর চাপ থাকলেও তাতে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক লোকায়িত শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিশেষ করে এই ফলকে গুপ্ত শৈলীর আবেগময়তা, ছন্দময়তা, বিস্ময়তা, গতিশীলতা, দেহের সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রের সম্পৃক্ততা, অলংকার বাহুল্যের অভাব ও সহজ-সরল প্রকাশ ভঙ্গির প্রকাশ বিদ্যমান আবার অন্যদিকে স্থানীয় লৌকিক স্থূলতা ও গুরুভার দেহকাঠামোর গঠন ইত্যাদিও চোখে পড়ে।

(ঙ. ২) 'রাজা দশরথের মৃত্যুর পরবর্তী দৃশ্য' পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ১৩

চিত্র ১৩ : 'রাজা দশরথের মৃত্যুর পরবর্তী দৃশ্য' পোড়ামাটির ফলক

গুপ্ত-উত্তর ষষ্ঠ/সপ্তম খ্রিষ্টব্দের এই ফলকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যার প্রাপ্তিস্থান বগুড়ার পলাশবাড়ী। চতুষ্কোনা এই পোড়ামাটির ফলকটির মাপ উচ্চতা ২৩ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৩৩.৫ সেন্টিমিটার। মন্দিরের জন্য স্থাপনের জন্য এই ফলকে রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত অযোধ্যার রাজা দশরথের মৃত্যু পরবর্তী হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য রূপায়ণ করা হয়েছে। ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যে প্রতিটি চরিত্র নাম নিরূপণ করা হয়েছে।[৫৯]

৫৯. প্রাগুক্ত।, ৯২, ১৩৫।

এখানে অলংকৃত রাজকীয় পালঙ্কে শায়িত অবস্থায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মৃত রাজা দশরথকে। তাঁর মাথার কাছে রানী কৌশল্যা ও দুহাত উর্ধ্বে তুলে রানী কৈকেয়ী বিলাপ করছে এবং ছোট রানী সুমিত্রা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছড়ে পড়ে উপুড় হয়ে বিলাপ করছে। ছোট পরিসরের দ্বিমাত্রিক ফলকে উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিক ধারায় নির্দিষ্ট কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রও হৃদয়বিদারক করুণ পরিবেশ সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাতে পূর্ব বাংলার তৎকালীন সময়ের মৃৎশিল্পীর দীর্ঘ সময়ের সাধনা এবং বলিষ্ঠ করণ-কৌশলের উপস্থাপনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন উলম্ব রেখার নকশাকৃত চাদরের নিচে ঢাকা মৃত রাজা দশরথ বালিশে মাথা রেখে কাত হয়ে শায়িত অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ দেহ কাঠামোর পুঙ্খানুপুঙ্খ চমৎকার উপস্থাপন। ঠিক তাঁর কানের কাছে রানী কৌশল্যা মুখ দিয়ে কী যেন বলে বিলাপ করছে তার করুণ অভিব্যক্তি, এখানে শুধু তার মাথায় চুলের খোপাসহ মুখ ও বুকের সামান্য অংশ উত্তীর্ণ করা হয়েছে। ফলকে উৎকীর্ণ রানী কৈকেয়ীর অর্ধ দেহকাঠামোতে সুডৌল স্তনযুগল, ওড়না পেঁচানো দুহাত উপরে তুলে হা করা মুখের বিলাপরত ভঙ্গির বিজয় উল্লাস। রানী সুমিত্রা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাঁটু গেড়ে মাথায় হাত দিয়ে নিতম্ব উপরে উঠিয়ে উপুড় হয়ে বিলাপ করছে সেই পূর্ণাঙ্গ উল্টো দেহকাঠামোর দুর্দান্ত অভিব্যক্তি রূপায়ণে সেই শিল্পীদ্বয়ের বাস্তবতার নিরীক্ষণ যে কত প্রখর ছিল তা প্রতিটি চরিত্র ও পরিবেশ দেখলেই বুঝা যায়। গুপ্ত শৈলী ও স্থানীয় লৌকিক ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রের শারীরিক গঠনসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণোচ্ছলতার গতিশীল ছন্দায়িত রূপের অভিব্যক্তি ও রমনীয় দেহের উষ্ণ সংবেদনশীলতা, অলংকার বিরলতা এবং প্রতিটি মুখাবয়বে সুস্পষ্ট বিষাদের কষ্ট যন্ত্রণার করুণ অন্তর্ভেদী অভিব্যক্তিতে বাংলাদেশের গুপ্ত-উত্তর শৈলীর করণ-কৌশলের বলিষ্ঠ প্রয়োগ ও সুউন্নত শিল্পশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে যিনি 'যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী জুডাসের সমতুল্য' রানী কৈকেয়ীর দু'হাত উর্ধ্বে তুলে বিলাপরত ভঙ্গির বিজয় উল্লাসে নারীর কুটচরিত্রের বহিঃপ্রকাশে রামায়ণ মহাকাব্যের এক খলচরিত্রের দিক উন্মোচিত হয়েছে, যা অতুলনীয় ও শিল্পীর দীর্ঘ সময়ের সাধনার ফসল।

(ঙ. ৩) 'যজ্ঞানুষ্ঠানে রামের মন্ত্রপুত তীর নিক্ষেপ' পোড়ামাটির ফলক (চিত্র ১৪)



চিত্র ১৪

চিত্র ১৪ : 'যজ্ঞানুষ্ঠানে রামের মন্ত্রপুত তীর নিক্ষেপ' পোড়ামাটির ফলক

বগুড়ার পলাশবাড়ীতে প্রাপ্ত ষষ্ঠ/সপ্তম খ্রিষ্টাব্দের গুপ্ত-উত্তর সময়ের আরেকটি পোড়ামাটির ফলক, যা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। চারকোনা ভগ্ন এই ফলকটির মাপ উচ্চতা ২৪ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ২৯.২ সেন্টিমিটার। রামায়ণ মহাকাব্যের গল্পানুসারে চিত্রিত এই ফলকটি তৎকালীন মন্দিরের দেয়ালে স্থাপনের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু এই ফলকের গায়ে উপাধ্যায়, বিশ্বামিত্র ও রামের নাম লেখা আছে তবে বিশ্বামিত্র নামের বানান ভুল।[৬০]

৬০. প্রাগুক্ত।, ৮৬, ৮৭, ১০৯।

এই ফলকে এক সারিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে বসা তিনজন পুরুষ বিষয়বস্তু হিসেবে চিত্রিত হয়েছে যেমন- উপাধ্যায় (পুরোহিত) বসে মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ করছেন তাঁর সামনে রয়েছে যজ্ঞের ঘট, তার ওপর সম্ভবত নারিকেল ও যজ্ঞের জন্য জ্বালানো আগুন। ঠিক তাঁর পেছনে তাকে অনুসরণ করে বসে ধ্যানরত মুনি বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্রের পেছনে রাম যজ্ঞের রক্ষাকারী হয়ে ধনুক উঁচিয়ে ধরে আছেন অথবা রাক্ষস বধের জন্য ধনুকে টান দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রপুত তীর ছুঁড়ছেন। ফলকের উপরের অংশটি ভাঙা বিধায় এই তিনজন কোথায় বসে যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন তা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। ফলকে উৎকীর্ণ উপাধ্যায়ের মুখে গোঁফ-দাড়ি ও বড় কান রয়েছে। তাঁর বসা শরীরের নিম্নাঙ্গে ধুতি উর্ধ্বাঙ্গে চাদর পরিহিত ও ঘাড়ে গামছা রয়েছে। সে তাঁর বাম হাত হাঁটুতে রেখে ডান হাত দিয়ে যজ্ঞের আগুনে কী যেন ঢেলে দিয়ে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন সেই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে ত্রিমাত্রিকতার বলিষ্ঠ উপস্থাপন দেখা যায়। উপাধ্যায়ের পেছনে মুনি বিশ্বমিত্র ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে আছেন তাঁর পরনে ধুতি ও চাদর এবং ঘাড়ে গামছা দেখা যায়। উপাধ্যায়ের পেছনে বসার কারণে বিশ্বমিত্রের অর্ধেক দেহকাঠামো দেখা যায়। বিশ্বমিত্রের পেছনে অঙ্গাঙ্গিভাবে রামের পেছন ফিরে বসা অর্ধ শারীরিক কাঠামোর এক পাশের মুখে এক দিকে দৃষ্টি নিবন্ধিত একাগ্রচিত্তের অভিব্যক্তি এবং বাম হাতে ধনুক ধরে ডান হাতে তীর ছুঁড়ার গতিশীল প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে এবং এখানেও ত্রিমাত্রিকতা বলিষ্ঠ উপস্থাপন লক্ষণীয় । ফলকে উৎকীর্ণ সকল বিষয়ে গুপ্ত-উত্তর সময়ের গুরুপরম্পরাগত শিক্ষণ শিল্পীর কলানৈপুণ্যের বলিষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায়। উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে তৈরি এই ফলকের প্রতিটি চরিত্রের অভিব্যক্তির মধ্যে গুপ্ত ধ্রুপদি শৈলীর ত্রিমাত্রিকতা, গতিশীলতা, ছন্দময়তা, পরিমিতিবোধ, জীবনানুভূতির সাথে স্থানীয় লৌকিক রীতির সমন্বয় ঘটেছে এবং তাতে বাংলাদেশের গুপ্ত-উত্তর শৈলীর সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

### (চ) পাল, দেব-চন্দ্র ও সেন যুগের পোড়ামাটির ফলক

ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভবত পাল, দেব-চন্দ্র ও সেন যুগের সময়কাল ৭৫০ থেকে ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলে ধারণা করা হয়। এই সময়ের মধ্যে উপরিউক্ত রাজবংশগুলো সমগ্র বাংলা ও বিহারে দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করে যেমন– পশ্চিমবঙ্গ-উত্তরবঙ্গ ও বিহারে পাল বংশ (অষ্টাদশ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ), দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট দেব বংশ (অষ্টম খ্রিষ্টাব্দ থেকে) এবং চন্দ্র বংশ (দশম খ্রিষ্টাব্দ থেকে) এবং সমগ্র বাংলায় সেন বংশ (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম পর্যন্ত)।[৬১]

কোনো কোনো গবেষক ৭৫০ থেকে ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালকে প্রাক-মধ্যযুগ বলে অভিহিত করেছেন। দীর্ঘ এই সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজবংশের রাজাদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্বভারতের সমগ্র বাংলায় ও বিহারে ধর্মভিত্তিক উপাসনালয় গড়ে উঠেছে। যেমন– নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার, সত্যপীরের ভিটা, জগদ্দল বিহার, হলুদ বিহার ও মহাস্থানগড় অঞ্চলের ভাসুবিহার, গোকুল, পরশুরামের প্রাসাদ, বিহার ধাপ, কানাই ধাপ এবং কুমিল্লার ময়নামতির শালবন বিহার, আনন্দবিহার, রূপবানমুড়া, ভোজ বিহার ইত্যাদি। এছাড়াও সে সময়ের বিভিন্ন প্রত্নস্থল যেমন– ঢাকার সাভার, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার পাথরঘাটা, দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রত্নস্থল, যশোরের ভরত বায়না, গাজীপুরের শ্রীপুর ও কাপাসিয়া, পশ্চিম বাংলার জগজ্জীবনপুর প্রত্নস্থল এবং বিহারের বিভিন্ন প্রত্নস্থল ইত্যাদি। উপরিউক্ত এসব উপাসনালয় ও প্রত্নস্থলের ইট নির্মিত স্থাপত্যের বহিরাঙ্গের দেয়ালে অলংকরণে এর জন্য ব্যবহৃত হতো আকর্ষণীয় পোড়ামাটির ফলক। আর এই পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের নানা দেব-দেবী, ধর্মীয় উপাখ্যান (রামায়ণ, মহাভারত,পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা,

৬১. Enamul Haque, "Chandraketugarh : A Resume of Excavation Reports (1956-67)", *Journal of Bengal Art Volume 1 1996* (Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art Dhaka Bangladesh, 1996), 53. / মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৭২, ১৭৪। / শারমীন আখতার, *ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে সমতট* (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১৫), ১৫, ১৭, ১৯।

হিতোপদেশ) এর কাহিনিচিত্র, নানা ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট মানুষ যেমন– সন্তান কোলে জননী, কলসি কাঁখে নারী, পুরুষ যোদ্ধা, রথ আরোহী, তীরন্দাজ, পথিক, সন্ন্যাসী, পূজারী, কৃষক, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ নর-নারী, নৃত্যরত নর্তক-নর্তকী, পবিত্র-আইকন, জ্যোতির্বিদ্যার চিহ্ন, পৌরাণিক চরিত্র, সমসাময়িক আদিবাসীসহ সমাজ জীবনের অনেক রকম বাস্তব চিত্র। আবার বিচিত্র দেহরূপের কাল্পনিক প্রাণী ফলকের বিষয়বস্তু হিসাবে চিত্রায়িত হয়েছে যেমন– মৎসকুমার-কুমারী, কিন্নর-কিন্নরি, যৌগিক প্রাণী অর্ধমানুষ-অর্ধপশু ও মকর ইত্যাদি। এছাড়াও তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়ের সাধারণ কাহিনিচিত্রের পাশাপাশি ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন উদ্ভিদ, পশু-পাখি, ফুল-লতা-পাতা ইত্যাদি।[৬২]

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত যুগে ভারতের শিল্পকলার যে আলোকিত উত্তরণ ঘটেছিল সেই শিল্প সাধনার ধ্রুপদি শৈলীর প্রভাব তার পরবর্তী বিভিন্ন যুগের শিল্পকলায় প্রবাহিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় পাল, দেব-চন্দ্র ও সেন যুগের শিল্পকলা ও পোড়ামাটির ফলকের শৈলী ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে।[৬৩]

গুপ্ত শৈলী ও স্থানীয় লৌকিকতার সমন্বয়ে সৃষ্ট ফলকগুলোতে সহজ সরল, গতিশীল, ছন্দময়, কমনীয়, মার্জিত, প্রাণবন্ত ও অভ্যন্তরীণ ইত্যাদি অভিব্যক্তির প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়। দীর্ঘদিন জড়িত থেকে গুরুপরম্পরাভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ লোকশিল্পীরা করণ-কৌশলের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে শৈল্পিক জ্ঞান অর্জন করেছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায় পাল, দেব-চন্দ্র ও সেন যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে পাল, দেব-চন্দ্র ও সেন যুগের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকের ছবিসহ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

**(চ. ১) পাল যুগের পোড়ামাটির ফলক**

(চ. ১. ক) পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক

পাল রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল ৭৭০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ সময়ে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার বা সর্বতোভদ্র দেউল নামে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন যাতে প্রায় ২৩০০ পোড়ামাটির ফলক ছিল। কালের বিবর্তনে প্রায় ১৮০০টির ওপরে ফলক মন্দিরের দেয়ালে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে বাকিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সংগৃহীত হয়েছে।[৬৪]

মন্দিরের বহির্দেয়ালের ভিত্তি প্রাচীরের প্যানেল জ্যামিতিক প্যাটার্নসহ কিছু বক্ররেখার কাঠামো ও পদ্ম-পাপড়ির সারি এবং বিভিন্ন আকারে ইটের বিন্যাস দ্বারা নির্মিত। এই পদ্ম-পাপড়ির প্যানেলের নিচে আয়তক্ষেত্রকার পোড়ামাটির ফলক ভিত্তি প্রাচীরের চারদিকে স্থাপন করা হয়েছে। কিছু অস্বাভাবিকভাবে বড় ৪০×৩০×৬ সেন্টিমিটার, কিছু প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার বর্গক্ষেত্র, তবে অধিকাংশই ৩৬×২২/২৪ সেন্টিমিটার।[৬৫]

তাদের প্রত্যেকটির আলাদা করে বর্ডার লাইন আছে যা এক ইঞ্চি চওড়া ও হাফ ইঞ্চি গভীর এবং বেশিরভাগই এক বা দুই মোটিফ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। প্রায়শই খোদাই করা চিত্রের যে কোন অংশ বর্ডার লাইনের ওপরেও দেখা যায়। কোনো ছাঁচের ব্যবহার ছাড়াই অ্যাপ্লিক পদ্ধতি বা পূর্বে আলোচিত বেজ-রিলিফ পদ্ধতিতে মাটি স্থাপন করে

৬২. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪১২-৪১৩। / মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৯৬-৯৭।

৬৩. মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা* (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৬৯।

৬৪. 7:18 am, 27-11-2022, https://www.thedailystar.net/news-detail-15583

৬৫. 7:27 am, 27-11-2022, http://bangladeshsyi.blogspot.com/2009/01/terracotta-plaques-in-paharpur-monestry.html

ফলকগুলো তৈরি করা হয় যার গভীরতা প্রায় আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত দেখা যায় যা ত্রিমাত্রিক প্রভাব তৈরি করে।[৬৬]

ধর্মীয় বিষয়ের ফলকের সংখ্যা খুবই কম তবে তাতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীকে সমানভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবতা– শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গনেশ, সূর্য এবং বৌদ্ধ দেবতা– বোধিস্বত্ত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা সহ বিভিন্ন দেবদেবী। ফলকে সাধারণ মানুষ রূপে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা চিত্রায়িত হয়েছে। আবার 'পঞ্চতন্ত্র ও 'বৃহৎ কথা' প্রভৃতির লোকসাহিত্যের আখ্যানসহ তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সাধারণ নারী-পুরুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের বিষয় ফলকে উঠে এসেছে। যেমন– নানা ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট মানুষ, সন্তান কোলে জননী, কলসি কাঁখে নারী, পুরুষ যোদ্ধা, শারীরিক কৌশলরত ব্যায়ামবিদ, রথ আরোহী, তীরন্দাজ, পথিক, সন্ন্যাসী, পূজারী, কৃষক, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ নর-নারী, নৃত্যরত নর্তক-নর্তকী, পবিত্র-আইকন, জ্যোতির্বিদ্যার চিহ্ন, পৌরাণিক চরিত্র, আদিবাসীসহ সমাজ জীবনের অনেক রকম বাস্তব চিত্র। আবার বিচিত্র দেহরূপের কাল্পনিক প্রাণী ফলকের বিষয়বস্তু হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন– মৎসকুমার-কুমারী, কিন্নর-কিন্নরি, যৌগিক প্রাণী অর্ধমানুষ– অর্ধপশু ও মকর ইত্যাদি। এছাড়াও ফলকে উঠে এসেছে গাছ-লতা-পাতা-ফুল সহ সমস্ত জন্তু জগত। যেমন– সিংহ, বাঘ, হাতি, শুয়োর, হরিণ, সাপ, মাছ, হাঁস, ময়ূর, টিকটিকি, কচ্ছপ ইত্যাদি। নিম্নে সোমপুর বিহার মন্দিরের বহির্দেয়ালের ভিত্তি প্রাচীরের প্যানেলের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলো।



চিত্র ১৫

চিত্র ১৫ : সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক[৬৭]

উপরিউক্ত পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলে পাঁচটি বিষয় চিত্রায়িত হয়েছে। প্রথম থেকে যথাক্রমে– (ক) 'কিন্নরী'- মুখ, স্তনসহ দেহ কাঠামো নারীর ও হাতের বদলে পাখির ডানা, পায়ের পাতাসহ পাখির পা ও নিতম্বে পাখির লেজ ইত্যাদির সমন্বয়ে বিচিত্র দেহের নৃত্যের ভঙ্গিতে অলংকার পরিহিত কিন্নরীরমূর্তি , (খ) 'মাছ'– ডানা ছাড়া মাছের চিত্র, (গ) 'বৌদ্ধ বা যোগী'– নিম্নাঙ্গে ধুতি ও বুকে ও পেটে আড়াআড়িভাবে পৈতা পরিহিত হাঁটু ভেঙ্গে বসে অভয়মুদ্রা প্রদর্শনরত

৬৬. Sanjay Sen Gupta, "Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata, 2020", January. *Journal of Bengal Art* (ISSN 1607-1344), Vol. 25 (The Silver Jubilee Volume dedicated to Dr R Nagaswamy), 287-308, p. 290.

৬৭. 7:30 pm, 28-11-2022, https://cdn.elebase.io/173fe953-8a63-4a8a-8ca3-1bacb56d78a5/b31e09c5-601c-425b-b435-cbfcb7b3bf24-somapuri-vihara-relief-carvings-4-panel---mortenrochssare---rf---shutterstock_1117596041.jpg?w=1000&h=500&fit=crop&q=75/ 7:25 pm, 28-11-2022, https://www.remotelands.com/remotenew1/dist/images/itinerary/b170621003.jpg

বৌদ্ধ বা যোগীরমূর্তি, (ঘ) 'ব্যায়ামবিদ'– মালকোঁচা দিয়ে ধুতি ও গলা-হাতে অলংকার পরিহিত পিছন ফিরে শারীরিক কসরতরত ব্যায়ামবিদের মূর্তি, (ঙ) 'যোদ্ধা'– মালকোঁচা দিয়ে ধুতি ও হাত-গলায় অলংকার পরিহিত যোদ্ধাস্ত্র হাতে হাঁটু ভেঙ্গে বসা যোদ্ধার মূর্তি।


চিত্র ১৬

চিত্র ১৬ : সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক[৬৮]

উপরিউক্ত পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলে ছয়টি বিষয় রূপায়ণ করা হয়েছে। প্রথম থেকে যথাক্রমে– (ক) 'ব্যায়ামবিদ'- মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরিহিত সম্মুখ ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙ্গে বসা উরুর ওপরে দুহাত রেখে শারীরিক কসরতরত পুরুষ ব্যায়ামবিদের মূর্তি। (খ) 'ফুল-লতা-পাতা'– ফুটন্ত ফুলসহ বিভিন্ন লতা পাতার চিত্র। (গ) 'পুরুষ মূর্তি'– চেয়ারে বসা ভঙ্গিতে ডান হাত বুকে ও বাম হাত উরুদেশে স্থাপিত হাফ প্যান্ট পরিহিত পুরুষ মূর্তি। (ঘ) 'পদ্ম ও পদ্মের কলি'– ফুটন্ত পদ্ম ফুলের ওপর শঙ্খ বা পদ্মের কলির চিত্র। (ঙ) 'কিন্নর'– মুখ, দেহ কাঠামোসহ পা মানুষের এবং হাতের বদলে পাখির ডানা ও পায়ের পাতা পাখির ইত্যাদির সমন্বয়ে বিচিত্র দেহের কিন্নর মূর্তি। (চ) 'রাজহংস'– গম্ভীর মুখে মাথা নিচু করে রাজহংস দাড়িয়ে আছে তার চিত্র।


চিত্র ১৭

৬৮. 7:37 pm, 28-11-2022, https://thumbs.dreamstime.com/b/somapura-mahavihara-paharpur-buddhist-vihara-one-most-important-archaeological-sites-bangladesh-unesco-world-heritage-119348611.jpg)

চিত্র ১৭ : সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক[৬৯]

উপরিউক্ত পোড়ামাটির ফলকের এই প্যানেলে চারটি বিষয় চিত্রায়িত হয়েছে। প্রথম থেকে যথাক্রমে– (ক) 'যোদ্ধা' ফলকে নিম্নাঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি এবং গলা-কানে অলংকার পরিহিত একজন পুরুষ বা যোদ্ধা একহাতে গদা ও অন্য হাতে বড় ছুরি বা চাকু নিয়ে সম্মুখ ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। (খ) 'উপবিষ্ট মানুষ' ফলকে সম্মুখ ভঙ্গিতে ধুতি পরিহিত একজন পুরুষ মানুষ তার ডান হাত উঁচু করে ডাকার ভঙ্গিতে ও বাম হাত হাঁটুতে রেখে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। (গ) 'হাতি' ফলকে প্রোফাইলে দেখা ভঙ্গিতে একটি হাতি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। (ঘ) 'ময়ূর' ফলকে প্রোফাইলে দেখা ভঙ্গিতে একটি ময়ূর লেজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তা চিত্রয়িত হয়েছে।


চিত্র ১৮

চিত্র ১৮ : সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক[৭০]

উপরিউক্ত পোড়ামাটির ফলকের এই প্যানেলে তিনটি বিষয় চিত্রায়িত হয়েছে। প্রথম থেকে যথাক্রমে– (ক) 'কিন্নর' ফলকে মাথা-মুখ, পা সহ দেহ কাঠামো মানুষের, হাতের বদলে পাখির পাখা ও পায়ের পাতা পাখির মতো এবং নিতম্বে পাখির লেজ ইত্যাদির সমন্বয়ে সম্মুখ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো কিন্নরের মূর্তি চিত্রায়িত হয়েছে। (খ) 'লড়াই' ফলকে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরিহিত একজন মানুষ সম্মুখ ভঙ্গিতে পিছন ফিরে হাতিকে আক্রমণ করছে এবং তুলনামূলক ছোট একটি হাতি নিচ থেকে ওই মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। (গ) 'নৃত্যরত নারী' ফলকে নিম্নাঙ্গে ধুতি, মাথায় খোপা, গলা-হাত-কানে অলংকার পরিহিত, উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত স্তন স্পষ্ট, সম্মুখ ভঙ্গিতে মাথা কাত করে দু'হাত উরুতে রেখে নৃত্য করছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।

উপরিউক্ত এই ফলকগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে তৈরি, ফ্লাবি গঠন, চওড়া মুখ, গোলাকার পুষ্ট শরীর, অনিয়মিত পৃষ্ঠতল, অমসৃণ মডেলিং ও শারীরিক রেখা, অসামঞ্জস্য ও অদ্ভুত অবয়ব, সহজ সরল পোশাক এবং ন্যূনতম অলংকার ইত্যাদি। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চিত্রগুলো সম্মুখ ভঙ্গিতে বা প্রোফাইলে দেখা ভঙ্গিতে নির্মাণ করা হয়েছে। তাতে চোখ, নাক, ঠোঁটে কিছুটা সূক্ষ্মতা থাকা সত্ত্বেও প্রায়শই হাতের তালু বা পা বা পায়ের পাতা ইত্যাদিতে বাস্তবধর্মীতার প্রকাশ নেই বললেই চলে। মানুষের মুখে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা মাঝে মাঝে সাধারণ ব্যক্তিত্ব। খুব সম্ভবত এই ফলকগুলোর শিল্পী ছিলেন স্থানীয় কুমার সম্প্রদায়, যারা মৃৎপাত্রসহ

৬৯. 7:40 pm, 28-11-2022, https://c8.alamy.com/zooms/9/db4678732a2747dea941ff75e1c4b255/dwhk29.jpg

৭০. 7:34 pm, 28-11-2022, https://www.indiaimagine.com/wp-content/uploads/2021/09/ruins-of-the-buddhist-vihara.jpg

বিভিন্ন প্রাণী ও দেবতার মূর্তি তৈরি করতেন। পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার স্থাপত্যের দেয়ালের শোভাময় পোড়ামাটির ফলক তৈরির জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যা হবে মহাস্থান শৈলীর অনুকরণে। তাদের সঙ্গে ছিল সারনাথের ওস্তাদ শিল্পীদের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্ম যারা স্থানীয় এই লোকশিল্পীদের ফলক তৈরি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব দক্ষতা অর্জনের জন্য সহযোগিতা করেছিল। ফলে প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত এই গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি পোড়ামাটির ফলকগুলোতে তাদের অনভিজ্ঞতার ছাপ সর্বত্র দেখা যায়।[৭১]

পাল যুগের পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়-বৈচিত্রের পাশাপাশি উপস্থাপন কৌশল ও অলংকরণের ভিন্নতা লক্ষণীয়। যেমন– পাহাড়পুরের এই লোকশিল্পীরা সারনাথের গুপ্ত শৈলীর ওস্তাদ শিল্পীদের দ্বারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত তবু পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকের কর্মপদ্ধতিতে তাদের স্থানীয় লৌকিক পদ্ধতির প্রভাবই বেশি দেখা যায়। তাই সম্পূর্ণরূপে বাংলার লোকশিল্পের ধারক ও বাহক এই পোড়ামাটির ফলকগুলোর অধিকাংশ নিদর্শনেই হয়তো পাল যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যের মতো সৌষ্ঠব ও বলিষ্ঠতা নেই তবে এর মধ্যেও এক নতুন মাত্রা বা উন্নত শিল্প-শৈলীর নিদর্শন রয়েছে। পরিমাণগত দিক থেকে মনে হয় এখানে অসংখ্য শিল্পীর উপস্থিতি ছিল এবং শিল্প নির্মাণে শিল্পীর স্বাধীনতা থাকায় একেকজন শিল্পীর ফলকগুলো হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা পূর্ববর্তী কোনো শিল্প ধারার সাথে এই পাল যুগের পাহাড়পুরের শিল্পধারার তেমন একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তাতে তৎকালীন গ্রামীণ শিল্পীদের কল্পনার দৃঢ়তা, ধারণার গভীরতা, ফর্মের শক্তি এবং করণ-কৌশলের নিজস্ব দক্ষতার সাহস রয়েছে এবং তাতে আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চেতনা বা লৌকিক আচার ও জীবনধারা, প্রকৃতি ও জন্তু-জগত ও সমাজ-মানসের প্রকৃতি কেমন ছিল তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। আর এখানেই এই ফলকগুলোর বড় সফলতা যেমন– এক, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের ব্যাপক ভৌগোলিক উপস্থিতি দুই, তাদের সাংস্কৃতিক সর্বব্যাপিতা ও প্রাকৃতিক শৈল্পিক অনুভূতি এবং গ্রামীণ লোকঐতিহ্যের প্রতি নান্দনিক বিশ্বাসের সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্যতা বা স্বীকৃতি।

এছাড়াও পাল শাসনামলে বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

### (চ. ১. খ) বিভিন্ন মুদ্রায় ধ্যানীবৌদ্ধ এর পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ১৯

চিত্র ১৯ : বিভিন্ন মুদ্রায় ধ্যানীবৌদ্ধের পোড়ামাটির ফলক

পাল শাসনামলের খুব সম্ভবত নবম-দশম খ্রিষ্টাব্দের 'বিভিন্ন মুদ্রায় ধ্যানীবৌদ্ধ' শিরোনামে ইটের ওপর উৎকীর্ণ দুটি

৭১. Sanjay Sen Gupta, "Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata", 2020, January. *Journal of Bengal Art* (ISSN 1607-1344), Vol. 25 (The Silver Jubilee Volume dedicated to Dr R Nagaswamy), 287-308, p. 290-291.

পোড়ামাটির ফলকটি ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার কোনো এক প্রত্নস্থলে পাওয়া গেছে। ইটের ওপর উৎকীর্ণ দুটি পোড়ামাটির ফলকের মাপ প্রথমটি ৩০ x ২৫ সেন্টিমিটার এবং দ্বিতীয়টি ২৯ x ৩০ সেন্টিমিটার, যা এখন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই অলংকৃত ইটের টুকরোগুলোর বিপরীত অংশ অব্যবহৃত রেখে সামনের দিকে বিভিন্ন মুদ্রায় বৌদ্ধ আইকনগুলো তিনটি অনুভূমিক রেখা দিয়ে অনিয়মিত আকারের তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত আইকন একইভাবে একটি বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হয়েছে। বৃত্ত ও ডিম্বাকারের চারপাশের মধ্যবর্তী স্থানগুলো একেবারে সমতল রাখা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন রূপ যেমন– লোকনতা এবং খাসপর্ণ পর্যায়ক্রমে আইকনগুলোতে তথাগত অক্ষোভ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। এতে কোথাও আইকনোগ্রাফিক বা মূর্তিতত্ত্বের আদেশাবলি হারিয়ে যায়নি। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের মন্দির বা উপাসনালয়ের মতো প্রাচীন স্থাপনায় এবং ঢাকা জেলার সাভারের রাজসানার বৌদ্ধ মন্দিরের কার্নিশ সাজানোর জন্য এই শ্রেণির খণ্ডিত ইট ব্যবহার করা হয়েছিল।[৭২]

এই দুটি পোড়ামাটির ইটের ফলকে সম্ভবত বৌদ্ধ মহাযান শাখার হাজার হাজার বুদ্ধ ফলকের অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ ছাঁচে তৈরি হালকা রিলিফ পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রতিটি আইকন দেখতে অনেকটা গোলাকার বা ডিম্বাকার সিলমোহরের ছাপের মতো। ফলকে উৎকীর্ণ বিভিন্ন ভঙ্গিতে ধ্যানরত উপবিষ্ট বৌদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্তি এবং তাদের হাতে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা মুদ্রা দেখা যায়। যেমন– কিছু মূর্তিতে বজ্রপর্যঙ্কাসন, অর্ধপর্যঙ্কাসন, লীলাসন ইত্যাদিতে ভঙ্গিতে উপবিষ্ট এবং তাঁর হাতে ধ্যান মুদ্রা, ভূমি স্পর্শ মুদ্রা, বরদান মুদ্রা ইত্যাদিতে দেখানো হয়েছে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে একটি ছোট স্তুপের সাথে দেখানো হয়েছে। ফলকে উৎকীর্ণ বৌদ্ধের সম্মুখভঙ্গিতে বসা পূর্ণাঙ্গ শারীরিক কাঠামোর গঠনসহ মাথায় ঝুটিসহ চুল, মাথার পেছনে গোলাকার প্রভামণ্ডল, লম্বা কান, অস্পষ্ট গোলাকার সৌম্য মুখ, নিম্নাঙ্গে পোশাক এবং উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, অলংকারবিহীন, তাঁর পাশে ঘণ্ট বা মঙ্গল চিহ্ন সহ স্তুপ ইত্যাদির করণ-কৌশলে গুপ্ত শৈলীর সাথে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের বাংলার স্থানীয় লোকশৈলীর কিছুটা সমন্বয় দেখা যায়। বিশেষ করে ধ্যানরত বিভিন্ন বৌদ্ধের দু'হাতে মুদ্রা প্রদর্শন ও তাঁর বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসা সৌম্য-শান্ত অস্পষ্ট মুখাবয়বের ধ্যানলব্ধ আনন্দ ও মানসিক পরিতৃপ্তির অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশের কৌশলে বাংলার পাল যুগের উন্নত শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

### (চ. ১. গ) প্রেমময় দম্পতির (Couple-Mithuna) পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ২০

চিত্র ২০ : প্রেমময় দম্পতির পোড়ামাটির ফলক

পাল যুগের দশম-এগারো খ্রিষ্টাব্দের 'প্রেমময় দম্পতি' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকটি বগুড়ার মহাস্থানগড়ের

৭২. *Terracotta*, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh (Dhaka: Bangladesh National Museum, 2016), 409.

কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ভাসুবিহারে পাওয়া গেছে। এই ফলকটির মাপ উচ্চতা ২৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৪০ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ৫ সেন্টিমিটার। বর্তমানে ফলকটি মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যার স্মারক নম্বর MAH-1528। ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে আলিঙ্গনাবদ্ধ বসা অবস্থায় একজোড়া প্রেমময় দম্পতিকে রূপায়ণ করা হয়েছে, যা ভারতের শাস্ত্রীয় 'মিথুন' আইকনোগ্রাফির বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭৩]

ফলকে পুরুষ মূর্তিটি বসা অবস্থায় ডান পা লম্বা করে বাম পা মুড়িয়ে বাম হাতে লাঠি অথবা তলোয়ার ধরে ডান হাত দিয়ে নারী মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে আছে। ঠিক তার ডান পায়ের ওপর উপবিষ্ট নারী মূর্তি দুই পা একপাশে মুড়িয়ে এক হাত ডান পায়ের হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে অন্য হাতে পুরুষ মূর্তিটিকে ধরে রোমান্টিক ভঙ্গিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। পুরুষ মূর্তির পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, কোমরের অলংকৃত অলংকারের কোমর বন্ধনী, গলায় নেকলেস, পায়ে মল, কানে দুল রয়েছে তবে তার উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত বিধায় প্রশস্ত বক্ষ ও নাভি সুস্পষ্ট। নারী মূর্তির পরনে একইভাবে নিম্নাঙ্গে কটি, কোমরে অলংকৃত অলংকারের কোমর বন্ধনী, গলায় নেকলেস, হাতে চুড়ি-বাজুবন্ধ, পায়ে মল, কানে এক গুচ্ছ ঝুলন্ত ফুল রয়েছে। নারী মূর্তির উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত হওয়ার কারণে তার স্তনযুগল ও স্ফীত নাভি লক্ষণীয়। আবার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে দুটি মূর্তির মাথার ওপরে একটি শালের ঢেউ খেলানো ছাউনির মতো বেষ্টনীর নিচে তাদেরকে একত্র করে তা চিত্রায়িত হয়েছে, যা বাংলার হিন্দু ধর্মীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। শালের দু'প্রান্ত ফলকের বর্ডার লাইনের উপরে গতিশীলভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। কোনো ছাঁচের ব্যবহার ছাড়া সম্পূর্ণ হাতে মাটির দ্বিমাত্রিক স্লাবে মাটি পেস্টিং ও খোদাই করে বিভিন্ন টুলসের সাহায্যে উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিক ধারায় দম্পতির পূর্ণাঙ্গ শারীরিক কাঠামোসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে। পুরুষ মূর্তির সুঠাম দেহে প্রশস্ত বক্ষ, সরু কটিদেশ, হালকা মেদযুক্ত উদরে গভীর নাভি, সুগঠিত হাত পায়ের ভঙ্গিতে foreshortening এর ব্যবহার ও সুন্দর মুখবয়বের চোখের চাহনিতে রোমান্টিকতা, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখার অভিব্যক্তি এবং নারী মূর্তির সংবেদনশীল দেহ কাঠামোতে সুডৌল স্তনযুগল, সরু কোমর, সামান্য মেদযুক্ত উদরে গভীর নাভি, সুগঠিত হাত-পায়ের ভঙ্গি, সুন্দর মুখবয়বের চোখে ঠোঁটে রোমান্টিক অভিব্যক্তি এবং উভয়ের দেহের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সামান্য অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়। যা তৎকালীন গুরুপরম্পরার শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকশিল্পীর দীর্ঘদিনের সাধনার উন্নত শিল্পচেতনা ও করণ-কৌশলের নৈপুণ্যের প্রমাণ বহন করে। সর্বোপরি ভাসুবিহার প্রাপ্ত এই ফলকে গুপ্ত শৈলীর সুদূরপ্রসারী করণ-কৌশল ও শিল্পরীতির আবেগ, গতিশীলতা, পরিমিতিবোধ, ছন্দ এবং সামান্য অলংকারের ব্যবহার, সহজ সরল পোশাক, কমনীয়-মার্জিত-প্রাণবন্ত অভিব্যক্তির সঙ্গে স্থানীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে সৃষ্ট পাল যুগের উন্নত শিল্প শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

(চ.১.ঘ) 'উড়ন্ত গন্ধব' পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ২১

৭৩. Vincent Ledevre & Marie-Francoise Boussac, "Art of the Ganges delta- Masterpieces from Bangladesgi Museums", (France: Guimet muse national des Arts Asiatiques, 2008), 167.

চিত্র ২১ : 'উড়ন্ত গন্ধব' পোড়ামাটির ফলক

বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে আকাশচারী স্বর্গীয় গায়ক ও নর্তক গন্ধর্বের বিভিন্ন ভঙ্গিতে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাল যুগের দশম এগারো খ্রিষ্টাব্দের মহাস্থানের পার্শ্ববর্তী প্রত্নক্ষেত্র ভাসুবিহারে প্রাপ্ত 'উড়ন্ত গন্ধব' এর পোড়ামাটির ফলক। এই ফলকটির মাপ উচ্চতা ২৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৪০ সেন্টিমিটার, পুরুত্ব ৫ সেন্টিমিটার। ফলকটি বর্তমানে মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের সংরক্ষিত আছে যার স্মারক নম্বর MAH 1545।[৭৪]

ফলকে স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে উড়ন্ত অবস্থায় গন্ধর্বের ডানহাতে ফুল বামহাত নিতম্বের উপর স্থাপিত; দু'পা লম্বালম্বিভাবে মোড়ানো, মাথায় হেডড্রেস ও টিকলি, পরনে কাছা দেওয়া ধুতি হাঁটু পর্যন্ত ও উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত তবে দু'হাত পেঁচিয়ে একটি উত্তরীয়, কানে কুন্তল, গলায় ফুলের নকশাকৃত নেকলেস, হাতে চুড়ি-বাজুবন্ধ, কোমরে কোমর বন্ধনী এবং পায়ে মল ও জুতা বা মোজা ইত্যাদি সহ পূর্ণাঙ্গ শারীরিক কাঠামো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কোনো ছাঁচের ব্যবহার ছাড়াই ফলকের দ্বিমাত্রিক তলে মাটি সংযোজন ও বিয়োজন করে উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিক ধারায় উত্তীর্ণ গন্ধর্বের দেহকাঠামোতে সরু কটিদেশ, প্রশস্ত বক্ষ, সুগঠিত হাত পা সর্বোপরি নিটোল মুখাবয়বে মাংসল ঠোঁট, প্রসারিত নাক এবং প্রশস্ত দৃষ্টিসহ অন্যান্য বিষয়াদি রূপায়নে গুপ্ত শৈলীর সুদূরপ্রসারী করণ-কৌশল ও শিল্পচেতনার প্রভাবে তৎকালীন মৃৎশিল্পীরা যে উন্নত কলা নৈপুণ্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে উড়ন্ত অবস্থায় ডান হাতের আঙ্গুলের অপূর্ব ভঙ্গিতে ফুলের ডাটা ধরে নাকে ফুলের গন্ধ নেওয়ার মুখাবয়বে কামুকতার অভিব্যক্তি এবং গন্ধর্বের উড়ন্ত দেহ কাঠামো যেন বাতাসে উড়ছে সেই হালকা, প্রবাহিত, গতিশীল অনুভূতির দৃষ্টিনন্দিত রূপায়ণে ত্রিমাত্রিকতা, ছন্দ, পরিমিতিবোধ, জীবনীশক্তি, foreshortening ব্যবহার এবং বাস্তব ধারার তীক্ষ্ণ অবলোকনের প্রতিফলন দেখা যায় তাতে পাল যুগের মৃৎশিল্পীর শুধু করণ-কৌশলের দক্ষতাই নয় বরং নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

### (চ. ২) দেব ও চন্দ্র যুগের লালমাই-ময়নামতি প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে তৎকালীন বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সমতটের অবস্থান এবং এই সমতট অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি এলাকা। আর এই সমতটে রাজ্য শাসন করে দুটি রাজবংশ যথাক্রমে দেব বংশ ও চন্দ্র বংশ। তাদের অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক শাসনামলে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির বিভিন্ন প্রত্নস্থলে ধর্মীয় উপাসনালয় গড়ে ওঠে। যেমন– শালবনবিহার, আনন্দবিহার, রূপবানমুড়া, ভোজবিহার, কোটিলামুড়া, চারপত্রমুড়া, রানী ময়নামতির প্রাসাদ ও মন্দির এবং ইটাখোলামুড়া ইত্যাদি। ইট নির্মিত এই উপসনালয়গুলোর বহির্ভাগের দেয়াল শোভা বর্ধন ও তীর্থযাত্রীদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক নির্মিত হয়।[৭৫]

দেব ও চন্দ্র যুগের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতটের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক হলেও সেখানে পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু ও মোটিফগুলো বৌদ্ধ মতাদর্শের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আধিক্য প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।[৭৬]

বিষয়বস্তু, করণকৌশল ও শৈলীর বিবেচনায় পাল যুগের পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার এবং দেব ও চন্দ্র যুগের লালমাই-

৭৪. প্রাগুক্ত।, ১৬৫।

৭৫. শারমীন আখতার, *ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে সমতট* (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১৫), ১৫, ১৭, ২০, ২৯।

৭৬. 1:50 pm, 25-04-2022, Vinay Kumar Rao, https://www.ancient-asia-journal.com/articles/10.5334/aa.12310/ Research Paper

ময়নামতির বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। পাল, দেব ও চন্দ্র উভয় পর্বের পোড়ামাটির ফলকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার লৌকিক শিল্পধারার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে লালমাই-ময়নামতির কিছু ফলকে উন্নত ধ্রুপদি গুপ্ত শৈলীর সাথে লৌকিক ধারার মিশ্র রূপের প্রতিফলন দেখা যায়।[৭৭]

কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির বিভিন্ন বিহারে দেয়ালে সারি সারি ফলকে বিভিন্ন ধর্মীয় ও লৌকিক ধর্মাচার নির্ভর কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সহজ সরল মানুষের জীবন গাঁথা, পশুপাখি ও জীবজন্তুর ক্রিয়াকলাপ, গৃহকর্মের বিভিন্ন দিক, নারীজীবনের কর্মময় রোজনামচা ইত্যাদির চিত্র প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এছাড়াও গাছপালা-লতা-পাতা-ফুল, বিভিন্ন দেব-দেবী, গন্ধর্ব, কিন্নর-কিন্নরি, মৎস্যকুমার-কুমারী, কীর্তিমুখ, যোদ্ধা, গায়ক, যাজক, অশ্বারোহী, সাধু-সন্ন্যাসী আরো ইত্যাদি বিষয়ও ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে।

**(চ. ২. ক) শালবন বিহারের পোড়ামাটির ফলক :**



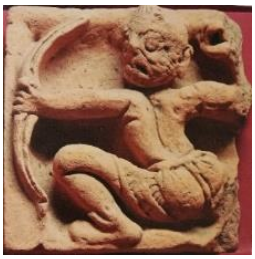
চিত্র ২২



চিত্র ২৩



চিত্র ২৪



চিত্র ২৫

চিত্র ২২ : 'লতা-পাতা হাতে মানুষ' ফলকে লতা-পাতা হাতে অলংকার পরিহিত একজন মানুষের অর্ধ দেহকাঠামো চিত্রায়িত হয়েছে। সংগ্রহ– ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।[৭৮]

চিত্র ২৩ : 'হাতিকে আক্রমণরত সিংহ' ফলকে একটি হাতিকে নিচে ফেলে দিয়ে সিংহ তার মাথায় কামড়ে ধরেছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। সংগ্রহ– ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৭৯]

চিত্র ২৪ : 'সিংহকে পুজারত নারী' ফলকে সিংহের সম্মুখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে দু'হাতে প্রণাম ভঙ্গিতে পুজারত নারী চিত্রায়িত হয়েছে।[৮০]

চিত্র ২৫ : 'তীরন্দাজ' ফলকে মাটিতে বসে একজন তীরন্দাজ দুহাতে তীর ছুঁড়ছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। সংগ্রহ–

---

৭৭. মোঃ মোকাম্মেল ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৯৮।

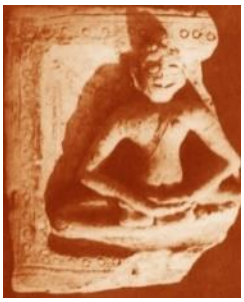
৭৮. Enamul Haque, *Studies in Bengal Art Series: No.7 The Art Heritage of Bangladesh,* (Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2007), 167.

৭৯. 7:23 pm,10-12-2022, file:///C:/Users/user/Downloads/176-Research%20Article%20Text-211-2-10-20181113%20(4).pdf, ; Sk. Zohirul Islam, "Lion Motif used in Buddhist Architecture of Ancient Bangladesh", *American International Journal of Social Science Research*; Vol. 2, No. 2; 2018 ISSN 2576-103X E-ISSN 2576-1048 Impact Factor: 4.6 Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and Business, USA.

৮০. প্রাগুক্ত।

ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৮১]

### (চ.২.খ) রূপবানমুড়ার পোড়ামাটির ফলক






চিত্র ২৬ চিত্র ২৭ চিত্র ২৮ চিত্র ২৯

চিত্র ২৬ : 'ধ্যানরত ঋষি' ফলকে যোগাসনে বসে শীর্ণ দেহের একজন ঋষি ধ্যান করছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। মাপ- ২৫ সেন্টিমিটার, ২২ সেন্টিমিটার, ৬ সেন্টিমিটার, সংগ্রহ– ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৮২]

চিত্র ২৭ : 'মৎস্যকুমারী' ফলকে কোমর থেকে ওপরের অংশ নারী ও কোমর থেকে নিচের অংশ মাছের লেজ, নারী ও মাছের সমন্বয়ে তৈরি একজন হাস্যোজ্জ্বল মৎস্যকুমারী। যার উন্নত বক্ষ, মাথায় খোপা ও গায়ে অলংকার পরিহিত তা চিত্রায়িত হয়েছে। মাপ- ২৬ সেন্টিমিটার, ১৮ সেন্টিমিটার, ৭ সেন্টিমিটার, সংগ্রহ- ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৮৩]

চিত্র ২৮ : 'বিদ্যাধরী ও গন্ধর্ব' ফলকে মাথায় খোপা ও গায়ে অলংকার পরিহিত বিদ্যাধরী ও গন্ধর্ব প্রসাধনরত অবস্থায় চিত্রায়িত হয়েছে। সংগ্রহ– ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৮৪]

চিত্র ২৯ : 'উড়ন্ত গন্ধব' ফলকে নিম্নাঙ্গে পোশাক ও অলংকার পরিহিত দু'হাত প্রসারিত করে হাস্যোজ্জ্বল উড়ন্ত গন্ধর্ব চিত্রায়িত হয়েছে। সংগ্রহ– ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৮৫]

### (চ.২.গ) আনন্দবিহারের পোড়ামাটির ফলক

চিত্র ৩০ : 'কীর্তিমুখ' ফলকে কীর্তিমুখ বা হা করা সিংহের মুখ চিত্রায়িত হয়েছে। সংগ্রহ– ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা।[৮৬]

---

৮১. Zulekha Haque, *Terracottas of Bengal: An Analytical Study,* (Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014), 204.

৮২. Md. Shafiqul Alam, "Buddhist Establishments at Rupban Mura, Mainamati, Bangladesh", Source: *East and West* , December 1992, Vol. 42, No. 2/4 (December 1992), p. 281-300, Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL https://www.jstor.org/stable/29757039

৮৩. 8:06 pm, 10-12-2022, Md. Shafiqul Alam, "Buddhist Establishments at Rupban Mura, Mainamati, Bangladesh", Source*: East and West* , December 1992, Vol. 42, No. 2/4 (December 1992, p. 281-300 Published by: Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) Stable URL: https://www.jstor.org/stable/29757039

৮৪. প্রাগুক্ত।, ২৮১-৩০০।

৮৫. প্রাগুক্ত।, ২৮১-৩০০।

৮৬. 7:23 pm, 10-12-2022, Sk. Zohirul Islam, "Lion Motif used in Buddhist Architecture of Ancient Bangladesh", *American International Journal of Social Science Research*; Vol. 2, No. 2; 2018 ISSN 2576-103X E-ISSN 2576-1048 Impact Factor: 4.6 Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and Business, USA) file:///C:/Users/user/Downloads/176-Research%20Article%20Text-211-2-10-20181113%20(4).pdf



চিত্র ৩০



চিত্র ৩১

চিত্র ৩১ : 'অশ্বারোহী' ফলকে দৌড়ের ভঙ্গিতে অশ্বের ওপরে অস্ত্র হাতে একজন অশ্বারোহী চিত্রায়িত হয়েছে।[৮৭]

**(চ. ২. ঘ) রানী ময়নামতির প্রাসাদ ও মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ৩২



চিত্র ৩৩



চিত্র ৩৪

চিত্র ৩২ : 'হালচাষরত কৃষক' ফলকে দুটি গরু নিয়ে একজন কৃষক লাঙ্গল দিয়ে হালচাষ করছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।[৮৮]

চিত্র ৩৩ : 'ষাঁড়' ফলকে মাথা নিচু করে একটি ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে তা চিত্রায়িত হয়েছে। মাপ- উচ্চতা ১৯ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১২ সেন্টিমিটার, সংগ্রহ– বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ID Number 01-01-035-1976-00811)[৮৯]

চিত্র ৩৪ : 'Flying Poseur' ফলকে Flying Poseur চিত্রায়িত হয়েছে। মাপ- উচ্চতা ২৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ২১ সেন্টিমিটার, সংগ্রহ– বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ID Number 01-01-035-1976-00806) ।[৯০]

(চ.২.ঙ) গুপ্ত শৈলী প্রভাবিত লালমাই-ময়নামতির শালবন বিহারের পোড়ামাটির ফলক

---

৮৭. Zulekha Haque, *Terracottas of Bengal: An Analytical Study,* (Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014), 71.

৮৮. প্রাগুক্ত।, ২৯৪।

৮৯. *Terracotta*, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh, (Dhaka: Bangladesh National Museum, 2016), 239.

৯০. প্রাগুক্ত।, ২৩৪।



চিত্র ৩৫



চিত্র ৩৬



চিত্র ৩৭

চিত্র ৩৫ : মন্দিরের প্রজেকশনের কোণের ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে ভারবাহী মানুষের মূর্তিসহ অন্যান্য বিষয়।[৯১]

চিত্র ৩৬ : 'ঘোড়দৌড়' ফলকে দৌড়ের ভঙ্গিতে দুটি ঘোড়ার ওপরে দুইজন অশ্বারোহীর বিজয় উল্লাসের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।[৯২]

চিত্র ৩৭ : 'ঘোড়া ও মানুষ' ফলকে একজন মানুষ ঘোড়ার পরিচর্চা করছে এবং অন্য একটি ঘোড়া তার আরোহীকে নিচে ফেলে দিচ্ছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।[৯৩]



চিত্র ৩৮



চিত্র ৩৯



চিত্র ৪০

চিত্র ৩৮ : 'রাজকীয় পত্রবাহক' ফলকে রাজকীয় পত্রবাহক বা দূত পতাকা উড়িয়ে দ্রুতগতির ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।[৯৪]

চিত্র ৩৯ : 'ষাঁড় আরোহী' ফলকে লাঠি হাতে একজন মানুষ ষাঁড়ের ওপর চড়ছে এবং ষাঁড় দৌড়াচ্ছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।[৯৫]

চিত্র ৪০ : 'আলাপরত মানুষ' ফলকে আসনে বসে একজন রাজকীয় ব্যক্তি হাত উঁচু করে গল্প বলছে ও তার পাশে মাটিতে দু'হাত ও হাঁটু গেড়ে বিনয়ের ভঙ্গিতে একজন নারী তন্ময় হয়ে বসে তাঁর কথা শুনছে এবং তার পাশে আরেকজন নারী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।[৯৬]

---

৯১. Zulekha Haque, *Terracottas of Bengal: An Analytical Study* (Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014), 85.

৯২. প্রাগুক্ত।, ৮৬।

৯৩. প্রাগুক্ত।, ৮৬।

৯৪. প্রাগুক্ত।, ৮৭।

৯৫. প্রাগুক্ত।, ৮৭।

৯৬. প্রাগুক্ত।, ৮৯।

উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়াবলির পোড়ামাটির ফলকগুলোতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমতটের বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সারনাথের ওস্তাদ শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত স্থানীয় লোকশিল্পীদের নির্মাণ শৈলীর লৌকিক ধারার মানসম্পন্ন নান্দনিক অভিব্যক্তির রূপ দেখা যায়। তবে অনেক ফলকে স্থানীয় লৌকিক ধারার সাথে গুপ্ত ধ্রুপদি শৈলীর মিশ্র রূপের প্রতিফলনও দেখা যায়। এই ফলকগুলোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হলো লৌকিক এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষি জীবনের মানস কল্পনার প্রতিরূপ। এক্ষেত্রে এই শিল্পীদের শিল্পভাবনাই ছিল ধর্মনিরপেক্ষভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচারের বিভিন্ন অবস্থা, বস্তু ও জন্তু জগতের সকল বিষয়কে ভাবজনিত পর্যবেক্ষণে দেখা এবং সেই ধ্যানের মধ্যে দেখা ভাবের বিষয়টিকে বিভিন্ন রকম ভঙ্গিতে, অপূর্ব ছন্দে, গতিময়তায় এবং নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে সৃষ্টি করা। রাজকীয় অভিজাত্যপূর্ণ বেষ্টনীর বাইরে অতি সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নাময় জীবনধারা ও কার্যকলাপের বৈচিত্র্যময় রূপ যা প্রাচুর্যে, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও বর্ণনার সৌন্দর্যে ফলকগুলো ইতিহাসের অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে আছে। জীবন ও সংস্কৃতির মহামূল্যবান বিষয়কে উপস্থাপন করে তৎকালীন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমাজ, ধর্ম ও প্রকৃতির নানা অজানা গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক তথ্য ফলকে প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে তৈরি এই ফলকগুলোর মধ্যে বাস্তব ও কাল্পনিক জীবনের রূপ-রস, বাংলার নর-নারীর দেহরূপের গঠন, অভ্যাস, প্রাণীজগতের বিচিত্রপূর্ণ নিদর্শন, পশুপাখির বৈচিত্র্যময় ভঙ্গি মার্জিত ও সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে জীব ও মানব দেহের গঠন ও তার গতি-প্রকৃতিতে স্বাচ্ছন্দ্যময়তা, পরিমিতবোধ, গতিময়তা, সম্মুখভঙ্গিতে দেখা ও প্রোফাইলে দেখা, মানবিক বোধে গভীর চেতনা, জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল অভিনিবেশ ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুগত গুণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশের পরিপূর্ণতায় সমতটের লালমাই-ময়নামতির ফলকগুলোতে বিধৃত জীবনের নানাদিক প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ও লৌকিকতার চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে যা, দেব-চন্দ্র যুগের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র সত্তার উদ্ভাসিত চিত্র রূপের স্মরণীয় অধ্যায়।

### (চ. ৩) সেন যুগের পোড়ামাটির ফলক

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের অধিবাসী সেন রাজারা সমগ্র বাংলা ও বিহারে সুদীর্ঘ সময়-একাদশ **খ্রিষ্টাব্দের** শেষ থেকে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।[৯৭]

এই সেন রাজারা বাংলা-বিহারে পাল রাজা ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে হিন্দুধর্ম বিশ্বাসকে পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। এইজন্য বাংলায় শক্তি উপাসনা বা তান্ত্রিক সাধনার প্রসারণ বন্ধ হয়নি। এই তান্ত্রিক সাধানার অগ্রযাত্রার  ফলে বাংলার সৃজনশীল শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়, ফলে অসংখ্য শক্তি উপাসনার দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়।[৯৮]

কথিত আছে যে, সেন রাজারা তাদের পূর্ববর্তী পাল রাজাদের তৈরি বৌদ্ধ উপাসনালয়ের কাঠামোগুলো সংরক্ষণ করার সময় সেখানে হিন্দু দেবতার মন্দির তৈরি করেছিলেন এবং সেই মন্দিরের জন্য প্রস্তরের ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়কালের বৌদ্ধ স্থাপত্যের কিছু অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেলেও হিন্দু স্থাপত্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার ফলে প্রস্তর ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও পোড়ামাটির ফলকের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। সেন শাসনামলের শৈল্পিক কার্যকলাপের সময়কালে (১০৯৭-১২২৩ খ্রিষ্টাব্দ) হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেব-দেবীর ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল যা সারনাথের গুপ্ত ধ্রুপদি শৈলীর অনুরূপ পাল শৈলীর ধারাবাহিকতায়। তবে পাল শৈলীর

৯৭. মৃনাল ঘোষ, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা*, (কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬), ১৭৪।

৯৮. ড. রফিকুল আলম, *উপমহাদেশের শিল্পকলা*, চতুর্থ মুদ্রণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫), ৭৫।

অনুসারী হলেও সেন যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যে এক ধরনের রীতিবদ্ধতা বা ম্যানারিজমের ভাব লক্ষ করা যায়, যার ফলে ভাস্কর্যগুলো অনেকটা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন দেখা যায়। এগুলো কিছুটা লম্বাটে ও অতিরিক্ত পোশাকাবৃত এবং অলংকারাচ্ছাদিত তবে মসৃণ ও নিখুঁত করণ-কৌশলের দিক বিবেচনা করলে এগুলোর শৈল্পিক উৎকর্ষতা উন্নতর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৯৯]

সুনির্দিষ্টভাবে সেন যুগের পোড়ামাটির ফলকের কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও, সেন রাজাদের দীর্ঘ শাসনামলের সময়কালের বিবেচনায় অথবা সেন যুগের প্রস্তর ভাস্কর্য শৈলীর প্রভাব বা তার পূর্ববর্তী পাল-দেব-চন্দ্র যুগের পোড়ামাটির ফলকের শৈল্পিক ধারাবাহিকতার অনুরূপ ১১-১২ এবং ১২ -১৩ খ্রিস্টাব্দ সময়ের কিছু ফলকের চিত্র বর্ণনাসহ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত *Terracotta, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016* বইয়ের মধ্যে। তাই সময় ও শৈলীর বিবেচনায় নিম্নে উল্লিখিত ফলকের বিষয়বস্তু, করণ-কৌশল ও শৈল্পিক গুণাবলি বিশ্লেষণ করলে হয়তো সেন যুগের পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

(চ. ৩. ক) 'শিব' (Siva) এর পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ৪১

চিত্র ৪১ : 'শিব' (Siva) এর পোড়ামাটির ফলক

১২ থেকে ১৩ শতক খ্রিষ্টাব্দ সময়ের মন্দির স্থাপত্যের দেয়ালে ব্যবহারের জন্য নির্মিত হিন্দু আইকনোগ্রাফি বা মূর্তিবিদ্যার অংশ হিসেবে 'শিব' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যার স্মারক নম্বর- ০১-০১-০৩৫-১৯৭৫-০০৪২৩। ছাঁচে তৈরি আয়তক্ষেত্রাকার এই পোড়ামাটির ফলকটির মাপ উচ্চতা ১৯.৬৯ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ২২.২৩ সেন্টিমিটার। প্রাপ্তিস্থানের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বগুড়ার গোকুল গ্রামের সেলিম আকন্দের কাছ থেকে এই পোড়ামাটির ফলকটি ক্রয় করে।[১০০]

হিন্দু দেবতা শিব হাটু ভেঙ্গে এক পা আরেক পায়ের উপর রেখে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসে শরীর ও মাথা একটু কাত করে ডান হাত বুকের কাছে রেখে ও বাম হাত পায়ের হাঁটুর পাশে রেখে দেবতাসুলভ ভঙ্গিতে সম্মুখ দিকে তাকিয়ে

৯৯. 7:05 am, 20-12-2022, https://prepp.in/news/e-492-art-and-architecture-of-sena-dynasty-medieval-india-history-notes#background

১০০. *Terracotta*, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh (Dhaka: Bangladesh National Museum, 2016), 174.

রয়েছে এবং ঠিক তাঁর বাম হাতের পাশে উলম্বভাবে তাঁর অবিসংবাদিত ত্রিশূল রয়েছে, এই সবকিছুই সুচারুভাবে ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। দেবতা শিবের উর্ধ্বাঙ্গ খালি ও নিম্নাঙ্গে ধুতি, মাথায় বড় মুকুট, কানে বড় বড় গোলাকার রিংয়ের মতো দুল, গলায় নেকলেস ইত্যাদি পরিহিত। ফলকের নিম্নের অংশটি ভাঙ্গা এবং এর উপরিতল ক্ষয়প্রাপ্তির কারণে অস্পষ্ট বিধায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফলকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা যাচ্ছে না তবে আয়তক্ষেত্রাকার ফলকের চারপাশে জরির কারুকাজের বর্ডার লাইন রয়েছে।[১০১]

ফলকের চারিদিকে বর্ডার লাইনের ভিতরে সমতল সারফেসে নিম্ন রিলিফ পদ্ধতিতে দক্ষ হাতে উৎকীর্ণ দেবতা শিবের পদ্মাসনে বসা দেহের ভঙ্গি, পোশাক, অলংকার, মুকুট, ত্রিশূল ও সুগঠিত দেহ কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ গড়ন, হাত-পায়ের অঙ্গভঙ্গি এবং গোলাকার মুখের দেবতা সুলভ অভিব্যক্তিসহ সমস্ত বৈশিষ্ট্যে গুপ্ত শিল্পরীতির সাথে স্থানীয় লৌকিক শিল্পরীতির সমন্বয় দেখা যায়, যা পূর্বে উল্লেখিত পাল-দেব-চন্দ্র যুগের শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা রয়েছে। উপরোল্লেখিত সময়ের বিবেচনায় বা পূর্ববর্তী শৈলীর ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে এই পোড়ামাটির ফলকটিকেও সেন যুগের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(চ. ৩. খ) 'রমনী' (Lady) এর পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৪২

চিত্র ৪২ : 'নারী' (Lady) এর পোড়ামাটির ফলক

১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়ের মন্দিরের দেয়ালে স্থাপনের জন্য নির্মিত 'নারী' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকটি নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের চোরাখাসবা (Chorakhasba) গ্রামে পাওয়া গেছে। পৌরাণিক কাহিনি সম্পর্কিত ছাঁচে তৈরি আয়তক্ষেত্রাকার এই পোড়ামাটির ফলকটির মাপ উচ্চতা ২১.৫৯ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১৪.৬১ সেন্টিমিটার। বর্তমানে এই ফলকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে যার স্মারক নম্বর- ০১-০১-০৩৫-১৯৭৪-০ ০০৮০। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অনারারি কালেক্টর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান এই ফলকটি চোরাখাসবা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন।[১০২]

এই ফলকে একজন নারী তিন-চতুর্থাংশ প্রোফাইলে দাঁড়িয়ে বাম হাত উরুদেশে স্থাপন করে শরীরটাকে একটু সামনের

১০১. A K Chatterjee, "Terracotta in Islamic structures of West Bengal", Jun 19, 2013, Published by- https://discover.hubpages.com/art/Islamic-terracotta-of-West-Bengal

১০২. *Terracotta,* Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh (Dhaka: Bangladesh National Museum, 2016), 163.

দিকে ঝুঁকিয়ে ডান হাত বুক বরাবর রেখে বিদায়ের ভঙ্গিতে গোলাকার মুখাবয়বের মুচকি হাসি ও বড় চোখের ইশারায় কী যেন ইঙ্গিত করছে, উল্লেখিত সবকিছুই সাবলীল ও সহজ সরলভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। নারীর নিম্নাঙ্গে চেক-কাটা কাপড়ের কুঁচি দেওয়া ঘাগরা বা স্কার্টের মতো পোশাক পরিহিত, যা লম্বা ফিতার মতো কোমর বন্ধনী দ্বারা বাঁধা এবং তার উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত তাই সুডৌল স্তনযুগল স্পষ্ট। তার গায়ে অনেক অলংকার পরিহিত, যেমন– দুহাতে মোটা মোটা চুড়ি বা বালা, বাহুতে চওড়া বাজুবন্ধ, গলায় অলংকৃত পুঁতির নেকলেস এবং মাথার পেছনে চুলের সাজানো বড় খোঁপা রয়েছে। ফলকের চারিপাশে একটি মোটা বর্ডার লাইন রয়েছে। ফলকের নিম্নাংশ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে নারীর হাঁটুর নিচের অংশের বর্ণনা করা যাচ্ছে না। ছাঁচে তৈরি আয়তক্ষেত্রাকার ও উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ফলকে উৎকীর্ণ নারীর পূর্ণাঙ্গ উষ্ণ সংবেদনশীল দেহ কাঠামোর ছন্দায়িত নারীর গড়ন– সরু কোমর, প্রশস্ত নিতম্ব, উন্নত সুডৌল স্তনযুগল, সুগঠিত হাতের গড়নে ইঙ্গিত পূর্ণ বিদায়ী অঙ্গভঙ্গি, গোলাকার মুখাবয়বে বড় বড় চোখ, উন্নত নাক, সুন্দর ঠোঁটে মুচকি হাসির ইশারায় কী যেন বলছে, চুলের পরিপাটি খোঁপা, গায়ের পোশাক ও অলংকার ইত্যাদির নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার করণ-কৌশলে তৎকালীন শিল্পীর দীর্ঘ সময়ের শিল্পসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্ব ভারতীয় আঞ্চলিক গুপ্ত ধ্রুপদি শৈলীর আবেগ, ছন্দ, সংবেদনশীলতা, গতিময়তা, পরিমিতিবোধ ও সম্মুখ থেকে দেখা ভঙ্গি ইত্যাদি অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। গুণগত শৈলী ও উপরোল্লিখিত সময়ের বিবেচনায় এই পোড়ামাটির ফলকটিকেও সেন যুগের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(চ.৩.গ) 'হনুমান' (Hanumana) এর পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৪৩

চিত্র ৪৩ : 'হনুমান' (Hanumana) এর পোড়ামাটির ফলক

১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়ের মন্দির স্থাপত্যের দেয়ালে শোভা বর্ধনের জন্য মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনির বর্ণনানুসারে নির্মিত 'হনুমান' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকটি নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর গ্রামে পাওয়া গেছে। আয়তক্ষেত্রাকার ছাঁচে তৈরি এই ফলকটির মাপ উচ্চতায় ২০.৯৬ সেন্টিমিটার, প্রস্থে ১৭.৭৮ সেন্টিমিটার। বর্তমানে এই ফলকটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যার স্মারক নম্বর- ০১-০১-০৩৫-১৯৭৩-০০১৫৬। ফলকটি জাতীয় জাদুঘরের অনারারি কালেক্টর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান নিয়ামতপুর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন। ফলকের চারপাশে মোটা বর্ডার লাইনের ভিতরে দেবতা পবন ও অঞ্জনার পুত্র বীর হনুমান দুই পা ফাঁক করে হাঁটার ভঙ্গিতে একটু নুইয়ে ডান হাত বুকের কাছে রেখে বাম হাত উঁচিয়ে ছোট আকারের 'গন্ধমাধন' পর্বত ধরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চেয়ে হাসছে

এবং আনন্দে তার মাথার চুল উড়ছে তা চিত্রায়িত হয়েছে।[১০৩]

হনুমানের উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, নিম্নাঙ্গে ছোট আকারের নেংটির মতো পোশাক পরিহিত ও চাদরের কোমর বন্ধনী যা বাতাসে উড়ছে। তাঁর দু'হাতে চুড়ি, কানে গোলাকার রিংয়ের মতো দুল ও গলায় নেকলেস রয়েছে। আয়তক্ষেত্রাকার ছাঁচে ও উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ফলকে হনুমানের গতিশীল সুঠাম দেহের গড়ন, পরিহিত পোশাক-অলংকারসহ ডান হাত বুকের কাছে রেখে বাম হাতে পাহাড় নিয়ে হাঁটার গতিশীল ভঙ্গি, তাঁর বানরের মুখের মতো গোলাকার মুখাবয়বে চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, উড়ন্ত চুল এর সাবলীল গড়ন এবং বিশেষ করে তাঁর ভার বহনকারী নুইয়ে যাওয়া শরীরের অভিব্যক্তি ও পাহাড় তুলে আনার কৃতিত্বে বিজয়ের পরিতৃপ্তির হাসির অভিব্যক্তিসহ সমস্ত বৈশিষ্ট্যই শিল্পী সুচারু ও বলিষ্ঠ কম দক্ষতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে যাতে গুপ্ত ধ্রুপদি রীতির সাথে স্থানীয় লোকরীতির সমন্বয়ের একটা যৌথ প্রতিফলন দেখা যায়। উপরোল্লিখিত সময়ের বিবেচনায় ও পূর্ববর্তী শিল্পধারার ধারাবাহিকতায় এটিকেও সেন যুগের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(চ. ৬. ঘ) 'নারী পূজারী' (Female Votary) এর পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ৪৪

চিত্র ৪৪ : 'নারী পূজারী' (Female Votary) এর পোড়ামাটির ফলক

১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দের মন্দিরের দেয়ালে স্থাপনের নিমিত্তে নির্মিত 'নারী পূজারী' নামে এই পোড়ামাটির ফলকটিও নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে পাওয়া গেছে। এটিও বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে যার স্মারক নম্বর-০১-০১-০৩৫-১৯৭৩-০০১৫৫। এটিও নিয়ামতপুর থেকে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান কর্তৃক সংগৃহীত। আয়তক্ষেত্রাকার ছাঁচে তৈরি ফলকচিত্রটির মাপ উচ্চতা ২১.৫৯ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১৭.৭৮ সেন্টিমিটার।[১০৪]

ফলকের চারপাশে চওড়া বর্ডারের মাঝখানে একজন নারী পূজার ভঙ্গিতে মাটিতে হাঁটু ভেঙ্গে দু'পায়ের ওপরে নিতম্ব রেখে বসে দু'হাত বুকের সামনে রেখে করজোড়ে মুখে কী যেন বলছে তা ছন্দোবদ্ধ ও বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত

১০৩. প্রাগুক্ত।, ১৬২।

১০৪. প্রাগুক্ত।, ১৬২।

হয়েছে। পূজারীর নিম্নাঙ্গে কোমর থেকে হাঁটুর উপরে ধুতির মতো ভাঁজ বা পাট করা পোশাক, দু'হাতে চুড়ি, দু'কানে রিং, খালি দু'পায়ে নুপুর পরিহিত ও মাথার চুল দু'পাশে ভাগ করে বাঁধা রয়েছে । পূজারীর উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত তাই তার মাংসল পেট, গভীর নাভি ও সুঢৌল স্তনযুগল স্পষ্ট। আয়তক্ষেত্রাকার ছাঁচে ও উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকে নারী পূজারীর ছন্দায়িত-গতিশীল-বাস্তবসম্মত নরম শরীরের গড়ন, তার মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বিনয়ীভাবে বসার ভঙ্গির উপস্থাপন, শরীরের সাথে পোশাক ও অলংকারের সমন্বয়ের উপস্থাপন এবং গোলাকার কোমল মুখাবয়বের চোখের চাহনি ও ঠোঁটের হাসির আভায় ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করার চমৎকার অভিব্যক্তিসহ সকল বৈশিষ্ট্যই সাবলীল ও বলিষ্ঠ করণকৌশলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে পাল যুগের শিল্পশৈলীর– সরল, গতিশীল, ছন্দময়, কমনীয়, মার্জিত, প্রাণবন্ত ইত্যাদি অভিব্যক্তির প্রকাশের সেই ধারাবাহিকতাই দেখা যায়। উপরোল্লিখিত সময়ের বিবেচনায় ও পূর্ববর্তী শিল্পধারার ধারাবাহিকতায় এটিকেও সেন যুগের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

### (ছ) সুলতানি আমলের পোড়ামাটি ফলক

১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ মতান্তরে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হাত ধরে প্রতিরোধবিহীন অবস্থায় বাংলার এক অংশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল যাকে সুলতানি আমল বলে অভিহিত করা হয়। বহুদিনের বিরাজমান জাতিভেদ প্রথার কারণে, অর্থনৈতিক মুক্তি ও ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই অঞ্চলের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মর্মস্থলে জীবনের একটি ভিন্নতর অর্থ জায়গা করে নিয়েছিল তা হলো ইসলাম। এরই ফলে এই অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের বিরাজিত সংস্কৃতির সঙ্গে একটি ভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অভ্যাসের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়ার ফলে বাংলায় ধর্মীয় নতুন অনুশাসনের কারণে বিভিন্ন শিল্পবোধের প্রকাশ, পোশাক-পরিচ্ছদের ভিন্নতাসহ আরো নানা অনুষঙ্গ দৃশ্যমান হতে থাকে।[১০৫]

বিশেষ করে এই পরিবর্তন স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, কেননা স্থাপত্য যখন সামাজিক গুণনীয়ক হিসেবে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এমনকি যুদ্ধ বিবাদের ক্ষেত্রেও অসাধারণ শক্তি বিস্তারকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থাপত্যে এরূপ প্রভাবের পেছনে মুসলিম শাসকবর্গের উত্থানের সম্পর্ক রয়েছে। এই স্থাপত্য নির্মাণে একেবারে সরাসরি শাসকবর্গের হস্তক্ষেপ ছিল। সুলতানি আমলের বাংলার প্রথম দিকের স্থাপত্যকর্মগুলো পারস্য বা মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[১০৬]

কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে বাংলার শাসকগন স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করে তখন থেকেই এই বাংলা অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষ ঘটেছে চোখে পড়ার মতো, যেখানে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। শাসকসহ আগত আমির-ওমরাহ তুরস্ক, পারস্য বা উত্তর ভারতের স্থাপত্যশৈলীকে আমলে না নিয়ে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা মনোনিবেশ করলেন বাংলার নিজস্ব শৈলীর দিকে। তাঁদেরকে আকর্ষণ করলো আবহমান বাংলার বাঁশ-খড়-কাঁদামাটির চালা ঘরের আকৃতি। পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে পোড়ানো ইটই একমাত্র ভরসা। তবে আদিনা মসজিদের মতো কয়েকটি ব্যতিক্রমী ছাড়া সাধারণভাবে ছোট ও অনাড়ম্বর মুসলিম রীতির খিলান

---

১০৫. নীহার ঘোষ, *মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে ইসলামী শিল্পশৈলী* (কলকাতা : অমর ভারতী, ১৪১৫ বাং), ১৯, ২১।

১০৬. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪২৪।

ও গম্বুজের সাথে মিলে গেল বাংলার কুঠিরের বাঁকানো চাল তৈরি হলো এক ব্যতিক্রমী পোড়া ইটের নতুন শৈলীর স্থাপত্য। ঠিক তেমনি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দেখা যায় বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার। শাসকবর্গ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মসজিদ, সমাধি সৌধ বা অন্যান্য স্থাপত্য নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত পরম্পরাগত পোড়ামাটির ফলককে অন্য এক নতুন আঙ্গিকে তুলে নিয়ে গেলেন, যা ভারতের আর কোথাও মুসলিম স্থাপত্যে দেখা যায় না। ফলে মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যশিল্প লাভ করে অলংকরণের নানারকম বৈশিষ্ট্যময় গুণ, কৌশল, অভিনব ইটের কারুকার্য এবং এক বর্ণ বা বহুবর্ণযুক্ত দেয়ালচিত্র।[১০৭]

মূলত, ইসলামী স্থাপত্যে দুই ধরনের পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়, যেমন– (১) পোড়ামাটির অলংকৃত কাটা-ইট বা খোদাই করা ইট এবং (২) অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক।[১০৮]

স্থাপত্য অলংকরণের ক্ষেত্রে বাংলার সনাতন রীতির পোড়ামাটির ফলকের আকৃতি যেমন বড় ছিল তেমনি বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষ ও জীবজন্তুর বাস্তবধর্মী রূপায়ণেও প্রাণোচ্ছল ছিল। কিন্তু ইসলামে জীবিত আকৃতির হুবহু অনুকরণ গঠন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো। সে কারণে ইসলামি স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে মানুষ বা প্রাণী জগতের জীবিত আকৃতির কোনো রূপায়ণ নেই, আছে ভাবকল্পনার কিছু  অপ্রচলিত নতুন পরিভাষার উপকরণ যা ইসলামিক আধ্যাত্মিকতার বাতাবরণে নতুনভাবে বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হলো। যেমন– এখানে বৃহদায়তন ফলকের স্থলে ক্ষুদ্রকার সুসামঞ্জস্য ও আয়তাকার গঠনের অলংকরণ নকশাবহুল প্রান্তসীমা, এক ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন ফুলের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভাজন, জীবন বৃক্ষ, জ্ঞান বৃক্ষ, করতলাকৃতি নকশা, দ্রাক্ষাগুচ্ছ, সর্পিলভাবে পরিবেষ্টিত মৌচাকৃতি বৃক্ষ বিশেষ, জ্যামিতিক নকশা, প্রস্ফুটিত পদ্ম, কুঁড়ি ও ফুল, নানা প্রকার ফল, ফুটন্ত গোলাপ, লতা-গুল্ম, জালি, শিকল, ঘণ্টা, প্রতীক চিহ্ন, বজ্র ও স্বস্তিকার বিবর্তিত রূপ, ঘূর্ণয়মান কুণ্ডলী, ঝুলন্ত প্রদীপ, দাবার ছকের নকশা ইত্যাদি। যা প্রাথমিকভাবে শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইসলামী স্থাপত্যের খিলান, কুলুঙ্গি, আলম্বিত অংশ, সিলিং, গম্বুজ, মিনার, বুরুজ, প্রবেশদ্বার, দেয়ালের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, কেবলা-মেহরাব ইত্যাদিতে স্থাপন করা হয়। উপরিউক্ত এই বিষয়গুলো আসিরীয়, মিশরীয়, গ্রীক, সিদিয়ান, মোঙ্গল, চাইনিজ, পারসিক ও ভারতীয় ইত্যাদি শিল্পধারার সংমিশ্রণে এক ধর্মনিরপেক্ষ কল্পচিত্রের সৃষ্টি হয়, যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে ব্যবহৃত হয়েছে। পোড়ামাটির শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় শিক্ষালভ্য এই সম্পদকে সমৃদ্ধতর থেকে সমৃদ্ধ করেছেন, যার সংশ্লেষিত রূপই নতুন ধর্মীয় অভিব্যক্তির তাগিদে মুসলিম প্রথানুসারী প্রতিনিধিত্বমূলক নয় (Non-Representational) শিল্পকলার মাধ্যমে বিস্তারের পথ খুঁজে পেয়েছিল। অবশ্য এর মাধ্যমে আশা-আকাঙ্ক্ষার নান্দনিক রূপ সৃষ্টির ইতিহাসের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি। বরং নিজস্ব মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বদলে সমবেত মূল্যবোধ ও লক্ষ্যমাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে। অনাড়ম্বর ও আন্তরিক মানসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আকৃতিগুলোর গড়ন আরো ন্যায়সঙ্গত ও মর্যাদা উদ্রেককারী হয়ে উঠেছে। যা বাস্তবের অবিকল প্রতিফলনে একক ও বলিষ্ঠ প্রভাব সৃষ্টিকারী যা সত্যিকার অর্থে ধারণামূলক শিল্প (conceptual art) না হয়ে প্রত্যক্ষগোচর শিল্পে (perceptual art) পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পরীতি ছিল আকৃতি, ত্রিমাত্রিক পরিসর, গঠন ও শ্রেণিবিন্যাসের দিক থেকে ভাবব্যঞ্জক সম্ভাবনাময় সহজ অনাড়ম্বর নির্মিতি। যেমন– নকশার ক্ষেত্রে বাহিরের দিক থেকে ভিতরকার দিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে

---

১০৭. "ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, "সুলতানি আমলে বাংলার মন্দির তৈরিতে নবজাগরণ", 3:44 pm, 01-05-2022, https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/renaissance-in-bengal-s-temple-architecture-during-sutani-period-1.1239165)

১০৮. A K Chatterjee, "Terracotta in Islamic structures of West Bengal", Jun 19, 2013, Published by- https://discover.hubpages.com/art/Islamic-terracotta-of-West-Bengal

অতি অল্প পার্থক্য নির্ণয়, নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত আবর্তনমূলক (rotational) বিন্যাস, অলংকরণ রেখাচিত্রগুলোর ক্রমান্বয়ভাব, গড়নগুলো সংবদ্ধভাবে সাজানো বা আংশিকভাবে সহগামী করা ইত্যাদি সচেতন নির্মাণ-নৈপুণ্যের পরিচায়ক, যা বাংলার সুলতানি যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলো অজ্ঞাতনামা দরিদ্র গ্রামীণ শিল্পীদের বিপুল সৃজনশীলতার তাৎক্ষণিক চিন্তাভাবনার ফসল।[১০৯]

আবার একটু অন্যভাবে বলা যায় মসজিদ ও সমাধি অলংকরণের জন্য মুসলিম শাসকবর্গের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থপতি ও শিল্পী ছিল না । সে কারণে স্থানীয় পোড়ামাটির শিল্প তৈরিতে অভিজ্ঞ শিল্পীদের ডাক পড়ল। স্থানীয় শিল্পী ও বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে সৃষ্টি হলো এক নতুন শিল্পগোষ্ঠীর। এই নতুন শিল্পগোষ্ঠীর স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের স্বক্ষেত্রে আত্মস্থ শৈলীর ধীরে ধীরে সংশ্লেষণের মাধ্যমে একটি মিশ্র নতুন শৈলীর জন্ম হয়। যেমন– পরম্পরাগত হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের ভাবকল্পনার কারিগরি কৌশল ও শৈলীর সাথে পারস্য ও মধ্য এশিয় ঐতিহ্যের non figurative শৈলী এবং শতাব্দী প্রাচীন আনাতোলিয়ান পোড়ামাটির শৈলীর সংশ্লেষণে একটি নতুন সংযত ফর্ম, নতুন পদ্ধতি ও নতুন শৈলীর আবির্ভাব হয়, যা বাংলার ইসলামী শৈলী নামে পরিচিত।[১১০]

নিম্নে উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সুলতানি আমলের কালানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন পর্বে (১২০৩ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নির্মিত বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বস্তু, করণ–কৌশল, শৈলী ও অন্যান্য নান্দনিক গুণাবলির বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

### (ছ. ১) সুলতানি আমলের প্রাথমিক পর্যায়ের (১২০৪-১৩৩১ খ্রিষ্টাব্দ) স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক

বাংলায় মুসলমানদের বিজয়ের পর প্রায় একশো বছর ধরে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত সুলতানি স্থাপত্যের প্রকৃতি ও এর অলংকরণ সম্পর্কে আমাদের আলোকিত করার মতো বিপুল পরিমাণের কোনো নিদর্শন টিকে নেই। তবে বলা যায় সুলতানি আমলের প্রথম দিকে বাংলায় পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত অনেক স্থাপত্য নির্মাণ করা হলেও কালের প্রবাহে এখনো দু'একটি টিকে আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুগলি জেলাতে অবস্থিত ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে (আনুমানিক) নির্মিত জাফর খান গাজী মসজিদ ও ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে (আনুমানিক) নির্মিত ছোট পাণ্ডুয়া বারী মসজিদ।[১১১]

ধারণা করা হয় উভয় মসজিদের পোড়ামাটির ফলকগুলো সেসময়কার ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির থেকে সংগ্রহ করে স্থাপন করা হয়েছিল। এই সময়ে পোড়ামাটির ফলকগুলো মসজিদের পশ্চিম পাশের দেয়ালের মিম্বার আর্চের বহির্ভাগস্থ সীমারেখা বরাবর স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ফুল-লতা-পাতার নকশা প্রাধান্য পেলেও এই সময়ের পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত নকশাগুলো পুরোপুরি বিমূর্ত বিষয়কেন্দ্রিক, যা পারস্য বা মধ্য এশিয়ার তুর্কি আনাতোলিয়ান শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বিষয়বস্তু হিসেবে ফলকের অলংকৃত নকশায় ঝুলন্ত চেইন, লকেট, চারকোনা বিশিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে জালিকৃত নকশা ও ঝুলন্ত পর্দার ন্যায় নকশা মাল্টি-ফয়েলড খিলানে দেখা যায়।[১১২]

---

১০৯. নীহার ঘোষ, *মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে ইসলামী শিল্পশৈলী* (কলকাতা : অমর ভারতী, ১৪১৫ বাং), ৭০-৭১, ৭৬,৭৯, ৯৯-১০১।

১১০. Sanjay Sen Gupta, "*Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata*", 2020, January. *Journal of Bengal Art* (ISSN 1607-1344), Vol. 25 (The Silver Jubilee Volume dedicated to Dr R Nagaswamy), 287-308, p. 294.

১১১. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal (*Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 81-83.

১১২. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪২৪।

**(ছ. ১. ক) জাফর খান গাজী মসজিদের পোড়ামাটির ফলক**


চিত্র ৪৫

চিত্র ৪৫ : জাফর খান গাজী মসজিদের অভ্যন্তরীণ প্রাচীরে পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলসহ বিভিন্ন অলংকৃত অংশ[১১৩]

সুলতানি বাংলার টিকে থাকা ইট-পাথরের শৈলীর স্থাপত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ত্রিবেণীর জাফর খান গাজী মসজিদ। প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে মসজিদটি হিজরি ৬৯৮ বা ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। বহু-গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের দক্ষিণ পাশে মেহরাব প্রাচীরের (Bay Wall) পুরো পূর্ব পৃষ্ঠটির কেন্দ্রে একটি বড় প্যানেলের পাশে আরেকটি ছোট প্যানেল রয়েছে। এই পূর্বমুখী প্রতিটি প্যানেলেই বিমূর্ত বিষয়কেন্দ্রিক পোড়ামাটির ফলক রয়েছে।[১১৪]

শুধু কেন্দ্রীয় মেহরাবের কাছাকাছি অংশটি ছাড়া মেহরাব প্রাচীরের মাঝখানে খিলানযুক্ত একটি গভীর কুলুঙ্গি ছাড়া সম্পূর্ণ অলংকরণটি বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলে বন্টন করা হয়েছে। প্যানেলের ভেতরে চিরহরিৎ পাতাসহ একটি দোলানো লতা রয়েছে যা বাংলার শৈলীর ক্ষেত্রে মানানসই নয়। বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রাকার ফ্রেমের ভিতরে লম্বা ফিনিয়ালসহ বহু স্তর খাঁজবিশিষ্ট খিলান রয়েছে। খিলানের সফিটটি (soffit) খিলানের বক্ররেখাকে অনুকরণ করে, যা ছেদ করা পোড়ামাটির লতা দিয়ে অলংকৃত। এই সর্পিল লতানো লতাটি খিলানের চূড়ার দিকে উর্ধ্বমুখি হওয়ার সাথে সাথে তার কাণ্ড থেকে ক্রমবর্ধমান অংকুরগুলোর সাথে চারপাশের পুরো স্থানকে আলিঙ্গন করে। ধারণা করা হয় বিভিন্ন প্যানেলগুলো এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানগুলো অবশ্যই পোড়ামাটির ফলক ধারণ করেছিল যার চিহ্ন এখনো কোথাও কোথাও টিকে আছে। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষস্থানীয় প্যানেলটি কিছুটা ক্ষীণভাবে তার সজ্জা ধরে রয়েছে। প্যানেলের উপরে স্ট্রিপ মোটিফের ফ্রিজেসের সাথে অংশিত মোল্ডিং দিয়ে মুখের উপর ছাপ তৈরি করা হয়েছে, যা একটি পাতার প্যাটার্ন এবং নীচে ঝুলন্ত মোটিফগুলির মধ্যে স্যান্ডউইচ করা হয়েছে।

ঝুলন্ত মোটিফগুলোর উপরে একটি চেইনসহ পুঁতির দুল আকৃতির নকশা রয়েছে, যা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদের (১৫২৩) মেহরাবগুলোর অনুরূপ। ওপরের স্তরে একটি পাতার প্যার্টান ছাড়া মাঝখানের প্যানেলটি এখনো খালি। সর্বনিম্ন প্যানেলের উপরের স্তম্ভগুলোর মধ্যে শোভাময় মারলন মোটিফ রয়েছে, যা বাংলাদেশের বাঘা মসজিদ ও কুসুম্বা মসজিদে (১৫৫৮) ব্যবহৃত মারলন মোটিফের মতো। কিন্তু মোটিফগুলোর একটি নিবিড় অধ্যয়ন, প্রাচীরের পৃষ্ঠের গঠন এবং পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণগুলোর মানদণ্ডের উৎকর্ষতা বিশ্লেষণ করলে জাফর খান গাজী মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের সময়কালকে অনেক পরে তারিখ স্থির করার পরামর্শ দেয়। কেননা হোসেন-

---

১১৩. Subhadip Mukherjee, "Zafar Khan Ghazi Dargha and Mosque- Complete Guide", June 11, 2019, https://indianvagabond.com/2019/06/11/zafar-khan-ghazi-dargah-and-mosque-complete-guide/

১১৪. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 84-85.

শাহী আমলের বাঘা মসজিদ এবং কুসুম্বা মসজিদের মেহরাবের গড়ন ও অলংকরণ-শৈলীর সাথে এই অলংকারিক প্যানেলের সাদৃশ্য রয়েছে।[১১৫]

জাফর খান গাজীর মসজিদের প্রাচীরে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকটি পূর্বে উল্লিখিত গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখানে পুরো কম্পোজিশনটি একটি যৌগিক গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্রাকার পৃথক ফলকের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র গঠন করেছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের পার্সিয়া ও এশিয়া মাইনর থেকে আমদানিকৃত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এবং এর অলংকৃত নকশাগুলো জ্যামিতিক ও বিমূর্ত বিষয়কেন্দ্রিক একই আমদানিকৃত শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এধরনের শৈলীর অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক বাংলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন উপস্থাপন যেখানে স্নিগ্ধ, গতিশীল, ছন্দময়, কমনীয়, মার্জিত ও প্রাণবন্ত ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলো সাবলীল ও বলিষ্ঠ করণ-কৌশলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

**(ছ.১.খ) বারী মসজিদের পোড়ামাটির ফলক**


চিত্র ৪৬

চিত্র ৪৬ : বারী মসজিদের পোড়ামাটির ফলক[১১৬]

বাংলায় সুলতানি আমলের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আরেকটি চিত্তাকর্ষক ছোট হালকা লাল ইটের এবং বহু গম্বুজ বিশিষ্ট পোড়ামাটির ফলক সংবলিত স্থাপত্য হলো হুগলী জেলার ছোট পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত বারী মসজিদ। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই তবে স্থাপত্যশৈলীর ভিত্তিতে এটি ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এই মসজিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর ভিতরে এবং বাহিরে সমপরিমাণে আলংকারিক পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল রয়েছে।[১১৭]

মসজিদের বহিরাবরণ শয্যার পোড়ামাটির ফলক– ধারণা করা হয় এই মসজিদের দেয়ালে সমৃদ্ধ পোড়ামাটির অলংকরণ ছিল কিন্তু কালের প্রবাহের ধ্বংসাত্মক অবস্থার কারণে এর অধিকাংশই অদৃশ্য হয়ে গেছে। ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামের বর্ণনায় মসজিদের বাহিরের দিকে সামনের প্রাচীরের মুখে খোদাই করা পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল

১১৫. Rasheda Waez, "Terracotta Ornamentation in B engal Muslim Architecture", Source: Proceedings of the Indian History Congress , 2007, Vol. 68, Part Two (2007), pp. 1467-1470, p. 1468. https://www.google.com/search?q=TERRACOTTA+ORNAMENTATION+IN+BENGAL+MUSLIM+ARCHITECTURE+Rasheda+Waez&oq=TERRACOTTA+ORNAMENTATION+IN+BENGAL+MUSLIM+ARCHITECTURE+Rasheda+Waez&aqs=chrome..69i57.638j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

১১৬. 7:34 am, 16-03-2023, http://3.bp.blogspot.com/_PR_fu6UUx6c/TDu8eDHhcTI/AAAAAAAAAHc/hG5TN62HBhU/s1600/Copy+of+simlagarh+&+pandua+054.jpg

১১৭. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 88.

ছিল। এই আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলগুলো খিলান স্প্রিনিং স্তরের ওপরে খিলানযুক্ত দরজাগুলোতে স্থাপন করা ছিল। প্রতিটি প্যানেল পোড়ামাটির জালিকাকার নকশা দ্বারা অলংকৃত, যা আবদ্ধ ছিল সামান্য উত্থাপিত সীমানার মধ্যে। প্যানেলের অভ্যন্তরে একটি অলংকৃত মাল্টি-ফয়েল খিলান রয়েছে যার সাথে পোড়ামাটির একটি দীর্ঘায়িত ফিনিয়াল সদৃশ ফুলদানির মোটিফ ছিল। খিলানের শীর্ষে পোড়ামাটির একটি অলংকৃত চেইনসহ পুঁতির দুল রয়েছে, যার অলংকরণ অস্পষ্ট দেখা যায়। খিলানের স্প্যান্ড্রেলের উপরে পোড়ামাটির ছোট রোসেট বা গোলাপ সদৃশ নকশা দ্বারা এমবসডের মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়েছিল।[১১৮]

এই বারী মসজিদের পোড়ামাটির ফলকে মধ্য এশিয়ার প্রভাবের সাথে স্থানীয় শিল্পের প্রভাব যে পুরোপুরিভাবে এড়াতে পারেনি তার প্রমাণ মাল্টি-ফয়েল খিলান, পাতাযুক্ত স্ক্রল, ঝুলন্ত দুল ইত্যাদি। তবে বারী মসজিদের ফলকে স্থানীয় শিল্পীদের প্রাথমিক অনুশীলনের প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে তাঁরা বিশুদ্ধভাবে বিমূর্ত মোটিফসহ অন্যান্য বিষয়ের চর্চা করেছিলেন, যা তাঁদের পূর্বে চর্চিত ঐতিহ্যবাহী বিষয়ের তুলনায় কম প্রশংসনীয় নয়। ইটের খিলানে খোদাই করা পোড়ামাটির ফলকের এই দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপন বাংলায় প্রথমবারের মতো বারী মসজিদেই দেখা যায়। এই ফলকগুলো স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ও গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এবং এই কাজের করণ-কৌশল ও দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনে স্নিগ্ধ, ছন্দময়, প্রাণবন্ত প্রগতিশীল অভিব্যক্তির শৈলী প্রকাশ করে। এই অলংকৃত শোভাময় পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলগুলো কেবল প্রাচীরের সম্মুখভাগের গতানুগতিক অবস্থাকে উপশম করেনি, বরং মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ আগত মুসল্লিদের মানসিক ও নান্দনিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সৌম্য, শান্ত, ছন্দায়িত নান্দনিক গুণাবলি সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন বিমূর্ত রচনাগুলো বাংলার দীর্ঘ অতীতের শৈল্পিকভাবে বিকশিত শক্তিশালী এক বিশুদ্ধ মুসলিম চেতনার ঐতিহ্যকে স্মরণ করায়, যা আজ কালের প্রবাহের করালগ্রাসে দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে গেছে।

### (ছ. ২) প্রারম্ভিক ইলিয়াস শাহী আমলের (১৩৪২- ১৪১৪ খি.) স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক

বাংলায় ইলিয়াস শাহী রাজবংশের গোড়াপত্তন ছিল ইতিহাসের এক বিরাট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা এ সময় বাংলার সুলতানরা দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করে ফলে তখন থেকেই বাংলায় আত্মোপলব্ধি ও স্থিরতা লাভ করে, যার ফলে এই আমলে মুসলিম স্থাপত্যের ইট পাথরের শৈলীর উন্মেষ ঘটে, যা পরবর্তীকালে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য শৈলী তৈরির পথ প্রশস্ত করে। এসময়ের স্থাপত্যের অলংকরণে মাধ্যমগতভাবে দুই ধরনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন– একটি পাথরে খোদাই করা চিত্র এবং অন্যটি পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক, যা ওই সময়ের স্থাপত্য ও অলংকরণ শৈলীর প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ করে পোড়ামাটির অলংকরণে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে কেননা বাংলার পোড়ামাটির শিল্পীরা প্রথমবারের মতো স্বাধীনভাবে তাঁদের দক্ষতা দেখানোর জন্য মসজিদ অলংকরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। যার ফলে অলংকরণের মোটিফগুলোতে জ্যামিতিক প্যাটার্ন থেকে উদ্ভিজ্জ উপাদান পর্যন্ত বিভিন্ন মোটিফের এক বৈচিত্র্যময় স্টাইলাইজড বিমূর্তায়ন জগৎ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা তাঁরা কল্পনা করেছিলেন এবং বাস্তবায়নে মোটামুটিভাবে সফল হয়েছিলেন। ওই সময়ে অনেক স্থাপত্য নির্মাণ হলেও টিকে থাকা পোড়ামাটির ফলক সংযোজিত স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পশ্চিম বাংলার হযরত পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা মসজিদ।[১১৯]

### (ছ. ২. ক) আদিনা মসজিদের পোড়ামাটির ফলক

১১৮. Ibid., 89.

১১৯. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 92-94.

বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ কর্তৃক ১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত ভারতবর্ষের খোলা আঙ্গিনাযুক্ত বড় মসজিদগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় এই আদিনা মসজিদ। বহু গম্বুজ বিশিষ্ট চতুর্ভুজাকৃতি বিশালায়তনের এই মসজিদের বাহিরের দেয়াল, মেহরাব কামরা, দরজার কাঠামো ও বাদশাহী-ই-তখতের কার্নিশে খোদাই করা পাথরের কারুকার্য মুখরিত ছিল। তাই পোড়ামাটির শিল্পকর্ম প্রদর্শনের জন্য খুব কম জায়গায় ছিল যার মধ্যে আন্তঃদেয়াল, মূল স্তম্ভযুক্ত আবৃত উদ্যান পথগুলোর খিলানে উঁচুমানের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু হিসেবে এই ফলকগুলোতে উত্তীর্ণ হয়েছে পুঁতির মালার সাথে চার পাপড়ির ফুল ও লতাপাতার উপর নীচে অলংকরণ অথবা লতানো বৃক্ষ, লতাপাতার সঙ্গে ফুটন্ত গোলাপ, আবার সমচতুষ্কোণ অবকাঠামোর নিকটে উদ্ভিজ্জ মোটিফ, বিমূর্ত বিষয় ও স্টেপ অলংকরণ ইত্যাদি। এছাড়া দৃষ্টিগোচর স্থানিক বা ভারতীয় বিষয়ের মধ্যে মার্লোন বা কীর্তিমুখ, কল্পতরু (আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী বৃক্ষ), বৃক্ষ শাখা থেকে ঝুলন্ত ফলপূর্ণ ঝুড়ি ইত্যাদি।[১২০]

শুধু মসজিদ স্থাপত্য নয় বরং পোড়ামাটির অলংকারিক শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য বিকাশের প্রতিনিধিত্ব করে এই আদিনা মসজিদ। কেননা এই মহান স্থাপত্য ইট ও পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য মুসলিম বাংলার স্থাপত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে। কারণ ইলিয়াস শাহী শাসনের প্রধান ভিত্তি ছিল স্থানীয় জনগণ এর ফলে স্থানীয়দের ছাড় দেওয়া হয়েছিল তাই আগত মুসলিম শিল্পীদের সাথে স্থানীয় শিল্পীদের একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। যার ফলে আদিনা মসজিদের পোড়ামাটির ফলকে মুসলিম স্থাপত্যের ঐতিহ্যগত আলংকারিক শৈলীর সাথে স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যগত আলংকারিক শৈলীর সংশ্লেষণে একটি সাধারণ অথচ নতুন এবং সমন্বিত শৈলীর আবির্ভাব ঘটে যা মুসলিম স্থাপত্যে প্রথম। এই সংশ্লেষিত নতুন শৈলীর পোড়ামাটির অলংকরণের করণ-কৌশলের পরাকাষ্ঠা ও বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুসহ স্টাইলাইজড নকশার সুচারু উপস্থাপন বিশেষ যোগ্যতার দাবি রাখে। বিশেষ করে ইটের নমনীয় সমতল পৃষ্ঠে দৃষ্টিনন্দিত বিভিন্ন মোটিফগুলোর ছন্দায়িত ও পরিপাটি উপস্থাপনা, জটিল ইন্টারলেসিং নকশার সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যতান এবং প্রাচীরের প্রতিটি আলংকারিক প্যানেলের সূক্ষ্মতা ও সমাপ্তির কাজ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। যার প্রভাব পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে দেখা যায়। এই মসজিদের সবচেয়ে মনোহর ও চিত্তগ্রাহী এবং প্রায়োগিকভাবে অগ্রগতি সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর উপস্থাপন দেখা যায় ইটের উপর স্থাপিত অলংকৃত বিভিন্ন ধরনের টাইম্পানামে, যা মসজিদের অভ্যন্তরে মেহরাব খিলানের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়ালে প্রায় ৩৪টির মতো টাইম্পানাম রয়েছে। নিম্নে একটি টাইম্পানামের চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো।

দক্ষিণ থেকে ৩৪তম মেহরাবের টাইম্পানামের পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ৪৭

চিত্র ৪৭ : দক্ষিণ থেকে ৩৪তম মেহরাবের টাইম্পানামের পোড়ামাটির ফলক[১২১]

১২০. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পাদক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪২৫।

এই ৩৪তম মেহরাবের পোড়ামাটির টাইম্পানামের কেন্দ্রে একটি গম্বুজ আকৃতির ফর্মের ভিতরে উপর থেকে নিচে অনুভূমিকভাবে সাজানো আট সারিতে বিভিন্ন মোটিফের পুনরাবৃত্তি নকশা রয়েছে। আবার টাইম্পানামের কেন্দ্রের গম্বুজ আকৃতির ফর্মের বাইরে তাকে ঘিরে আবর্তিত একটি মোটা খিলান রয়েছে, যার ভিতরে দুই সারির মধ্যে একটিতে ফুলের পুনরাবৃত্তি নকশা রয়েছে এবং অন্যটিতে পুনরাবৃত্তি লতানো নকশার ভিতরে গোলাকার কোনো নকশার উপস্থিতি ছিল, যা এখন নেই। গম্বুজ আকৃতির ফর্মের ভিতরে আটটি সারির প্রতিটির উপরে একটি করে খাঁজবিশিষ্ট মোটা রেখা রয়েছে, যা উপর ও নীচের প্রতিটি সারিকে আলাদা করেছে। সর্বনিম্ন সারিতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো পুনরাবৃত্তি ফুলের কুঁড়ির ফ্রিজ নকশা চিত্রায়িত হয়েছে। নিজ থেকে দ্বিতীয় সারিতে অনুরূপভাবে সাজানো পাতাসহ একটি ডালের মধ্যে ঝুড়ি ঝুলানো, তৃতীয়টিতে তিনটি ফলের একটি দল, চতুর্থটিকে পাতাসহ ডালের মধ্যে ঝুলানো ফুটন্ত ফুল, পঞ্চমটিতে স্টাইলাইজড উদ্ভিজ্জ মোটিফ, ষষ্ঠটিতে একটি ঝুলন্ত নল ঝুড়ি, সপ্তমটিতে একটি ডালের মধ্যে ঝুলন্ত ফল এবং সবার উপরের সারিতে উদ্ভিজ্জ অঙ্কুর রয়েছে। প্রতিটি সারির উপরে যে খাঁজবিশিষ্ট মোটা রেখা রয়েছে তার উপর এবং প্রতিটি সারিতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো প্রতিটি অলংকৃত মোটিভের মাঝখানে একটি করে বিভিন্ন ধরনের আলংকারিক উপাদানের ছাপ দেখা যায়, যেমন– জালির কাজ, পাতার সঙ্গে ঝুলানো ফল, গলার মালা ও রেশমী ঝাপ্পা, ঝুলন্ত কুঁড়ি, পাতা ইত্যাদি। তবে কেন্দ্রের গম্বুজ আকৃতির ফর্মের ভিতরে সর্বউপরের চূড়া থেকে উলম্বভাবে পেঁচানো দড়ির নিচে একটি ঝুলন্ত ডেকোরেটিভ ঝুড়ি রয়েছে। এই পেঁচানো দড়ির দু'পাশে লম্বা লতানো লতা, যার নিচে উদ্ভিজ্জ মোটিভ রয়েছে। সর্বোপরি এই বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ টাইম্পানামের সৌম্য, ছন্দায়িত, পরিমার্জিত, সুক্ষ্ম কারুকার্যময় অলংকৃত নকশাটির একঘেয়েমিতাকে দূর করে তাত্ত্বিক ও শৈল্পিকভাবে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এই টাইম্পানামের নকশাকেন্দ্রিক পোড়ামাটির ফলকের সম্পূর্ণ কম্পোজিশনটির করণ-কৌশল ছাঁচ দ্বারা স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এবং তার সাথে পুনরাবৃত্তি শৈলীর এক বিষয়ের একাধিক মোটিফের সমন্বয়ে মসজিদের স্থাপনকৃত ইটের দেয়ালের উপর সম্পন্ন করা হয়েছে।

### (ছ. ৩) রাজা গনেশ ও তাঁর বংশ (১৪১৫- ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)[১২২]-এর সময়ের পোড়ামাটির ফলক

১৫ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিম সাম্রাজ্য এক জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। তার কারণ বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছু সময় পরে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের দুই বহিরাগত ও স্থানীয় সমর্থকদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে অরাজকতার দিকে রূপ নিচ্ছিল। সেই সুযোগে স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার ও রাজদরবারের অমাত্য রাজা গনেশ ইলিয়াস শাহী বংশের দুর্বল শাসকের নিকট থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে রাজা হন। সে সময়ের উদ্ভূত নানা রাজনৈতিক কুট পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লোভে রাজা গনেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হন এবং তিনি জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করে স্বাধীন বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। যার ফলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে সমঝোতায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। যেখানে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান ও হিন্দু-বৌদ্ধ এবং বহিরাগত মুসলমান একসাথে একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিল। তাই স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ ইসলামী প্যাটার্নের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এসময়ে বাংলার স্থাপত্যে ইট শৈলীর প্রবর্তনের ধারা সূচিত হয় যেখানে স্থাপত্যগুলো সম্পূর্ণ ইটের তৈরি, পুরু দেয়ালগুলোর কোণে অষ্টাভুজাকৃতির টাওয়ার, কার্নিশ এবং ব্যাটেলমেন্টগুলো বাঁকা। ইটের নকশা

১২১. A K Chatterjee, "Terracotta in Islamic structures of West Bengal", Jun 19, 2013, Published by- https://discover.hubpages.com/art/Islamic-terracotta-of-West-Bengal

১২২. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ১০।

ও পোড়ামাটির ফলক স্থাপনের জন্য দেয়ালের পৃষ্ঠদেশ প্লাস্টার ছাড়াই ছিল। এসময়ে স্থাপত্য অলংকরণের জন্য যতগুলো মাধ্যমের ব্যবহার হয়েছিল তা হলো চিত্রকলা, চকচকে টাইলস এবং অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক যা বাংলায় প্রথম। বাংলার এই সময়ের সুলতানি স্থাপত্যগুলোর দেয়ালের ওপর পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় পোড়ামাটির অলংকরণে আবৃত ছিল, যা পরবর্তী সময়ের বাংলার সুলতানি স্থাপত্যের মধ্যে অব্যাহত ছিল এবং তারপরেও। চিত্রিত মোটিফগুলো স্থানীয় এবং আগত মুসলিম উপাদানগুলোর সংশ্লেষণকে উপস্থাপন করে। যেমন– স্থানীয় মোটিফগুলো হলো- চেইন ও দুল, পদ্ম, নেকলেস, উপর নিচে ঝুলন্ত গুচ্ছসজ্জা, স্থানিক তরুদল ও গুল্ম, বহু-ফয়েল খিলান আর ইসলামি মোটিভগুলো হলো– অ্যারাবেস্ক, জালি কর্ম এবং অন্যান্য জ্যামিতিক নিদর্শন ইত্যাদি।[১২৩]

**একলাখি সমাধি সৌধের পোড়ামাটির ফলক**

সেসময়ের টিকে থাকা পোড়ামাটির ফলক সংবলিত স্থাপত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম যুগান্তকারী সৃষ্টি স্থাপত্য হলো পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধি সৌধ, যা ১৫ শতাব্দীর শুরুর দিকে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সমাধি সৌধের উপর নির্মিত হয়েছিল। সৌধটি নির্মাণের সঠিক বছর জানা যায় না তবে ধারণা করা হয় জালালুদ্দীন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১৪৩৩ সালে এটি নির্মাণ করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, এক লক্ষ টাকা দিয়ে এই সমাধি নির্মিত হয়েছিল বলে এর নাম এক লাখি সমাধি।[১২৪]

এই সমাধি সৌধটি সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরি, যার ছাদের খোদাই করা কার্নিশগুলোতে পোড়ামাটির ফলকের ব্যাপক ব্যবহার দৃশ্যমান। আবার এখানেই পূর্বে বর্ণিত চকচকে টালি এবং চিত্রকর্মের ব্যবহার স্থাপত্য শিল্পে এক যুগান্তকারী বিন্যাস সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন স্থাপত্য-শৈলীতে অনুকৃত হয়েছিল। এই সমাধি সৌধের পার্শ্ব দেয়ালের বহিরাঙ্গণের গাত্রাবরণ, দরজার উপরের বায়ুকুঠুরী, বহু পত্রীয় খিলানের উপরের স্প্যান্ড্রেল, স্তম্ভ এবং ফালিযুক্ত প্রান্তিক টাওয়ার ইত্যাদিতে মূলত পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে আলোচিত এই সৌধে উৎকীর্ণ বিষয়গুলোতে পূর্বের চর্চিত স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপাদানের সাথে মুসলিম সংস্কৃতির উপাদানের একত্রীকরণ হয়েছিল। পোড়ামাটির করণ-কৌশল ও স্থাপত্যিক নির্মাণ-কৌশলের এক সংশ্লেষণধর্মী শৈলী এই একলাখি সমাধি সৌধে প্রথমবারের মতোই ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সময়ের স্থাপত্যের দেয়ালের পৃষ্ঠদেশ অলংকরণের যে প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা তৈরি হয়েছিল তা পরবর্তীকালে পুরো সুলতানি বাংলার নির্মিত স্থাপত্যগুলোতে অনুকরণ করা হয়েছিল।[১২৫]

ওপরে আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নে একলাখি সমাধি সৌধে ব্যবহৃত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের চিত্রসহ বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

সমাধির বহিরাবরণ সজ্জা-সমাধি সৌধের চারিপাশের দেয়ালের বাহিরের পৃষ্ঠদেশ পোড়ামাটির অলংকৃত ইট ও ফলক দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে দৃষ্টিনন্দন বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত কম্পোজিশনের মাধ্যমে সজ্জিত করা হয়েছে। দেয়ালে স্থাপনকৃত বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত অনেক কম্পোজিশনের একটি হলো– প্রবেশদ্বারের ওপরে এবং উভয় পাশে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক, যা নিম্নে চিত্রসহ বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

---

১২৩. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 103-105.

১২৪. Nomadic Architect, "Eklakhi Mausoleum– The first Islamic Tomb of Bengal", 04.18. 2018, 10:20 pm, 31-03-2023 https://sidhujetha.wordpress.com/2018/04/18/eklakhi-mausoleum-pandua-malda-travel-guide/

১২৫. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪২৫-৪২৬।



চিত্র ৪৮

চিত্র ৪৮ : প্রবেশদ্বারের উপরে এবং উভয় পাশে আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ চিত্র[১২৬]

উপরিউক্ত চিত্রের ভিতরে দরজার উপরের অংশবিশেষ চিত্র–



চিত্র ৪৯







চিত্র ৫০

চিত্র ৪৯ : উপরিউক্ত চিত্রের ভিতরে দরজার উপরের অংশবিশেষের চিত্র[১২৭]

চিত্র ৫০ : ভিতরের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র– রোসেট, ডাটা সহ স্টাইলাইজড ফুটন্ত ফুল ও অ্যারাবেস্ক মোটিফ।[১২৮]

ভিতরে প্রবেশের প্রতিটি দরজার উপরে এবং উভয় পাশে একটি প্রশস্ত ও লম্বা আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামো উলম্বভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে পোড়ামাটির বিভিন্ন মোটিফের অলংকরণ রয়েছে। স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ও গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এই আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোটিকে উলম্বভাবে তিনটি ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলে ভাগ করা হয়েছে, মাঝেরটি অন্য দুটির চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট। প্রতিটি ছোট প্যানেল একটি অলংকৃত সরু রেখার সীমানার মধ্যে আবদ্ধ, যার ভিতরে অ্যারাবেস্কের একটি অবিচ্ছিন্ন ফ্রিজ রয়েছে, যা ইন্টারসেক্টিং স্ক্রলগুলোর দ্বারা একত্রীকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্যানেলের লিন্টেল তিনটি রোসেট দ্বারা অলংকরণ

১২৬. Nomadic Architect, "Eklakhi Mausoleum-The first Islamic Tomb of Bengal", 04.18. 2018, 10:20 pm, 31-03-2023 https://sidhujetha.wordpress.com/2018/04/18/eklakhi-mausoleum-pandua-malda-travel-guide/

১২৭. প্রাগুক্ত।

১২৮. প্রাগুক্ত।

করা হয়েছে, যার একটি কেন্দ্রে এবং দুটি প্রান্তে রয়েছে। প্রতিটি প্যানেলের সীমানার সবু রেখার উপর অলংকৃত লজেন্স ফ্রিজ রয়েছে। আবার প্রতিটি প্যানেল মারলন মোটিফের সারি দ্বারা মাউন্ড করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ মোটিফের অলংকৃত চিত্র রয়েছে। মাঝখানের প্যানেলের নিচে ও উপরে অনুভূমিকভাবে অ্যারাবেস্কের মোটিফ দিয়ে পরিপূর্ণ। তিনটি প্যানেলের মধ্যে মাঝখানের ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলটির ভিতরে একটি বহু-ফয়েল খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। খিলানটি দুটি ভারাক্রান্ত ব্যান্ডযুক্ত ইটের স্তম্ভের ওপর রয়েছে। ব্যান্ডগুলোতে লতা, মারলন, লজেন্স ইত্যাদি মোটিফের পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। খিলানের মুখটি পোড়ামাটির অলংকৃত লতার নকশা দ্বারা চিত্রায়িত হয়েছে। তবে তার ওপরে দুটি পোড়ামাটির রোসেট ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ অংশটি খালি, ধারণা করা হয় সেখানে পোড়ামাটির অ্যারাবেস্কের নকশায় আচ্ছাদিত ছিল যার সামান্য চিহ্ন এখনো বর্তমান। খিলানের কুলুঙ্গির ভিতরে ফাঁকা জায়গায় খিলান শীর্ষ থেকে নিচের দিকে নেমে যাওয়া পোড়ামাটির একটি ঝুলন্ত চেইনসহ একটি পুষ্পসজ্জিত দুল রয়েছে। আবার আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর ভিতরে প্রবেশদ্বারের লিন্টেলের উপরে পাথরের অলংকৃত ফ্রেমের ঠিক ওপরে একটি গম্বুজ আকৃতির ছিদ্রযুক্ত খিলান বা ফর্ম রয়েছে। এই গম্বুজ আকৃতির খিলানটিকে ঘিরে বাহিরের দিকে আবর্তিত তিনটি অর্ধবৃত্তাকার সীমানা সূচক মোটা লাইনের উপর আলাদা আলাদাভাবে কারুকাজ খচিত পোড়ামাটির খিলান রয়েছে। তার মধ্যে ভিতরের দিক থেকে প্রথমটিতে পুনরাবৃত্ত অসংখ্য গম্বুজ আকৃতির ছোট খালি ফর্ম রয়েছে এবং সেগুলোকে ঘিরে উদ্ভিজ্জ মোটিফ রয়েছে। মাঝেরটিতে পুনরাবৃত্ত অসংখ্য স্টাইলাইজড ফোক মোটিফের লতার নকশা রয়েছে। তৃতীয়টিতে পুনরাবৃত্ত ফোক মোটিফের অলংকৃত লতা ও উদ্ভিজ্জের নকশা রয়েছে। এই তিন সারির ঠিক উপরে মুকুটের মতো স্প্যান্ড্রেলে শোভাময় ইন্টারলেসিং সর্পিল লতার সাথে যুক্ত অঙ্কুর দ্বারা গঠিত অ্যারাবেস্কের নকশা দিয়ে আচ্ছাদিত। ঠিক তার উপরে স্প্যান্ড্রেলে অনুভূমিকভাবে দুটি পোড়ামাটির অলংকৃত ফ্রিজ রয়েছে যেমন– নিচেরটিতে নেকলেস এবং উপরেরটিতে স্ক্রলিং লতার মোটিফ। আবার এই ফ্রিজের ঠিক উপরে একটি স্টাইলাইজড ঝুলন্ত মোটিফ দ্বারা প্রভাবিত ব্যবধানযুক্ত প্রজেকশনের একটি প্যাটার্নের উপরে অনুভূমিকভাবে পুনরাবৃত্ত শোভাবর্ধক ছোট স্তম্ভের সারি রয়েছে। উপরে উল্লিখিত প্রজেকশনের মধ্যে নেকলেস ও টাসেল দৃশ্যমান। পুনরাবৃত স্তম্ভের মুখগুলো লজেন্স ফ্রিজে অলংকৃত, অন্যদিকে স্তম্ভগুলোর মাঝখানে নিমজ্জিত অভ্যন্তরের স্থানগুলো পোড়ামাটির জালি কর্ম দিয়ে পূর্ণ। সারিবদ্ধ স্তম্ভগুলোর উপরে একটি স্টাইলাইজড ঝুলন্ত প্যাটার্ন আন্দোলিত অবস্থায় দেখা যায়।

হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপাদানের সাথে মুসলিম সংস্কৃতির উপাদানের একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একলাখি সমাধির স্থাপত্যের পোড়ামাটির অলংকরণে দুটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়, যেমন– ইট কাটা নকশায় ঝরঝরে দৃঢ় এবং তীক্ষ্ণ রেখা এবং পোড়ামাটির ফলকে সূক্ষ্ম এবং নরম অভিব্যক্তি যা একে অপরের পরিপুরক। এই একলাখি সমাধিতে স্থাপনকৃত পোড়ামাটির ফলকগুলো স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ও গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত। যা স্ক্রলিং ও ইন্টারলেসিং, জ্যামিতিক, বিমূর্ত শৈলীর নিখুঁত করণ-কৌশল ও ফুল–লতা–পাতা, অ্যারাবেস্ক, জালিকর্ম ও ইত্যাদি বিষয়ের দৃষ্টিনন্দন পরিপাটি উপস্থাপনে স্নিগ্ধ, শান্ত, ছন্দায়িত, গতিশীল প্রাণবন্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ করে। মানসিক ও নান্দনিক প্রফুল্লতা বৃদ্ধির জন্য স্থাপত্যে ব্যবহৃত এই ফলকগুলো শৈল্পিকভাবে বিকশিত এক শক্তিশালী বিশুদ্ধ ইসলামিক চেতনার ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ।

### (ছ. ৪) পুনরুদ্ধারকৃত ইলিয়াস শাহী আমলের (১৪৩৩-১৪৮৬ খি.) স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক

রাজা গনেশের পৌত্র ও সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহের পুত্র সুলতান শামসুদ্দিন আহমদ শাহের (১৪৩২ খ্রি.) হাত থেকে বাংলাকে পুনরুদ্ধার করে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৯ খ্রি.) পুনরায় ইলিয়াস শাহী

শাসনামলের সূচনা করেন।[১২৯]

তবে সেসময় শুধু রাজবংশের পরিবর্তনই হয়েছিল কিন্তু নীতি বা আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেননা এর পূর্বে স্থানীয় ধর্মান্তরিত শাসকদের শাসনামলের যে লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে বাংলা পরিচালিত হয়েছিল তা এই পুনরুদ্ধারকৃত ইলিয়াস শাহী শাসকদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন, এসময়ের সকল কল্যাণময় কাজ বা শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্রোতগুলো এসময়ের নির্মাণশিল্পেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই এই সময়কালটি ছিল বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য-শৈলী জন্য পূর্ণাঙ্গরুপে বিকশিত হওয়ার একটি সময়। একলাখি সমাধি ও আদিনা মসজিদে ত্রুটি ছিল তা এখানে সারানো হয়েছে। এই সময়ে বাঙালির স্থাপত্য একটা শাস্ত্রীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। কেননা স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির উপাদানের একত্রীকরণে সম্পূর্ণ ইটের পুরু দেয়ালের স্থাপত্যিক নির্মাণ-কৌশলের ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা এবং পোড়ামাটির পর্যাপ্ত অলংকরণের সংমিশ্রণে এক সংশ্লেষণধর্মী নতুন ধ্রুপদি শৈলীর জন্ম হয়েছিল, যার অনুকরণ বা ধারাবাহিকতা শুধু এসময়েই নয় বরং পরবর্তী হোসেন শাহী শাসনামলের পোড়ামাটির স্থাপত্য ও তার অলংকরণে অব্যাহত ছিল।[১৩০]

পাথরের দুষ্প্রাপ্যতা ও বাংলার আদ্র পরিবেশ টাইলস ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত না হওয়ায় স্থাপত্য নির্মাতাদেরকে অলংকরণের জন্য মৃৎশিল্পীদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। যার ফলে এই সময়ের নির্মিত স্থাপত্যগুলোর দেয়াল, স্তম্ভ, মেহেরাব, বহুপত্রী খিলান, কুলুঙ্গি, আলম্বিত অংশ, সিলিং, গম্বুজ, মিনার, বুরুজ, প্রবেশদ্বার, দেয়ালের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, কেবলা-মেহরাব ইত্যাদিতে জীবন বৃক্ষ, জ্ঞান বৃক্ষ, দ্রাক্ষাগুচ্ছ, সর্পিলভাবে পরিবেষ্টিত মৌচাকৃতি বৃক্ষ বিশেষ, জ্যামিতিক নকশা, ফুল-লতা-পাতা, জালি, শিকল, ঘণ্টা, প্রতীক চিহ্ন, চোর্তেন, বজ্র ও স্বস্তিকার বিবর্তিত রূপ, ঘূর্ণয়মান কণ্ডলী, ঝুলন্ত প্রদীপ, দাবার ছকের নকশা ইত্যাদি দৃষ্টিনন্দন নকশা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে স্থাপত্যের বিভিন্ন অংশের সুষম অনুপাতের পাশাপাশি তাদের অলংকৃত সাজসজ্জার সুসামঞ্জস্য ও আয়তাকার গঠনের অলংকরণ নকশাবহুল প্রান্তসীমা, এক ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন ফুলের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভাজন, লাইনগুলো তীক্ষ্ণ ও সতেজ, বক্র এবং দৃষ্টিনন্দন মোটিফগুলোর পরিমার্জন উপস্থাপনে ধ্রুপদি শৈলীর প্রকাশ দেখা যায়। বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরণ করে শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ইট ও পোড়ামাটির ফলক পুড়িয়ে সহজলভ্য বা সামর্থ অনুযায়ী ইট বা পাথরে গাঁথবার মিশ্রণ হিসেবে চুন সুরকির ব্যবহার করেছে। ছাপ্পান্ন বছরের পুনরুদ্ধারকৃত ইলিয়াস শাহী শাসনামলে গৌড়, খলিফাতাবাদ ও অন্যান্য স্থানে পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ অসংখ্য ধর্মীয় ও রাজকীয় স্থাপনা নির্মিত হয়েছে, যেমন– কোতোয়ালি দরজা, দাখিল দরজা, দরাসবাড়ি মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, চামকাঠি মসজিদ, ধনিয়াচক মসজিদ, রাজবিবি মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদ, নয়গম্বুজ মসজিদ, বিবি বেগুনি মসজিদ, রণবিজয়পুর মসজিদ, সিংরা মসজিদ, মসজিদকুর মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, জিন্দ্পীর মসজিদ, কসবা মসজিদ, শালিক মসজিদ, মজলিস শাহি মসজিদ, মসজিদ বাড়ি মসজিদ, বাবা আদম মসজিদ ও আরো ইত্যাদি। তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য দুটি স্থাপত্যকর্মের পোড়ামাটির ফলকের চিত্রসহ বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

### (ছ. ৪. ক) দাখিল দরজার পোড়ামাটির ফলক

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার গৌড়ে এখন পর্যন্ত টিকে থাকা সেরা ও সবচেয়ে মনোরম প্রবেশদ্বারের মধ্যে অন্যতম

---

১২৯. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 249.

১৩০. প্রাগুক্ত।, ১১০-১১১।

দাখিল দরজা বা সেলামি দরজা। এর নির্মাণের সঠিক তারিখ নেই তবে ধারণা করা হয় পুনরুদ্ধারকৃত ইলিয়াস শাহী শাসনামলের প্রথম দুই সুলতান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। বিশেষ করে প্রথম সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৩-৫৯ খ্রি.) সময় শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল সুলতান বরবাক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খ্রি.) সময়ে।[১৩১]

আবার এর নির্মাণকাল ও শৈলী সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে, যেমন– এটি হোসেন শাহী রাজবংশের গোড়াপত্তনকারী সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত এবং এর পরিশীলিত স্থাপত্য শৈলী হোসেন শাহী শৈলীর অনুরূপ বলে ধারণা করা হয়।[১৩২]



চিত্র ৫১

চিত্র **৫১ :** দাখিল দরজার পূর্ণাঙ্গ চিত্র, প্রবেশপথের উপরে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক ও দরজার অংশবিশেষ চিত্র[১৩৩]

সম্পূর্ণ বাঙালি স্থাপত্য রীতি ও পুরাপুরি ইট দ্বারা নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দিত সুউচ্চ তোরণটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাঙালি রাজমিস্ত্রিদের স্থাপত্যিক পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা বাংলায় প্রথম এবং যা একশত বছর পূর্বে তৈরি আদিনা মসজিদে কল্পনাও করা যায়নি। এই তোরণটি প্রায় ৭৩ ফুট প্রস্থ ও ৬০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন। সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এই স্থাপত্যিক তোরণটির বহিঃপৃষ্ঠের প্রবেশপথের উপর ও কর্ণার টাওয়ারসহ প্রাচীরের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠটি উলম্বভাবে গভীর ও অগভীর বিভিন্ন কম্পোজিশনের পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে, যার বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে জালি নকশা, ঝুলন্ত নকশা, গোলাপ নকশা, লজেন্স ফ্রিজ, মারলন ফ্রিজ, নেকলেস প্যাটার্ন, চেইনসহ ঝুলন্ত দুল, কার্নিশ ডিজাইন ইত্যাদি।[১৩৪]

দাখিল দরজার গম্বুজ আকৃতির প্রবেশপথের উপরে গম্বুজ আকৃতির খিলানের মধ্যে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকের তিন স্তর বিশিষ্ট একটি কম্পোজিশন রয়েছে।

মাঝখানের স্তরে অনুভূমিকভাবে একটি লম্বা আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের ভিতরে উলম্বভাবে পোড়ামাটির পুনরাবৃত্ত শোভাবর্ধক ছোট স্তম্ভ বা ট্রিপল অরনামেন্টাল মোল্ডিংসের সারি রয়েছে, যা পূর্বে হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধির পোড়ামাটির অলংকরণে দেখা গেছে, তবে এর ভিতরের অলংকরণে ভিন্নতা রয়েছে। এই শোভাবর্ধক ছোট স্তম্ভের

১৩১. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 99.

১৩২. রাণা চক্রবর্তী, "*দাখিল দরওয়াজা ও গৌড়ের ইতিবৃত্ত*", Online Published- ittlemag.org https://www.littlemag.org › 2019/01, Translate this page Jan 28, 2019 — ছবিতে- দাখিল দরওয়াজা, গৌড়, মালদা জেলা। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ ফটোগ্রাফার জন ...

১৩৩. চিত্র ৫৩ ক, 10:34 pm, 20-04-2023, http://double-dolphin.blogspot.com/2016/05/the-ruins-of-gauda-malda--bengals-ancient-capital.html, চিত্র ৫৩ খ- Nomadic Architect, "The Greatest Gates of India – Dakhil Darwaza", 04.09.2018, 9:01 pm, 04-04-2023, https://sidhujetha.wordpress.com/2018/04/09/dakhil-darwaza-gour-pandua-travel-history-guide/

১৩৪. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 100.

সারির উপর আবার তিন স্তরের অলংকৃত নকশা রয়েছে, যেমন– উপর ও নিচের স্তরে জালি মোটিফ এবং মাঝখানের স্তরে লজেন্স মোটিফ। আবার এখানে প্রতিটি ছোট স্তম্ভের নিচের দিকে ছোট পরিসরে আলংকারিক বন্ধনীর ভিতরে স্টাইলাইজড ফুলের কুঁড়ির ঝুলন্ত মোটিফ রয়েছে। মাঝখানের এই আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের নিচের স্তরের দু'পাশে দুটি গোলাকার বড় মাপের আলপনার নকশার মতো নকশা রয়েছে, যার ভিতরে সাতটি ঘূর্ণমান সারি রয়েছে এবং এই প্রতিটি সারিকে একটি সরু বর্ডার লাইন দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। এই সারিগুলোর ভিতরে স্বল্প রিলিফ পদ্ধতির পদ্মের পাপড়ি ও লজেন্স মোটিফ ও মধ্যম রিলিফ পদ্ধতির পদ্ম ফুলের কুঁড়ি রয়েছে। আবার এই স্তরে দু'পাশের দুই গোলাকার আলপনার মতো নকশার মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় পোড়ামাটির একটি ঝুলন্ত অ্যারাবেস্কের জ্যামিতিক নকশা রয়েছে।



চিত্র ৫২

চিত্র ৫২ : প্রবেশপথের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ। [১৩৫]

ইসলামিক পোড়ামাটির ফলকের গবেষক ও শিল্পতাত্ত্বিক আহমদ হাসান দানি মনে করেন– দাখিল দরজার পোড়ামাটির অলংকরণে স্থানীয় আদিবাসী বা গ্রাম্যতাসহ ধ্রুপদি শৈলী ও রোমানিক শৈলীর একটি আকর্ষণীয় সংমিশ্রণ রয়েছে।[১৩৬]

আবার অন্যভাবে বলা যায়, হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত লোকজ শৈল্পিক উপাদান ও মুসলিম সংস্কৃতির পারসিক শৈল্পিক উপাদানের সংমিশ্রণে যে ধ্রুপদি শৈলীর উদ্ভব হয়েছে। সেই দৃষ্টিনন্দন নতুনত্ব ধ্রুপদি শৈলীর ব্যবহার দেখা যায় দাখিল দরজার দেয়ালে উৎকীর্ণ সম্পূর্ণ পোড়ামাটির ফলকসহ প্রবেশদ্বারের উপরে স্থাপিত পোড়ামাটির ইটকাটা নকশায় ও ফলকের অলংকরণে। এই দাখিল দরজায় উৎকীর্ণ পোড়ামাটির অলংকৃত চিত্রগুলো মধ্যম ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এবং গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধির ন্যায় এই দাখিল দরজার প্রবেশপথের উপরের দেয়ালে গম্বুজ আকৃতির ফর্মের ভিতরের বহু পত্রী খিলান, কুলুঙ্গি, স্তম্ভ ও আলম্বিত অংশে জ্যামিতিক শৈলীর সুসামঞ্জস্য ও সুষম অনুপাতের ব্যবহার এবং তীক্ষ্ণ, সতেজ ও বক্ররেখার মধ্যম ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতির করণ-কৌশলের ব্যবহার দেখা যায়। সর্বোপরি লতাপাতা, গোলাপ,পদ্মফুল, গোলাকার আলপনার নকশা, তারা, ফুলের কুঁড়ি, উদ্ভিদ উপাদান, লজেন্স, জালি, অ্যারাবেস্ক ইত্যাদি মোটিফের উপস্থাপনে সৌম্য ও ছন্দময় গতিশীল অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা যায়, যা শৈল্পিকভাবে বিকশিত সমৃদ্ধশালী মুসলিম ঐতিহ্যকে স্মরণ করায়।

### (ছ. ৪. খ) দরাসবাড়ি মসজিদের পোড়ামাটির ফলক

সুলতানি আমলের অমর কীর্তি প্রাচীন গৌড়ের অংশ দরাসবাড়ি মসজিদ বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ফিরোজপুরে অবস্থিত। প্রাপ্ত শিলালিপি অনুযায়ী ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দরাসবাড়ি মসজিদটি নির্মাণ করেন সুলতান রকনউদ্দীন বারবক শাহের পুত্র সুলতান শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১ খ্রি.)। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছাদ বিহীন পুরু ইটের

১৩৫. 8:28 am, 20-12-2022, http://double-dolphin.blogspot.com/2016/05/the-ruins-of-gauda-malda--bengals-ancient-capital.html, / 9:01 pm, 04-04-2023, https://sidhujetha.wordpress.com/2018/04/09/dakhil-darwaza-gour-pandua-travel-history-guide/

১৩৬. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 103.

দেয়ালের ছয় মিনার ও বহু কক্ষ বিশিষ্ট মসজিদটির কক্ষ ও বারান্দা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।[১৩৭]

সুলতানি আমলের বাংলার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যধারী এই মসজিদের ভিতরে ও বাহিরের দেয়াল, মিনার, স্তম্ভ, মেহেরাব, খিলান, কুলুঙ্গি, আলম্বিত অংশ ও প্রবেশদ্বারে অনুভূমিকভাবে গভীর ও অগভীর বিভিন্ন কম্পোজিশনের ও বিভিন্ন বিষয়ের মনোরম পোড়ামাটির ফলকের আয়তক্ষেত্রাকার ও অর্ধ গোলাকার বা গম্বুজ আকৃতির প্যানেল রয়েছে। বিভিন্ন কম্পোজিশনের প্যানেলগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে চিত্রিত হয়েছে লতাগুল্ম, পত্রসম্ভার, গোলাপ, চারাগাছ, ঝুলন্ত মোটিফ ইত্যাদি।[১৩৮]

এছাড়াও আঙুরের গুচ্ছ, গাছপালা অঙ্কিত মেরলনের সারি, কালাসা মোটিফ, সর্পিল লতা যার আবর্তনে ফুল-পাতা, লজেন্স মোটিফ, সর্পিল লতা দ্বারা বেষ্টিত জার মোটিফ, উদ্ভিদ মোটিফ ও উদ্ভিজ্জ উপাদান, চেইন সহ দুল, আন্তঃসংযুক্ত ঘণ্টা, জালি মোটিফ, ইন্টারসেকটিং লতা ও উদ্ভিদ, স্ক্রলিং লতা ইত্যাদি বিষয় চিত্রিত হয়েছে।[১৩৯]

বিশেষ করে মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ নয়টি মেহরাব রয়েছে, আবার প্রতিটি অধ্যায়ে তিনটি করে। এই মেহরাব খিলানগুলো বহুমুখি এবং অত্যন্ত সুসজ্জিত ইটের স্তম্ভের ওপর রয়েছে। তাঁতিপাড়া মসজিদের অলংকরণ শৈলী ও নকশার সাথে এর সাদৃশ্য থাকলেও এর উপস্থাপনা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে ।[১৪০]

নিম্নে দরাসবাড়ি মসজিদের বাহির ও ভিতরের দেয়ালে স্থাপিত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের চিত্রসহ বর্ণনা তুলে ধরা হলো।

**দরাসবাড়ি মসজিদের বহিরাঙ্গনের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক**

দরাসবাড়ি মসজিদের বহিরাঙ্গনের দেয়ালের ছাদের ঠিক নিচে ও দেয়ালের মাঝখানে অনুভূমিকভাবে চলমান দুটি অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের স্ট্রিং-কোর্স রয়েছে। এই উপরের স্ট্রিং-কোর্সের নিচে ও মাঝখানের স্ট্রিং-কোর্সের নিচে ও উপরে দু'ধরনের বিষয়বস্তু সংবলিত উলম্বভাবে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্রাকার পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশন বা প্যানেল রয়েছে। সেই কম্পোজিশনগুলোর মধ্য থেকে চিত্র-ক ও খ শিরোনামে দুটি পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশন সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো যা রয়েছে মসজিদের বহিরাঙ্গনের দেয়ালের মাঝখানের স্ট্রিং-কোর্সের উপরে এবং ছাদের নিচের স্ট্রিং-কোর্সের নিচে। যেগুলো দেখতে অনেকটা একলাখি সমাধি ও দাখিল দরজায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের মতো, তবে এই দুটোর বিষয় ও উপস্থাপনে কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

---

১৩৭. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানে* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৬), ৮৮-৮৯।

১৩৮. এ. বি.এম হোসেন, দরসবাড়ি মসজিদ, ৭ জানুয়ারি, ২০১৫, 6:56 am, 24-04-2023, https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6

১৩৯. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 122.

১৪০. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 109-110.


চিত্র ৫৩

চিত্র ৫৩ : **মসজিদের বাহিরের** পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪১]

গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত উচ্চতায় বেশি ও প্রস্থে কম এই আয়তক্ষেত্রাকার পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনটির ভিতরে উপরে ও নিচে দুটি অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইন রয়েছে। এই দুটি কার্নিশ ডিজাইনের সারিগুলো ফুল, জ্যামিতিক পাতার ফর্ম, পদ্ম পাপড়ি মোটিফ ও উদ্ভিজ্জ উপাদান দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। এই দুটি কার্নিশ ডিজাইনের মাঝখানে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেল রয়েছে, যার ভিতরে একটি বহু-পত্রী খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। খিলানটি ব্যান্ডযুক্ত কয়েকটি গোলাকার ফুলদানি দিয়ে উলম্বভাবে সাজানো লম্বা দুটি স্তম্ভের উপর রয়েছে। এই দুটি স্তম্ভের প্রতিটি গোলাকার ফুলদানির ওপর উপরে নিম্নগতির ফুটন্ত পদ্ম পাপড়ি, মাঝখানে লজেন্স ফ্রিজ ও নিচে নিম্নগতির ফুটন্ত পদ্ম পাপড়ির দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। খিলান কুলুঙ্গির মুখের উপরে একটি অর্ধবৃত্তাকার চওড়া লাইন রয়েছে, যার সরু বর্ডার লাইনের ভিতরে পুনরাবৃত্ত পদ্ম পাপড়ির নকশা রয়েছে। তবে এই অর্ধবৃত্তাকার চওড়া লাইনের দু'পাশে ডালের সাথে পাতাযুক্ত মোটিফ রয়েছে এবং তার উপরে দুই সারির পুনরাবৃত্ত পদ্ম পাপড়ি ও জ্যামিতিক পাতার মোটিফ দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে।

খিলানের কুলুঙ্গির ভিতরে নিচ থেকে দুই স্তম্ভের ভিত্তির উপর যে লজেন্স ফ্রিজ রয়েছে ঠিক তার উপরে সর্পিল লতার ডালপালা থেকে উদ্ভূত ছন্দায়িত ফুল-পাতা দ্বারা পরিবেষ্টিত অলংকৃত একটি পান পাতার ফর্ম রয়েছে। এই পান পাতার অলংকৃত বর্ডার লাইনের ভিতরে উদ্ভিজ্জ মোটিফ দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। আবার এই পান পাতার ফর্মটির উপর থেকে খিলান শীর্ষ বরাবর ডালসহ পাতা উপরের দিকে উঠে গেছে, যা জীবনবৃক্ষ বা জ্ঞানবৃক্ষ নামে পরিচিত।

আবার বহু-পত্রী খিলানযুক্ত কুলুঙ্গির ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলটিকে উপর ও দু'পাশে ইন্টারলকিং শৈলীর অবিচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্ত ফুল ও প্যাঁচানো জালি মোটিফের সারি দ্বারা মাউন্ড করা হয়েছে। এই মাউন্ডের উপরে সারিতে তিনটি রোসেট রয়েছে, যা যথাক্রমে দু'পাশে দুটি এবং মাঝখানে একটি। আবার এই ইন্টারলকিং শৈলীর ফুল ও

১৪১. Asif Sirajum Monir, September 13, 2019, Assorted images of Gaur, Chapainawabganj. From Darashbari madrassa, Choto sonamasjid, chika masjid, Tohakhana etc. 8:54 am, 22-04-2023, https://www.facebook.com/groups/135768183107289/user/100003768654610/

প্যাঁচানো জালি মোটিফের মাউন্ডটির চারিপাশে একটি সরু বর্ডার লাইন রয়েছে, যা লজেন্স ফ্রিজ দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে।


চিত্র ৫৪

চিত্র ৫৪ : **মসজিদের বাহিরের** পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ-২[১৪২]

গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এই পোড়ামাটির ফলকের আয়তক্ষেত্রাকার কম্পোজিশনটি পূর্বেরটির ন্যায় উচ্চতায় বেশি ও প্রস্থে কম। এই কম্পোজিশনটির ভিতরে নিচে ও ওপরে অনুভূমিকভাবে দুটি অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইন রয়েছে। ওপরের কার্নিশ ডিজাইনের ওপর উৎকীর্ণ হয়েছে পুনরাবৃত্ত শোয়ানো জ্যামিতিক ফর্মের আন্তঃসংযুক্ত ঘণ্টার নকশা এবং নিচের কার্নিশ ডিজাইনে রয়েছে জ্যামিতিক ফর্মের পুনরাবৃত্ত ফুল ও শোয়ানো ঘণ্টার নকশা।

এই কম্পোজিশনে উৎকীর্ণ ওপর ও নিচের কার্নিশ ডিজাইনের নিচে লেগে থাকা অনুভূমিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে পোড়ামাটির উদ্ভিজ্জ উপাদানের ঝুলন্ত ফ্রিজ।

আবার ওপরের কার্নিশ ডিজাইনের উপরে সারিবদ্ধভাবে একটি থেকে অন্যটির একটু ফাঁকা জায়গা রেখে সাজানো হয়েছে উদ্ভিজ্জ উপাদান দ্বারা অলংকৃত পোড়ামাটির শোভাময় মেরলন ফ্রিজ। ঠিক এই সারিবদ্ধ মেরলন ফ্রিজের মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে একটি অলংকৃত কলসের মোটিফ। যার মুখের ভিতর থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে ক্রমান্বয়ে সরু একটি অলংকৃত দণ্ড এবং এই দণ্ডটির মাথায় উড়ন্ত অবস্থায় চিত্রিত হয়েছে স্বাধীন বাংলার ইসলামিক ত্রিভুজাকৃতি বিজয় পতাকা।

কম্পোজিশনের অভ্যন্তরে ওপর ও নিচের দুই কার্নিশ ডিজাইনের মাঝখানে একটি মাল্টি-ফয়েল খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। খিলানটি উলম্বভাবে লম্বা দুটি আঙুরগুচ্ছ দ্বারা অলংকৃত স্তম্ভের উপর রয়েছে। খিলানের মুখটি একটি লজেন্স ফ্রিজের সারি দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে এবং তার ওপরে দু'পাশে দুটি ডাটাসহ ফুল রয়েছে। সেই ফুলের উপরে পদ্মের পাপড়ির সারিবদ্ধ নকশা ও লজেন্স ফ্রিজ রয়েছে।

খিলানের কুলুঙ্গির অভ্যন্তরে খিলান শীর্ষ থেকে নিচের দিকে ধাবিত একটি ঝুলন্ত প্যাটার্ন রয়েছে। এখানে খিলান শীর্ষ

১৪২. Günther Eichhorn, "Muslim Architecture in Bangladesh", Pictures from বাংলাদেশ (Bangladesh), 9:34 pm,21-04-2023, https://www.guenther-eichhorn.com/bangladesh_islam.html

থেকে নিচের দিকে নেমে যাওয়া পুনরাবৃত্ত গোলাকার বৃত্ত দ্বারা অলংকৃত একটি লম্বা দণ্ড রয়েছে। যার দু'পাশে প্রসারিত চারটি ডানা বা পাতা রয়েছে এবং এই দণ্ডের ঠিক নিচে একটি ছোট আয়তক্ষেত্রাকার বক্সের সবু বর্ডার লাইনের ভিতরে একটি দুলের মোটিফ রয়েছে। এই আয়তক্ষেত্রাকার বক্সের ভিতরের দুলটিকে ঘিরে তার চারপাশে রয়েছে শোভাময় সর্পিল লতানো লতা এবং বক্সের ঠিক নিচে রয়েছে অলংকৃত জার মোটিফ।

আবার এই বহু-পত্রী খিলানযুক্ত কুলুঙ্গির ছোট আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলটির উপর ও দু'পাশে সর্পিল লতানো লতা ও ফুল-পাতার সমন্বয়ে সৃষ্ট অলংকৃত সারি দ্বারা মাউন্ড করা হয়েছে। এই মাউন্ডের ওপরের চৌকাঠের দুই কোনায় দুটি এবং মাঝখানে একটি রোসেট রয়েছে।

দরাসবাড়ি মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক

দরাসবাড়ি মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিমের কিবলা দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ প্রতিটি অংশের তিনটি করে অর্ধ বৃত্তাকার কুলুঙ্গিসহ নয়টি মেহেরাব রয়েছে। সেই নয়টি মেহরাবের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের উলম্ব কম্পোজিশনের আকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই সবই প্রায় একই রকম। তবে কম্পোজিশনের ভিতরে বিষয়গত ও উপস্থাপনে দু'ধরনের সূক্ষ্ম বিভাজন লক্ষ করা যায়। সেই নয়টি মেহরাবের মধ্য থেকে চিত্র-৫৭ ক,খ, গ, ঘ, ঙ এবং ৫৯ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ শিরোনামে দুটি পোড়ামাটির ফলকের চিত্রসহ কম্পোজিশন সম্পর্কে বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো। এই মেহেরাবগুলোর পোড়ামাটির অলংকরণে আদিনা মসজিদ, দাখিল দরজা ও একলাখি সমাধিতে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকরণ শৈলীর প্রভাব দেখা যায়।

চিত্র ৫৭ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ ক,খ,গ,ঘ,ঙ


চিত্র ৫৭ ক


চিত্র ৫৭ খ


চিত্র ৫৭ গ


চিত্র ৫৭ ঘ


চিত্র ৫৭ ঙ

চিত্র ৫৭ ক : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৩]

চিত্র ৫৭ খ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৪]

চিত্র ৫৭ গ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৫]

চিত্র ৫৭ ঘ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৬]

চিত্র ৫৭ ঙ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৭]

গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এই পোড়ামাটির অলংকৃত কম্পোজিশনের মাঝখানে একটি অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইন রয়েছে। এই কার্নিশ ডিজাইনের ওপর পদ্ম পাপড়ি, লজেন্স, ঘণ্টা, পাতা ও বৃত্ত ইত্যাদি মোটিফ দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। এই কার্নিশ ডিজাইনের নিচে পোড়ামাটির অলংকৃত একটি বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেল এবং উপরে পোড়ামাটির অলংকৃত একটি  গম্বুজ আকৃতির টাইমপ্যানাম রয়েছে।

কম্পোজিশনে উল্লিখিত এই বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের কেন্দ্রে গভীর পৃষ্ঠতলে আরেকটি ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেল রয়েছে। এই ছোট প্যানেলটিকে ঘিরে অপেক্ষাকৃত উঁচু পৃষ্ঠতলে উপর ও দু'পাশে দুই সারির অলংকৃত নকশার ফ্রেম দ্বারা মাউন্ড করা হয়েছে। যথাক্রমে ফ্রেমের উলম্ব ও অনুভূমিক সারির ওপরে সর্পিল লতানো লতা যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত পাতা, কুঁড়ি, ফুল দ্বারা আবর্তিত দৃষ্টিনন্দিত নকশা এবং ইন্টারলকিং শৈলীর উদ্ভিজ্জ উপাদানের অ্যারাবেস্ক মোটিফ ও উদ্ভিজ্জ উপাদানের ঝুলন্ত মোটিফ রয়েছে। তবে ফ্রেমের উপরে সারিতে মাঝখানে একটি ও দু'পাশে দুটি রোসেট রয়েছে, যার একটি বর্তমানে অনুপস্থিত। আবার এই প্রতিটি সারিকে লজেন্স ফ্রিজ ও পদ্ম পাপড়ি ফ্রিজের সরু বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে পৃথক করার জন্য। উল্লিখিত বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের কেন্দ্রে একটি বহু-পত্রী খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। তার খিলানটি দুটি বাঁধানো ইটের স্তম্ভের উপর রয়েছে। এই খিলান কুলুঙ্গির মুখটি ইন্টারলকিং শৈলীর উদ্ভিজ্জ উপাদানের অ্যারাবেস্ক নকশা দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। খিলান কুলুঙ্গির মুখের উপরে পোড়ামাটির দুটি রোসেট ও একটি দৃষ্টিনন্দিত চারাগাছ, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত পাতা, ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও অঙ্কুর দ্বারা আবর্তিত ছিল কিন্তু এখন তার সামান্য অস্তিত্ব আছে। ঠিক তার উপরে পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ চারটি সারি রয়েছে। নিচ থেকে প্রথম সারিতে ঝুলন্ত উদ্ভিজ্জ মোটিফ, দ্বিতীয় সারিতে ফুল ও অন্যান্য উপাদানের অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইন, তৃতীয় সারিতে আন্তঃসংযুক্ত শোয়ানো ঘন্টার মোটিফ, সবার উপরে চতুর্থ সারিতে পদ্ম পাপড়ি। খিলানের কুলুঙ্গির ভিতরে সবার নিচে একটি আয়তক্ষেত্রাকার ছোট প্যানেল ও তার উপরে আনুভূমিকভাবে কয়েকটি সারি রয়েছে। এই আয়তক্ষেত্রাকার ছোট প্যানেলের অ্যারাবেস্ক মোটিফের চওড়া বর্ডার লাইনের ভিতরে আবার আরেকটি বহু-পত্রী খিলানযুক্ত একটি ছোট কুলুঙ্গি রয়েছে। তার ভিতরে খিলান শীর্ষ থেকে নিচের দিকে একটি

---

১৪৩. Esrar Ahmed, January 31, 2014, https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152580372349638&set=oa.822607491090018

১৪৪. Asif Sirajum Monir, September 13, 2019, Assorted images of Gaur, Chapainawabganj. From Darashbari madrassa, Choto sonamasjid, chika masjid, Tohakhana etc. 8:54 am, 22-04-2023, https://www.facebook.com/groups/135768183107289/user/100003768654610/

১৪৫. Günther Eichhorn, *Muslim Architecture in Bangladesh,* Pictures from বাংলাদেশ (Bangladesh), 9:34 pm, 21-04-2023, https://www.guenther-eichhorn.com/bangladesh_islam.html

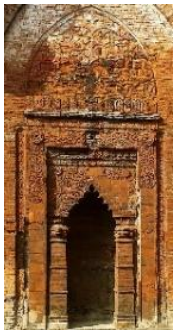
১৪৬. Raw Hasan, "Darasbari Mosque: The Third largest mosque of Ancient Capital", October 31, 2018, Published- 9:54 pm, 16-01-2023, https://nijhoom.net/bangladesh-travel/bangladesh-tourist-attractions/archaeological-sites/darasbari-mosque-gauda/

১৪৭. Esrar Ahmed, June 22, 2012, https://www.facebook.com/photo/?fbid=10151216250149638&set=oa.491493290868108

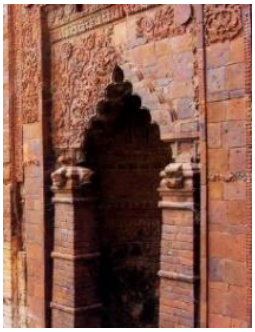
দ্বিপাখাযুক্ত চেইনের নিচে ঝুলন্ত দুল, জালি নকশা এবং ভিতরে কুলুঙ্গির উপরে উদ্ভিজ্জ মোটিফ ও রোসেট রয়েছে । আবার এই খিলান কুলুঙ্গির ভিতর ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের উপরে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত অনুভূমিকভাবে যে কয়েকটি সারি রয়েছে তার ওপরে ঝুলন্ত উদ্ভিজ্জ মোটিফ, ডাটা পত্র সহ রোসেট, সর্পিল লতা যার আবর্তনে ফুল, পাতা ও অঙ্কুর, লজেন্স মোটিফ, পদ্ম পাপড়ি, উদ্ভিজ্জ উপাদানের মেরলন ফ্রিজ ইত্যাদি আরো মোটিফ দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে।

এই পোড়ামাটির অলংকৃত কম্পোজিশনের মাঝখানে কার্নিশ ডিজাইনের উপরে অনুভূমিকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদান দ্বারা অলংকৃত এক সারি মেরলন ফ্রিজ রয়েছে। এই মেরলন ফ্রিজের ঠিক মাঝখানে উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত একটি অলংকৃত ফুলদানিও রয়েছে যার চিহ্ন উপস্থিত। ঠিক এই মেরলন ফ্রিজের সারির উপরে উপরোল্লিখিত একটি গম্বুজ আকৃতির পোড়ামাটির টাইমপ্যানাম রয়েছে। এই টাইমপ্যানামে অনেক অনুভূমিক ও উলম্ব লজেন্স ফ্রিজের সরু লাইন টানা রয়েছে, তাতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য চারকোণা বক্স। সেই বক্সের ভিতরে অপেক্ষাকৃত নিচু তলে রয়েছে গোলাপ নকশা, যাকে কৌণিকভাবে স্থাপনকৃত পদ্ম পাপড়ির ফেম দ্বারা মাউন্ড করা হয়েছে।

চিত্র ৫৮ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ



চিত্র ৫৮ ক



চিত্র ৫৮ খ



চিত্র ৫৮ গ



চিত্র ৫৮ ঘ

চিত্র ৫৮ ক :- অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৮]

চিত্র ৫৮ খ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৪৯]

চিত্র ৫৮ গ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৫০]

চিত্র ৫৮ ঘ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৫১]

---

১৪৮. 7:00 am, 09-05-2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darasbari_Mosque_3.jpg

১৪৯. Esrar Ahmed, November 20, 2015, https://www.facebook.com/photo/?fbid=10154347580314638&set=oa.1231254283558668

১৫০. Raw Hasan, "Darasbari Mosque: The Third largest mosque of Ancient Capital", October 31, 2018, Published- 9:54 pm, 16-01-2023, https://nijhoom.net/bangladesh-travel/bangladesh-tourist-attractions/archaeological-sites/darasbari-mosque-gauda/

১৫১. Asif Sirajum Monir, September 13, 2019, Assorted images of Gaur, Chapainawabganj. From Darashbari madrassa, Choto sonamasjid, chika masjid, Tohakhana etc. 8:54 am, 22-04-2023, https://www.facebook.com/groups/135768183107289/user/100003768654610/


চিত্র ৫৮ ঙ


চিত্র ৫৮ চ


চিত্র ৫৮ ছ


চিত্র ৫৮ জ

চিত্র ৫৮ ঙ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৫২]

চিত্র ৫৮ চ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৫৩]

চিত্র ৫৮ ছ : অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৫৪]

চিত্র ৫৮ জ : পোড়ামাটির ফলক[১৫৫]

গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এই পোড়ামাটির কম্পোজিশনটিও পূর্বের বর্ণনাকৃত কম্পোজিশনের প্রায় অনুরূপ তবে সামান্য কিছু পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমন– পোড়ামাটির এই কম্পোজিশনের ভিতরে অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইনের নিচে যে বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেল রয়েছে তার ভিতর ও কার্নিশ ডিজাইনের উপরে টাইমপ্যানামের অলংকৃত নকশায় কিছু পার্থক্য রয়েছে।

উপরোল্লিখিত এই বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের কেন্দ্রের গভীর পৃষ্ঠতলে উত্তীর্ণ অলংকৃত দৃষ্টিনন্দিত চারা গাছের ঠিক ওপরে অনুভূমিকভাবে বিভিন্ন মোটিফ দ্বারা অলংকৃত তিন সারির নকশা রয়েছে। এখানে নিজ থেকে প্রথম সারিতে উদ্ভিজ্জ মোটিফের ঝুলন্ত ফ্রিজ, দ্বিতীয় সারিতে ডাটা পাতাসহ গোলাপ নকশা, অপেক্ষা অনেক সরু তৃতীয় সারিতে লজেন্স ফ্রিজ রয়েছে। আবার এখানে এই বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের কেন্দ্রের গভীর পৃষ্ঠতলে ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের উপর ও দু'পাশে ফ্রেম রয়েছে। সেগুলো ইন্টারলকিং উদ্ভিজ্জ উপাদানের অ্যারাবেস্ক মোটিফ দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বড় আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের কেন্দ্রে একটি বহু-পত্রী খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। এই খিলান কুলুঙ্গির মুখের ইন্টারলকিং শৈলীর উদ্ভিজ্জ উপাদানের অ্যারাবেস্ক মোটিফের ওপরে পোড়ামাটির দুটি রোসেট ও বাম পাশে একটি দৃষ্টিনন্দিত চারাগাছ, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত পাতা, ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও অঙ্কুর দ্বারা আবর্তিত রয়েছে এবং ডান পাশে সামান্য অংশ রয়েছে।

আবার কম্পোজিশনের মাঝখানের কার্নিশ ডিজাইনের ওপরে লাগোয়া মেরলন মোটিফের সারির ওপরে যে

---

১৫২. প্রাগুক্ত।

১৫৩. 13 August, 2020, 9:23 pm, 21-04-2023, https://contextbd.com/ruins-darasbari-mosque-rare-historical-account-architecture-medieval-bengal/

১৫৪. Günther Eichhorn, "Muslim Architecture in Bangladesh", Pictures from বাংলাদেশ (Bangladesh), 9:34 pm,21-04-2023, https://www.guenther-eichhorn.com/bangladesh_islam.html

১৫৫. Asif Sirajum Monir, September 13, 2019, Assorted images of Gaur, Chapainawabganj. From Darashbari madrassa, Choto sonamasjid, chika masjid, Tohakhana etc. 8:54 am, 22-04-2023, https://www.facebook.com/groups/135768183107289/user/100003768654610/

টাইমপ্যানাম রয়েছে, তার সবু লজেন্স ফ্রিজের বর্ডার লাইনের ভিতরে অনুভূমিকভাবে কয়েকটি সারি রয়েছে, যা ইন্টারলকিং উদ্ভিজ্জ উপাদানের অ্যারাবেস্ক মোটিফ দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। এছাড়া পুরো কম্পোজিশনের ভিতরের অন্যান্য অলংকরণে পূর্বের চিত্র- গ এর থেকে কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। দরাসবাড়ি মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে পুনরুদ্ধারকৃত ইলিয়াস শাহী আমলের রাজকীয় ও সামাজিক মেজাজের প্রতিফলন দেখা যায়। সেসময়ের শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় সংস্কৃতি, শিল্প ও কারুশিল্পসহ পোড়ামাটির ফলকের উত্থান ঘটে। মসজিদের দেয়ালের পৃষ্ঠদেশের বিভিন্ন অংশে বিচক্ষণতার সাথে উচ্চতা ও গভীরতায় স্থাপনকৃত পোড়ামাটির কম্পোজিশনগুলো একটি স্থানিক বৈপরীত্য তৈরি করেছে ফলে এর নান্দনিক বিষয়টি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা কম্পোজিশনের ভিতরে পোড়ামাটির অলংকরণগুলো ঘন এবং প্রায় কোনো অংশই অলংকরণ শূন্য নয় তবে তা দৃষ্টি আকর্ষক। বিশেষ করে স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত মসজিদের বহিরাঙ্গনের দেয়ালের পোড়ামাটির কম্পোজিশন ও অভ্যন্তরের পশ্চিমা কিবলা দেয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণে ইন্টারলকিং জটিল অ্যারাবেস্ক নকশা এবং চারাগাছ বা সর্পিল লতানো লতা, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত পাতা, কুঁড়ি, ফুল দ্বারা আবর্তিত নকশার উপাদানে এসময়ের পোড়ামাটির শিল্পীদের করণ-কৌশল ও শৈল্পিক দক্ষতার উৎকর্ষের উচ্চ অবস্থা প্রকাশ করে। এছাড়াও পোড়ামাটির অলংকরণে জ্যামিতিক ও বিমূর্ত মোটিফের বিপরীতে স্থানীয় উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ মোটিফের প্রাধান্যের ব্যবহার উন্নত শৈলী ও শৈল্পিক দক্ষতারই সাক্ষ্য বহন করে। সর্বোপরি দরাসবাড়ি মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনগুলো ভারসাম্যপূর্ণ ও রুচিসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং এগুলো বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকে থাকাটা বাংলার মুসলিম পোড়ামাটির শিল্পে ব্যবহৃত উন্নত কৌশল-প্রযুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

### (ছ. ৫) হোসেন শাহী আমলের পোড়ামাটির ফলক

১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে হাবশি শাসক শামসুদ্দিন মোজাফফর শাহের (সিধি বদর দিওয়ানা) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার ইতিহাসের একটি অন্ধকার সময়ের অবসান ঘটে। পূর্বের নৈরাজ্য পরিহার করে বাংলার শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার জনগণ আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সৈয়দ আশরাফ আল হোসাইনির পুত্র ও সুলতান মুজাফফর শাহের পদচ্যুত উজির সাইয়্যেদ আলাউদ্দিন আবুল মুজাফফর হোসেন শাহকে রাজা ঘোষণা করে।[১৫৬]

এই সাইয়্যেদ আলাউদ্দিন হোসেন শাহই বাংলায় হোসেন শাহী (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫৭]

এই হোসেন শাহী রাজবংশের শাসকগণের শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও উদার কর্মকাণ্ডের ফলে যেমন বাংলায় শান্তি সমৃদ্ধি ও ধর্মীয় সম্প্রীতির এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে সাহিত্য, স্থানীয় শিল্প ও কারুশিল্পকে অনুপ্রেরণা দিয়ে সত্যপীরের সংস্কৃতিতে পরিণত করে।[১৫৮]

কিন্তু ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলায় মুসলিম ধ্রুপদি স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের যে বিকাশ হয়েছিল তার অবসান ঘটে ইলিয়াস শাহীদের অন্তর্ধাণের মাধ্যমে। কেননা হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্যগুলোর কাঠামোগত নকশা বা অলংকরণের বৈশিষ্ট্যগুলোতে কোনো নতুনত্ব দেখা যায়নি। যেমন– দাখিল দরজার দৃষ্টিনন্দিত নকশা ও অতীব মহিমান্বিত অনুপাত আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্থাপত্যের উপাদানগুলোর মতো পোড়ামাটির অলংকরণেও পূর্বের যুগের যে বৈশিষ্ট্যগুলো

---

১৫৬. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 116.

১৫৭. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 157.

১৫৮. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 117.

বিকশিত হয়েছিল তা বিশ্বস্তভাবে অনুলিপি করা হয়েছিল হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্যগুলোর পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণেও। আবার পোড়ামাটির অলংকরণে বিষয়ের ক্ষেত্রেও কোন অভিনবত্ব বা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও কোনো সূক্ষ্মতার প্রকাশ দেখা যায়নি।[১৫৯]

তবে চকচকে টাইলসের ব্যবহারের সমৃদ্ধি ছাড়া বিশেষ কোনো সৃষ্টি ছিল না। হোসেন শাহী আমলের স্থাপত্য দুটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল যেমন, (ক) ইটশৈলী– যে ভবনগুলো সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এবং পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত ছিল। (খ) ইট ও পাথর শৈলী– যে ভবনগুলোর সম্মুখে পাথর ও পাথরের স্লাবের ওপরে পোড়ামাটির অলংকৃত মোটিফের অনুকরণে খোদাই করা নকশা ছিল। তবে সেগুলোর ইটের খিলান ও গম্বুজের গাত্রে পোড়ামাটির ফলকের উপস্থাপন দেখা যায়। যদিও উপাদান ও করণ-কৌশল ভিন্ন, তবে দুটোর শিল্প শৈলী একই।[১৬০]

তবে হোসেন শাহী আমলের বিভিন্ন মসজিদের দেয়ালে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলগুলোর গঠন ও তার অলংকরণ প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে বাংলার মধ্যযুগীয় আমলের মন্দিরগুলোর অলংকারিক পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।[১৬১]

হোসেন শাহী আমলে রাজধানীসহ সমগ্র বাংলায় পোড়ামাটির অলঙ্করণ সমৃদ্ধ উভয় শৈলীর অসংখ্য স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। যেমন– গুমতি গেইট (১৫১২ খ্রি.), লোটন মসজিদ (১৪৯৩- ১৫১৯ খ্রি.), কদম রসুল মসজিদ (১৫৩১ খ্রি.), ঝনঝনিয়া মসজিদ (১৫৩৫ খ্রি.), ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬ খ্রি.), গুণমন্ত মসজিদ, খেরুর মসজিদ (১৪৯৫ খ্রি.), হেমতাবাদ মসজিদ (১৫০০ খ্রি.), রুকন খান মসজিদ (১৫১২ খ্রি.), শাহজাদপুর মসজিদ (১৫ শতক), নবগ্রাম মসজিদ (১৫২৬ খ্রি.), সাতগাঁও মসজিদ (১৫২৯ খ্রি.), গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯ খ্রি.), শংকরপাশা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), বাঘা মসজিদ (১৫২৩ খ্রি.), উসাইল মসজিদ (১৬শতক), মজলিস আউলিয়া মসজিদ (১৬শতক), সুরা মসজিদ (১৬শতক) ইত্যাদি।[১৬২]

তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য দুটি মসজিদ স্থাপত্যকর্মের পোড়ামাটির ফলকের চিত্রসহ বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

**(ছ. ৫. ক) বাঘা মসজিদের পোড়ামাটির ফলক**

হোসেন শাহী আমলের একটি দৃষ্টিনন্দিত মসজিদ 'বাঘা মসজিদ', যা রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা উপজেলা সদরে অবস্থিত।[১৬৩]

হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহ ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। দশ গম্বুজ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এই মসজিদটি ৭২ ফুট ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও

১৫৯. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 158.

১৬০. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 117-118.

১৬১ Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 172.

১৬২. abid., 159, 179.

১৬৩. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানে* (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৬), ৯২।

৪২ ফুট ২ ইঞ্চি প্রস্থ, যার চারকোণায় চারটি বৃহৎ আকারের কারুকাজখচিত অষ্টাভুজাকৃতির মিনার রয়েছে (চিত্র ৫৯ ক)।[১৬৪]

মসজিদের মিনারগুলোর দেয়ালসহ বাইরের চারপাশ্বের দেয়াল এবং ভিতরের মিহরাব আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত যা পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। বহির্দেয়ালের মাঝখানে অনুভূমিকভাবে চলমান লজেন্স ফ্রিজ দ্বারা অলংকৃত একটি স্ট্রিং-কোর্স রয়েছে যা শুধু প্রবেশদ্বারের কাছে এসে ভাঙছে। এই স্ট্রিং-কোর্সের নিচে ও উপরের অংশে যথাক্রমে খাড়া ও উল্টানো মেরলন ফ্রিজ রয়েছে। আবার বহু-পত্রী খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারগুলো প্রশস্ত আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামো এবং বিভিন্ন ডিজাইনের ভিতরে স্থাপিত ছিল (চিত্র ৫৯ খ, গ, ঘ)। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে চমৎকার ও সুচারুভাবে অলংকৃত তিনটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবের উভয় পার্শ্বে কুলুঙ্গির উপরে প্রধানত লতানো গোলাপ ফুল, গাছ ও মোচড়ানো পাতা, ফুলদানির নকশা, আঙুরলতা, ঝুলন্ত চেইনযুক্ত দুল, জালির নকশার অলংকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এই মিহরাবগুলোর উপরে উৎকীর্ণ সুবিন্যস্ত কম্পোজিশনের সূক্ষ্ম অলংকৃত নকশায় হোসেন শাহী আমলের মৃৎশিল্পী ও কারিগরদের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র ৫৯ ঙ, চ, ছ)। আয়তক্ষেত্রকার কুলুঙ্গিগুলো পোড়ামাটির প্রাচুর্যপূর্ণ গাছ ও ফল দ্বারা পূর্ণ ছিল যেমন– এই অঞ্চলে উৎপন্নকৃত স্থানীয় ফল আমের থোকা ঝুলন্ত অবস্থায় চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়াও আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলগুলোতে ইন্টারলকিং অ্যারাবেস্ক মোটিফ, গোলাপ, ঝুলন্ত পাতার ফ্রিজ, লতাপাতা ও উদ্ভিজ্জ মেরলন মোটিফ ইত্যাদি অলংকৃত ছিল (চিত্র ৫৯ জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ)। মসজিদের কোনায় স্থাপিত অষ্টভুজাকৃতি মিনারগুলো সমভাবে ছাঁচ দ্বারা তৈরি পোড়ামাটির ইট এবং লতাপাতা, গোলাপ, গাছের ডাল, হীরক ইত্যাদি নকশার পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত ছিল। সর্বোপরি গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই মসজিদের বাহিরে ও ভিতরের সমস্ত পোড়ামাটির অলংকরণে স্থানীয় লোকঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের ছাপ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিল্পী ও কারিগরদের পরিপক্কতা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে, যা মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বাংলার পোড়ামাটির ফলককে নতুনভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

চিত্র ৫৯ : বাঘা মসজিদের পোড়ামাটির ফলক- ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড


চিত্র ৫৯ ক


চিত্র ৫৯ খ


চিত্র ৫৯ গ


চিত্র ৫৯ ঘ

চিত্র ৫৯ ক : অষ্টাভুজাকৃতি মিনারসহ অলংকৃত দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক[১৬৫]

---

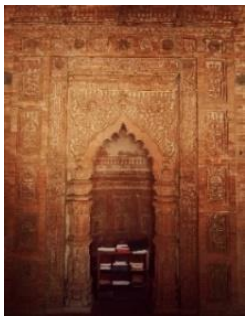
১৬৪. Ahmad Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication No.7, 1961), 159.

১৬৫. 7:33 am, 14-05-2023, https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g667998-d3462807-Reviews-Bagha_Mosque-Rajshahi_City_Rajshahi_Division.html

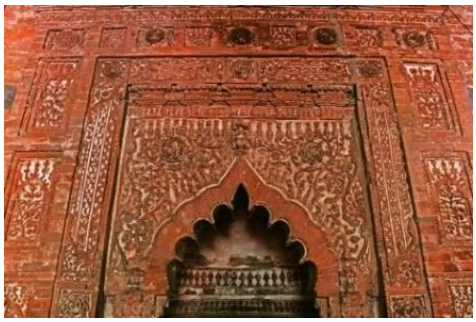
চিত্র ৫৯ খ : বাহিরের দেয়ালের অংশবিশেষের পোড়ামাটির ফলক।[১৬৬]

চিত্র ৫৯ গ : বাহিরের দেয়ালের অংশবিশেষের পোড়ামাটির ফলক।[১৬৭]

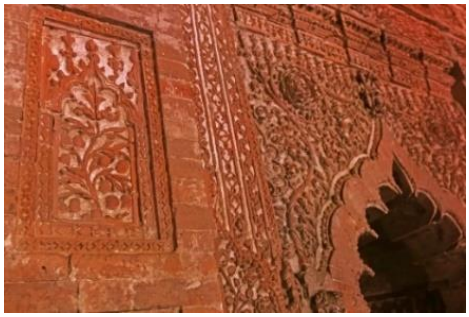
চিত্র ৫৯ ঘ : বাহিরের দেয়ালের অংশবিশেষের পোড়ামাটির ফলক।[১৬৮]



চিত্র ৫৯ ঙ



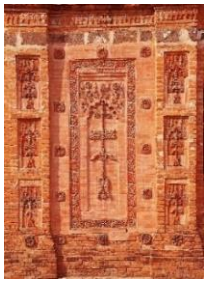
চিত্র ৫৯ চ



চিত্র ৫৯ ছ

চিত্র ৫৯ ঙ : পশ্চিম দেয়ালের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক।[১৬৯]

চিত্র ৫৯ চ-ছ : পশ্চিম দেয়ালের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক।[১৭০]



চিত্র ৫৯ জ



চিত্র ৫৯ ঝ



চিত্র ৫৯ ট



চিত্র ৫৯ ঠ



চিত্র ৫৯ ড

চিত্র ৫৯ জ : আয়তক্ষেত্রকার অলংকৃত প্যানেলের পোড়ামাটির ফলক।[১৭১]

---

১৬৬. প্রাগুক্ত।

১৬৭. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bagha_Mosque#/media/File:Bagha_Mosque_Terracotta_6.jpg 9:40 am, 21-04- 2023,

১৬৮. Günther Eichhorn, "Muslim Architecture in Bangladesh", Pictures from বাংলাদেশ (Bangladesh) 9:34 pm,21-04-2023, https://www.guenther-eichhorn.com/bangladesh_islam.html

১৬৯. 7:33 am, 14-05-2023, https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g667998-d3462807-Reviews-Bagha_Mosque-Rajshahi_City_Rajshahi_Division.html

১৭০. Adventurer Family, "Bagha Shahi Masjid – An Archaeological Marvel in Rajshahi, Bangladesh", Feb 11 2022, 06:57 am, 14-05-2023, https://www.adventurerfamily.com/bagha-shahi-masjid-an-archaeological-marvel-in-rajshahi-bangladesh/

১৭১. Günther Eichhorn, "Muslim Architecture in Bangladesh", Pictures from বাংলাদেশ (Bangladesh), 9:34 pm,21-04-2023, https://www.guenther-eichhorn.com/bangladesh_islam.html)

চিত্র ৫৯ ঝ-ঞ : আয়তক্ষেত্রকার অলংকৃত প্যানেলের ভিতর অংশের পোড়ামাটির ফলক।[১৭২]

চিত্র ৫৯ ট-ড : আয়তক্ষেত্রকার অলংকৃত প্যানেলের ভিতর অংশের পোড়ামাটির ফলক।[১৭৩]

**(ছ. ৫. খ) খেরুর মসজিদের পোড়ামাটির ফলক**

পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ হোসেন শাহী আমলের আরেকটি মসজিদ 'খেরুর মসজিদ', যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী থানার খেরুর গ্রামে অবস্থিত। প্রাপ্ত শিলালিপির তথ্যানুযায়ী সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে জনৈক রাফাত খান ১৪৯৩-৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। পাথরের আটটি পোস্তা বা আয়তক্ষেত্রাকার লম্বা স্তম্ভ ছাড়া সম্পূর্ণ ইটের তৈরি আয়তাকৃতির মসজিদটির চারকোনায় চারটি মিনারসহ পাঁচটি প্রবেশদ্বার ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি প্রাথনা কক্ষ এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বারান্দা রয়েছে। মসজিদের মিনার ও চারিদিকের বহির্পৃষ্ঠের দেয়াল এবং ভিতরের কিবলা দেয়ালসহ অন্যান্য দেয়াল বিভিন্ন আকারের কম্পোজিশনের পোড়ামাটির নকশা সমৃদ্ধ ফলক দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। যার অলংকরণের সাথে ধুনিচক মসজিদ, সুরা মসজিদ, বাঘা মসজিদসহ হোসেন শাহী আমলের আরো অন্যান্য মসজিদের অলংকরণের সাথে সাদৃশ্য দেখা যায়।[১৭৪]

(১) পশ্চিম দিকের বাহিরের দেয়ালের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৬০ ক



চিত্র ৬০ খ



চিত্র ৬০ গ



চিত্র ৬১



চিত্র ৬২

১৭২. Adventurer Family, "Bagha Shahi Masjid – An Archaeological Marvel in Rajshahi, Bangladesh", Feb 11 2022, 06:57 am, 14-05-2023, https://www.adventurerfamily.com/bagha-shahi-masjid-an-archaeological-marvel-in-rajshahi-bangladesh/

১৭৩. Günther Eichhorn, "Muslim Architecture in Bangladesh", Pictures from বাংলাদেশ (Bangladesh), 9:34 pm, 21-04-2023, https://www.guenther-eichhorn.com/bangladesh_islam.html

১৭৪. Pratip Kumar Mitra, "Kherur Mosque", Banglapedia, *National Encyclopedia of Bangladesh,* Last Edited on 18-06-2018, at 01:18, 6:18 am, 18-05-2023, https://en.banglapedia.org/index.php/Kherur_Mosque

চিত্র ৬০ ক-গ : পশ্চিম দিকের বাহিরের দেয়ালের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক[১৭৫]

চিত্র ৬১ : মিনারের দেয়ালের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক[১৭৬]

চিত্র ৬২ : সম্মুখ দেয়ালের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক[১৭৭]

মসজিদের পশ্চিম দিকের বাহিরের দেয়ালে নকশা সমৃদ্ধ তিনটি অনুভূমিক বন্ধনী রয়েছে। এই বন্ধনীগুলোর নিচে ও উপরে উদ্ভিজ্জ উপাদানের জটিল অ্যারাবেস্ক নকশা এবং লতা-পাতা-উদ্ভিজ্জ উপাদান দ্বারা বেষ্টিত প্রস্ফুটিত গোলাপের খোপ নকশা রয়েছে। (চিত্র ৬০) মিনারের দেয়ালে অনুরূপ পোড়ামাটির খোপ নকশাসহ উদ্ভিজ্জ উপাদানের জটিল অ্যারাবেস্ক নকশা এবং অনুভূমিকভাবে তিন সারিতে রয়েছে ফুল, লতা, পাতা, কুঁড়ির অলংকৃত নকশা। (চিত্র ৬১) মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি প্রবেশদ্বারের দু'পাশে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত উলম্বভাবে বিভিন্ন চারকোণার খোপের ভিতর বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক পোড়ামাটির অলংকৃত নয়নাভিরাম নকশা ছিল যার সামান্য আজও বিদ্যমান। (চিত্র ৬২) সেই দেয়ালে উৎকীর্ণ বিভিন্ন নকশার মধ্যে থেকে দুটির চিত্রসহ বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো।

(২) মসজিদের সম্মুখ দেয়ালের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক


চিত্র ৬৩

চিত্র ৬৩ : সম্মুখ দেয়ালের অলংকৃত নকশার পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৭৮]

মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে উলম্বভাবে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের কম্পোজিশনের মধ্যে একটি চারকোণার কম্পোজিশন যা উচ্চতায় দীর্ঘ ও প্রস্থে কম। এই কম্পোজিশনের কেন্দ্রে একটি বহু-পত্রী খিলান কুলুঙ্গির অভ্যন্তরে অলংকৃত ফুলদানির একটি মোটিফ রয়েছে। এই ফুলদানির গায়ের ওপর উৎকীর্ণ লতা থেকে দু'পাশে উদ্ভূত হচ্ছে ডালাসহ ফুল, কুঁড়ি ও লতাপাতা। এখানে এই ফুলদানির মোটিফের মাথার উপরে দু'দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আবার সুসজ্জিতভাবে অলংকৃত ফুলের কুঁড়ি ও লতা পাতা। এই কুলুঙ্গির নিচে ও তার দু'পাশে অলংকৃত তিন সারির একটি মাউন্ড রয়েছে।

১৭৫. 6:07 am, 24-05-2023, https://www.youtube.com/watch?v=WtmthrIid7A

১৭৬. Amitabha Gupta, "*racking the ancient terracotta mosques of Bengal*", 7:08 am, 17-05-2023, ,https://www.outlookindia.com/outlooktraveller/see/story/44299/the-terracotta-mosques-of-bengal

১৭৭. অনল আবেদিন, আনন্দ বাজার পত্রিকা অনলাইন, ১৭ মে ২০২৩, 7:18AM, 17-05-2023, https://www.anandabazar.com/west-bengal/nadia-murshidabad/earthquake-damages-centuries-old-kheru-dome-mosque-at-sagardighi-1.142591

১৭৮. Amitabha Gupta, "Terra Incognita", January 2016,10:02 pm, 17-05-2023, https://amitabhagupta.files.wordpress.com/2013/08/terracotta_mosques_outlook.pdf

এই মাউন্ডের অলংকরণটি এভাবে করা হয়েছে, যেমন– নিচের সারির মাঝখান থেকে উদ্ভূত দুটি লতানো লতা দু'পাশের সারি বেয়ে উপরে উঠে গেছে এবং এই লতানো লতার গা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে ফুল, কুঁড়ি লতা-পাতা ইত্যাদি। আবার খিলান কুলুঙ্গির মুখের সমতল ব্যান্ডের উপরে ফুল, কুঁড়ি ও লতাপাতার অলংকৃত নকশা রয়েছে। ঠিক তার উপরে আনুভূমিকভাবে দুইটি সারি রয়েছে। যার উপরের সারিতে রয়েছে অর্ধ ফুটন্ত কুঁড়ির ফ্রিজ এবং নিচের সারিতে রয়েছে ঝুলন্ত পাতার ফ্রিজ।


চিত্র ৬৪

চিত্র ৬৪ : সম্মুখ দেয়ালের অলংকৃত নকশার পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৭৯]

সম্মুখ দেয়ালের অলংকৃত বিভিন্ন কম্পোজিশনের মধ্যে আরেকটি চারকোণার কম্পোজিশন যা, উচ্চতা দীর্ঘ ও প্রস্থে কম। এই কম্পোজিশনের কেন্দ্রে খিলান কুলুঙ্গির অভ্যন্তরে একটি দৃষ্টিনন্দিত অলংকৃত চারা গাছ রয়েছে। যার দু'পাশের ডালপালায় রয়েছে ফুল, কুঁড়ি, লতাপাতা ও অর্ধ ফুটন্ত কুঁড়ি। এই খিলান কুলুঙ্গির নিচে ও দু'পাশে ইন্টারলকিং মোটিফের সারি দ্বারা মাউন্ড করা হয়েছে। আবার খিলান কুলুঙ্গির মুখের সমতল ব্যান্ডের উপরে ফুল, অর্ধ ফুটন্ত কুঁড়ি ও লতাপাতার অলংকৃত নকশা রয়েছে। ঠিক তার উপরে অনুভূমিক দুটি অলংকৃত সারি রয়েছে, যার উপরের সারিতে রয়েছে ফুল ও ফুটন্ত কুঁড়ির ফ্রিজ এবং নিচের সারিতে রয়েছে ঝুলন্ত পাতার ফ্রিজ।

এছাড়াও সম্মুখ দেয়ালের তিনটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে বাকি দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শুধু একটি প্রবেশদ্বারের উপর ও দু'পাশে পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত নকশা রয়েছে। বিদ্যমান নকশা সম্বলিত প্রবেশদ্বারের মুখের উপরে অর্ধবৃত্তাকার এক সারিতে রয়েছে লতানো লতা, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত ফুল, কুঁড়ি ও লতাপাতা। এই সারির উপরে রয়েছে ডাল পাতাসহ গোলাপ নকশা। ঠিক তার উপরে রয়েছে অনুভূমিক কয়েকটি সারির অলংকৃত নকশা। প্রবেশদ্বার সহ উপরিউক্ত এই নকশাটিকে ঘিরে উপরে অনুভূমিকভাবে একসারি ও দু'পাশে উলম্বভাবে রয়েছে তিন সারির নকশা।

এই তিন সারির মধ্যে দুটিতে রয়েছে গোলাপ নকশা এবং উপর ও মাঝখানের সারিটিতে রয়েছে লতানো লতা, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে পাতা, ফুলের কুঁড়ি, গোলাপ ফুল ও অঙ্কুর দ্বারা অলংকৃত নকশা। (চিত্র ৬৫) আবার সম্মুখ দেয়ালের প্রতিটি কার্নিশ ডিজাইনের উপরে ও নিচে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ উপাদানের উর্ধ্বমুখি ও নিম্নমুখি মোটিভ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দিকের কিবলা দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত তিনটি গম্বুজ

১৭৯. Dipanjan Sinha, "The Terracotta Mosques Of Bengal", January 23 2021-10:30 pm, 9:05 pm, 16-01-2023, https://www.zenger.news/2021/01/23/the-terracotta-mosques-of-bengal/



চিত্র ৬৫

চিত্র ৬৫ : গোলাপ নকশা এবং লতানো লতা, ফুলের কুঁড়ি, গোলাপ ও অঙ্কুর নকশা[১৮০]

আকৃতির মিহরাব রয়েছে। মাঝখানের মিহরাবটি তুলনামূলকভাবে একটু বড়। মাঝখানের ও উত্তর দিকের মিহরাবটি ভূমিকম্পের ফলে সামান্য নষ্ট হয়ে গেছে তবে দক্ষিণ দিকের মিহরাবটি এখনো ভালো অবস্থায় বিদ্যমান। এছাড়াও মসজিদের অভ্যন্তরের উত্তর ও দক্ষিণের দেয়ালে বিভিন্ন আকারের চারটি কম্পোজিশনের পোড়ামাটির ফলক রয়েছে।[১৮১]

নিম্নে এই তিনটি মিহরাবের ওপর উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকের চিত্রসহ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

(৩) মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ দিকের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৬৬ ক চিত্র ৬৬ খ চিত্র ৬৬ গ চিত্র ৬৬ ঘ

চিত্র ৬৬ : দক্ষিণ দিকের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক ক, খ, গ, ঘ[১৮২]

মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ দিকের মিহরাবের উপরে উৎকীর্ণ গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত

১৮০. A K Chatterjee, "Terracotta in Islamic structures of West Bengal", Jun 19, 2013, Published by- https://discover.hubpages.com/art/Islamic-terracotta-of-West-Bengal

১৮১. Pratip Kumar Mitra, "Kherur Mosque", Banglapedia, *National Encyclopedia of Bangladesh*, Last Edited on 18-06-2018, at 01:18, 6:18 am, 18-05-2023, https://en.banglapedia.org/index.php/Kherur_Mosque

১৮২. 10:46 pm, 17-05-2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kherur_Mosque_Interiors.jpg; A K Chatterjee, "Terracotta in Islamic structures of West Bengal", Jun 19, 2013, Published by- https://discover.hubpages.com/art/Islamic-terracotta-of-West-Bengal

উচ্চতায় দীর্ঘ ও প্রস্থে কম এই চারকোণার পোড়ামাটির কম্পোজিশনটির কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত ছোট চারকোণার একটি প্যানেল রয়েছে, যার ভিতরে রয়েছে একটি বহু-পত্রী খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি বা মিহরাব। যার খিলানটি ব্যান্ডযুক্ত কয়েকটি অলংকৃত মোটিফের স্তর দিয়ে সজ্জিত উলম্ব দুটি মোটা স্তম্ভের উপর রয়েছে। এই দুটি স্তম্ভের ওপর বিভিন্ন স্তরে উৎকীর্ণ হয়েছে উদ্ভিজ্জ উপাদানের মেরলন মোটিফ, লতানো লতা যার ডালপালায় রয়েছে ফুল, কুঁড়ি ও লতাপাতা এবং উর্ধ্ব ও নিম্নমুখি পদ্ম পাপড়ির মোটিফ। এই খিলান কুলুঙ্গির মুখের দু'পাশে পূর্বের উল্লিখিত দুটি স্তম্ভের ঠিক উপরে উলম্বভাবে ব্যান্ডযুক্ত কয়েকটি অলংকৃত ফুলদানি রয়েছে। আবার খিলান কুলুঙ্গির ঠিক মুখের উপরে অলংকৃত নকশার একটি চওড়া বর্ডার লাইন রয়েছে। যার ওপর পুনরাবৃত্ত ফুটন্ত কুঁড়ির নকশা রয়েছে। ঠিক তার উপরে দু'পাশে দুটি উদ্ভিজ উপাদানের মেরলন মোটিফ, মাঝখানে ব্যান্ডযুক্ত কয়েকটি ফুলদানি, গোলাপ নকশা এবং তাদের উপরে দুই সারিতে ঝুলন্ত ফুল-পাতার মোটিফ ও পদ্ম পাপড়ির ফ্রিজ রয়েছে। খিলান কুলুঙ্গির ভিতরে গভীর পৃষ্ঠতলের কেন্দ্রে রয়েছে

একটি কুলুঙ্গি, যার ওপর অলংকৃত হয়েছে লতানো লতা, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ফুল, কুঁড়ি ও লতাপাতা। এই অলংকৃত কুলুঙ্গিটির উপর ও দু'পাশে তিনটি সারি রয়েছে, যার ওপর ইন্টারলকিং উদ্ভিজ্জ উপাদানের অ্যারাবেস্ক মোটিফ দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। ঠিক তার উপরে তিন সারির বিভিন্ন মোটিফের অলংকৃত নকশা রয়েছে। আবার উপরে উল্লিখিত ছোট চারকোণার পোড়ামাটির অলংকৃত প্যানেলটির উপরে ও দু'পাশে তিন সারির অলংকৃত নকশা দ্বারা তাকে মাউন্ড করা হয়েছে। এই তিন সারির মাঝখানে সারি ওপর অলংকরণ করা হয়েছে লতানো লতা, যার ডালপালা থেকে উদ্ভূত হয়েছে ফুটন্ত ফুল, কুঁড়ি, অর্ধ ফুটন্ত ফুল ও লতাপাতা ইত্যাদি এবং অন্য দুই সারিতে রয়েছে গোলাপ নকশা, যা একটির থেকে অন্যটিকে ফাঁকা রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এই তিন সারির নকশার উপরে রয়েছে আরো তিনটি অনুভূমিক সারি। নিচ থেকে প্রথম সারিতে রয়েছে ফুল-লতা-পাতার অলংকৃত নকশা, দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে আন্তঃসংযুক্ত ঘণ্টার মোটিফ দ্বারা অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইন এবং তৃতীয় সারিতে রয়েছে উদ্ভিজ্জ উপাদানের মেরলন ফ্রিজ। আবার এই অনুভূমিক মেরলন ফ্রিজের মাঝখানে রয়েছে একটি অলংকৃত ফুলদানি।

(৪) মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের মাঝখানের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৬৭ ক চিত্র ৬৭ খ চিত্র ৬৭ গ চিত্র ৬৭ ঘ

চিত্র ৬৭ ক-ঘ : মাঝখানের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক[১৮৩]

মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের মাঝখানের গম্বুজ আকৃতির এই মিহরাবের উপর উৎকীর্ণ গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনটি উপরে উল্লিখিত দক্ষিণ দিকের মিহরাবের প্রায় অনুরূপ

১৮৩. 10:46 pm, 17-05-2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kherur_Mosque_Interiors.jpg

তবে কম্পোজিশনের ভিতরে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন– ভেঙে যাওয়ার কারণে এই কম্পোজিশনের কেন্দ্রে যে অপেক্ষাকৃত ছোট চারকোণার প্যানেল ছিল তা নেই। তবে সেই প্যানেলের উপরে পুনরাবৃত্ত উদ্ভিজ্জ উপাদানের নকশা এবং লতানো লতা ও ফুলের নকশা দ্বারা অলংকৃত দুটি সারি বিদ্যমান। আবার এই মিহরাবের খিলান কুলুঙ্গির ভিতরে গভীর পৃষ্ঠতলের অলংকৃত নকশায় কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন– এখানে পূর্বের মিহরাবে বর্ণনাকৃত একই উপাদান দ্বারা অলংকৃত দুটি কুলঙ্গি রয়েছে যাকে লতানো লতা, ফুলকুঁড়ি ও লতাপাতার নকশা দ্বারা উপর ও দু'পাশে মাউন্ড করা হয়েছে। এই মাউন্ডের ঠিক উপরে জালি কর্ম, লজেন্স ফ্রিজ ও জটিল উদ্ভিজ্জ উপাদানের নকশা দ্বারা অলংকৃত অনুভূমিক তিনটি সারি রয়েছে। আবার কম্পোজিশনের কেন্দ্রের চারকোনার ছোট প্যানেলটির উপরে ও দু'পাশে চার সারির গোলাপ, লতানো লতা, কুঁড়ি ও লতাপাতার নকশা দ্বারা তাকে মাউন্ড করা হয়েছে। ঠিক তার উপরে আরো অনুভূমিক তিনটি অলংকৃত সারি রয়েছে। নিচ থেকে প্রথম সারিতে রয়েছে ফুল ও লতাপাতার ঝুলন্ত নকশা, দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে লজেন্স ফ্রিজের কার্নিশ ডিজাইন এবং তৃতীয় সারিতে রয়েছে উদ্ভিজ্জ উপাদানের অলংকৃত মেরলন ফ্রিজ। তবে এখানে অনুভূমিক কার্নিশ ডিজাইন থেকে উদ্ভূত হয়েছে তিনটি  উলম্ব অলংকৃত নকশা। যার প্রতিটিতে একইভাবে রয়েছে উলম্বভাবে পরপর সাজানো দুটি অলংকৃত ফুলদানি এবং ফুলদানির মুখে রয়েছে একটি ফুটন্ত ফুল।

(৫) মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের উত্তর দিকের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৬৮ ক



চিত্র ৬৮ খ



চিত্র ৬৮ গ

চিত্র ৬৮ ক-গ : মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের উত্তর দিকের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক।[১৮৪]

মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের মসজিদের অভ্যন্তরে কিবলা দেয়ালের উত্তর দিকের মিহরাবটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে এই মিহরাবের উপর উৎকীর্ণ বিদ্যমান পোড়ামাটির ফলকের সামান্য নকশা দেখে বুঝা যায় এই মিহরাবের অলংকৃত নকশার বিষয় ও শৈলী মাঝখানের মিহরাবের নকশার অনুরূপ।

(৬) মসজিদের অভ্যন্তরে দক্ষিণ দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক

চিত্র ৬৯ : মসজিদের অভ্যন্তরের দক্ষিণ দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক।[১৮৫]

---

১৮৪. প্রাগুক্ত।

১৮৫. প্রাগুক্ত।


চিত্র ৬৯

মসজিদের অভ্যন্তরে দক্ষিণ পাশের দেয়ালে উলম্বভাবে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকের একটি চারকোণার কম্পোজিশন রয়েছে, যা উচ্চতায় দীর্ঘ ও প্রস্থে কম। এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনটির গঠন, বিষয়, কর্ম প্রক্রিয়া ও শৈলী বাঘা মসজিদের বহির্পৃষ্ঠের দেয়ালে ব্যবহৃত পোড়ামাটির কম্পোজিশনের প্রায় অনুরূপ। এই কম্পোজিশনের কেন্দ্রে চারকোণার একটি ছোট প্যানেল রয়েছে। যার ভিতরে একটি বহু-পত্রী খিলান কুলুঙ্গি রয়েছে। সেই কুলুঙ্গির অভ্যন্তরের ফাঁকা জায়গায় খিলান শীর্ষ থেকে নিচের দিকে ফুল, পাতা দ্বারা অলংকৃত ঝুলন্ত লতায় রয়েছে পোড়ামাটির প্রাচুর্যপূর্ণ ফুল-পত্ররাজি ও ফলের থোকা। এই বহু-পত্রী খিলানটি ইউ প্যাটার্নের সারির উপর রয়েছে, যা ইন্টারলকিং পুষ্পের মোটিফ দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। এই খিলান কুলুঙ্গির মুখের উপরে ডাল–লতা-পাতা সমন্বিত গোলাপ নকশা রয়েছে। ঠিক তার উপরে অনুভূমিক দুই সারির নকশা রয়েছে, উপরের সারিতে রয়েছে গোলাপ ও অর্ধ ফুটন্ত ফুলের নকশা এবং নিচের সারিতে রয়েছে উদ্ভিজ্জ উপাদানের ঝুলন্ত নকশা। উপরে আলোচিত চারকোণার ছোট প্যানেলটিকে ঘিরে তার উপরে ও দু'পাশে তিন সারির একটি মাউন্ড রয়েছে। এই তিন সারির মাউন্ডের ওপর অলংকৃত গোলাপ নকশা ও লম্বা লতানো লতায় রয়েছে ফুল-কুঁড়ি, পাতা ইত্যাদি। আবার এই মাউন্ডের উপরের সারির ঠিক উপরে রয়েছে তিন সারির অনুভূমিক নকশা, যা যথাক্রমে নিচের সারিতে উৎকীর্ণ হয়েছে উদ্ভিজ্জ উপাদানের ঝুলন্ত নকশার ফ্রিজ, মাঝখানের সারিতে রয়েছে লজেন্স ফ্রিজের অলংকৃত কার্নিশ ডিজাইন এবং উপরের সারিতে রয়েছে পাতার অলংকৃত ফ্রিজের নকশা। আবার মাঝ সারির লজেন্স ফ্রিজের ঠিক মাঝখান থেকে উদ্ভূত হয়েছে উর্ধ্বমুখি পর পর সাজানো দুটি অলংকৃত ফুলদানি। উপরের ফুলদানির মুখে রয়েছে ফুলেল নকশা।

খেবুর মসজিদের বাইরে ও ভিতরের দেয়ালে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের অধিকাংশ নকশাই স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ রিলিফ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে একঘেয়েমিতা থাকা সত্ত্বেও এই মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনগুলো ভারসাম্যতার সাথে মার্জিতভাবে যথাযথস্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং কম্পোজিশনের বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। তবে পোড়ামাটির ফলকের বিষয় ও কর্ম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো নতুনত্ব দেখা যায়নি বরং পূর্বের যুগের বিকশিত বিষয়, করণ-কৌশল ও বৈশিষ্ট্যগুলোর পুনরাবৃত্তি মাত্র, সেখানে তার উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষমতা নেই বললেই চলে। কিন্তু বিভিন্ন মোটিফগুলোর জটিল ও সুচারু বিন্যাস, ইন্টারলকিং অ্যারাবেস্ক উদ্ভিজ্জ উপাদানের মোটিফের ব্যবহার, বিভিন্ন মাত্রায় ফুল ও উদ্ভিদ উপাদানের উপস্থাপন এবং সূক্ষ্ম অংকন ইত্যাদিতে সেসময়ের মুসলিম শিল্পীদের সাধনালব্ধ চিন্তা ও সুনিপুণ কর্ম দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে খেবুর মসজিদসহ হোসেন শাহী আমলের আরো অন্যান্য

মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের গঠনের সুচারু বিন্যাস, সূক্ষ্ম অলংকরণের করণ-কৌশল ও শৈলী পরবর্তীকালে বাংলার মোগল আমল এবং তার পরবর্তী সময়ের মসজিদসহ সনাতন ধর্মীয় মন্দিরগুলোর পোড়ামাটির ফলকের অলংকারিক পরিকল্পনায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

**(জ) মোগল আমলের পোড়ামাটির ফলক**

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।[১৮৬]

কিন্তু বাংলায় দুশত বছরের স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে শেরশাহ সুরি বংশ (১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও কররানি আফগান বংশ (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) দীর্ঘ সময় বাংলার শাসনভার পরিচালনা করে।[১৮৭]

এই কররানি আফগানদের পরাজিত করে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর বাংলায় মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।[১৮৮]

এই ভারতীয় মোগল সম্রাটদের অধীনে মোগল প্রাদেশিক শাসকরা বাংলায় প্রায় ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন।[১৮৯]

বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে মোগল আমলে নির্মিত দু'ধরনের পোড়ামাটির ফলক সম্বলিত স্থাপত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন– ইসলাম ধর্মের মসজিদ ও সনাতন ধর্মের মন্দির স্থাপত্য। নিম্নে মোগল আমলের মসজিদ ও মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, পোড়ামাটির অলংকরণ শৈলী ও নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথমে আলোকপাত করা যাক মোগল আমলের ইসলামি স্থাপত্য ও তার অলংকরণ বিষয় নিয়ে। সুলতানি আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য মোগলদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা আলাদা। মোগলদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লি, আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি অথবা লাহোরে যে মেজাজে স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তারই প্রাদেশিক সংস্করণ ছিল বাংলার ঢাকার স্থাপত্যগুলো।[১৯০]

বাংলার মাটিতে সৃষ্টি হওয়া বহুকাল প্রচলিত সনাতনী স্থাপত্য ধারা, যা আকারগত ও অলংকরণের দিক থেকে আঞ্চলিক জলবায়ু ও পরিবেশের অনুকূলে ছিল। কিন্তু বাংলার ঢাকায় আফগান ও মোগলদের তৈরি স্থাপত্য- শৈলী ও অলংকরণে দিল্লির প্রভাবের কারণে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কেননা নতুন বিজেতা শক্তিসমূহের দিল্লির স্থাপত্য নির্মাণ কৌশল ও উপকরণ ব্যবহারের অভিরুচি উত্তরোত্তর বাংলার সনাতনী পদ্ধতির স্থাপত্যের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলায় মার্বেল বা বেলে পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে স্থাপত্যের অলংকরণ ও নকশা-শৈলীতে মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী যুগের ইট নির্মিত স্থাপত্যের দিকেই নজর দেয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী কালের ইট নির্মিত স্থাপত্যে

---

১৮৬. 7: 44 am, 16- 01-2026, ÒMughal dynasty IndiaÓ, 1526-1857, https://www.britannica.com/topic/Mughal-dynasty

১৮৭. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 250.

১৮৮. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুন নেছা খন্দকার, সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, স্থাপত্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৩১২।

১৮৯. নীহার ঘোষ, *মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে ইসলামী শিল্পশৈলী* (কলকাতা : অমর ভারতী, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ), ২১।

১৯০. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুন নেছা খন্দকার, সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, স্থাপত্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৩১২।

পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের বদলে স্থাপত্যের অলংকরণ, সাজ-সজ্জাকৃত প্যানেল, আয়তক্ষেত্রকার চিত্র, খিলান সদৃশ কাঠামো, জালি অলংকরণ নকশা, মেরলন মোটিফ, ইন্টারলকিং উদ্ভিজ্জ উপাদান ইত্যাদি চুন-বালির পলেস্তরা ও নানা রঙের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়েছিল। পাল্টে গেল স্থাপত্যের নকশাও কেননা এসময়ে পারস্যের দীর্ঘায়িত পার্শ্বিক গম্বুজ শৈলীর উপস্থিতি এবং ক্রমশ সরু ক্ষুদ্র আর্চ যুক্ত প্রধান প্রবেশদ্বার ইত্যাদি অলংকরণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।[১৯১]

সাম্রাজ্যবাদী শৈলীর আক্রমণের মুখে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণে সেসময়ের মসজিদ স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের ব্যবহার অনেকটাই হ্রাস পায়। কিন্তু ঢাকায় যখন দিল্লির প্রভাবিত মোগল রীতির বিকাশ ঘটছিল তখন ঢাকার অদূরে বিক্ষিপ্তভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই স্থাপত্যে সুলতানি আমলের সনাতনী পোড়ামাটির অলংকরণ রীতির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, সে সময়ের বিভিন্ন স্থাপত্যে সুলতানি আমলের সেই হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির ফলকের করণ-কৌশল ও শৈলীর সাথে মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী non figurative পোড়ামাটির বিষয়বস্তু, করণ-কৌশল ও শৈলীর সংশ্লেষণে যে নতুন ফর্ম, পদ্ধতি ও শৈলীর সৃষ্টি হয় তারই প্রতিফলন দেখা যায়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও সুলতানি আমলে ব্যবহৃত প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তুর প্রতিফলন দেখা যায়। এই ভাবধারায় মোগল আমলে নির্মিত পোড়ামাটির ফলক সংবলিত স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯), ময়মনসিংহের এগারসিন্দুর সাদি মসজিদ (১৬৫২), চট্টগ্রামের কদম মুবারক মসজিদ (১৭২৩), রংপুরের কাজীপাড়া মসজিদ, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর মসজিদ (১৫৮২)।[১৯২]

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোকপাত করা যাক মোগল আমলের নির্মিত সনাতন ধর্মের মন্দির স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ বিষয় সম্পর্কে। বাংলা মোগলদের অধিকারে আসার পর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তৎকালীন সময়ের মসজিদ স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের ব্যবহার কিছুটা হ্রাস পেলেও এই উন্নত শৈল্পিক বিষয়টি সনাতন ধর্মীয় মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। অধিকতর নতুন পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নব উদ্যমে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ রীতি পরিবর্তিত হয়ে সতের শতক থেকে বাংলার সনাতন ধর্মীয় মন্দির স্থাপত্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, যা মুসলিম যুগের পূর্বের বিকাশকে ধরে রেখে মধ্যযুগের পরবর্তী সময়ে বাংলার মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের সমৃদ্ধি, নিজস্ব শৈলীর প্রকাশ বা পুনর্জাগরণ এই ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না। কেননা মোগল রাজাদের ধর্মীয় উদারনীতির ফলে সনাতন ধর্মীয় লোকজন রাজকীয় বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়। যার ফলে তাঁদের ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য এবং আর্থিক সমৃদ্ধির প্রভূত উন্নতি হয়, যা বড় আকারের পোড়ামাটির ফলক সংবলিত মন্দির স্থাপত্য নির্মাণে উৎসাহ যোগায়। আবার এসময়ে মন্দির নির্মাণের অতুলনীয় সমৃদ্ধিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রভাব ফেলে তা হলো শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব এবং তার প্রচারিত ভক্তি মতবাদ– যা ঈশ্বরের কাছে উঁচু-নিচু বর্ণ আর জাত সবই সমান। যার কারণে ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য নিম্ন বর্ণের জমিদাররা এই মতবাদ গ্রহণ করে মন্দির স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁদের ভক্তি ও সামাজিক মর্যাদা লাভের কামনা প্রকাশ করে। দীর্ঘ দিনের বিরাজমান জাতিভেদ প্রথাকে আহত করে একটি নবজীবনের সূত্রপাত হয়; যার ফলে বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির শিল্প ও স্থাপত্য নির্মাণকল্পে এক রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, যা মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের মধ্য দিয়ে সেই পুরানো ঐতিহ্যবাহী সনাতনী ধারার বিষয়বস্তু, করণ-কৌশল ও শৈলীর সাথে মুসলমানদের বয়ে আনা মধ্য এশিয়ার পোড়ামাটির ফলকের জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লেষণের মাধ্যমে

১৯১. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পাদক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪২৯।

১৯২. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুন নেছা খন্দকার, সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, স্থাপত্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৩১৫, ৩১৭-৩১৯।

পূর্বের থেকে আরো পরিণত হয়ে এক নতুন বিকশিত শিল্পধারার সৃষ্টি হয়। এই সংশ্লেষিত শৈলীর অভিনবত্ব বিষয়বস্তু ও করণ-কৌশলের চমৎকার রচনাগুলির পরিকল্পনা এবং সম্পাদন অসাধারণ পুনর্জাগরিত সৃজনশীলতাকে প্রদর্শন করে, যা তৎকালীন মৃৎশিল্পীদের সময়োপযোগী সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন এবং মোগল শৈলীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।[১৯৩]

সে সময়ে এই সংশ্লেষিত নতুন শিল্পধারার অলংকরণ শৈলীর নব প্রকাশভঙ্গি ও চমৎকার উপস্থাপনে ভক্তি মতবাদের বিষ্ণু ও কৃষ্ণ-রাধার প্রতি উৎসর্গকৃত মন্দিরের পাশাপাশি শক্তি মতবাদের শিব-কালীর প্রতি উৎসর্গকৃত মন্দিরও তৈরি হয়েছিল। এই মন্দিরগুলোর গঠন কাঠামো সুলতানি আমলের তৈরি বাংলার চিরায়ত কুঁড়ের ঘরের আদলে ইট নির্মিত বক্রাকার ছাদের স্থাপত্য-শৈলীর অনুকরণে করা হয়, যা চৌচালা বা আটচালা ছাদ বিশিষ্ট এক বাংলা বা জোড় বাংলা মন্দির। তবে এসময়ে রত্ন বা টাওয়ারযুক্ত মন্দির স্থাপত্যরীতিও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পোড়ামাটির ফলক দেয়ালে স্থাপন বা অলংকরণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা ধরন অনুসরণ করা হতো। ছোট মন্দিরগুলোর ক্ষেত্রে সম্মুখ দেয়াল, খিলান, পার্শ্বদেয়াল এবং ভিত্তিগুলোতে পোড়ামাটির ফলকের স্থাপন বা অলংকরণের প্রাধান্য থাকতো। কিন্তু বড় মন্দিরগুলোর ক্ষেত্রে পিলারসহ চারদিকের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক স্থাপন করা হতো কোনো জায়গা ফাঁকা না রেখে। এসময়ের মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত দৃশ্যাবলি, বিভিন্ন দেব-দেবী, পৌরাণিক বিষয়াদি, প্রাণীচিত্র নির্ভর বিষয়াদি, উদ্ভিজ্জ নকশা, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক বিষয় দক্ষতা ও সূক্ষ্মতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন ফিগারেটিভ কম্পোজিশনে ধর্মীয়, পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি সুলতানি আমলের ইসলামিক স্থাপত্যের ইন্টারলকিং শৈলীর লতানো লতা পাতা, ফুল, লতা, পাতা এবং জ্যামিতিক মোটিফের ব্যবহার লক্ষণীয়। যা ষোলো শতক থেকে আঠারো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত এই পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ শৈলী বাংলার (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা) বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পোড়ামাটির ফলক সংবলিত মন্দিরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুগলির বৈচিগ্রাম মন্দির (১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ), বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির রাস মঞ্চ মন্দির (১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ), যশোরের রায়নগরের মন্দির (১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), দিনাজপুরের নবরত্ন কান্তজির মন্দির (১৭২২ খিষ্টাব্দ)।[১৯৪]

এছাড়াও মুর্শিদাবাদের গোকর্ণের নরসিংহ মন্দির (১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ), বর্ধমানের বৈদ্যপুরের জোড়া দেউল মন্দির (১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ), বর্ধমানের কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ), বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির (১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ), শ্যামরায় মন্দির (১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) আরও ইত্যাদি।[১৯৫]

সামগ্রিকভাবে বলা যায়– এই মোগল আমলের বিকশিত মন্দির স্থাপত্যের পোড়ামাটির অলংকরণগুলি তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিল : এক– জৈব এবং বিমূর্ত মোটিফের সমান্তরালে ছোট আকারের প্রবর্তন, দুই ঐশ্বরিক চিত্রের চিত্রায়ন এবং তিন রাজকীয় ও সামাজিক বিষয়াবলির উপস্থাপন। এই সংশ্লেষিত শৈলীর পোড়ামাটির ফলকগুলো একটি নতুন দৃষ্টিগোচর ভাষা নিয়ে এসেছে, যা বাংলার পোড়ামাটির শিল্পের দৃষ্টান্তের এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রদর্শন করে। বিশেষ করে ক্যামিও (Cameo)-এর ধারাবাহিকতায় অ্যাপ্লিক (Applique) টেকনিক ফিরে এসেছে যা একাধিক কম্পোজিশনসহ আরও জটিল রচনা নিয়ে। চিত্রের পটভূমি আগের মতই সমান ছিল কিন্তু মানুষের ফিগারগুলো বিভিন্ন প্রোফাইলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফিগারগুলোর আকার এবং অনুপাত আরও কাঠামোগত হয়ে একাধিক কম্পোজিশনসহ আরও জটিল রচনা নিয়ে। চিত্রের পটভূমি আগের মতই সমান ছিল কিন্তু মানুষের

---

১৯৩. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পাদক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪২৯, ৪৩২।

১৯৪. প্রাগুক্ত।, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৭।

১৯৫. শ্রীলা বস ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ২৯-৩১, ৯৮, ১২৪।

ফিগারগুলো বিভিন্ন প্রোফাইলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফিগারগুলোর আকার এবং অনুপাত আরও কাঠামোগত হয়ে ওঠে, যখন তাদের বিভিন্ন অভিব্যক্তিগুলো মুখসহ শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাসে দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলকগুলো বেশিরভাগই অগভীর রিলিফ ছিল, যা পূর্বের মুসলিম স্থাপত্যের অনুরূপ তবে প্রান্তরেখা এবং শরীর ও পোশাকসহ অন্যান্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজগুলো আরও নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। চারিত্রিক বিষয়গুলো আরও সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পোশাক, হেডগিয়ার, অলংকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। বিভিন্ন শৈলীগত সীমাবদ্ধতার কারণে মোটিফগুলোর কিছুটা নিষ্প্রাণ অভিব্যক্তি অক্ষত ছিল, কিন্তু তাদের সামগ্রিক উপস্থিতি স্পষ্টভাবে নান্দনিকতার একটি নতুন রূপ প্রদর্শন করেছে। বিভিন্ন মোটিফের কাঠামো এবং তাদের অলংকরণগুলো একসাথে একটি অনন্য চাক্ষুষ চেহারা তৈরি করেছিল, যা একটি দীর্ঘ ও গতিশীল বিবর্তনে দৃশ্যমান চিন্তাধারার লোকায়েত উপসর্গের বিভিন্ন মোটিফ, নিদর্শন ও নকশার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মাধ্যমে বাংলায় একটি সাংস্কৃতিক ধারার সিরিজ নির্মাণ করেছিল। বিশেষ করে মোগল আমলে নির্মিত সব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে চৈতন্য আন্দোলনের ফলে দেবলোক-নরলোকসহ শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মীয় ঐতিহ্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং তার সাথে সামাজিক নানান বিষয়ের উপস্থাপনে মৃৎশিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নে মোগল আমলে নির্মিত কয়েকটি মসজিদ ও মন্দিরের অলংকরণের বিষয় ও শৈলী নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

### (জ. ১) আতিয়া মসজিদের পোড়ামাটির ফলক

মোগল আমলের দৃষ্টিনন্দিত পোড়ামাটির অলংকরণ সংবলিত আতিয়া জামে মসজিদটি টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে দেলদুয়ার উপজেলার একটি ছোট গ্রাম আতিয়াতে অবস্থিত। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে এই প্রাচীন মসজিদটি বায়েজিদ খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী মহান সাধক শাহ বাবা কাশ্মীরির সম্মানে ১৬১০-১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন। প্রায় চারশত বছরের পুরানো বর্গাকার আকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির পূর্বদিকে তুলনামূলক ছোট তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার বারান্দা রয়েছে এবং মসজিদের চারকোণায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির মিনার রয়েছে। এই মসজিদের বহির্ভাগের কাঠামো ১৮.২৯ মি. ও ১২.১৯ মি. এবং দেয়ালের পুরুত্ব ২.২৩ মি। মসজিদের সম্মুখে পূর্বদিকে খিলানবিশিষ্ট তিনটি প্রবেশদ্বার এবং উত্তর ও দক্ষিণ পাশে দুটি করে প্রবেশদ্বার রয়েছে। বিশেষ করে বাংলার ছনের কুঁড়েঘরের কার্নিশের ন্যায় মসজিদের ধনুকবক্রাকার কার্নিশ এবং পূর্ব ও উত্তর পাশের দেয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণে উৎকীর্ণ হয়েছে বাংলার গ্রামের খড়ের তৈরি কুঁড়েঘরের বাঁশের বেড়ার খোপ নকশা, যা বাঁশের ছালাঘর থেকে ইটের নির্মাণে এ ধরনের উদ্ভাবন শিল্পমানে দৃষ্টিনন্দিত এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে একেবারে নবরূপায়ণ। যার পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ শৈলীর সাথে গৌড়ের ঝনঝনিয়া মসজিদ (১৫৩৫ খ্রি.) ও কদম রসুল মসজিদের (১৫৩০ খ্রি.) পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ শৈলীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[১৯৬]

মসজিদটির স্থাপত্যে সাম্রাজ্যবাদী মোগল বৈশিষ্ট্যের সাথে স্বাধীন সুলতানি বৈশিষ্ট্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ দেখা যায়। যেমন– মসজিদটির বারান্দাসহ বর্গাকার আকৃতির কক্ষ, সমতল সম্মুখভাগ, বাঁকা ধনুকবক্রাকৃতির কার্নিশ, চমৎকার পোড়ামাটির অলংকরণ, অনুভূমিক স্ট্রিং-কোর্স হলো সুলতানি আমলের স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আবার সেখানে কুলুঙ্গিযুক্ত প্যানেলিং দ্বারা অলংকৃত প্লাস্টার করা বুরুজ, কোণার বুরুজের উপর অন্ধ কিয়স্ক (kiosk), প্লাস্টার করা পৃষ্ঠের প্যানেলিং, মেরলন দিয়ে অলংকৃত অষ্টভুজাকৃতির গম্বুজ, একটি পদ্মের ভিত্তির উপর কলস টাইপ

১৯৬. আয়েশা বেগম, আতিয়া মসজিদ, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* খণ্ড ১, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ১৭৪-১৭৫।

করা ফিনিয়াল ইত্যাদি মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।[১৯৭]

ঐতিহাসিক এই মসজিদটির শুধু সম্মুখের পূর্ব পার্শ্ব ও উত্তর পার্শ্বের বাহিরের দেয়ালের পৃষ্ঠ এবং অভ্যন্তরের পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের তিনটি মিহরাবসহ ভিতরের পিলার ও প্রবেশদ্বারের উপর পোড়ামাটির সমৃদ্ধ অলংকরণ দেখা যায়, যা মোগল আমলের পোড়ামাটির ফলক অলংকরণের ধারাবাহিকতাকেই প্রমাণ করে। কিন্তু মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশের দেয়াল, বুরুজসহ অন্যান্য অংশে পোড়ামাটির অলংকরণের কোনো চিহ্ন নেই বা অতীতের কোনো সাজসজ্জার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি কুলুঙ্গিযুক্ত মিহরাব রয়েছে এরমধ্যে কেন্দ্রীয়টি বড় এবং প্রাচীরের উচ্চতা বরাবর বাইরে আয়তক্ষেত্রাকার অভিক্ষেপ দেখা যায়।[১৯৮]

(ক) মসজিদের বাহিরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ

মসজিদের পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বের বাইরের পূর্ণাঙ্গ দেয়াল পোড়ামাটির ফলক ও ইট খোদাই নকশাতে চমৎকার আঞ্চলিক মোটিফের অলংকরণে আচ্ছাদিত। পূর্ব পার্শ্বের দেয়ালের পৃষ্ঠটি একটি অনুভূমিক স্ট্রিং-কোর্স দ্বারা বিভক্ত, যা প্রবেশদ্বারের খিলানগুলোর একটু উপরে জুড়ে রয়েছে। স্ট্রিং-কোর্সের ওপরটি পোড়ামাটির লজেন্সের সারি দিয়ে সজ্জিত। বাঁকা ধনুকবক্রাকৃতির কার্নিশ ডিজাইন এবং স্ট্রিং-কোর্সের উপরে মধ্যবর্তী প্রাচীরের পৃষ্ঠটি অনুভূমিকভাবে তিন সারিতে একই রকম অসংখ্য আয়তক্ষেত্রাকার পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল রয়েছে, যার উপরের প্রথম সারিতে অলংকৃত ডায়মন্ড নকশার চারদিকের মাউন্ডের ভিতরে একটি চারকোণার ফ্রেমের মধ্যে একটি অলংকৃত চারা গাছ রয়েছে। দ্বিতীয় সারিতে ডায়মন্ড নকশা, পাতাসহ লতানো লতা ও ইন্টারলকিং গোলাপ নকশার চারদিকের মাউন্ডের ভিতরে খিলান ও চারকোণা ফ্রেমের মধ্যে গোলাপ, চারা গাছ ও উদ্ভিজ্জ মোটিফের ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। তৃতীয় সারিতে ডায়মন্ড নকশাসহ ইন্টারসেক্টিং পাতাসহ লতানো লতার নকশার চারদিকের মাউন্ডের ভিতরে খিলান ও চারকোণা ফ্রেমের মধ্যে উদ্ভিজ্জ মোটিফের ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। আবার এই অসংখ্য আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলগুলো উলম্ব ও অনুভূমিকভাবে চওড়া বর্ডার লাইন দ্বারা প্রতিটিকে আলাদা করা হয়েছে, যার ওপর রয়েছে ব্যবধানযুক্ত অসংখ্য অলংকৃত গোলাকার গোলাপ নকশা। স্ট্রিং-কোর্সের নিচে ও উপরে এক সারি করে পোড়ামাটির নেকলেস নকশা, যার সাথে দুল রয়েছে এবং স্ট্রিং-কোর্সের নীচের অলংকৃত সারির নিচে পর্যায়ক্রমে ব্যবধানযুক্ত গোলাকার গোলাপ নকশা রয়েছে। ট্রিপল বাঁকা কার্নিস ডিজাইনের মধ্যবর্তী স্থানগুলোও পোড়ামাটির অলংকৃত মোটিফ দ্বারা সজ্জিত : উপরের সারিতে রয়েছে জালি প্যাটার্ন, যা গোলাপ নকশা দ্বারা একে অপরের থেকে পৃথক করা হয়েছে। মাঝের সারিটি একটি অবিচ্ছিন্ন জালি নকশা দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে। সবার নিচের সারিতে ইন্টারসেক্টিং নেকলেসের সাথে দুলসহ একটি ফ্রিজ রয়েছে। স্ট্রিং-কোর্সের নিচে দেয়ালের পৃষ্ঠটিতেও অসংখ্য শোভাময় অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল রয়েছে। প্রতিটি দরজার খিলান আলংকারিক আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেল দ্বারা গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে ইন্টারসেক্টিং লতা, জালি প্যাটার্ন, ইন্টারলকিং উদ্ভিজ্জ মোটিফ ও গোলাপ নকশা। এছাড়া প্রতিটি দরজার খিলানের অলংকৃত আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেলের উভয় পাশে উলম্ব ও অনুভূমিক মোটা লাইনের অসংখ্য খোপের ভিতর তিন ধরনের অলংকৃত নকশা রয়েছে। যেমন– এক– লম্বালম্বিভাবে ইন্টারলকিং গোলাপ নকশা, দুই– উপরে ও নিচে উদ্ভিজ্জ মোটিফসহ গোলাকার গোলাপ নকশা, যার দু'পাশে ইন্টারলকিং গোলাপ নকশা, তিন মাঝখানে উর্ধ্বমুখি দুলসহ নেকলেস নকশা ও উদ্ভিজ্জ নকশা, যার উপরে ও নিচে ডবল লাইন তার উপরে ও নিচে ইন্টারলকিং গোলাপ

১৯৭. Abu Sayeed M. Ahmed and Shaila Joarder, "Atiya Mosque at Tangail", 7:28 am, 26-05-2023, https://contextbd.com/atiya-mosque-at-tangail/

১৯৮. Muhammad Hafizulla khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1998), 203.

নকশা। পূর্ব পৃষ্ঠের দেয়ালের ভিত্তিতে রয়েছে দৈর্ঘ্যে কম প্রস্থে বেশি চারকোণার অলংকৃত প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছে ইন্টারলকিং গোলাপ নকশা, ইন্টারলকিং পাতাসহ লতানো লতা ও উদ্ভিজ্জ উপাদানের নকশা। আবার উত্তর পাশের দেয়ালে অলংকৃত কার্নিস ডিজাইনের নিচে পদ্ম পাপড়ির অলংকৃত তিনটি আঁকাবাঁকা স্ট্রিং-কোর্সের দ্বারা উলম্বভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগে পোড়ামাটির ফলকের উলম্ব আয়তাকার প্যানেলের অসংখ্য সারি রয়েছে। যার উত্থাপিত কোনো প্যানেলগুলোর অভ্যন্তরে ব্যবধানযুক্ত রোসেট দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। আবার অন্য কোনো প্যানেলগুলোর অভ্যন্তরে গোলাকার একটি বড় গোলাপ নকশার নীচে এবং উপরে একটি ডানাযুক্ত মোটিফ দেখা যায়, ঠিক এই নকশাটির উপরে ও নিচে উলম্বভাবে দুটি করে গোলাপ নকশাও রয়েছে। আবার কখনও এই নকশাটির উপরে ও নিচে অনুভূমিকভাবে দুটি করে গোলাপ নকশাও দেখা যায়। উত্তর পাশের দেয়ালের অলংকৃত চার সারির নিচে উত্তর-পশ্চিম কোণে সমতল দেয়ালের পরিবর্তে ভাঁজযুক্ত দেয়াল লক্ষ্যণীয়। যাতে নিচের দিকে অনুভূমিক ও উপরের দিকে উলম্বভাবে ভাঁজ এবং ভাঁজের ওপর অলংকৃত বিভিন্ন মোটিফের পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। সবার উপরের কার্নিশটি পোড়ামাটির চেকার (chequer), জালি ও গোলাপ নকশা দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।



চিত্র ৭০



চিত্র ৭১



চিত্র ৭০ : মসজিদের বাহিরের পূর্ব পাশের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ[১৯৯]

চিত্র ৭১ : স্ট্রিং-কোর্সের উপরের পোড়ামাটির ফলক[২০০]



চিত্র ৭২

১৯৯. 7:20 am, 26-05-2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Atia_Mosque

২০০. "Atiya Jame Mosjid" 7:18 am, 27-05-2023, https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g4971747-d10000780-Reviews-Atiya_Jame_Mosjid-Tangail_Dhaka_Division.html ; 7:05 am, 27-05-2023, https://mapio.net/pic/p-31188554/

চিত্র ৭২ : স্ট্রিং-কোর্সের নিচের পোড়ামাটির ফলক।[২০১]



চিত্র ৭৩ ক



চিত্র ৭৩ খ



চিত্র ৭৩ গ



চিত্র ৭৩ ঘ



চিত্র ৭৩ ঙ



চিত্র ৭৩ চ

চিত্র ৭৩ ক-চ : মসজিদের বাহিরের উত্তর পাশের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[২০২]

(খ) মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ

মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত তিনটি মিহরাব ছাড়াও ভিতরের পিলারের বিভিন্ন অংশে ও দরজার উপরে পোড়ামটির অলংকৃত ফলক রয়েছে। প্রতিটি মিহরাব কুলুঙ্গিকে ঘিরে পোড়ামাটির ফলকের একটি বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেল রয়েছে। তুলনামূলক বড় কেন্দ্রীয় মিহরাবের কুলুঙ্গিকে ঘিরে উভয় পাশে

২০১. 6:43 am, 27-05-2023, https://stock.adobe.com/lu_fr/images/detail-of-spectacular-intricate-terracotta-carving-with-floral-and-geometric-pattern-on-the-facade-of-ancient-atiya-or-atia-mosque-in-tangail-district-bangladesh/408256146

২০২. চিত্র-ক "Atiya Jame Mosjid", 7:18 am, 27-05-2023, https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g4971747-d10000780-Reviews-Atiya_Jame_Mosjid-Tangail_Dhaka_Division.html ; চিত্র-খ, গ– 7:05 am, 27-05-2023, https://mapio.net/pic/p-31188554/ ; চিত্র-গ Merina 2017, "Wonderful Architecture", 6:13 am, 27-05-2023, https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g4971747-d10000780-r541554925-Atiya_Jame_Mosjid-Tangail_Dhaka_Division.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=244616977 ; চিত্র-ঘ, ঙ, চ- অভিজিত দাস, "বাংলার টেরাকোটা", September 9, 2019, by শিক্ষাসভা, https://shikkhasova.wordpress.com/2019/09/09/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE/

ও উপরে দুটি অলংকারিক সীমানার দ্বারা অলংকরণ করা একটি বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেল রয়েছে, যার ভিতরে উলম্ব ও অনুভূমিকভাবে তুলনামূলক ছোট বড় চারকোণার অনেক ছোট ছোট প্যানেল এবং লম্বা প্যানেলও রয়েছে। এই ছোট ছোট প্যানেলগুলোর ভিতরে জালি বা জ্যামিতিক মোটিফের অলংকৃত মাউন্ডের ভিতরে খিলান মোটিফের মধ্যে চেইন, দুল, উদ্ভিজ্জ উপাদান ও জ্যামিতিক নকশা এবং লম্বা প্যানেলগুলোতে ক্রস-পাপড়ি এবং জালি নকশা দ্বারা চিত্রায়ণ করা হয়েছে। বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের ভিতরে যে বর্ডার লাইন রয়েছে তার ওপর ব্যবধানযুক্ত পোড়ামাটির গোলাকার গোলাপ নকশা দ্বারা এম্বুস করা হয়েছে। আবার বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের শীর্ষে অনুভূমিকভাবে তিন সারির শোভাময় বিভিন্ন মোটিফের অলংকৃত ফ্রিজ রয়েছে। এই ফ্রিজগুলো পোড়ামাটির ক্রস-পাপড়ির নকশা ও পোড়ামাটির ঝুলন্ত নেকলেসের সাথে দুলের ইন্টারসেক্টিং নকশার ফ্রিজ রয়েছে এবং তার উপরে দেয়ালের ছাদ পর্যন্ত অনুভূমিকভাবে ব্যবধানযুক্ত পোড়ামাটির গোলাকার গোলাপ নকশা রয়েছে। অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব কুলুঙ্গির ভিতরে সমতল প্লাস্টার করা স্প্যান্ড্রেলগুলোর নিচে এবং প্লাস্টার করা তিনটি ফয়েল খিলানের উপরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পোড়ামাটির ইন্টারসেক্টিং ডালপালার সাথে ঝুলন্ত ফুলের একটি অনুভূমিক ফ্রিজ রয়েছে। দক্ষিণের মিহরাবটিতে কুলুঙ্গির উভয় পাশে একক এবং উপরে ডাবল অলংকারিক সীমানার দ্বারা অলংকরণ করা একটি বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেল রয়েছে, যার শীর্ষদেশে অনুভূমিকভাবে তিন সারির শোভাময় বিভিন্ন মোটিফের অলংকৃত ফ্রিজ রয়েছে। এখানেও বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের ভিতরে উলম্ব ও অনুভূমিকভাবে তুলনামুলক ছোট বড় চারকোণার অনেক ছোট ছোট প্যানেল এবং লম্বা প্যানেলও রয়েছে। এই প্যানেলগুলোর ভিতরে গাছের মোটিফ, গোলাপ নকশা ও জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। এখানেও বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের ভিতরে যে বর্ডার লাইন রয়েছে তার ওপর ব্যবধানযুক্ত পোড়ামাটির গোলাকার গোলাপ নকশা রয়েছে। অন্যদিকে উত্তর পাশের মিহরাব কুলুঙ্গির উভয় পাশে ও উপরে বিভিন্ন মোটিফের অলংকারিক একক সীমানার দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। তবে উপরের সারির উপরে অনুভূমিকভাবে জ্যামিতিক মোটিফের অলংকৃত দুটি সরু সারি রয়েছে। আবার এই দুই সরু সারির উপরে একটি মেরলন মোটিফের অনুভূমিক সারি রয়েছে, ঠিক তার উপরে ব্যবধানযুক্ত পোড়ামাটির গোলাকার গোলাপ নকশার বর্ডার লাইনের ভিতরে চারকোণা ছোট ছোট প্যানেলের সারি রয়েছে। এই ছোট প্যানেলগুলোও জালি বা জ্যামিতিক মোটিফের মাউন্ডের ভিতরে গাছের মোটিফ, গোলাপ নকশা, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদান ও জ্যামিতিক নকশার দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। দক্ষিণ ও উত্তর পাশের মিহরাবের বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের উপরে দেয়ালের ছাদ পর্যন্ত অনুভূমিকভাবে ব্যবধানযুক্ত পোড়ামাটির গোলাকার গোলাপ নকশা রয়েছে। এছাড়াও মসজিদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন লম্বা চারকোণা পিলারের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন আকৃতিতে জ্যামিতিক নকশা, জালি নকশা, লজেন্স মোটিফ, মেরলন ফ্রিজ, পদ্ম পাপড়ি ও উদ্ভিজ্জ মোটিফ দ্বারা পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। আবার অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রবেশদ্বারের উপরে অনুভূমিকভাবে উচ্চতায় কম ও প্রস্থে অনেক বেশি চারকোণার একটি প্যানেল রয়েছে, যার ওপর উপরিউক্ত বিভিন্ন মোটিফের নকশা দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে।

(গ) মসজিদের অভ্যন্তরের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৭৪ ক



চিত্র ৭৪ খ

চিত্র ৭৪ ক-খ : মসজিদের অভ্যন্তরের মিহরাবের পোড়ামাটির ফলক। (ভিডিও থেকে নেওয়া)[২০৩]

(ঘ) মসজিদের অভ্যন্তরের পিলারের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষের চিত্র–



চিত্র ৭৫

চিত্র ৭৫ : মসজিদের অভ্যন্তরের পিলারের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষের চিত্র[২০৪]

সুলতানি, মোগল ও স্থানীয় স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের একত্রের সংশ্লেষণে নির্মিত আতিয়া মসজিদের বাহিরের ও অভ্যন্তরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে সুলতানি শৈলীর প্রতিফলন দেখা যায়। যা পূর্বে বর্ণিত এই মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ শৈলীর সাথে গৌড়ের ঝনঝনিয়া মসজিদ ও কদম রসুল মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের মিল পাওয়া যায়। গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত সুচারুভাবে সুদক্ষ শিল্পীদের দ্বারা অলংকৃত এই মসজিদের বাহির ও অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকগুলোর সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত কম্পোজিশন, ছন্দায়িত রূপের সুবিন্যাস, প্রচণ্ড দক্ষতার সাথে আকৃতি ও অলংকরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা, ইন্টারলকিং ও ইন্টারসেক্টিং শৈলীর উপস্থাপন, বাংলার গ্রামের খড়ের তৈরি কুঁড়েঘরের বাঁশের বেড়ার খোপ নকশার উপস্থাপন, নকশা-বিন্যাসগুলোতে প্রচলিত রীতির অনুসরণ, জ্যামিতিক-জালি-গোলাপ-মেরলন-লজেন্স-উদ্ভিজ্জ-পদ্ম পাপড়ি-ফুল-দুল ইত্যাদি নকশার দৃষ্টিনন্দিত প্রতীকী উপস্থাপন, যা মোগল শৈলীর শক্তিমত্তাকেই প্রকাশ করে। এই মসজিদের স্থাপত্যে মোগল ও সুলতানি বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখা গেলেও পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে সুলতানি আমলের পোড়ামাটির ফলকের ধারাবাহিকতাই উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এখানে কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– সুলতানি আমলে স্থাপত্যের পূর্ণাঙ্গ দেয়াল কোথাও কোনো ফাঁকা না রেখে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত করা হয়নি সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশবিশেষ বা দেয়ালের বিভিন্ন অংশ ফাঁকা রেখে অলংকরণ করা হয়েছে। কিন্তু আতিয়া মসজিদের বাহিরের দেয়ালের অলংকরণে সম্পূর্ণ দেয়াল কোথাও কোনো ফাঁকা জায়গা না রেখে বিভিন্ন বিষয়ের সুচারু অলংকরণ করা হয়েছে, যা স্থানীয় শিল্পীদের ঐতিহ্যমণ্ডিত উচ্চ সৃজনশীল দক্ষতার নান্দনিক প্রেরণার নতুনত্বকেই প্রমাণ করে। আবার এই মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালের পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্যানেল, কোণার বুরুজ, কোণার বুরুজের উপর অন্ধ কিয়স্ক, মেরলন দিয়ে অলংকৃত অষ্টভুজাকৃতির গম্বুজ এবং একটি পদ্মের ভিত্তির উপর কলস টাইপ করা ফিনিয়াল ইত্যাদি চুন মর্টার দিয়ে প্লাস্টার করা হয়েছে, যা মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরিশেষে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী মোগল শৈলী দ্বারা আক্রমণ করার পরেও পূর্বের পোড়ামাটির ফলকের যে নান্দনিক

২০৩. https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g4971747-d10000780-r541554925-Atiya_Jame_Mosjid-Tangail_Dhaka_Division.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=244616977

২০৪. অভিজিত দাস, "বাংলার টেরাকোটা", September 9, 2019, by শিক্ষাসভা, https://shikkhasova.wordpress.com/2019/09/09/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE/

ও জনপ্রিয় ঐতিহ্য ছিল তা এই সত্যকে অনেকটাই ধরে রেখেছে আতিয়া মসজিদের পোড়ামাটির অলংকরণ। কিন্তু অলংকরণে অসামান্য শৈল্পিক আবেদন থাকা সত্ত্বেও এই মসজিদের আলংকারিক মোটিফগুলোর একঘেয়ে উপস্থাপনসহ প্যানেলের পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাস দৃষ্টিশক্তিকে ক্লান্ত করে, যা প্রকৃতপক্ষে মসজিদ স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের অবক্ষয় পর্যায়ের ইঙ্গিত বহন করে।

### (জ.২) কমলাপুর মসজিদের পোড়ামাটির ফলক

সতের শতকের শেষ দিকের মোগল আমলের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট কমলাপুর মসজিদটি বরিশাল বিভাগের গৌরনদী উপজেলার কমলাপুর গ্রামে অবস্থিত। ইট দিয়ে বানানো চারকোণা মসজিদটি একটি নিচু বাঁধানো জায়গার উপরে স্থাপিত ও যার চারকোণায় চারটি অষ্টাভুজাকার বুরুজ এবং কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উভয়পাশে দুটি তুলনামূলক ছোট দুটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। এই মসজিদটির আয়তন ১৭.২২ মিটার × ৮.০৮ মিটার এবং দেয়ালের পুরুত্ব ১.৮৩ মিটার। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটি করে মোট পাচটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানযুক্ত  প্রবেশদ্বার রয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালে তিনটি প্রবেশদ্বারের মাঝখানেরটি অন্যগুলোর চেয়ে কিছুটা বড় এবং এটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে এই কারণে যে এই প্রবেশদ্বারটিকে ঘিরে সুলতানি বৈশিষ্ট্যের পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়ালে কিবলার দিকে তিনটি অর্ধ-অষ্টভুজ মিহরাব আছে। এর মধ্যে মাঝখানের মিহরাবটি বাইরের দিকে অভিক্ষিপ্ত এবং দু'প্রান্তে দুটি ছোট অষ্টভুজ বুরুজ রয়েছে। ইটের তৈরি মসজিদের অভ্যন্তরে বড় আকৃতির খিলানের সাহায্যে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভাগে একটি করে কন্দাকৃতির আকারের গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের বাহিরের গম্বুজগুলোর শীর্ষে চুন মর্টারের প্লাস্টার করা পদ্ম-কলস নকশার শোভাময় শীর্ষচূড়া রয়েছে। প্রধান প্রবেশপথে যে শিলালিপিটি ছিল তা বর্তমানে হারিয়ে গেছে। স্থানীয় ব্যক্তিদের তথ্য অনুসারে এটি মাসুম খানের কীর্তি বলে মনে করা হয় এবং এর স্থাপত্য নির্মাণশৈলী দেখে মসজিদটিকে সতেরো শতকের শেষ ভাগের কোনো স্থাপত্য বলে ধারণা করা হয়।[২০৫]

এই মসজিদের পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের সুলতানি শৈলীর পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল ও মসজিদের অভ্যন্তরের মিহরাবের উপর দুটি গোলাকার গোলাপ নকশা ছাড়া সম্পূর্ণ মসজিদের বাহিরের দেয়াল ও দেয়ালের বিভিন্ন চারকোণা প্যানেল, মসজিদের চারকোণায় বুরুজ, কোণার বুরুজের উপর অন্ধ কিয়স্ক, গম্বুজসহ গম্বুজের নিচে অলংকৃত মেরলন সারি এবং পদ্মের ভিত্তির উপর কলস টাইপ করা ফিনিয়াল, অভ্যন্তরের অংশ ও অন্যান্য অংশ ইত্যাদি চুন মর্টার দিয়ে প্লাস্টার করে করা হয়েছে, যা মোগল স্থাপত্য প্রধান শৈলীর বৈশিষ্ট্য।

এই মসজিদের পূর্বদিকের দেয়ালে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারটিকে ঘিরে বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকাজের দৃষ্টিনন্দিত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে।(চিত্র ৭৬ ক, খ)  এই বড় আয়তক্ষেত্রকার প্যানেলের কেন্দ্রে প্রবেশদ্বার লাগুয়া আরেকটি ছোট আয়তক্ষেত্রকার প্যানেল রয়েছে। (চিত্র ৭৬ গ) এই ছোট প্যানেলটিতে প্রবেশদ্বারের উভয় পাশে ও উপরে প্যানেলের নিচে ফুলদানি থেকে উদ্ভূত ইন্টারসেক্টিং শৈলীর পাতাযুক্ত লতানো লতার সূক্ষ কারুকাজের পোড়ামাটির ফলকের একটি সারি রয়েছে। এই সারির ভিতরে ও প্রবেশদ্বারের উপরে জায়গাটিতে ইন্টারসেক্টিং পাতাসহ লতানো লতার কারুকাজ ও উপরের দুই কোণায় দুটি বড় গোলাকার অলংকৃত

---

২০৫. এম. এ বারি, কমলাপুর মসজিদ, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* খণ্ড ২, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ৩২২-৩২৩
https://shikkhasova.wordpress.com/2019/09/09/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BE/

নকশার ভিতরে প্রস্ফুটিত গোলাপ নকশা রয়েছে। আবার এই ছোট প্যানেলটিকে ঘিরে উপরে ও দু'পাশে তিন সারির অলংকৃত নকশার ফ্রেম রয়েছে এবং এই তিন সারির ফ্রেমের নিচে অনুভূমিকভাবে আরো দুই সারির অলংকৃত ফ্রেম রয়েছে। (চিত্র ৭৬ ঘ) আবার এই প্রতিটি ফ্রেমকে লজেন্স মোটিফের চলমান নকশার মোটা লাইন দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত তিন সারির ফ্রেমের মধ্যে বাহিরের দিক থেকে তৃতীয় সারিতে দু'পাশের উলম্ব ফ্রেমের মধ্যে বিরতিহীনভাবে অসংখ্য অনুভূমিক পদ্ম পাপড়ির ছাঁচের সাথে চারকোণার জালি নকশার অলংকরণ রয়েছে এবং এই তৃতীয় সারির উপরের অনুভূমিক ফ্রেমে বিভিন্ন নকশার দ্বারা অলংকৃত একটি কার্নিশ ডিজাইন রয়েছে। মাঝখানের দ্বিতীয় সারিতে উলম্ব ও অনুভূমিক ফ্রেমের মধ্যে ইন্টারসেক্টিং শৈলীর পাতাসহ লতানো লতার নকশার অলংকরণ রয়েছে। ভিতরের দিকে থেকে প্রথম সারির উলম্ব ও আনুভূমিক ফ্রেমের মধ্যে নিয়মিত বিরতিতে অনুভূমিক ও উলম্ব ছোট মোটা লাইন দ্বারা পৃথকীকরণের মাধ্যমে চারকোণা সরু লাইনের ছোট ফ্রেমের ভিতর গোলাকার গোলাপ নকশা ও একই রকম ফ্রেমের ভিতর ধনুক মোটিফের (bow motif) নকশা দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। আবার উপরে উল্লিখিত তিন সারির ফ্রেমের নিচে অনুভূমিকভাবে যে দুই সারির অলংকৃত ফ্রেম রয়েছে তাতে পুনরাবৃত্তিমূলক গোলাকার গোলাপ নকশা ও ফুলের পাপড়ির নকশা এবং ইন্টারলকিং পাঁচমিশালী উদ্ভিজ মোটিফের জ্যামিতিক নকশা দ্বারা অলংকরণ করা হয়েছে। ধারণা করা হয় মসজিদের অভ্যন্তরের মিহরাবগুলোকে ঘিরে যে চারকোণা প্যানেলে রয়েছে সম্ভবত সেগুলোতে পোড়ামাটি অলংকৃত ফলক ছিল। কিন্তু এখন শুধু একটি মিহরাবের চারকোণা প্যানেলের ভিতরে মিহরাব কুলুঙ্গির উপরে দুই কোণায় দুটি চারকোনা স্লাবের ওপর অলংকৃত গোলাকার গোলাপ নকশা রয়েছে। (চিত্র ৭৬ ঙ)



চিত্র ৭৬ ক



চিত্র ৭৬ খ



চিত্র ৭৬ গ



চিত্র ৭৬ ঘ



চিত্র ৭৬ ঙ

চিত্র ৭৬ ক-ঙ : কমলাপুর মসজিদের বাহিরের ও অভ্যন্তরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন চিত্র[২০৬]

যদিও মোগল আমলের মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছিল সাম্রাজ্যিক মোগল শৈলীর প্রভাব দ্বারা তবে এর সাথে কিছু অসামান্য স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহাসিক সুলতানি শৈলীর প্রভাব যুক্ত ছিল, যা এই মসজিদ স্থাপত্যকে অনন্যতা দিয়েছে। সুলতানি পর্বের পোড়ামাটির ফলকের যে শৈলী তার অনুকরণে এই মসজিদের পোড়ামাটির ফলকগুলো স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত, সূক্ষ্ম কারুকাজ দ্বারা অলংকৃত, পরিকল্পিত-মার্জিত-দৃষ্টিনন্দিত কম্পোজিশনে সুবিন্যস্ত, যা মসজিদ স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের মোগল শৈলীর ক্ষয়িষ্ণু শক্তিমত্তাকেই প্রকাশ করে। এই মসজিদের পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত হয়েছে ছন্দায়িত ইন্টারসেক্টিং শৈলীর পাতাসহ লতানো লতার অলংকরণ, জালি নকশা, গোলাকার নকশার ভিতরে প্রস্ফুটিত গোলাপ নকশা, জ্যামিতিক ধনুক ও লজেন্স নকশা, পদ্ম পাপড়ির নকশা ও বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদানের নকশা ইত্যাদি। এই মসজিদের পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশন উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও পূর্বের থেকে

২০৬. 12:33 am, 17-07-2023, https://www.facebook.com/groups/136329576474814/posts/1367538973353862/

কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন– সুলতানি পর্বে পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশন স্থাপত্যের বাহিরের পূর্ণাঙ্গ দেয়াল জুড়ে যেভাবে করা হতো এই মসজিদের দেয়ালে সেভাবে করা হয়নি। এখানে মসজিদের বাহিরের পূর্ব দিকের দেয়ালে কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উভয় পাশে ও উপরে শুধু একটি আয়তাকার প্যানেলের পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সজ্জাকরণ করা হয়েছে। এছাড়া মসজিদের বাকি চারপাশের দেয়াল ও দেয়ালে স্থাপিত চারকোণার প্যানেল, কোণার বুরুজের অন্ধ কিয়স্ক, গম্বুজের নিচে মেরলন ফ্রিজের অলংকৃত নকশা ও গম্বুজের উপরে পদ্ম-কলস নকশার শোভাময় শীর্ষচূড়াসহ অন্যান্য নকশা চুন মর্টার দিয়ে প্লাস্টার করে করা হয়েছে।

**(জ.গ) কান্তজির মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক**

মোগল আমলের কালের সাক্ষী হিসেবে বিখ্যাত ও সুপরিচিত যে কয়টি পোড়ামাটির ফলক সংবলিত প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য সগৌরবে এখনো দণ্ডায়মান সেগুলোর মধ্যে অন্যতম দিনাজপুর জেলার নিভৃত গ্রাম কান্তনগরের কান্তজির মন্দির। অপরিমেয় পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ সমৃদ্ধ তিনতলা বিশিষ্ট 'নবরত্ন বা নবশিখর' কান্তজির মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন দিনাজপুরের মহারাজ প্রাণনাথ এবং ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর দত্তকপুত্র মহারাজ রামনাথ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। *পিরামিড* বা *রথ* আকৃতির সম্পূর্ণ ইটের তৈরি প্রায় ১৭ মি. × ৩৩ সেমি. মাপের বর্গাকৃতি মন্দিরটি ৯৩.৩ মি. × ৪০. মি মাপের আয়তাকার প্রাঙ্গণের উপর স্থাপিত। পাথরের বেদীর উপর দাঁড়ানো মন্দিরটির উচ্চতা ১৬.৬৬ মিটারেরও বেশি প্রায় ৫০ ফুট। *রথ* আকৃতির ত্রিতল স্থাপত্যটি তিনটি ধাপে উপরের দিকে উঠে গেছে এবং যার প্রতিটি ধাপেই চূড়া বা রত্ন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে চারটি করে মোট আটটি চূড়া এবং সবার উপরের ধাপে একটি চূড়া তা একত্রে নয়টি চূড়া বা নবরত্ন। পূজারীরা ভিতরে স্থাপিত দেবমূর্তিকে যাতে দেখতে পারে সেহেতু মন্দিরের চতুর্দিক থেকে খোলা বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান পথ রয়েছে। আবার পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত দুটি স্তম্ভের মাধ্যমে প্রতিটি খিলানকে পৃথক করা হয়েছে।[২০৭]

মন্দিরের চতুর্দিকে নিচের ভিত থেকে শুরু করে সবার উপরে চূড়া পর্যন্ত ভিতরে ও বাইরের দেয়ালের প্রতিটি অংশে পরিপূর্ণভাবে ঠাসা রয়েছে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক। প্রায় ১৫ হাজার পোড়ামাটির ফলকের ছন্দোবদ্ধ একটি সমন্বিত বিস্ময়কর শিল্পকর্ম, যেন পদ্যের স্তবকের মতো এক একটি অলংকৃত ফলক দিয়ে সাজানো হয়েছে বিশাল এক পোড়ামাটির শিল্পের মহাকাব্য। অসংখ্য পাত্র-পাত্রীর সুচারু বিন্যাসের অগণিত কম্পোজিশনে বিষয়বস্তু হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের উপখ্যানের বিভিন্ন পৌরাণিক দৃশ্যাবলিসহ সমকালীন সমাজ-জীবনের ঘরকন্নার হাজারো কথামালার শিল্পরূপের বিভিন্ন চিত্র এবং মোগল রাজা, জমিদার ও অভিজাতদের যুদ্ধ, শোভাযাত্রাসহ বিনোদনের বিভিন্ন চিত্র।

মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে উপস্থাপিত অসংখ্য গল্পের শিল্পরূপ কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ হয়েছে তা বলা একেবারে বিস্ময়কর, যা পূর্বের কোনো ধর্মীয় স্থাপনায় দেখা যায়নি। তিন ধাপে উপরের দিকে উঠে যাওয়া মন্দিরের অসংখ্য গল্পে বর্ণিত হয়েছে– রাজা-জমিদার-অভিজাত শ্রেণির বিনোদনের দৃশ্য, শিকারের দৃশ্য, নৌ-বিহারের দৃশ্য, যুদ্ধের দৃশ্য, হাতি-ঘোড়া-উট সহযোগে রাজকীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য, সুসজ্জিত হাতি ঘোড়ার দৃশ্য, কাঁধে করে স্বীকার নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, ঘোড়া ও উটের পিঠে সুসজ্জিত মোগল সেনা, জিন দেয়া ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠছে মোগল সেনা, শিঙ্গা ও নিশান হাতে সৈনিক, সুসজ্জিত গরুর গাড়ির দৃশ্য, পালকিতে বসে হুক্কা টানা অবস্থায়

২০৭. নাজিমউদ্দিন আহমেদ, কান্তনগর মন্দির, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* খণ্ড ২, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১) ৪৫৯-৪৬০।

জমিদার, নৌকা বাইচের দৃশ্য, নাচের দৃশ্য, ঘোড়াকে আক্রমণরত বাঘ, কৃষ্ণ কর্তৃক কংস বধ, পুতুনা বধ, বকাসুর বধ, গোবর্ধন পর্বতকে উপরে ফেলে দিয়ে কেশি দানব বধ, সর্প দানব কালিয়া দমন, লম্বা সরু নৌকায় কৃষ্ণের আনন্দ ভ্রমণ, পঞ্চবটি বনে রামচন্দ্র সীতা লক্ষণের বনবাসের দৃশ্য, শূর্পণখার নাকে আঘাতরত লক্ষণ, দণ্ডকের বন থেকে রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ, রাবণের রথকে বাধা প্রদানে জটায়ুর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অশোকবনে সীতার বন্দি জীবন, বালির সাথে সুগ্রিবের যুদ্ধ, রামচন্দ্রের সাথে আলোচনায়রত সুগ্রীব, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিয়ের চিত্র, গোয়ালিনী দণ্ডের দুই মাথায় ঝুলানো শিখায় দুধ বা দই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, যশোদার দধি মন্থনের দৃশ্য, নৃত্যরত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিসহ-রসমণ্ডল ও এর সাথে অন্যান্য সহায়ক মূর্তি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দৃশ্য, রাম ও রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, বানর সেনা, কৃষ্ণের নারকেল পাড়ার দৃশ্য, হাতির উপর রাধাকৃষ্ণের নৃত্যরত দৃশ্য ইত্যাদি। এছাড়াও সমকালীন সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি, সমাজের চারপাশের নানান বিষয়সমূহকে দৃশ্যমান করে তুলেছে ফলকের গায়ে, যেমন– অবসরে আলাপরত নারী, শিশু কোলে নারী, শিশুকে দুগ্ধপানরত নারী, মাথায় পাত্র নিয়ে হাটা নারী, নারীদের নৌকাভ্রমণ, রান্নারত-স্নানরত-প্রসাধনরত নারী ইত্যাদি আরো অসংখ্য দৃশ্য।

মোগল আমলে নির্মিত কান্তজির মন্দিরের মৃৎশিল্পীগণ পোড়ামাটির ফলকের গায়ে উচ্চমার্গীয় পরিমার্জিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন যত্নের সাথে সুচারু অলংকরণ ও তাঁদের কল্পনা শক্তির মাধ্যমে। আমাদের প্রাচীন পোড়ামাটির শিল্প-ঐতিহ্যের বিপরীতে বিচ্ছিন্ন ধারায় ও কিছুটা অসংলগ্ন বিন্যাসে এ মন্দিরের পোড়ামাটির শিল্পের সমন্বয় ঘটেছিল বেশ কিছু স্বতন্ত্র ফলকে এবং বিস্তৃতভাবে শিল্প প্রক্রিয়ার যে মিলিত রূপের প্রকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে এক ধরনের অভিনব ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকগুলোর বিস্ময়কর প্রাচুর্য, ফিগারের গড়নে কোমল ভাব ও সৌন্দর্য, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী ও জীবজন্তুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ চোখ মুখের নানা অভিব্যক্তির সুচারু উপস্থাপন, মানুষ ও জীবজন্তুসহ অসংখ্য বিষয় বৈচিত্র্যের সমন্বিত উপস্থাপন, সূক্ষ্ম ও জটিল কম্পোজিশন, বিষয়ে কল্পনা ও প্রাণ শক্তির উপস্থাপন, দেবতার আদলে স্থানীয় লোকজন ও শ্রমজীবী মানুষের আদলের প্রভাব, সহজ সরল গ্রামীণ বিষয়ের প্রকাশ, কামদ দৃশ্যাবলির অনুপস্থিতিকরণ, মোগল অস্ত্র ও পোশাক এবং পারস্য শৈলীর ইন্টালকিং নকশাসহ ফুল-লতা-পাতা-পাখি-গোলাকার গোলাপ নকশা ইত্যাদির চমৎকার উপস্থাপন মন্দির স্থাপত্যে মোগল শৈলীর শক্তিমত্তাকেই প্রকাশ করে। সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে পৌরাণিক গল্পকথা, যা পৌরণিক কাহিনির আলোকে পোড়ামাটির স্বল্প ও উচ্চ রিলিফ কর্মপদ্ধতিতে ইন্দো-পারস্য শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংমিশ্রণের উপস্থাপনে মৃৎশিল্পীদের কল্পনাপ্রবণ সৃজনশীলতা ও সুচারু দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন এই মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকগুলো। পরিশেষে বলা চলে স্থাপত্য রীতি, ফলকের গঠনবিন্যাস, শিল্পচাতুর্য মন্দিরটির সামগ্রিক দৃশ্যকে এতটাই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে যে, এর চেয়ে সুন্দর নয়নাভিরাম মন্দির বাংলায় আর দ্বিতীয়টি নেই।

৭৭ ক-ঞ কান্তজির মন্দিরের বিভিন্ন খণ্ড চিত্র[২০৮]



চিত্র ৭৭ ক



চিত্র ৭৭ খ



চিত্র ৭৭ গ

২০৮. ফটোগ্রাফি- শিক্ষার্থী বিশাল সাহা, ৪র্থ বর্ষ, সিরামিক বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্র ৭৭ ক : উপরের অংশে রামায়ণের গল্পের চিত্র ও নিম্নাংশে নৌবিহারের চিত্র। চিত্র ৭৭ খ– উপরের অংশে কৃষ্ণ-বলরামের অঘাসুর বধ ও কৃষ্ণের বকাসুর বধ করার দৃশ্য ও নিম্নাংশে কাঁধে করে শিকার বয়ে নেয়ার দৃশ্য। চিত্র ৭৭ গ– উপরের অংশে বিভিন্ন ফুলের নকশা এবং নিচের অংশে গোয়ালিনীরা মাখন তৈরিতে ব্যস্ত নিচে পাতিল হতে মাখন নেয়ার অপেক্ষায় ছোট কৃষ্ণ।



চিত্র ৭৭ ঘ



চিত্র ৭৭ ঙ



চিত্র ৭৭ চ

চিত্র ৭৭ ঘ : উপরের অংশে মহাভারতের গল্পের দৃশ্য ও নিম্নাংশে বাঘের কবলে শিকারি। চিত্র ৭৭ ঙ– উপরের অংশে অস্ত্র হাতে দণ্ডায়মান সৈনিক ও পাশে নৃত্যরত নারী। চিত্র ৭৭ চ– উপরের অংশে মাথায় পাতিল নিয়ে দৌড়াচ্ছে গোয়ালিনী, শিশু কোলে নারী, শিশুকে স্তন পান করাচ্ছে মা এবং নিম্নাংশে অস্ত্র হাতে সৈনিক ও উটের পিঠে মোগল সেনা।



চিত্র ৭৭ ছ



চিত্র ৭৭ জ

চিত্র ৭৭ ছ : উপরের অংশে কাঁধে করে ভার নিয়ে যাচ্ছে গোয়ালারা ও নিম্নাংশে জিন দেয়া ঘোড়ায় লাফ দিয়ে উঠছে মোগল সেনাধ্যক্ষ। চিত্র ৭৭ জ– উপরের অংশে দণ্ডায়মান বিষ্ণুর পাশে পুজারিবৃন্দ, পরামর্শরত সমরনেতা ও শিশু কোলে নারী এবং নিম্নাংশে শোভাযাত্রার দৃশ্য (রাজকীয় শকটে তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাক টানছে নগর নটি ও রাজা।



চিত্র ৭৭ ঝ



চিত্র ৭৭ ঞ

চিত্র ৭৭ ঝ : সুসজ্জিত ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সৈনিক। চিত্র ৭৭ ঞ- দুরন্ত বেগে অশ্বারোহী।

## (জ.ঘ) বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক

শ্যামরায় মন্দির : পোড়ামাটির ফলক সংবলিত প্রথম মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির, যা মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের উদ্যোগে নির্মিত হয় ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলায় বিষ্ণুপুরেই প্রথম চালা রীতির মন্দিরের উপর শিখর মন্দিরের শীর্ষটুকু বিভিন্ন সংখ্যায় বসিয়ে রত্ন মন্দির তৈরির সূত্রপাত ঘটে আর এই শ্যামরায় মন্দির হলো শিখর বা রত্ন বিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দির।[২০৯]

শ্যামরায় মন্দিরের সবার উপরের মাঝখানের রত্নটি অষ্টভুজ বাকি চারটি রত্ন চতুর্ভুজ। মসজিদের গম্বুজের আদলে নির্মিত মাঝের বড় রত্নটি ও চারকোণায় চারটি ছোট রত্ন নির্মিত হয়েছে উড়িষ্যার শিখর মন্দিরের শৈলীর অনুরূপ এবং নিচের অংশটি নির্মিত হয়েছে বাংলার কুঁড়েঘরের শৈলীর অনুরূপ।[২১০]

দক্ষিণমুখী চারকোণা শ্যামরায় মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩০ ফুট ৪ ইঞ্চি। মন্দিরের বাইরে ও ভিতরের দেয়ালসহ উপরিভাগের প্রতিটি রত্নের মধ্যে রয়েছে দৃষ্টিনন্দিত পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক। মন্দিরের ফলকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবের রীতি অনুসারে অজস্র পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্যানেল বা কম্পোজিশনে পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কাহিনিসহ বিভিন্ন দেব-দেবী এবং সামাজিক বিষয়েরও বিভিন্ন দৃশ্যকাব্য চিত্রায়িত হয়েছে। মন্দিরের পঞ্চরত্নের প্রতিটি রত্নের মধ্যে চিত্রায়িত হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের দৃশ্যকাব্যসহ রাসচক্রের দৃশ্যকাব্য। মন্দিরের স্তম্ভের সামনের অংশে চিত্রায়িত হয়েছে মধুররস বিষয়ক দৃশ্যকাব্য শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, নবনারীকুঞ্জ, বস্ত্রহরণ ও রাধাকৃষ্ণের মিলন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের অংশে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে কবু ও পাণ্ডবের যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা, কবু ও পাণ্ডবের পাশাখেলা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ ইত্যাদি দৃশ্যকাব্য চিত্রায়িত হয়েছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকের অংশে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, মৎস্য-কুর্ম-বরাহ অবতারের দৃশ্যকাব্যসহ আরো অন্যান্য দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের সামনের অংশে রাসচক্র, কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুসহ আরো নানান দৃশ্যকাব্য এবং পূর্ব দিকের অংশে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনির দৃশ্যকাব্যসহ রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যকাব্য চিত্রায়িত হয়েছে।[২১১]

শ্যামরায় মন্দিরের ফলকে বিভিন্ন দেব-দেবীসহ ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি সমাজ-জীবনেরও বিভিন্ন দৃশ্যকাব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য সেতুবন্ধনের দৃশ্য, নাচের দৃশ্য, গন্ধবেরুণ্ড বা সিমুর্গ বাদৃশ্যকাব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য সেতুবন্ধনের দৃশ্য, নাচের দৃশ্য, গন্ধবেরুণ্ড বা সিমুর্গ বা চুঙ্গল চিড়িয়ার চিত্র, আলিঙ্গনাবদ্ধ পশু চিত্র, দেবী কমলার চিত্র, ব্রহ্মা ও গড়ুর চিত্র, নৃসিংহ ও বামন অবতার ও দেবী ছিন্নমস্তার চিত্র ইত্যাদি।[২১২]

এছাড়াও শ্যামরায় মন্দিরের ফলকে বৈষ্ণবীয় ও শ্রীচৈতন্যসহ ভক্তদের নাম কীর্তনের দৃশ্যকাব্যের পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ

---

২০৯. শ্রীলা বস ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, তৃতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯), ১৯, ২৯।

২১০. শ্রেয়া রায়, "বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পঞ্চমন্দির", সেপ্টেম্বর ২, ২০২১, 8:05 am, 23-08-2023, https://www.jiyobangla.com/bn/news/five-famous-terracotta-temples-of-bishnupur

২১১. তনয়া মুখার্জি ও সুজয় কুমার মন্ডল, "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য: গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী", International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS) A Peer-Reviewed Monthly Research Journal ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print) Volume-I, Issue VI, July 2015, p. 49-57, Published by*: Scholar Publications*, Karimganj, Assam, India, 788711Website: http://www.irjims.com), p. 53, 54, 19-08-2023, 7:24 am, https://oaji.net/articles/2015/1707-1438677203.pdf

২১২. শ্যামল কুমার ঘোষ, "জোড়বাংলা কেষ্টরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, বাকুঁড়া", পশ্চিমবঙ্গ, 7:12 am 20-08-2023, http://templesofbengal.blogspot.com/2019/06/jor-bangla-keshtoray-temple-bishnupur.html

মোটিফ পদ্ম ও পদ্মের কুঁড়ি, সর্পিল গতির পাতাসহ লতানো লতা, লতা যুক্ত পাতা ফুল এবং প্রাণীর মোটিফ মৎস্য, সিংহ, হাতি, বাঘ, ঘোড়া, বানর, হাঁস, ময়ূর,গরুসহ আরো অন্যান্য মোটিফ সূর্য, চন্দ্র,তারা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, আয়তক্ষেত্র, সরলরেখা ইত্যাদির চিত্রও অলংকৃত হতে দেখা যায়।[২১৩]

ভারতের পশ্চিম বাংলার বাকুঁড়া জেলার বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পীরা পারিপার্শ্বিকতা, প্রকৃতি, পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন ইত্যাদি ঘটনাবলির সাথে নিজের দেখা মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদেঁর সাধনা লভ্য জ্ঞানের দ্বারা কল্পনা ও অন্তরের অনুভূতি দিয়ে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মন্দিরগুলোর দেয়াল বা কলামের নিম্নাংশে বিষয়ের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্পীদের বহুমাত্রিকতা, গভীর নিরীক্ষণ ক্ষমতা ও উদার মন-মানসিকতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা মন্দিরের সুনির্দিষ্ট অলংকরণ রীতি ও নতুন সংযোজন থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সামাজিক বিষয় সম্পর্কে মৃৎশিল্পীরা সম্যক জ্ঞান রাখতো। তাদের দৃষ্টি দিয়ে চারপাশে যা দেখতো তা মন্দিরের কার্যকলাপের সঙ্গে বিষয়ের যোগসূত্র থাক বা না থাক তা ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করত না। এইজন্যই তাঁদের চিত্রিত ফলকগুলোকে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় চিত্রিত মানুষদের শারীরিক অভিব্যক্তি ও পোশাক অলংকরণের ভিন্নতা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, যানবাহন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভ্যাস এবং চারপাশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কার্যবলির ইত্যাদি চিত্র দেখা যায়। আবার এই মন্দিরগুলোর পোড়ামাটির অলংকরণ শৈলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পাল ও সেন আমলের পোড়ামাটির ফলকের পাত্র-পাত্রী দেহগত বিন্যাস ও মুখাবয়বের মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে ঐতিহ্য সুনিপুণ দক্ষতায় ধরা পড়তো তার উত্তরাধিকার এখানে নেই বললেই চলে। কেননা এখানে দেহগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে মাথাটি শরীরের চেয়ে অনুপাতে বড় এবং মুখের পার্শ্বচিত্র বা profile view দেখা যায়। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পাত্র পাত্রীর মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাদের দেহের অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে, মুখাবয়বের অভিব্যক্তির মধ্যে নয়। চারিত্রিক বিষয়গুলো আরও সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পোশাক, হেডগিয়ার, অলংকার ও অন্যান্য বৈশিষ্টের মধ্যে। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক দৃশ্যকাব্যের পাশাপাশি পৌরাণিক গল্পকথার আলোকে উভয় মন্দিরে মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিত্রকলার ব্যতিক্রমী অভিনব মোটিফ কয়েকবার এসেছে তাহলো– ১. চিত্রে অশ্বাকৃতি পাখাওয়ালা উড়ন্ত সিংহের পায়ের কাছে তাকে ঘিরে বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে নৃত্য করছে অনেকগুলো ছোট হাতি। ২. চিত্রে একটি বিশালকায় পাখির পায়ের কাছে কয়েকটি ছোট হাতি উর্ধ্বমুখে বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে পাখিটিকে ঘিরে আছে। ৩. চিত্রে নিচে মুখোমুখি জোড়া হাতির উর্ধ্বমুখি শুঁড়ের মুখের উপরে দুটি ঘোড়ার মুখ লাগানো। নিচের দুটি হাতি ও উপরের দুটি ঘোড়াকে দুটি করে অদৃশ্য হাত জড়িয়ে ধরে আছে, যা পারস্য সাহিত্য, মধ্যপ্রদেশের চিত্র, মোগল চিত্র ও কার্পেট থেকে প্রভাবিত। এছাড়াও উভয় মন্দিরের বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকের ফিগারেটিভ কম্পোজিশনে সুলতানি আমলের মুসলিম স্থাপত্যের ইন্টারলকিং শৈলীর লতানো লতা পাতা ও ফুলকারি এবং জ্যামিতিক মোটিফের ব্যবহার দেখা যায়। এই মন্দিরগুলোর ফলকের চিত্রিত বিষয়ের উপস্থাপন ও অলংকরণের সাথে বাংলার পটচিত্রের আঙ্গিকের মিল পাওয়া যায় এবং আবার নানান মাধ্যমের আঞ্চলিক শৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যেমন– হাতির দাঁতের শৈলী শঙ্খশিল্পের শৈলী ও কাঠশিল্পের শৈলী ইত্যাদি।

পরিশেষে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ কর্তৃক নির্মিত শ্যামরায় মন্দিরের ফলকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি

---

২১৩. তনয়া মুখার্জি ও সুজয় কুমার মন্ডল, "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য: গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী", *International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies* (IRJIMS) A Peer-Reviewed Monthly Research Journal ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print) Volume-I, Issue VI, July 2015, p. 49-57, Published by: *Scholar Publications*, Karimganj, Assam, India, 788711Website: http://www.irjims.com), p. 52, 54-55. 19-08-2023, 7:24 am, https://oaji.net/articles/2015/1707-1438677203.pdf

রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্মীয় ও পৌরাণিক গল্পকথার আলোকে পোড়ামাটির স্বল্প ও উচ্চ রিলিফ পদ্ধতি নির্মিত এবং ইন্দো-পারস্য/মুসলিম শিল্প রীতির সাথে স্থানীয় লৌকিক শিল্প রীতির সংশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষ-জীবজন্তু ও অন্যান্য বিষয়ের সমন্বয়ে কল্পনা ও প্রাণশক্তির উপস্থাপনে, পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত কম্পোজিশনে মন্দির স্থাপত্যে মোগল আমলের পোড়ামাটির অলংকরণ শৈলীর শক্তিমত্তাকেই প্রকাশ করে। তবে দৃষ্টিনন্দিত পোড়ামাটির ফলকের বিশাল এই কর্মযজ্ঞে বিভিন্ন গল্পে বা কম্পোজিশনে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়।

বিশেষ করে মন্দিরের ফলকে সামাজিক নানান বিষয়ের উপস্থাপন এবং চৈতন্য আন্দোলনের ফলে দেবলোক-নরলোকসহ শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মীয় ঐতিহ্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের দৃশ্যকাব্যের উপস্থাপনে মৃৎশিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৭৮ ক-ঝ : শ্যামরায় মন্দিরের বাহিরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন চিত্র



চিত্র ৭৮ ক



চিত্র ৭৮ খ



চিত্র ৭৮ গ



চিত্র ৭৮ ঘ

চিত্র ৭৮ ক : 'দক্ষিণ দিকের দেয়ালে উৎকীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলের দৃশ্যকাব্য'।[২১৪]

চিত্র ৭৮ খ : 'পূর্ব দিকের দিকের দেয়ালে উৎকীর্ণ দুটি রাসমণ্ডলের ভিতরের ফলকে উৎকীর্ণ রাধিকা ও চন্দ্রাবলিসহ অন্যান্য গোপিনীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের লীলার দৃশ্যকাব্য'।[২১৫]

চিত্র ৭৮ গ : 'শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার সাথে লীলার দৃশ্যকাব্য'।[২১৬]

চিত্র ৭৮ ঘ : 'প্রণামরত অবস্থায় দণ্ডায়মান পূজারীর সামনে চারটি ফলকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভগবান বিষ্ণুর চার অবতার কুর্ম, নৃসিংহ, মৎস্য ও বরাহ'।[২১৭]



চিত্র ৭৮ ঙ



চিত্র ৭৮ চ



চিত্র ৭৮ ছ



চিত্র ৭৮ জ



চিত্র ৭৮ ঝ

২১৪. 8:06 pm, 27-08-2023, https://www.facebook.com/bhoboghurez/posts/666115507480124/

২১৫. 9:31 pm, 20-08-2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intricate_Terracotta_works_-_Shyamrai_Temple.jpg

২১৬. 9:14 pm, 22-08-2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ShyamRai_Mandir_Bishnupur_WB_Terracotta_works_Epics_Radha_Krishana.jpg

২১৭. 9:42 pm, 22-08-20232, https://kinjalbose.com/2018/08/23/bishnupur/

চিত্র ৭৮ ঙ : 'যুদ্ধের দৃশ্য'।[২১৮]

চিত্র ৭৮ চ : 'সিমুর্গ বা চুঙ্গল চিড়িয়া চিত্রে একটি বিশালকায় পাখির পায়ের কাছে কয়েকটি ছোট হাতি উর্ধ্বমুখে বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে পাখিটিকে ঘিরে আছে'।[২১৯]

চিত্র ৭৮ : ছ 'সিমুর্গ বা চুঙ্গল চিড়িয়া চিত্রে পাখাওয়ালা উড়ন্ত অশ্বাকৃতি সিংহের পায়ের কাছে তাকে ঘিরে বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে নৃত্য করছে অনেকগুলো ছোট হাতি'।[২২০]

চিত্র ৭৮ জ : 'চিত্রে নিচে মুখোমুখি জোড়া হাতির উর্ধ্বমুখি শুঁড়ের মুখের উপরে দুটি ঘোড়ার মুখ লাগানো। নিচের দুটি হাতি ও উপরের দুটি ঘোড়াকে দুটি করে অদৃশ্য হাত জড়িয়ে ধরে আছে'।[২২১]

চিত্র ৭৮ ঝ : 'চিত্রে দেবী ছিন্নমস্তা নিজ হাতে নিজের মুণ্ডুচ্ছেদ করে নিজের রক্ত নিজেই পান করছেন এবং তাঁর সহচরী ডাকিনী যোগিনীকে নিজের রক্ত পান করাচ্ছেন'।[২২২]

**(ঝ) ঔপনিবেশিক আমলের পোড়ামাটির ফলক**

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীর প্রান্তরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী ও রবার্ট ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং নবাব বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হয়। এ যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমে বাংলায় এবং পরে ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন ছল চাতুরির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এরপরে উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজদের কাছে দিল্লির মোগল সম্রাটদের পতন, ইংরেজদের সমগ্র ভারতের ক্ষমতা দখল এবং সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদিসহ নানান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন হয়। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকদের সংস্পর্শে সমগ্র ভারতবাসীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা তৎকালীন মৃৎশিল্পীদের জীবনযাত্রায়ও দেখা যায়।[২২৩]

ঔপনিবেশিক আমলে দুই ধরনের স্থাপত্য শৈলী দেখা যায়, এক– ইউরোপিয় জর্জিয়ান স্থাপত্য শৈলী, দুই– স্থাপত্য ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে ইউরোপীয় জর্জিয়ান স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণে এক নতুন স্থাপত্য শৈলীর বিকাশ ঘটে।[২২৪]

এই ঔপনিবেশিক নতুন শৈলীর স্থাপত্য হলো– ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমামবারা, হাম্মামখানা, দুর্গ,

---

২১৮. 9:13 pm, 27-08-2023, http://templesofbengal.blogspot.com/2019/06/pancharatna-shyamray-temple-bishnupur.html

২১৯. প্রাগুক্ত।

২২০. প্রাগুক্ত।

২২১. প্রাগুক্ত।

২২২. প্রাগুক্ত ।

২২৩. কে. এম. মোহসীন ও সুশীল চৌধুরী, পলাশীর যুদ্ধ, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* খণ্ড ৭, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ১৯২।

২২৪. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪৪০।

সমাধি ও সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক মন্দির এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিলনায়তন, থিয়েটার ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ অনেক স্থাপত্য ব্যাপকভাবে নির্মিত হলেও এগুলোর দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায় নাই। তবে সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক মন্দিরের দেয়ালে ব্যাপকভাবে পোড়ামাটির ফলক দৃশ্যমান।

ঔপনিবেশিক আমলের পূর্বে মন্দির নির্মাণে ব্রাহ্মণদের যে আধিপত্য ছিল তা এই সময়ে কমে যায়। কেননা ঔপনিবেশিক শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিব্যবস্থায় নিম্নবর্ণসহ মধ্যস্বত্বভোগী সনাতনী এক বিত্তশালী শ্রেণির অভ্যুদয় হয় যারা কলোনিয়ান স্থাপত্য-শৈলীর প্রভাবে মন্দির নির্মাণ করেছিল। মন্দির নির্মাতা এই শ্রেণির মানুষদের ইংরেজ তোষণের কারণে মন্দিরের দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণে ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ের গুরুত্ব কমেছে বরং সামাজিক বা ইউরোপীয় জীবনধারা বিষয়কেন্দ্রিক দৃশ্যকাব্যের গুরুত্ব বেড়েছে।[২২৫]

ঔপনিবেশিক আমলে তৎকালীন ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ অঞ্চলে পোড়ামাটির ফলক সংবলিত অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছে। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য মন্দির– শ্রীধর মন্দির, সোনামুখি, বাঁকুড়া (১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ), শিব মন্দির, সুপুর, বীরভূম (১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দ), গৌরাঙ্গ মন্দির, হাটতলা ইলামবাজার, বীরভূম (১৯ শতক), শিব মন্দির, আউসগ্রাম, বর্ধমান (উনিশ শতক), সিংহবাহিনী মন্দির, শাঁখারি, বর্ধমান (উনিশ শতক), লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, দেবীপুর,বর্ধমান (১৮৪০-৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), রঘুনাথ মন্দির, আলঙ্গিরী, পূর্ব মেদিনীপুর (১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ),প্রতাপেশ্বর মন্দির, কালনা, বর্ধমান (১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দ), চন্দ্রনাথ মন্দির, হেতমপুর, বীরভুম (১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) ইত্যাদি।[২২৬]

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মন্দির– ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া রাজশাহী (১৯ শতক), ধানুকা মনসা মন্দির, শরীয়তপুর ( উনিশ শতক), জোড়া শিব মন্দির, ফকিরহাট, বাগেরহাট (১৮-১৯ শতক), বড় শিব মন্দির, সিরাজগঞ্জ (১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ), গোবিন্দ মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী (উনিশ শতক) ইত্যাদি।[২২৭]

উপরিউক্ত বিভিন্ন মন্দিরের দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকে ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়াদির পাশাপাশি ইংরেজ পৃষ্ঠপোষক, মন্দির নির্মাতা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার দৃশ্যকাব্য মূর্ত হতে দেখা যায়। ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ের দৃশ্যকাব্য যেমন– শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত ধারণ, শ্রীকৃষ্ণসহ মা যশোদার দধি মন্থন, রাস মণ্ডল, শ্রীকৃষ্ণ-রাধার মানভঞ্জন, কংস বধ,পারিজাত হরণ, কৃষ্ণ-কালী, বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, বিষ্ণুর মৎস্য অবতার, সংকীর্তনের মাঝে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, শিবের বিবাহ, রাম-সীতা, হনুমানের কাঁধে রাম-লক্ষণ, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি। এছাড়া পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ বা সাধারণ জীবনযাত্রা বিষয়ের দৃশ্যকাব্য– জানালার সামনে দণ্ডায়মানরত ইউরোপীয় নারী, বেহালা বাদনরত নারী, ইউরোপীয় পুরুষ কর্তৃক ভারতীয় নারীর নিগ্রহকরণ, মেয়েলি আড্ডা, খেজুরের রস পারা, বই পড়ছেন মেমসাহেব, ইউরোপীয় কায়দায় কোর্ট অফ আর্মস, দণ্ডায়মানরত মেম সাহেব ও সাহেব ইত্যাদি।[২২৮]

ব্রিটিশ নাগরিকের প্রতিকৃতি (অনুমানের ভিত্তিতে রানী ভিক্টোরিয়া, লর্ড ক্লাইভ, বায়রন, শেক্সপিয়ার), গল্পরত ব্রিটিশ

২২৫. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, তৃতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯), ২০-২১।

২২৬. প্রাগুক্ত।, চিত্র- ৩.০৮-৩.০৯, ৩.১৪, ৩.২০,৩.২২-৩.২৩,৩.২৫,৩.২৭,৮.২১।

২২৭. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুন নেছা খন্দকার, সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, স্থাপত্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ২৮৯-২৯১।

২২৮. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, তৃতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯), চিত্র- ৩.০৮-৩.০৯, ৩.১৭, ৩.২০, ৩.২২-৩.২৩, ৩.২৫-৩.২৭, ৪.০১, ৫.০৪, ৫.০৭, ৫.২১, ৭.০৪, ৮.১৩, ৮.১০, ৮.২১, ৮.১১, ৮.১৬, ৮.২২, ৮.২৩, ৮.২৪।

ও বাঙালি নারী, বাঙালি রাজা রাণী, ছাগলকে সোহাগরত ইংরেজ পুরুষ, নৃত্যরত ইংরেজ নারী, গল্পরত ইউরোপীয় নারী-পুরুষ, সাহেব ও মেমসাহেব, অবসাদগ্রস্থ ইউরোপীয় নারী, সাহেব-মেমসাহেবদের সূরাপান, শাড়ি পরিহিত দুই নারী।[২২৯]

রাম-সীতার রাজ্যাভিষেক, রাম-রাবণের যুদ্ধে দেবী দুর্গার আবির্ভাব, বানর সৈন্য ও রণবাদ্যের চিত্র, সংকীর্তনে গৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণসহ গোপিনীগণ, মহিষাসুরমর্দিনী, বিষ্ণুর দশজন অবতারের চিত্র, অশ্বারোহী যোদ্ধা, বেহালাবাদক ও বাদিকা, দরজার পাশে দণ্ডায়মান নারী, নর্তকী, মৎস্যকন্যা, রাজার কোলে মৃতপুত্র, তীরন্দাজ, তলোয়ারবাজ, ঘোড়সওয়ার, প্রহরী, কর্মরত নারী ও পুরুষ, পশুর সাথে যুদ্ধরত সৈনিক, দলবদ্ধ বিদেশিনী, পশুদের লড়াই ইত্যাদি।[২৩০]

এছাড়াও বিভিন্ন মন্দিরের ফলকে সুলতানি ও মোগল আমলের মুসলিম মসজিদে ব্যবহৃত ইন্টারলকিং লতা পাতার নকশা, জ্যামিতিক নকশা, লজেন্স ফ্রিজ ও ফুলেল নকশাসহ আরো ইত্যাদি নকশা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ঔপনিবেশিক আমলে উনিশ শতকের বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে ফিগারগুলোর দেহগত বিন্যাসে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ধারার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন– সেসময় বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের শিল্পচর্চায়ও পাশ্চাত্য প্রভাবের বাস্তববাদী বা ফটোরিয়েলিস্টিক ধারার প্রভাব দেখা যায়, যা পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের বিভিন্ন ধরনের ফিগারের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে ফিগারগুলো যথাসম্ভব বাস্তবানুগত গড়নে গোলাকার একটু পুতুল পুতুল ভাব, দেহকাঠামো ও মুখমণ্ডল সম্মুখভঙ্গি করে নির্মাণ করা এবং হাত পায়ের অলংকরণে সম্মুখভঙ্গির ব্যবহার, নকশায় মসৃণতা ও ফলকের উপস্থাপনে আন্তঃসম্পর্কিত করার পরিবর্তে চারকোণা বিভিন্ন মাপের ফলকের প্রতিস্থাপনসহ উচ্চ রিলিফের ব্যবহার দেখা যায়। প্রায় সব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে মনুষ্য ও পশু মূর্তিগুলোর মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে নয়।[২৩১]

তবে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে নির্মিত কিছু মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে মোগল আমলের কান্তজির মন্দিরসহ অন্যান্য মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের শৈলীর অনুকরণে ইন্দো-পারস্য মুসলিম শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংমিশ্রণের প্রতিফলন দেখা যায়। তবে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ফটোরিয়েলিস্টিক শৈলীর প্রভাব তখনও এই অঞ্চলে পড়েনি। উদাহরণস্বরূপ– রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার ছোট আহ্নিক মন্দির ও গোবিন্দ মন্দিরসহ আরো অন্যান্য মন্দির।

নিম্নে ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত দুটি মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

### (ঝ.ক) হিতামপুরের চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরের পোড়ামাটির ফলক

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম হিতামপুর সেখানে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী নির্মাণ করেছিলেন চন্দ্রনাথ শিব মন্দির। পূর্বমুখী চন্দ্রনাথ শিব মন্দিরটি অষ্টাভুজাকৃতি ও নবরত্ন স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত। এই নবরত্ন বা

২২৯. Kevin Standage, An Indian Travel Photography Blog, "Chandranath Shiva Temple – Hetampur", March 10, 2023, 7:07am, 28-08-2023, https://kevinstandagephotography.wordpress.com/2023/03/10/chandranath-shiva-temple-hetampur/

২৩০. প্রীতম নস্কর, "জাল প্রতাপচাঁদের প্রতাপেশ্বর মন্দির", বর্ধমান কালনা (Pratapeshwar Temple of Fake Pratapchand, Burdwan Kalna), বাংলার গল্প (Banglar Golpo), February 10, 2021, 06:40 am, 09-09-2023, https://pritamnaskar.blogspot.com/2021/02/pratapeshwar-temple-of-fake-pratapchand.html

২৩১. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, তৃতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯), ৪০-৪১।

নয়টি চূড়ার উপরে পশ্চিমা গাউন পরিহিত মুকুট পরা ও দুহাতে কিছু ধারণকৃত মানবমূর্তিগুলো মন্দিরটিকে অতুলনীয় করে তুলেছে। মন্দিরের প্রধান ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো– তিনটি প্রবেশপথের লাগোয়া সম্মুখভাগের তিনদিকে ছোট, বড়, মাঝারি ও লম্বা আকারের অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের উলম্ব ও অনুভূমিক প্যানেল রয়েছে। এই পোড়ামাটির ফলকগুলো মূলত পাশ্চাত্য বাস্তববাদী শৈলীর প্রভাব দ্বারা নির্মিত যেখানে বিষয়বস্তু হিসেবে চিত্রিত হয়েছে ব্রিটিশ ভিক্টোরিয়ান ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতিসহ ধর্মনিরপেক্ষ ইউরোপীয় জীবনধারার অসংখ্য চিত্র এবং তার সাথে রয়েছে সনাতন ধর্মীয় কয়েকটি বিষয়ের চিত্র। যেমন– ধর্মীয় চিত্রের মধ্যে- শিব-পার্বতীর পরিবার, মহিষাসুরমর্দিনী, দেবী চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা এবং প্রফেট মোজেস। এছাড়া মন্দিরের সাথে সম্পর্কবিহীন বা বেমানান ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি (অনুমানের ভিত্তিতে) রাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড ক্লাইভ, বায়রন, শেক্সপিয়ার ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব আর্মস, ইউরোপীয় পুরুষ কর্তৃক বাঙালি নারী নিগ্রহকরণ, গল্পরত ব্রিটিশ ও বাঙালি নারী, বাঙালি রাজা রানী, ছাগলকে সোহাগরত ইংরেজ পুরুষ, নৃত্যরত ইংরেজ নারী, গল্পরত ইউরোপীয় নারী-পুরুষ, সাহেব ও মেমসাহেব, অবসাদগ্রস্থ ইউরোপীয় নারী, সাহেব-মেমসাহেবদের সূরাপান, শাড়ি পরিহিত দুই নারী এবং হাতসহ গোলাকার মাথা ইত্যাদি। আবার উপরিউক্ত বিষয় ছাড়াও মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত ফলকগুলোর সাথে সুলতানি ও মোগল আমলের মসজিদের ইন্টারলকিং লতাপাতার নকশা, জ্যামিতিক নকশা, উদ্ভিজ্জ ও ফুলেল নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত বেশির ভাগ ফলকের অলংকরণই পাশ্চাত্য বাস্তববাদী শৈলীর প্রভাবে সৃষ্ট তবে সনাতন ধর্মীয় কিছু ফলকে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। চিত্রিত ইউরোপীয় ব্যক্তিদের কেউই সরাসরি সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল বলে মনে হয় না তবে তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়।[২৩২]

এই মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে মনুষ্য ও পশু মূর্তিগুলোর মনের অনুভুতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে নয়। তবে এই সনাতন ধর্মীয় মন্দিরে ইংরেজ নারীদের প্রতিকৃতি, সাহেব ও ম্যামসাহেব ফিগারেটিভ চিত্র, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ আর্মস ও ইউরোপীয় জীবনধারার সাধারণ চিত্র কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পূর্বে মোগল আমলের মন্দিরের সাথে সম্পর্কবিহীন বিষয়ের উপস্থাপনা দেখা যায়। হয়ত এসব বিষয় মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে শাসক গোষ্ঠির রক্তচক্ষুর ভয়ে শ্রদ্ধায় নয় অথবা মোসাহেবি করার জন্য।

নিম্নে চন্দ্রনাথ শিব মন্দিরে স্থাপিত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

**(ঝ.ক.১) শিব-পার্বতী পরিবার এর পোড়ামাটির ফলক**


চিত্র ৭৯ ক

চিত্র ৭৯ ক : 'শিব-পার্বতী পরিবার'-এর পোড়ামাটির ফলক।

২৩২. Kevin Standage, An Indian Travel Photography Blog, "Chandranath Shiva Temple– Hetampur", March 10, 2023, 7:07 am, 28-08-2023, https://kevinstandagephotography.wordpress.com/2023/03/10/chandranath-shiva-temple-hetampur/

চিত্র ৭৯ ক : 'শিব-পার্বতী পরিবার'-এর পোড়ামাটির ফলক।[২৩৩]

মাঝারি আকারের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দু'পাশে পিলারসহ উপরে চাদুয়ার ন্যায় দরজার ভিতরে পুত্র গণেশকে কোলে নিয়ে ছোট বিছানায় বসে আছেন দেবী পার্বতী। পাশে পার্বতীর কোল থেকে পুত্র গণেশকে তুলে নিচ্ছেন চারকোনা বক্সের উপর দণ্ডায়মান পিতা শিব। বিছানার নিচে উঁকি মেরে সামনে তাকিয়ে আছে একটি সিংহ। ফলকে হাঁটু মুড়িয়ে বিছানায় বসা সৌম্য ও উৎফুল– পার্বতীর পরনে নকশাকৃত শাড়ি, হাত, কান, গলা ও খোঁপায় অলংকার রয়েছে। শিবের অলংকারবিহীন উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত এবং নিম্নাঙ্গে হাটুর উপরে ছোট কাপড় পরা। তাঁর মাথায় জটা ও কাঁধের পাশে সাপ ঝুলছে এবং তাঁর হৃষ্টপুষ্ট শরীরে পেট বড় করে দেখানো হয়েছে। মানুষের আকৃতির হৃষ্টপুষ্ট চারহাতের ছোট গনেশের মাথায় হাতির মাথা বসানো রয়েছে। পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ধারার সাথে স্থানীয় লৌকিক ধারার সংমিশ্রণে উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই ফলকটি। এখানে সম্মুখ ভঙ্গিতে পার্বতীর বসা ও গনেশকে কোলে নিয়ে দু'হাতে ধরে সযত্নে সামনে ঠেলে দেওয়ার অভিব্যক্তি, গণেশের হাত পা ছড়িয়ে সম্মুখভঙ্গির হেলানো শরীরে পিতৃ স্নেহ পাওয়ার আকুতির অভিব্যক্তি এবং শিব দু'হাতে ধরে গনেশকেকে তুলে নেয়ার স্নেহাতুর অভিব্যক্তিতে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ও স্থানীয় লৌকিক ধারার প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়। তবে এখানে শিব, পার্বতী, গণেশের মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাঁদের দেহের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে নয়।

**(ঝ.ক.২) মহিষাসুরমর্দিনীর পোড়ামাটির ফলক**


চিত্র ৭৯ খ

চিত্র ৭৯ খ : 'মহিষাসুরমর্দিনীর পোড়ামাটির ফলক'[২৩৪]

বড় আকারের এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের উপরিভাগের মাঝখানে সিংহের উপরে উপবিষ্ট দশহাত বিশিষ্ট দেবী দুর্গা রয়েছেন, যার অপর নাম মহিষাসুরমর্দিনী। ঠিক তাঁর দু'পাশে চারহাত বিশিষ্ট দু'জন উপবিষ্ট দেবী রয়েছেন, যাদেরকে দেবী দুর্গার দশ রূপের দু'রূপ চণ্ডি ও বিপদনাশিনী বলা যেতে পারে। এই দু'জন দেবীর দু'পাশে একজন করে উপবিষ্ট ঋষি রয়েছেন। তিন দেবীর মাথার উপরে অর্ধগোলাকার নকশা ও তার উপরে কার্নিশসহ স্থাপত্যের অংশ রয়েছে। আবার উপবিষ্ট দু'জন ঋষির মাথার উপরে চারকোনা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান দু'জন ঋষি রয়েছেন। এখানে কার্নিশসহ স্থাপত্যের অংশের উপরে মাঝখানে বসা দুটি সিংহের মাঝখানে গোলাকার একটি বস্তুর

২৩৩. প্রাগুক্ত।

২৩৪. প্রাগুক্ত।

উপর একটি দণ্ডায়মান প্রণামরত মূর্তি রয়েছে। এর দু'পাশে ঘাগড়া পরা দুটি দণ্ডায়মান মূর্তি রয়েছে। এই কম্পোজিশনের নিচের অংশে দেবী দুর্গার পায়ের নিচে আরেকটি দু'সারির প্যানেল রয়েছে। উপরের সারিতে মাঝখানে খালি জায়গা ছেড়ে দিয়ে দু'পাশে একই রকম উলম্ব স্তম্ভ, হাতি ও প্রণামরত দণ্ডায়মান ঘাগড়া পরা মূর্তি রয়েছে। নিচের সারিতে মাঝখানে জ্যামিতিক নকশা ও দু'পাশে একই রকম পিলারসহ দণ্ডায়মান মূর্তি রয়েছে। উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী ও সিংহসহ অন্যান্য প্রতিটি ফিগারের শারীরিক অভিব্যক্তি ও মুখাবয়বে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে front view ফিগারগুলোর দেহকাঠামো, মুখাবয়ব ও হাত পায়ের বাস্তবানুগত গড়নে গোলাকার পুতুল পুতুল ভাব রয়েছে। আবার ফিগারগুলোর হাত পায়ের অলংকরণে foreshortening-এর ব্যবহারে বাস্তববাদীতা সুস্পষ্ট হয়েছে। এখানে শুধু সিংহের মুখে তার স্বভাবচারিত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে কিন্তু এছাড়া প্রতিটি ফিগারের মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাদের দেহের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মুখাবয়বের অভিব্যক্তির মাধ্যমে নয়।

**(ঝ.ক.৩) গল্পরত ইউরোপীয় নারী-পুরুষের পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ৭৯ গ

চিত্র ৭৯ গ : গল্পরত ইউরোপীয় নারী-পুরুষ এর পোড়ামাটির ফলক[২৩৫]

বড় মাপের এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের মাঝখানে বিছানার উপরে শরীরের উপর চাদর মুড়িয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে হাতের ইশারায় কী যেন বলছে এক ইউরোপীয় পুরুষ। ঠিক তার পেছনে শায়িত পুরুষটির পিঠে বুক ঠেকিয়ে দু'হাতে তাকে ধরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গাউন পরিহিত এক ইউরোপীয় নারী চেয়ারে বসে গল্প শুনছে। আবার শায়িত পুরুষের পাশে দু'হাতে ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গল্প শুনছে এক ইউরোপীয় পুরুষ। উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই ফলকের কম্পোজিশনে তিনটি মানুষের মুখাবয়ব, হাত, দেহের কাঠামো ও দেহগত বিন্যাসে এবং পোশাক পরিচ্ছদের সুচারু অলংকরণে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী শৈলীর প্রতিফলন দেখা যায়। ফিগারগুলোর দেহ বিন্যাসে profile ও front view রয়েছে এবং তিনটি ফিগারের হাতের সুচারু অভিব্যক্তিতে সম্মুখভঙ্গির চমৎকার উপস্থাপন দেখা যায়। এখানেও গল্পরত অবস্থার আনন্দময় ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাদের দেহের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে নয়।

এছাড়াও এই মন্দিরে স্থাপিত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

---

২৩৫. প্রাগুক্ত ।



চিত্র ৭৯ ঘ



চিত্র ৭৯ ঙ



চিত্র ৭৯ চ



চিত্র ৭৯ ছ

চিত্র ৭৯ ঘ : 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব আর্মস'[২৩৬]

চিত্র ৭৯ ঙ : 'সাহেব-মেমসাহেবদের সূরাপান'[২৩৭]

চিত্র ৭৯ চ : 'গল্পরত ইউরোপীয় নারী-পুরুষ'[২৩৮]

চিত্র ৭৯ ছ : 'ব্রিটিশ মহারাণী ভিক্টোরিয়া'[২৩৯]

### (ঝ.খ) পুঠিয়ার ছোট আহ্নিক মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পুঠিয়া রাজবাড়ি কমপ্লেক্সের ভিতরে পোড়ামাটির ফলক সম্বলিত ছোট আহ্নিক মন্দিরটি উনিশ শতকে নির্মিত হয়েছিল।[২৪০]

প্রেম নারায়ণ কর্তৃক নির্মিত আয়তাকার এই মন্দির উত্তর দক্ষিণে লম্বা, যার মাপ দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট ও প্রস্থে ১৬ ফুট। মন্দিরটি বাংলার কুঁড়েঘরের আদলের ন্যায় চালা স্থাপত্য-শৈলীতে নির্মিত, এর ছাদ দোচালা আকৃতির এবং আংশিক বাঁকা। আবার এর নির্মাণ-শৈলীকে দোচালা স্থাপত্য শৈলীও বলে এবং যা বহির্বিশ্বে Bengal Style নামে পরিচিত। এই মন্দিরের পূর্বদিকে পাশাপাশি তিনটি ও দক্ষিণ দিকে একটি খিলান দরজা রয়েছে।[২৪১]

মন্দিরের সামনের পূর্বদিকের বাহিরের পুরো দেয়াল জুড়ে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। অন্য তিনদিকের বাহিরের দেয়ালের কর্নার ও কার্নিশসমূহে আংশিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে, তবে দক্ষিণ দিকের খিলান দরজাটিকে ঘিরে উপরে ও উভয় পাশে আয়তাকার অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের একটি কম্পোজিশন রয়েছে। এই মন্দিরের দেয়াল গাত্রে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত সনাতন ধর্মীয় মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনির দৃশ্যকাব্যসহ সামাজিক জীবনধারার দৃশ্যকাব্য। যেমন– রাম-রাবণের যুদ্ধ,

২৩৬. প্রাগুক্ত।

২৩৭. প্রাগুক্ত।

২৩৮. প্রাগুক্ত।

২৩৯. প্রাগুক্ত।

২৪০. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুন নেছা খন্দকার, সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, স্থাপত্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-১, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ২৮৯।

২৪১. "ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া", রাজশাহী-৭ জুলাই ২০১৬, 9:50 pm, 13-09-2023, https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1770553543190661.1073741871.165177340506867 6&type=3

হাঁসের পিঠে ব্রহ্মা, বাহন গড়ুরের কাঁধে বিষ্ণু, দুর্গার বিভিন্ন রূপ– কালী, চামুণ্ডা কালী, চণ্ডী, কার্তিকদেব, নারদ মুনি, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, রাধা কৃষ্ণের একক নৃত্য, বাঁশি হাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার যুগল মূর্তি, গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কৃষ্ণসহ মা যশোদার দধি মন্থন, কলসী কাঁখে মা যশোদার সাথে ছোট কৃষ্ণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কল্পিত চরিত্র– অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস, ড্রাগনাকৃতির ঘোড়া, ধ্যানরত ঋষি, বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি– বাঘ, হরিণ, হাতি, ঘোড়া, গরু, হাঁস, ময়ূর, নাচের বিভিন্ন ভঙ্গিতে নর্তক নর্তকী, বীনাবাদক, প্রণামরত রমণী, নৃত্যরত নারী, ঢোল বাদক, হাতি মানুষের লড়াই, গরুকে আক্রমণরত বাঘ, মল্ল-যুদ্ধ ইত্যাদি। এছাড়াও পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন কম্পোজিশনকে আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে বা একটি বিষয়ের সাথে আরেকটি বিষয়কে একই সূত্রে গাঁথার জন্য প্রচুর পরিমাণে যুক্ত করা হয়েছে মুসলিম শৈলীর পুনরাবৃত্তিমূলক ফুল-লতা-পাতার নকশা, গোলাকার গোলাপ, জালি নকশা, জ্যামিতিক নকশা এবং ইন্টারলকিং লতানো লতাপাতার বিভিন্ন ধরনের নকশা ইত্যাদি।

ছোট আহ্নিক মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন কম্পোজিশনের উপস্থাপন ও অলংকরণের সাথে মোগল আমলে নির্মিত কান্তজির মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের উপস্থাপন ও অলংকরণের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এই মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ইন্দো-পারস্য মুসলিম শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সংশ্লেষিত নতুন রূপের পোড়ামাটির ফলকই হলো পুঠিয়ার ছোট আহ্নিক মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক, যা গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত এবং মধ্যম ও স্বল্প রিলিফ নির্মাণ পদ্ধতিতে নির্মিত। এই মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে পূর্বে আলোচিত কান্তজির মন্দিরের অলংকৃত শৈলীর কথাই উঠে আসে যেমন– ফিগারের গড়নে কোমল ভাব ও সৌন্দর্য, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী ও জীবজন্তুর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ চোখ মুখের নানা অভিব্যক্তির সুচারু উপস্থাপন, মানুষ, কাল্পনিক চরিত্র ও জীবজন্তুসহ অন্যান্য বিষয় বৈচিত্র্যের সমন্বিত উপস্থাপন, বিষয়ের রূপায়ণে কল্পনা ও প্রাণশক্তির উপস্থাপন, দেবতার আদলে স্থানীয় লোকজন ও শ্রমজীবী মানুষের আদলের প্রভাব, পারস্য মুসলিম শৈলীর ইন্টালকিং লতানো লতাপাতার নকশাসহ ফুল-লতা-পাতা, গোলাকার গোলাপ নকশা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদির চমৎকার উপস্থাপনে ইন্দো-পারস্য মুসলিম শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই মন্দিরের নির্মিত সময়কাল ঔপনিবেশিক শাসনামলের হলেও এই মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে ইউরোপীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ব্রিটিশ ভিক্টোরিয়ান ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি বা জীবনধারার দৃশ্যকাব্য ও পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ফটোরিয়েলিস্টিক শৈলীর প্রভাব নেই।

(ঝ.গ.১) পূর্বদিকের সম্মুখ দেয়ালের ভিত্তিতে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক (আংশিক)



চিত্র ৮০

চিত্র ৮০ : পূর্বদিকের সম্মুখ দেয়ালের ভিত্তিতে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক (আংশিক)।[২৪২]

ছোট আহ্নিক মন্দিরের পূর্বদিকের সন্মুখ দেয়ালের ভিত্তিতে অনুভূমিকভাবে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলটি

২৪২. "Chota Anhik Temple, Puthia", 9:26 pm, 13-09-2023, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chota_Anhik_Temple,_Puthia

উপরে ও নিচে দুটি সারিতে ভাগ করে অলংকরণ করা হয়েছে। উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলা ও নিচের সারিতে মহাভারতের কাহিনির বর্ণনানুসারে বিভিন্ন চিত্র রূপায়িত হয়েছে। তারমধ্যে থেকে কয়েকটি অংশের চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করলেই এই মন্দিরে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের শৈলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

প্যানেলের উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত অনেকগুলো কাহিনি চিত্র রূপায়িত হয়েছে। যেমন– 'কলসি কাঁখে নারী' চিরায়ত বাংলার গ্রামীণ ভঙ্গিতে কলসি কাঁখে দণ্ডায়মান এক নারী, যেন কারো প্রতীক্ষায় সামনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হয়তো তিনি শ্রীমতি রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান। চিত্র ৮০ খ– 'বংশী খণ্ড' একটি স্থাপত্যিক সিঁড়িতে বসে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে তাঁর সম্মুখে রাধাসহ অন্যান্য গোপিনী নৃত্যের ছন্দে কৃষ্ণকে ধরার চেষ্টা করছে। এখানে রাধা-কৃষ্ণসহ অন্যান্য গোপিনীর অভিসারের দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। 'নৌকা খণ্ড' এখানে শ্রীকৃষ্ণের মাঝ নদীতে নৌকা ডুবানোর দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। চিত্রের মাঝখানে কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে এক হাতে বইটা ও অন্য হাতে প্রতীকী নৌকাটিকে ধরে রেখেছেন এবং তার দু'পাশে রাধাসহ অন্য গোপিনীরা ডুবে যাওয়ার ভয়ে নৌকার পাটাকে জড়িয়ে ধরেছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে চিত্রটি প্রতীকীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে কেননা শ্রীকৃষ্ণ-রাধাসহ অন্যরা সম্মুখভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। এখানে পানির কোনো উপস্থিতি নেই এবং তাঁদের পেছনে পূর্ণাঙ্গ নৌকার চিত্র নেই বরং ঢেউ খেলানো শরীরের প্রতীকী নৌকার দুই মাথায় মকরমুখ উপস্থাপিত হয়েছে। 'বস্ত্রহরণ খণ্ড'– বৃক্ষের শাখায় বসে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে, তার নিচে বিবস্ত্র শ্রীমতি রাধাসহ দণ্ডায়মান অন্যান্য গোপিনী বস্ত্র পাওয়ার লক্ষ্যে একহাত উঁচু করে অন্য হাতে বিবস্ত্র শরীরকে ঢেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আকুতি করছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ঘটিত রোমান্টিক দৃশ্য সুচারুভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আবার এই চিত্রের পাশে হাঁসের পিঠে চড়ে চারমাথায় মুকুট ও গায়ে অলংকার পরিহিত ব্রহ্মদেব হাতের ইশারায় কী যেন বলছেন তা রূপায়িত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা' এই চিত্রে মা যশোদা ছোট বালক কৃষ্ণকে উদূখলের সাথে জোর করে বাধার চেষ্টা করছেন এবং তার পাশে অপর চিত্রে আবার মা যশোদা হাঁড়িতে তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিতে ননী বা মাখন তৈরি করছেন। সেখানে তাঁর সম্মুখে ছোট বালক কৃষ্ণ ননী খাওয়ার জন্য হাড়িতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে তা রূপায়িত হয়েছে। 'জলকে চল' এই চিত্রে মা যশোদা কাঁখের কলসিকে এক হাত দিয়ে ধরে অন্য হাতে ছোট বালক কৃষ্ণকে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এখানে ছোট বালক কৃষ্ণের মাথায় চুলের ঝুটি ও পরনে নিম্নাঙ্গে নেংটি ও গায়ে অলংকার রয়েছে এবং মা যশোদার পরনে ঘোমটা দেওয়া শাড়ি ও হাতে, কোমরে, খোঁপায় অলংকার রয়েছে। এই দৃশ্যে একই বিষয় তিনবার রূপায়িত হয়েছে। প্যানেলের নিচের সারিতে মহাভারত সম্পর্কিত অনেকগুলো কাহিনি চিত্র রূপায়িত হয়েছে। 'দণ্ডায়মান পুরুষ' এই চিত্রে মাথায় মুকুট ও রাজকীয় পোশাক পরিহিত একজন পুরুষ সম্মুখভঙ্গিতে দণ্ডায়মান যার দুহাতের নিচে ছড়ি রয়েছে তা রূপায়িত হয়েছে। 'মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীচিত্র' এখানে এক চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের পা ধৌত করছেন ছোট পাণ্ডব সহদেব। তার পাশে আরেক চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপালের মুণ্ডুচ্ছেদ এবং তার পাশে আরেক চিত্রে কৌরব দুর্যোধন ও দুশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যসহ মহাভারতের অন্য একচিত্র রূপায়িত হয়েছে। চিত্র ৮০ ঝ– 'হাতি মানুষের লড়াই' একটি চিত্রে একটি হাতির সাথে দু'জন পুরুষ মানুষ লড়াই করছে। এখানে একজন বীরপুরুষ তার হাতের গদা দিয়ে হাতিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন এবং অন্য পুরুষ তার হাতের অস্ত্র দিয়ে হাতির মাথায় আঘাত করেছে তা রূপায়িত হয়েছে। ঠিক তার পাশে অন্য চিত্রে আরেকটি হাতি বীরপুরুষটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার দাঁত দিয়ে আঘাত করছে তা রূপায়িত হয়েছে। 'মল্ল-যুদ্ধ'– এই চিত্রে একজন পুরুষ তার দু'হাতে অন্য পুরুষটির গলায় এবং হাতে চেপে ধরে তার এক পা দিয়ে সেই পুরুষের তলপেটে সজোরে আঘাত করছে তা সুচারুভাবে রূপায়িত হয়েছে। মহাভারতের দুই প্রতিপক্ষ কৌরব-পাণ্ডবদের শারীরিক কসরত বা বীরত্বগাঁথা উপস্থাপিত হয়েছে।

এই পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের প্রতিটি পাত্র-পাত্রী সম্মুখ ও পার্শ্বচিত্র ভঙ্গিতে এবং বিভিন্ন পশু-পাখি

পার্শ্বচিত্র ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে। উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের প্যানেলে রূপায়িত রাধা-কৃষ্ণ ও গোপিনীরা, মা যশোদা ও বালক কৃষ্ণ, হাতি ও যোদ্ধাসহ অন্যান্য প্রতিটি ফিগারের শারীরিক গঠন ও তার অভিব্যক্তি, মুখাবয়বে চোখ মুখের নানান অভিব্যক্তি, দাঁড়ানো ও বসার ভঙ্গি, শরীরের সাথে পোশাকের উপস্থাপনা এবং হাত পায়ের বিভিন্ন ভঙ্গি ইত্যাদির সুচারু উপস্থাপনে ভারতীয় শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর আধিক্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর দেহকাঠামো, মুখাবয়বসহ হাত পায়ের গড়নে একটু বেশি গোলাকার পুতুল পুতুল ভাবসহ দেহকাঠামোর তুলনায় মাথা একটু বড় দেখা যায়। তবে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর পায়ের পাতার গড়নে profile view-এর আধিক্য থাকলেও কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর পায়ের পাতার গড়নে foreshortening-এর ব্যবহার দেখা যায়। আবার বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর হাতের কব্জির গড়নে foreshortening-এর আধিক্য দেখাা যায়।

**(ঝ.গ.২) দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বারের পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ৮১ ক



চিত্র ৮১ খ



চিত্র ৮১ গ

চিত্র ৮১ ক-গ : দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বারের পোড়ামাটির ফলক[২৪৩]

এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারটির উপরে বাঁকানো ও দু'পাশে উলম্বভাবে বড় আকৃতির আয়তাকার কম্পোজিশনের মধ্যে মুসলিম শৈলীর ফুল-লতা-পাতা অলংকৃত নকশা ও ভারতীয় শৈলীর ক্রিয়াশীল মানুষের অলংকরণের সমন্বয়ে দৃষ্টিনন্দিত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। (চিত্র ১৪৯ ক, খ) এই বড় আয়তাকার কম্পোজিশনের ভিতরে প্রবেশদ্বারের খিলানের উপরে আরেকটি ছোট কম্পোজিশন রয়েছে, যার ভিতরে রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যকাব্য রূপায়িত হয়েছে। (চিত্র ১৪৯ গ) এই রাম-রাবণের যুদ্ধের কম্পোজিশনের কেন্দ্রে প্রবেশদ্বারের বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানের উপরে গোলাকার দুটো গোলাপ নকশার উপরে দুটো ছোট আকৃতির অস্ত্রসহ যোদ্ধার সাজে সজ্জিত আলাপরত দণ্ডায়মান মানুষ রূপায়িত হয়েছে। এই দু'জনের একজন হলো দশরথপুত্র শ্রীরাম অপরজন লঙ্কার রাজা রাবণ। ছোট আকৃতির এই রাবণের পিছনে বড় করে রূপায়িত হয়েছে আক্রমণরত গতিশীল যোদ্ধা রাবণ। যাকে রূপায়ণ করা হয়েছে এভাবে– তাঁর মাথায় মুকুট, গায়ে অলংকার, নিম্নাঙ্গে ঘাগড়া, পায়ে বুট জুতো পরিহিত ও কোমর বন্ধনীতে তলোয়ার রক্ষিত এবং মকর মাছের আকৃতির রথের ওপর দাঁড়িয়ে দুই হাতে তলোয়ার ও বর্শা ছোড়ে মারছে। এই রাবণের পিছনে ও নিচে তার থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েক আকৃতির অস্ত্র হাতে আক্রমণরত রাবণ সেনা রূপায়িত হয়েছে। কম্পোজিশনের কেন্দ্রে ছোট আকৃতির দণ্ডায়মান শ্রীরামের পেছনে মাথায় মুকুট, গায়ে অলংকার ও নিম্নাঙ্গে ধুতি পরিহিত, পিঠে তীরের তূণীর রক্ষিত, একহাতে ধনুক ধরে অন্য হাতে তীর নিক্ষেপরত গতিশীল শ্রীরাম রূপায়িত হয়েছে। যার পায়ের নিচে মকর মাছের আকৃতির রথ রয়েছে। ঠিক তাঁর পিছনে ও নিচে একইভাবে শ্রীরামের অস্ত্র হাতে আক্রমণরত বানর সৈন্য রূপায়িত হয়েছে।

২৪৩. প্রাগুক্ত।

প্রবেশদ্বারসহ খিলানের উপরের এই কম্পোজিশনটিকে ঘিরে ফ্রেমের মতো করে উপরে ও উভয় পাশে উলম্ব ও অনুভূমিকভাবে স্থাপিত কয়েক সারির পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। যেগুলোর ওপরে অলংকৃত হয়েছে– মুসলিম শৈলীর চলমান প্রস্ফুটিত গোলাপ ও ফুলের নকশা, পুনরাবৃত্তিমূলক গোলাকার গোলাপ নকশা, ইন্টারলকিং লতানো লতার সাথে পাতার নকশা ও দড়ি পেঁচানোর মতো লতার সাথে ফুলের নকশা ইত্যাদি। এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের সাথে সুলতানি ও মোগল আমলের মসজিদের প্রবেশদ্বার ও মেহরাবে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কম্পোজিশনের সাদৃশ্য থাকলেও ভিতরের অলংকরণে পার্থক্য রয়েছে। যেমন– মসজিদের অলংকৃত নকশায় মানুষ বা প্রাণী বিবর্জিত ফুল-লতা-পাতার নকশা ছিল। কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের ফুল-লতা-পাতার নকশার সাথে বিভিন্ন ভঙ্গিমার মানুষ ও তার প্রাসঙ্গিক বিষয়ও রূপায়িত হয়েছে।

স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনে রূপায়িত রাম-রাবণসহ অন্যান্য যোদ্ধার শারীরিক গঠন ও তার অভিব্যক্তি, মুখাবয়বে চোখ মুখের নানান ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি, গতিশীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, শরীরের সাথে পোশাকের মানানসই উপস্থাপনা, অস্ত্রহাতে বিভিন্ন ভঙ্গির সুচারু উপস্থাপনা ইত্যাদিতে ভারতীয় শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর আধিক্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যার ফলে পার্শ্বচিত্র ভঙ্গিতে রূপায়িত বিভিন্ন পাত্রের দেহকাঠামো, মুখাবয়বসহ হাত পায়ের গড়নে একটু পুতুল পুতুল ভাবসহ দেহকাঠামোর তুলনায় মাথা একটু বড় দেখা যায় এবং বিভিন্ন পাত্রের পায়ের পাতার গড়নে profile view-এর আধিক্য রয়েছে। তবে এখানে foreshortening-এর ব্যবহার দেখা যায় না। তবে ভারতীয় ও স্থানীয় শৈলীর ফিগারেটিভ কম্পোজিশনের বাইরে যে ফ্রেম রয়েছে তাতে চলমান প্রস্ফুটিত গোলাপ ও ফুলের নকশা, পুনরাবৃত্তিমূলক গোলাকার গোলাপ নকশা, ইন্টারলকিং লতানো লতার সাথে পাতার নকশা ও দড়ি পেঁচানোর মতো লতার সাথে ফুলের নকশা ইত্যাদিতে পারস্য মুসলিম শৈলীর প্রভাব রয়েছে। সর্বশেষে পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত এই পুরো কম্পোজিশনটি ইন্দো-পারস্য মুসলিম ও স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংশ্লেষণের ফলাফলের দৃশ্যকাব্য।

(ঝ.গ.৩) কল্পিত চরিত্র : অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস ও ড্রাগনাকৃতির ঘোড়ার পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৮২



চিত্র ৮৩

চিত্র ৮২ : অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস ও ৮৩ ড্রাগনাকৃতির ঘোড়ার পোড়ামাটির ফলক[২৪৪]

এই মন্দিরের কার্নিশ লাগোয়া প্রতিটি কোণায় দুটি করে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের ত্রিভুজাকৃতি কম্পোজিশনের

২৪৪. প্রাগুক্ত ।

মধ্যে প্রাণী চিত্র ও কল্পিত প্রাণী চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে দুটি চিত্র সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

চিত্র ৮২ : অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস : পোড়ামাটির ফলকের ত্রিভুজাকৃতি কম্পোজিশনে চলমান ফুলের নকশার বর্ডারের ভিতরে গাছের ডাল ধরে ডালের উপর দাঁড়িয়ে আছে অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস। যার শরীর পশু ও মানুষরূপী রাক্ষসের আদলের সমন্বয়ে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত লেজসহ সিংহের দেহের অনুরূপ এবং কোমরের উপর থেকে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে মনুষ্যাকৃতি ভেংচি কাটা মুখের ক্রোধান্বিত রাক্ষস। যার মাথায় মুকুট, কানে গোলাকার দুল, হাতে বাজুবন্ধ ও চুড়ি এবং কোমরে কোমর বন্ধনী পরিহিত তা রূপায়িত হয়েছে।

চিত্র ৮৩ : ড্রাগনাকৃতির ঘোড়া : ত্রিভুজকৃতির পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনে চলমান ফুলের নকশার বর্ডারের ভিতরে গাছের ডাল ধরে ডালের উপর দাঁড়িয়ে গাছকে কামড়ে ধরেছে ড্রাগনাকৃতির ঘোড়া তা এখানে রূপায়িত হয়েছে। যার মাথায় লতাকৃতির মুকুটসহ গলা থেকে শরীরের নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অলংকৃত অলংকার রয়েছে।

স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের কম্পোজিশনে profile view-এ রূপায়িত কল্পিত চরিত্র-অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস ও ড্রাগনাকৃতির ঘোড়ার শারীরিক গঠন, মুখাবয়বে চোখ মুখের নানান ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি, গতিশীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো উপস্থাপনায় ভারতীয় শৈলীর সাথে স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংশ্লেষণ হয়েছে। তবে ভারতীয় ও স্থানীয় শৈলীর ফিগারেটিভ কম্পোজিশনের বাইরে যে ফ্রেম রয়েছে তাতে চলমান প্রস্ফুটিত গোলাপ ও ফুলের নকশা রয়েছে তাতে পারস্য ইসলামিক শৈলীর প্রভাব রয়েছে। সর্বোপরি এই পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত পুরো কম্পোজিশনটি ইন্দো-স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সাথে পারস্য মুসলিম শৈলীর সংশ্লেষণের ফলাফলের দৃশ্যকাব্য।

এই মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত আরও কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক-



চিত্র ৮৪



চিত্র ৮৫



চিত্র ৮৬



চিত্র ৮৭

চিত্র ৮৪ : 'বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্যরত একক পুরুষ ও নারী প্যানেল চিত্র'।[২৪৫]

চিত্র ৮৫ : 'বিভিন্ন অলংকারে ও সুসজ্জিত সম্মুখভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নারী'।[২৪৬]

চিত্র ৮৬ : 'অস্ত্র ও বাটি হাতে রক্ত পিপাসু চামুণ্ডা কালী'।[২৪৭]

---

২৪৫. প্রাগুক্ত।

২৪৬. প্রাগুক্ত।

২৪৭. প্রাগুক্ত।

চিত্র ৮৭ : 'হাতি, ঘোড়া ও মানুষের হাতের সমন্বয়ে কল্পিত চিত্র'।[২৪৮]

এছাড়াও এই মন্দিরের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে আরও নানান চিত্র। যেমন– রাম রাবণের যুদ্ধ, হাঁসের পিঠে ব্রহ্মা, বাহন গড়ুরের কাঁধে বিষ্ণু, দুর্গার বিভিন্ন রূপ– কালী, চামুণ্ডা কালী, চণ্ডী, কার্তিকদেব, নারদ মুনি, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, রাধা কৃষ্ণের একক নৃত্য, বাঁশি হাতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যুগল মূর্তি, গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কৃষ্ণসহ মা যশোদার দধি মন্থন, কলসী কাঁখে মা যশোদার সাথে ছোট কৃষ্ণ , দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,কল্পিত চরিত্র– অর্ধ পশু অর্ধ রাক্ষস, ড্রাগনাকৃতির ঘোড়া, ধ্যানরত ঋষি, বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি– বাঘ, হরিণ, হাতি, ঘোড়া, গরু, হাঁস, ময়ূর, নাচের বিভিন্ন ভঙ্গিতে নর্তক ও নর্তকী, বীনাবাদক, প্রণামরত নারী, নৃত্যরত নারী, ঢোল বাদক, হাতি মানুষের লড়াই, গরুকে আক্রমণরত বাঘ, মল্ল-যুদ্ধ ইত্যাদি।

পরিশেষে শিল্পশাস্ত্র ও মূর্তিতত্ত্বের যথার্থ অনুসরণ করেই ভারতীয় ধ্রুপদি মন্দির নির্মাণ করা হতো অন্তত বার শতক পর্যন্ত। দীর্ঘ বিরতির পর সতের শতক থেকে উনিশ শতকের পোড়ামাটির ফলক সংবলিত মন্দির নির্মাণে শিল্পশাস্ত্র ও মূর্তিতত্ত্বের চর্চা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যেমন– সেসময়ের মন্দিরের পোড়ামাটির শিল্পরীতির ক্ষেত্রে মূর্তিতত্ত্ব বা শিল্পশাস্ত্রের বিধানের আংশিক চিহ্ন বহমান ছিল।[২৪৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলার অর্থনীতিতে এক বিরূপ মন্দাভাবের সৃষ্টি হয় সেকারণে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়। অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাতারা সহজলভ্য এবং সস্তা জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হন, যার ফলে পোড়ামাটির শিল্প ও মন্দির নির্মাণ দু'য়েই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সেসময়ের মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকের আংশিক ব্যবহার থাকলেও বেশি পরিমাণে সহজলভ্য সস্তা স্টাকো ও পলেস্তরা মন্দিরের দেয়ালে ব্যবহার হতে থাকে। পোড়ামাটির প্যানেলের চেয়ে স্টাকো প্যানেলগুলোর আকৃতি বড়, উচ্চ রিলিফ, পার্শ্বীয় থেকে সম্মুখবর্তী ও খাড়া তাই পোড়ামাটির ফলকের গুরুত্ব ও শিল্পগুণের অভাব সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সহজলভ্য এবং সস্তা স্টাকো বা অন্য মাধ্যমের গুরুত্ব পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাতাদের কাছে বেড়ে যাওয়ার কারণে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত মন্দির দুর্লভ হয়ে উঠে বা দেখা যায় না। তার ফলাফল হিসেবে ধীরে ধীরে ভারতীয় ও বাংলার গর্বিত পোড়ামাটির শিল্প বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।[২৫০]

সেই অগ্রসরের পথ ধরেই বিংশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীন বাংলাদেশের আগ পর্যন্ত সময়ের স্বাধীন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো পোড়ামাটির ফলক সংবলিত মন্দির বা মসজিদের কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় ও জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সাধারণ শ্রেণির মধ্যে থেকে কেউ পোড়ামাটির ফলক সংবলিত মন্দির বা মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে আসেননি যেহেতু বিষয়টি ছিল ব্যয়বহুল। তবে ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী বা ফটোরিয়েলিস্টিক শৈলীর চর্চা পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। কেননা এসময়ের ফলকের অলংকরণে ইউরোপীয় দখলদার শাসকগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ দুইশত বছরের প্রভাবের ফলে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী শৈলী বা বাস্তবের হুবহু

২৪৮. প্রাগুক্ত।

২৪৯. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, তৃতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৯), ৪১।

২৫০. জুলেখা হক, মধ্যযুগ থেকে পরবর্তী-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষ মালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪৪১।

অনুকরণে ফটোরিয়েলিস্টিক শৈলী ভারতীয় ইন্দো-পারস্য মুসলিম ও স্থানীয় লৌকিক শৈলীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে এক নতুন ফটোরিয়েলিস্টিক ধারার বা ন্যাচারিলিজমের সূচনা করে। যেহেতু শিল্পচর্চা কোনো একক শৈলীর উপর নির্ভর করে না বা সময়ের বাঁধ মানে না সে কালের সীমানা পেরিয়ে নতুন পুরাতনের সংশ্লেষণের মাধ্যমে নতুনত্ব শৈলীকে গ্রহণ করে অনন্তের দিকে ধাবিত হয়। তবে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বহির্বিশ্বের এই প্রভাব এক নতুন ঘটনা নয়, যা পূর্বে কুষাণ ও গুপ্ত যুগে ভারতীয় শৈলীর উপর পাশ্চাত্য গ্রীক-রোমান শৈলীর প্রভাব এবং পরবর্তীকালে সুলতানি ও মোগল আমলে পার্সিয়ান মুসলিম শৈলীর প্রভাব পড়ে এক নতুন শৈলী তৈরি করেছে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এইসময়ের মন্দির স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের বাস্তববাদী বা ফটোরিয়েলিস্টিক অলংকরণ যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল তা পরবর্তীতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণে এই পুরাতন পাশ্চাত্য শৈলীর সাথে পাশ্চাত্যের আধুনিক ঘরানার একাডেমিক শিক্ষার প্রভাব এবং ইন্দো-পারস্য ও স্থানীয় লৌকিক শৈলীর প্রভাবও রয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে।

**উপসংহার :**

ইংরেজি Terracotta Slab শব্দবন্ধের বাংলা ভাষায় সাধারণ অর্থ করা হয়েছে 'পোড়ামাটির ফলক'। স্থাপত্যের দেয়ালে বহুল ব্যবহার থেকে পোড়ামাটির ফলক পরিচিত লাভ করলেও এর বহুমাত্রিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। একক চিত্র হিসেবেও পোড়ামাটির ফলক বর্তমানে শিল্পীমহলে কদর লাভ করেছে। বেজ-রিলিফ পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া এই শিল্প ভাস্কর্যের সঙ্গে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক হলেও রিলিফ হলো দ্বিমাত্রিক তলের ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম। পোড়ামাটির ফলকগুলোকে দুইভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে– এক. একক পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক এবং দুই. গ্রুপ পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক। এসব পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের দেবতা, ধর্মীয় উপাখ্যানের কাহিনি, সাধারণ মানুষ, জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব চিত্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র, বিভিন্ন পশুপাখি-ফুল-লতাপাতা-গাছ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নানা রকমের নকশা ইত্যাদি। অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলকে বিষয়-বৈচিত্র্য রয়েছে।

পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস সুপ্রাচীন। সভ্যতার ইতিহাস নির্মাণের অন্যতম প্রামাণ্য উৎস হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক পোড়ামাটির ফলকগুলোর মূল্য অপরিসীম। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫ থেকে ২০ হাজার বছর আগের পোড়ামাটির মূর্তি বা মৃৎশিল্প পাওয়া গেছে বলে ঐতিহাসিকেরা দাবি করেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বেলুচিস্তানের মেহেরগড় এবং সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের বলে অনুমান করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া, পাহাড়পুর, কুমিল্লা, সাভার, বাগেরহাট, রাজশাহী, সোনারগাঁও প্রভৃতি স্থানে পোড়ামাটির ফলকের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন বাংলার দুই ধরনের পোড়ামাটির ফলক লক্ষ্য করা যায়– এক. স্থাপত্যের গায়ে স্থাপনকৃত পোড়ামাটির ফলক ও দুই. পোড়ামাটির সিলমোহর বা একক মিনিয়েচার ফলক। মৌর্যযুগের ফলকগুলো ছিল মূলত প্রতীকী, যেখানে ফলকের রূপবিন্যাসে রাজকীয় প্রাধান্যের প্রকাশই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলকে রাজকীয় বিন্যাসের প্রতীকী চিত্রের পরিবর্তে লৌকিক চেতনা প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল। এই যুগের শিল্পীরা ফলকের কোনো অংশ ফাঁকা না রাখার প্রবণতা ধারণ করতেন এবং তাঁদের ফলকগুলো ছিল প্রধানত আয়তাকার। লৌকিকতা প্রাধান্য পেলেও আদিম-লৌকিক-ধ্রুপদি–এই তিন ধারার প্রতিফলনই লক্ষ্য করা গেছে শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলকে। কুষাণ যুগের ফলকগুলোতে গ্রেকো-রোমান শিল্পাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ঘরানার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা গেছে। কুষাণ শিল্পীরা বাইরের সাজসজ্জার চেয়ে মানুষের দৈহিক গঠনতন্ত্রের পরিপূর্ণতার দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন। মানুষ ছাড়াও এ-যুগের ফলকে পশুপাখি-কীটপতঙ্গ স্থান লাভ করেছে। এ-যুগের ফলকের

স্ট্যান্ডিং ফিগারগুলোতে জনপ্রিয় ভঙ্গিমাগুলো ত্রিভঙ্গাকার কিংবা অভঙ্গ। কুষাণ যুগের শিল্পাদর্শই পরবর্তী গুপ্ত যুগে প্রবাহিত ও সমৃদ্ধ হয়ে শিল্পকলার ধ্রুপদি যুগে পরিণত হয়। গুপ্ত যুগে শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল সারনাথ। গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে দুটি প্রবণতা প্রাধান্য পেয়েছে। যথা– এক. ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির চিত্ররূপ, দুই. সাধারণ বিষয়বস্তু বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয়সমৃদ্ধ নির্মিত ফলক। হিন্দু ও বৌদ্ধ উপসনালয়গুলো অলংকৃত করার জন্য বা সজ্জিত করার জন্য এসব ফলকের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। গুপ্ত যুগের ধ্রুপদি শিল্পশৈলী পরবর্তী পাল, দেব-চন্দ্র, সেন যুগে স্থানীয় লৌকিকতার সমন্বয়ে পোড়ামাটির ফলকের শৈলীর রূপ নেয়। অর্থাৎ গুপ্ত যুগের ধ্রুপদি শৈলীই পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হয়ে যায়। গুপ্ত পরবর্তী যুগগুলোতে পোড়ামাটির ফলকগুলো ক্রমশ হয়ে ওঠে সরল, গতিশীল, কমনীয়, মার্জিত ও প্রাণবন্ত। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে সাধারণ লোকশিল্পীরা করণ-কৌশলের জ্ঞান যে তাঁদের কর্মে প্রয়োগ করেছিল, তার প্রমাণও এ-যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে জনজীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের পর, শিল্পেও তার রেখাপাত পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় সুলতানি আমলের পোড়ামাটির ফলকে দুই ধরনের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে– এক. পোড়ামাটির অলংকৃত কাটা-ইট বা খোদাই করা ইট, দুই. অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক। স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের আকৃতি ছিল আকারে বৃহৎ এবং উদ্ভিদ ও ফুলের রূপায়ণে প্রাণোচ্ছল। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মানুষ বা প্রাণীর জীবিত আকৃতির হুবহু রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় না এই পর্বের পোড়ামাটির ফলকে। মুসলিম আধ্যাত্মিকতার নতুন বাতাবরণে এই সময়ের পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ ছিল। এই সময়ে নির্মিত বিভিন্ন মসজিদের গায়ে যার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ধরা পড়ে। মুসলিম স্থাপত্যের খিলান, কুলুঙ্গি, শিলিং, গম্বুজ, মিনার, দেয়াল ইত্যাদি নানা জায়গায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে প্রস্ফুটিত ফুল, নানা রকম ফল, লতা গুল্ম, প্রদীপ, দাবার নকশা ইত্যাদি চিত্র ধরা পড়েছে। মোগল আমলের পোড়ামাটির ফলকে উদারনীতির সাক্ষ্য মেলে। মোগল আমলে যে দুই ঘরানার পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়, তা একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের মসজিদের স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, অপরদিকে সনাতন ধর্মের মন্দির স্থাপত্যে ধরা পড়েছে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজদের কাছে দিল্লির মোগল সম্রাটদের পতনের ফলে যে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসকের কবলে পড়েছিল এই উপমহাদেশ, স্বাভাবিক কারণেই তার ঘূর্ণাবর্ত শিল্পেও পড়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে দুই ধরনের স্থাপত্য শৈলী দেখা যায়– এক. ইউরোপিয়ান জর্জিয়ান স্থাপত্য শৈলী, দুই. ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে ইউরোপীয় জর্জিয়ান স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রিত নতুন রূপ। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে এবং শাসকগোষ্ঠীর শোষণের দরুন এদেশের অর্থনীতিতে যে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, সে কারণে এবং নগরকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিস্তারের কারণে সস্তা জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় পোড়ামাটির শিল্পের কদর কমে গিয়েছিল। ফলে এর পরবতীকালে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার সীমিত হয়ে আসে। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব বাংলায় ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তেমন কোনো পোড়ামাটির ফলকের নিদর্শন মেলে না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য

**ভূমিকা :**

*ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য বিশ্লেষিত হবে মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতির (Qualitative Research) অন্তর্ভুক্ত সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ, নমুনায়ণ, কাঠামোহীন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। কেননা উক্ত গবেষণা পদ্ধতির আলোকে ১৯৭২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নির্মিত ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোর সরজমিনে ধারণকৃত ফটোগ্রাফি, সরজমিনে প্রাপ্ত তথ্য ও শিল্পীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের ধরন অনুযায়ী বিষয়গুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হবে এবং একই সাথে ফলকের নামকরণ, প্রাপ্তিস্থান, শিল্পী, নির্মাণ সন, মাপ ও বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ঢাকা নগরীর অসংখ্য স্থাপত্যের মধ্য থেকে বাছাই করা হয়েছে ১০০টি স্থাপত্যের দেয়ালের গায়ে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক, মূলত এগুলোর উপরই মূল গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত ১০০টি পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোচনাসহ অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করার পূর্বে ঢাকার নগর বা ঢাকা শহর ও ঢাকার নগর স্থাপত্য এবং প্রাচীন ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে দ্বৈতয়িক উৎস– বিভিন্ন বইপত্র, গবেষণাপত্র, অভিসন্দর্ভ ও লেখ্য উৎস ব্যবহারের ভিত্তিতে। এছাড়াও স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয়-সমন্বয়হীনতা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। যেমন–

**২.১ ঢাকার নগর বা ঢাকা শহর**

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানান মতবাদ আছে তাহলো– (ক) ঢাক গাছ থেকে ঢাকা। (খ) ঢাক থেকে ঢাকেশ্বরী, ঢাকেশ্বরী থেকে ঢাকা। (গ) ইসলাম খানের সময়ে ঢাক বাজানোর কারণে ঢাকা। (ঘ) প্রাকৃত ভাষা ঢাকা এখানে প্রচলিত ছিল বলে ঢাকা।[১]

শিলালিপির সূত্র ধরে গুপ্ত যুগে সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকা ছিল 'ডবাক'। ডবাক ও পর্যবেক্ষণ চৌকি 'ঢক্ক' শব্দ থেকে এসেছে 'ঢাকা'।[২] আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে সর্বজন স্বীকৃত ঢাক থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে।[৩] ধারণা করা হয় পাঁচ শতকে ঢাকা প্রথমে সমতট, পরে বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা নগরায়ণ হয় চৌদ্দ শতকে এবং নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় পনের শতকে।[৪]

---

১. আবদুল করিম, ঢাকা, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৫*, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ৩২১।

২. হাবিবা খাতুন, প্রাক-মুঘল ঢাকা: লিপিতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল প্রথম খণ্ড রাজনীতি সমাজ প্রশাসন*,প্রধান সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২), ২৭।

৩. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানে*, (ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৬), ১২০।

৪. হাবিবা খাতুন, প্রাক-মুঘল ঢাকা: লিপিতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল প্রথম খণ্ড রাজনীতি সমাজ প্রশাসন*, প্রধান সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ (ঢাকা :বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২), ২৩, ২৭।

সুলতানি আমলে ঢাকা একটি সাধারণ নগর হিসেবে গড়ে ওঠে কিন্তু মোগল আমল থেকেই ঢাকা বাংলার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।[৫]

যথাক্রমে ঔপেনিবেশিক আমলে ১৯০৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত ঢাকা পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল। ১৯৪৭ সালে ঢাকা পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী এবং ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজধানী হয়।[৬]

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় ১৮৬৪ সালে এবং এই মিউনিসিপ্যালিটি টাউন কমিটিতে রূপান্তরিত হয় ১৯৬০ সালে। টাউন কমিটি বিলুপ্ত করে পৌরসভায় রূপান্তরিত হয় ১৯৭২ সালে। পৌরসভা থেকে আবার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয় ১৯৮৩ সাল। এই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে ঢাকা নগরীকে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করা হয় ১৯৯০ সালে। ২০০১ এক সালের জনশুমারি অনুযায়ী ঢাকা নগরী ৪১টি মেট্রোপলিটন থানা ও ৮৪১টি সিটি মহল্লা ও মৌজা নিয়ে গঠিত।[৭]

ঢাকা নগরীর সেবা সহজলভ্য করার বৃহত্তর স্বার্থে ২০১১ সালের ২৩ নভেম্বর স্থানীয় সরকার সংশোধনী বিল ২০১১ অনুসারে সরকার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত করে ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে দুটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করার ঘোষণা দেয়। ২০১২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি এই মহানগরী ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নিয়ে গঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫।[৮] ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ১০টি প্রশাসনিক অঞ্চল ও ৫৪টি প্রশাসনিক ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।[৯] আর এভাবেই প্রশাসনিক প্রয়োজন ও সরকারি কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার কারণে এই নগরীর সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয় এবং তা আস্তে আস্তে কালের পরিক্রমায় আজকের এই অতিমহানগরীতে পরিণত হয়।

### ২.২ ঢাকার নগর স্থাপত্য

স্থাপত্যের সংজ্ঞায় কোনো কোনো ঐতিহাসিক যেকোনো নির্মিত বস্তুকে স্থাপত্য বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ সুদৃঢ় ও সুশোভিত প্রাসাদকে স্থাপত্য বলে চিহ্নিত করেছেন। যেমন– স্থাপত্যের ল্যাটিন শব্দ 'Architecture', যার আভিধানিক অর্থ ভবনের নকশা বা নির্মাণ-কৌশল বা নির্মাণরীতি।[১০]

স্থাপত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বিত রূপ।[১১]

---

৫. আবদুল করিম, ঢাকা, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৫*, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম ( ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ৩২১।

৬.'*Britannica Ready Reference Encyclopedia*', Co-published in India by Alok Wadhwa for Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd, (New Delhi: New Delhi and Manish Anand for Impulse Marketing, 2005), 146.

৭. মো. তুহীন মোল্লা, ঢাকা জেলা, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ৫*, দ্বিতীয় সং, প্রধান সম্পা. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), ৩৫৮-৩৬০।

৮. "ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন", 9:23 pm, 05-10-2023, https://dscc.gov.bd/site/page/c7c8ed6b-9439-47e6-9092-7d2a4243e607/%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8.

৯. "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন", 9:38 pm, 05-10-2023, https://www.dncc.gov.bd/site/page/c0b6953f-16d3-405b-85e9-dece13bb98de/Location-and-Area.

১০. *Oxford Dictionary of Contemporary English English to Bengali & English* (Dhaka: Jonaki Prokashani, 2009), 54.

১১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসলিম স্থাপত্য*, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদাস, ২০০০), ১৭।

স্থাপত্য হলো– "যেকোনো ত্রিমাত্রিক 'স্পেস' বা পরিসরের অথবা ত্রিমাত্রিক কাঠামোসহ তার প্রতিবেশ-পরিবেশের নকশা; যা কিনা কিছু বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল প্রয়াস থেকে সাধারণত নান্দনিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং যৌক্তিকভাবে তৈরি।"[১২]

*Britannica*-এর মতে স্থাপত্য হলো– "নকশা এবং নির্মাণের শিল্প এবং কৌশল, যা নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা থেকে আলাদা। স্থাপত্যের অনুশীলনটি ব্যবহারিক এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ উভয় প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং এইভাবে এটি উপযোগী এবং নান্দনিক উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে।"[১৩]

সহজ কথায় বলা যায় স্থাপত্য হলো– পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সাযুজ্য রেখে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা মাফিক যে কোনো আয়তনের প্রযুক্তিগত নির্মাণ, গঠনমূলক আকৃতি বা আকার, সামাজিক ও নান্দনিক বিবেচ্য বিষয়, যা ইট, পাথর, সিমেন্ট, বালু, লোহা দ্বারা নির্মিত সাধারণ বসতবাড়ি বা প্রাসাদ, দুর্গ, সেতু বা ব্রিজ, স্মৃতিসৌধ, সমাধি, উপাসনালয়, ফটক বা সদর দরজা, স্নানাগার, দেয়াল ইত্যাদি। সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা সংস্কৃতির ছোট-বড় বাড়িঘরের মতো বাংলায় কিছু পাওয়া যায়নি তবে খিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে মহাস্থানগড়ে পাওয়া পোড়ামাটির ফলক বা ইট প্রমাণ করে যে, বাংলায় টেকসই উপকরণের স্থাপত্য ছিল।[১৪]

তাই বাংলাদেশের স্থাপত্যের গৌরবময় সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাস রয়েছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বহির্বিশ্বসহ ভারত ও বাংলাদেশে যে ঐতিহ্যগত স্থাপত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা আধুনিক যুগে এসে কালের পরিক্রমায় স্থাপত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন মাধ্যমের সংযোজন ও বিয়োজনের দ্বারা আরো সহজতর বা আধুনিকায়ন হয়ে এক নতুন মাত্রায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম, রঙিন কাঁচ, উচ্চ তাপমাত্রার সিরামক টালি ও কংক্রিট। কেননা ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। তারপর থেকেই বাংলাদেশের স্থপতিদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাঁরা তখন তাদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের মাধ্যমে উচ্চতর স্থাপত্য চর্চার সুযোগ পান। সেহেতু স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকায় গড়ে উঠেছে আধুনিক দালানকোঠা ও অন্যান্য বিষয় এবং তাদের সাথে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সংমিশ্রিত হয়েছে পুরানো ঐতিহ্যের পোড়ামাটির ফলক ও অন্যান্য অনুসঙ্গ।

### ২.৩ প্রাচীন ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস

প্রাচীন ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গেলে সবার প্রথমে বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান জুড়ে রয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ের 'পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ'-এর আলোচনা থেকে যতদূর আমরা জানতে পারি প্রাক-ঐতিহাসিক সময়ের খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ থেকে ১৮৫ সময় পর্যন্ত মৌর্য শাসনামলে বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে কয়েকটি অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়। তারই ধারাবাহিকতায় শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত শাসনামলের বিভিন্ন কাল ও পর্বের প্রাচীন স্থাপত্যের দেয়ালে নান্দনিক গুণাবলি সম্পন্ন পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়। বিশেষ করে গুপ্ত আমলের ধ্রুপদি শৈলীর পোড়ামাটির ফলক। মধ্যযুগে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর পাল-চন্দ্র-দেব-সেন শাসনামলে পোড়ামাটির ফলকের উৎকর্ষতা কিছুটা বৃদ্ধি পায় যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ নওগার পাহাড়পুরের

---

১২. জাকিয়া রহমান ঋতা, "স্থাপত্যশিক্ষা, স্থপতি ও স্থাপত্যচর্চা", অনলাইন বণিক বার্তা, শুক্রবার, জুলাই ০৫, ২০২৪ । ২১ আষাঢ় ১৪৩১, অনলাইন প্রবেশ- ৮:১৫ সকাল, ০৫-০৭-২০২৪।

১৩. '*Britannica Ready Reference Encyclopedia*', Co-published in India by Alok Wadhwa for Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd (New Delhi: New Delhi and Manish Anand for Impulse Marketing,2005), 126.

১৪. Zulekha Haque, *Terracottas of Bengal: An Analytical Study,* (Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014), 113.

সোমপুর বিহারের ফলক ও কুমিল্লার ময়নামতির বিভিন্ন প্রত্নস্থলের পোড়ামাটির ফলক। মধ্যযুগের পরবর্তীতে মুসলিম শাসন আমল (সুলতানি ও মোগল) ও ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে এ শিল্পের চর্চা থেমে থাকেনি বরং নব উদ্যমে বা নব আঙ্গিকে নান্দনিক উৎকর্ষতায় উন্নীত হতে থাকে। যেমন– চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদ ও শেষের দিকে মন্দিরের দেয়াল গাত্রে ইন্দো-পারসিক ও স্থানীয় লৌকিক শৈলীর সংশ্লেষণের নান্দনিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধর্মীয় বিষয়াবলির পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঔপনিবেশিক আমলে জমিদার ও অভিজাতরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ায় তার ফলস্বরূপ সেই সময়ে বেশিরভাগ বাড়ি এবং ভবনগুলো সস্তা স্ট্যাকো ও পলেস্তরা এবং পাশ্চাত্য নকশা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে শুরু করে।

সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সুলতানি-মোগল আমল এবং তার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ঢাকার (স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকা জেলার) বিভিন্ন প্রত্নস্থলের স্থাপত্য, মন্দির ও মসজিদের ধর্মীয় বিষয়াবলির পোড়ামাটির ফলকে সেই ইন্দো-পারস্য ও স্থানীয় লৌকিক সৃষ্ট শৈলীর প্রভাবের হাওয়া এসে লেগেছে। যেমন– প্রাচীন ঢাকা জেলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলসমূহ– সাভার উপজেলার বংশী ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমস্থলে সাভার প্রত্নস্থল, সাভারের রাজাসন প্রত্নস্থল, মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার রঘুরামপুর প্রত্নস্থল, মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী গ্রাম, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালিয়া ও চাপার ইউনিয়নের বড়ইবাড়ী ঢোল সমুদ্র প্রত্নস্থল, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার মহাজমপুর শাহী মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও পৌরসভার গোয়ালদী গ্রামে গোয়ালদী মসজিদ, মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের বাবা আদম মসজিদ ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত এই শিল্প মাধ্যমটি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু স্থাপত্যের অঙ্গ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বা নান্দনিক শিল্পবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৪ সাল থেকে পোড়ামাটির ফলকের আবার পুনর্জাগরণ হয় স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত পরিবেশে মৃৎশিল্পে একাডেমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত শিল্পীদের দ্বারা নব উদ্দীপনায় একাডেমিক আধুনিক কলা-কৌশল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। "যার প্রথম প্রমাণ ঢাকার নগর স্থাপত্যে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন' স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক।"[১৫]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে পোড়ামাটির ফলকের চর্চা কেবলমাত্র ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়াল গাত্রেই শুরু হয়েছিল এবং তা পরবর্তীসময়ে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন তাহলো এক– স্বাধীনতা উত্তর আধুনিকালের বাংলাদেশে পোড়ামাটির ফলক পূর্বের মতো কেবলমাত্র ধর্মীয় উপসনালয়– মন্দির, মসজিদ বা রাজকীয় প্রাসাদের দেয়াল গাত্রেই স্থান পাচ্ছে না। বরং এ শিল্প মাধ্যমটি এখন সরকারি বেসরকারি অফিস ভবন, ব্যাংক ভবন, সংবাদপত্রের অফিস ভবন, হোটেল রেস্তোরার দেয়াল, অভিজাত ও সাধারণ বসত বাড়ির দেয়ালসহ সামান্য পরিমানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরদেয়ালে স্থান পাচ্ছে। আর দ্বিতীয়– প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আগ পর্যন্ত যত পোড়ামাটির ফলক নির্মিত হয়েছে তার শিল্পীগণ ছিলেন বংশ পরম্পরায় শিক্ষিত শিল্পী। আর স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে যত পোড়ামাটির ফলক স্থাপিত হয়েছে তার সকল নির্মাণ শিল্পীই একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী।

উদাহরণস্বরূপ– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের প্রেরণায় শিল্পী মীর মোস্তফা আলী ১৯৬১ সালে শিল্পাচার্যের প্রতিষ্ঠিত বর্তমান চারুকলা অনুষদে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সীমিত আকারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মৃৎশিল্প উপকরণ,

১৫. সায়মা আক্তার, *বাংলাদেশের টেরাকোটার চিত্রফলক*, ১৯৮১-৮২ শিক্ষা বর্ষের এম এফ এ পাঠ্যক্রম অর্ন্তভুক্ত অভিসন্দর্ভ, চারুকলা ইনস্টিটিউট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯২), ৩২।

নতুন প্রয়োগ কৌশলের ব্যবহার এবং তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্প বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতেই শিল্পী মীর মোস্তফা আলী ও জাপানি শিল্পী কোইচি তাকিতা শিক্ষক হিসেবে মৃৎশিল্প বিভাগে যোগদান করেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রিত আধুনিক একাডেমিক নতুন ধারার পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে গতানুগতিক মৃৎশিল্পের বিপরীতে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিল্পবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল মৃৎশিল্প বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই ছিল মৃৎশিল্প বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। শিল্পী মরণচাঁদ পাল, শিল্পী গোপেশ মালাকার, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদারসহ আরো অনেক শিক্ষকের শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্পের এবং পোড়ামাটির ফলক চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।[১৬]

প্রস্তাবিত গবেষণায় ১৯৭২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নির্মিত ঢাকার নগর স্থাপত্যের মধ্যে যেসব স্থাপত্যের দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকের ব্যবহার রয়েছে তাদের মূল্যায়ন করা হবে। যেমন– ঢাকা মহানগরীর উত্তর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সৌধ, সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ব্যাংক, হোটেল, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দূতাবাস, ধর্মীয় উপাসনালয়, ব্যক্তিগত আবাস বা বসতবাড়ি অথবা সরকারি অফিসের দেয়াল ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণায় যেসব ভবনসমূহের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক মূল্যায়ন করা হবে সেসব ফলকযুক্ত ভবনসমূহের নাম নিম্নে তুলে ধরা হলো। যেমন– বাংলাদেশ টেলিভিশন, হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, মতিঝিল এবি ব্যাংক লিমিটেড, গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-২, জনতা ব্যাংক পিএলসি প্রধান কার্যালয় ভবন, বিসিক ভবন (মতিঝিল) হোয়াইট হাউস হোটেল, হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, গ্যালারি শিল্পাঙ্গন, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ব্র্যাক সেন্টার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, স্বাধীনতা স্তম্ভ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA), এসিআই লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল পূবালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, পুরাতন পরিবেশ ভবন, কাজী শাহেদ আহমেদের আবাসিক ভবন, হোটেল রাজমনি ঈশাখাঁ শপিং কমপ্লেক্স, একরামুল হকের আবাসিক ভবন, প্রিয়াঙ্কা শুটিং হাউজ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের অডিটোরিয়াম, অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টার, বাংলা একাডেমির মোদের গরব ভাস্কর্যের বেদি, এনায়েত উল্লাহ খানের 'দিলনাশিন' আবাসিক ভবন, আমিন কোর্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আইইবি ভবন, জাতীয় স্টেডিয়াম-ঢাকা, কর্ণেল ফারুক খানের আবাসিক ভবন, মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, টাকা জাদুঘর, স্বাধীনতা টাওয়ার, নোভা টাওয়ার, হেলমেট ভবন, ঢাকা ক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভ, মিরপুর জোনের ডিসি অফিস, নগর ভবন, আওলাদ হোসেন সাহেবের আবাসিক ভবন, এয়ারপোর্ট রোডে আউটডোরে স্থাপিত দেয়াল, বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ভবন, সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, নভোথিয়েটার–ঢাকা, পুরানো ঢাকার আজহার মার্কেট, পরিসংখ্যান ভবন, সমাজসেবা ভবন, ইউজিসি ভবন, সেনাকুঞ্জ কনভেনশন সেন্টার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগ, এমটিবি টাওয়ার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বর, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ভবন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেল, অপ্সরা ভবন, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, জগন্নাথ হল শিব মন্দির, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড ইমেজিং সেন্টার, ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, ইবনে সিনা হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, বিসিআইসি ভবন, হারুনার রশীদ খান মুন্নুর আবাসিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃৎশিল্প বিভাগ, সাফুরা টাওয়ার, পর্যটন তথ্য কেন্দ্র, বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চ, মোতালেব প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ, বুলু ওশেন টাওয়ার, গ্যালারি কায়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন ভবন, স্কয়ার হসপিটাল লিমিটেড, অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টার, মমিনুল ইসলামের আবাসিক ভবন, Court de la ACME, আমিন কোর্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, ধানমন্ডির আরবান ঐকতান ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, রাজউক

১৬. দেবাশীষ পাল, "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্টুডিও পটারি : একটি সমীক্ষা", *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮), ৩৪।

উত্তরা মডেল কলেজ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, জাহিদ ইকবাল পাঠানের আবাসিক ভবন, সিগাল রেস্টুরেন্ট, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগ, নতুন পরিবেশ ভবন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অভ্যর্থনা কেন্দ্র, কিশলয় কচিকাঁচার মেলা, ড. কামরুল কায়েসের আবাসিক ভবন, মোহাম্মদ আসিফ সাহেবের আবাসিক ভবন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের 'ক্ষুদ্রসেচ উইং'-এর অভ্যর্থনা কেন্দ্র, জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের আবাসিক ভবন, কনকর্ড মেনর ভবন, গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১ ইত্যাদি।

**২.৪ ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য :**

'ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ' শিরোনামের গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি– তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ; আবহমান বাংলা-বিষয়ক– বাংলার কর্মরত গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিত্র ও ধর্মীয় বিষয়াবলি কেন্দ্রিক চিত্র এবং নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র ইত্যাদি। উপরিউক্ত বিষয়গুলোর আলোকে তাদের ধরন অনুযায়ী অলংকৃত ফলককে তিনটি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন–

ক. ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক।

খ. ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক।

গ. নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক।

গুণগত গবেষণা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত মাঠ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আলোকে সরজমিনে ধারণকৃত ফটোগ্রাফির ভিত্তিতে উপরিউক্ত প্রতিটি ভাগের বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকগুলোর বিষয়-বৈচিত্র্য নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে। এবং একই সাথে সরজমিনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি পোড়ামাটির ফলক কোন স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে তার নামানুসারে তার শিরোনাম বা নামকরণ, ফলকগুলো কোন কোন স্থানে আছে তার ঠিকানা ও প্রতিটি ফলকের মাপ তুলে ধরা হয়েছে। আবার একইভাবে গুণগত গবেষণার অন্তর্ভুক্ত মাঠ পর্যবেক্ষণ ও কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার পদ্ধতির আলোকে সরজমিনে প্রাপ্ত তথ্য ও শিল্পীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি ফলক কোন কোন শিল্পীর তৈরি তাঁদের নামসহ ফলকগুলো কোন কোন সময়ের তৈরি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ পোড়ামাটির ফলকের গায়ে বা পাশে স্থাপিত নামফলকে শিল্পীর নাম নেই বিধায় সুষ্ঠু অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঐ ফলকগুলোর সঠিক শিল্পীদের খোঁজ করে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঐ ফলকগুলোর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত আরো অন্যান্য শিল্পীর নামও সংযুক্ত করা হয়েছে। আবার যেসকল ফলকের গায়ে বা পাশে স্থাপিত নামফলকে শিল্পীদের নাম উল্লেখ করা আছে তাঁদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ঐ কাজে সংযুক্ত ছিল আরো অন্যান্য শিল্পীর নামও সংযুক্ত করা হয়েছে।

**(ক) ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক**

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি– মানুষ যুগে যুগে নতুন নতুন ইতিহাসের জন্ম দেয়, সেই ইতিহাসের জন্মের নেপথ্যে থাকে বহু মানুষের শ্রম, কর্ম, আত্মত্যাগ, আত্মদান আর লড়াইয়ের ঘটনা। সেই ইতিহাস সম্বন্ধীয় বা ইতিহাসে স্থান লাভ করার যোগ্য ঐতিহাসিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা বিখ্যাত বিভিন্ন ঘটনার বিষয়াবলির চিত্র।

আবহমান বাংলা– প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত অথবা আবহমানকাল ধরে প্রচলিত বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াবলির চিত্র।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক চিত্রের পোড়ামাটির ফলক যে সকল স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে সেই সকল স্থাপত্যের নামানুসারে পোড়ামাটির ফলকের শিরোনাম, প্রাপ্তিস্থান, শিল্পী, নির্মাণের সন, মাপ ও বিষয়-বৈচিত্র্য ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন–

**(১) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : 'রূপসজ্জা বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন', বাংলাদেশ টেলিভিশন সদর দপ্তর, থানা-রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯

ফলকের মূল পরিকল্পনাকারী : শিল্পী রশিদ চৌধুরী[১৭]

ফলকের লে-আউট শিল্পী : সৈয়দ লুৎফুল হক[১৮]

ফলকের শিল্পী : মরণ চাঁদ পাল, সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, সুভাষ চন্দ্র পাল, মৃণাল হোসেন, লুৎফুল হক, তপন কুমার দাস ও বদরুল আলম (বেনু)[১৯]

ফলকের মাপ : প্রস্থ প্রায় ৬২.৫ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ৮.৫ ফুট

ফলকের নির্মাণ সন : আনুমানিক ১৯৭৪/১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ[২০]

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের ভিতরে নিচতলায় রূপসজ্জা বিভাগের সম্মুখ দেয়ালে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক মহান মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যকাব্যসহ আবহমান বাংলার ঐতিহ্যগত কৃষিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়। যেমন– মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের চিত্র, গ্রামীণ বাংলার গুনটানা ও ধানকাটার চিত্র, হুক্কা পানরত কৃষকের চিত্র, যুবক-যুবতির প্রণয়ের চিত্র, মনিপুরীসহ বিভিন্ন নৃত্যের চিত্র, বাউল গানের চিত্র, কলসী কাঁখে নারী-বেদে নারী-সাপুড়ের সাপের খেলার চিত্র, রাখালের গরু ছড়ানো-বাঁশি বাজানো-মাছ ধরার চিত্র, গ্রামীণ মহিলাদের প্রসাধনের চিত্র, শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলা ও কিশোরীর স্কুলে যাওয়ার চিত্র ইত্যাদি।

**(২) ফলকের শিরোনাম : হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ১০৭, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : তপন কুমার দাস, সুভাষ চন্দ্র পাল ও সিরাজউদ্দিন মাহ্‌বুব[২১]

ফলকের নির্মাণ সন : এপ্রিল ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ[২২]

---

১৭. শামীম আহমেদ, *স্বাধীনতাত্তোর মৃৎফলক*, ১৯৮১-৮২ শিক্ষা বর্ষের এম এফ এ পাঠ্যক্রম অর্ন্তভুক্ত অভিসন্দর্ভ, চারুকলা ইনস্টিটিউট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯২), ৪২।

১৮. শিল্পী তপন কুমার দাস, ভারত, সাক্ষাৎকার- ১৬-১০-২০২৩।

১৯. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত শিল্পীদের নাম।

২০. আব্দুল মান্নান, সাবেক পরিচালক ডিজাইন বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সাক্ষাৎকার- ২৯-০৪-২০২৪।

২১. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত শিল্পীদের নাম।

২২. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৩৫ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার কারওয়ান বাজারে অবস্থিত হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের ভিতরে গেস্ট এলিভেটর রুমের ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসাবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা বিষয়ক গতিসম্পন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিষয়ের চিত্র। যেমন– সুন্দরবনের ভিতরে লতা পাতার ঝোপঝাড়ের মধ্যে এক ঝাঁক হরিণের দৌড়ানোর চিত্র।

**(৩) ফলকের শিরোনাম : মতিঝিল এবি ব্যাংক লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : এবি ব্যাংক লিমিটেড, নিচতলা বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ফলকের লে-আউট শিল্পী : চন্দ্র শেখর দে[২৩]

ফলকের শিল্পী : সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, সহযোগী শিল্পী- মরণচাঁদ পাল, চন্দ্র শেখর দে, স্বপন কুমার শিকদার।[২৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ[২৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২৯ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বিসিআইসি ভবনের নিচতলায় এবি ব্যাংক লিমিটেডের অফিস কক্ষের বামপাশে দেয়ালের স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্র ও বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রসহ সুন্দরবনের হরিণের চিত্র এবং মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাসহ ডানাওয়ালা পরী ও শিশুদের রূপক চিত্র। যেমন– জঙ্গলে টর্চ লাইটের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিংয়ের চিত্র, পাহারারত মুক্তিযোদ্ধার চিত্র, সাধুর প্রার্থনার চিত্র, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের যুদ্ধের চিত্র, আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসারত সেবিকার চিত্র, পাকিস্তানিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের চিত্র, পতাকা ও বন্দুক হাতে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসের চিত্র, নারী মুক্তিযোদ্ধাদের শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে বিজয় উল্লাসের চিত্র, সারিবদ্ধ শিশুদের চিত্র, সুন্দরবনের হরিণের চিত্র, মুক্তিযোদ্ধার ঝরনার পানি পান ও বীরাঙ্গনাসহ ডানাওয়লা পরীর ফলদানের চিত্র ইত্যাদি।

**(৪) ফলকের শিরোনাম : গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-২ এর পোড়ামাটির ফলক।**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : গ্রামীণ ব্যাংক হেড অফিস, ৫ মিরপুর রোড, মিরপুর ২, ঢাকা- ১২১৬

ফলকের শিল্পী : অলক রায়[২৬]

---

২৩. শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০৪-০৪-২০২৪।

২৪. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম ও শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০৪-০৪-২০২৪।

২৫. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

২৬. শিল্পী অলক রায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ২৮-০৩-২০২৪।

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ[২৭]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৫ ফুট

ফলকের বিষয় বৈচিত্র্য : ঢাকার মিরপুর ২-এ অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের চত্বরে প্রশাসনিক ভবন ১-এর ভিতরে নিচতলায় প্রবেশপথের বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সুখি পরিবার ও প্রকৃতি-বিষয়ক প্রতীকী চিত্র। যেমন– টাকার সিন্দুক, পশু পাখি, দূরের গ্রাম, সূর্য রশ্মি সহ সূর্য এবং পুরুষ নারী শিশু ইত্যাদির সমন্বিত গ্রামীণ সুখি পরিবারের চিত্র।

**(৫) ফলকের শিরোনাম : জনতা ব্যাংক পিএলসি প্রধান কার্যালয় ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : জনতা ব্যাংক পিএলসি প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ফলকের শিল্পী : হরিণ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– শামীম শিকদার, সহকারী শিল্পী আনোয়ার চৌধুরী[২৮]

এবং বীরশ্রেষ্ঠ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– স্বপন চন্দ্র পাল, মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ[২৯]

ফলকের নির্মাণ সন : হরিণ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ[৩০]

এবং বীরশ্রেষ্ঠ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ[৩১]

ফলকের মাপ : হরিণ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট এবং বীরশ্রেষ্ঠ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৮ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত জনতা ব্যাংক পিএলসি প্রধান কার্যালয় ভবনের নিচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক এবং দোতলায় উঠার সিঁড়ির ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে হরিণ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক। যেমন– বীরশ্রেষ্ঠ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতি ও বাংলা লিপির চিত্র। এবং হরিণ-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার সুন্দরবনের ভিতরে গাছগাছালিতে ঘেরা হরিণ শাবকসহ বিভিন্ন গতিবিধির হরিণের চিত্র।

**(৬) ফলকের শিরোনাম : বিসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

---

২৭. শিল্পী অলক রায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ২৮-০৩-২০২৪।

২৮. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

২৯. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার– ০৪-০৪-২০২৪ এবং শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ০৪-০৪-২০২৪।

৩০. সায়মা আক্তার, বাংলাদেশের টেরাকোটা চিত্রফলক, এমএফএ ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগার সংযোজন সংখ্যা ১০৬) (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯২), ৩৬।

৩১. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার– ০৪-০৪-২০২৪ ও মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ০৫-০৪-২০২৪।

ফলকের শিল্পী : গোলাম সারোয়ার ও তপন কুমার দাস[৩২]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ[৩৩]

ফলকের মাপ : কুটিরশিল্প-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক- উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট এবং নৌবিহার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৭ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বিসিক ভবনের নিচতলায় ভবনের প্রবেশপথের ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে আবহমান বাংলার কুটিরশিল্প-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক এবং দোতলায় সিড়ির বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে আবহমান বাংলার নৌবিহার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক। যেমন– কুটিরশিল্প-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে বিষয়বস্তু হিসেবে বাঁশের মুড়া তৈরির চিত্র, তাঁতে কাপড় বুনার চিত্র, মৃৎপাত্র তৈরির চিত্র, কাঠের হাতি ঘোড়া তৈরির চিত্র, সমিলে কাঠ কাটার চিত্র, শিল্প কারখানায় কাজ করার চিত্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চিত্র ইত্যাদি। নৌবিহার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে জমিদারের নৌবিহারের চিত্র।

**(৭) ফলকের শিরোনাম : হোয়াইট হাউস হোটেলের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : হোয়াইট হাউস হোটেল, ১৫৫, শান্তিনগর, ঢাকা-১২০৭

ফলকের লে-আউট শিল্পী : স্বপন কুমার সিকদার[৩৪]

ফলকের শিল্পী : স্বপন কুমার সিকদার ও সুভাষ চন্দ্র পাল[৩৫]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ[৩৬]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৭ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শান্তিনগরে অবস্থিত হোয়াইট হাউস হোটেলের নিচতলায় প্রবেশকক্ষের সম্মুখ দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক নারী পুরুষের প্রণয়ের চিত্র, স্নানরত নারীর চিত্র, কলসী কাঁখে নারীর চিত্র, প্রসাধনরত নারীর চিত্র, আলাপরত নারীর চিত্র ইত্যাদি।

**(৮) ফলকের শিরোনাম : হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লি. এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

---

৩২. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম ও শিল্পী তপন কুমার দাস, ভারত, সাক্ষাৎকার- ১৬-১০-২০২৩।

৩৩. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

৩৪. শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ২২-০১-২০২৪।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. প্রাগুক্ত।

ফলকের শিল্পী : নিসার হোসেন[৩৭]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ[৩৮]

ফলকের মাপ : (ক) বামপাশের জলসা হলরুমের পাশের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৫ ফুট (খ) ডানপাশের দিলকুশা হলরুমের পাশের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিলের দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের দ্বিতীয় তলায় জলসা ও দিলকুশা নামের দুটি হলরুমের মাঝখানের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে দুটি রঙিন পোড়ামাটির ফলক। যেমন– বামপাশের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক বাড়ির আঙ্গিনায় রাতে বাউল গানের চিত্র এবং ডানপাশের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বরযাত্রীসহ বেহারাদের পালকিতে করে বর-কনে নিয়ে ঘরে ফেরার চিত্র।

**(৯) ফলকের শিরোনাম : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের অনুকরণে পোড়ামাটির ফলক।**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : প্রথম ঠিকানা- গ্যালারি শিল্পাঙ্গন, রোড- ৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৫ (তথ্যসূত্র– রুমি নোমান, *শিল্পাঙ্গনের জন্মকথা*, ঈদ আনন্দ ২০১৮, *মানবজমিন*, ঢাকা, ২৮ জুন ২০১৮) বর্তমান ঠিকানা- গ্যালারি শিল্পাঙ্গন, বাড়ি ২/৮, ব্লক- ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭

বি:দ্র : গ্যালারি শিল্পাঙ্গন ধানমন্ডির ৪ নম্বর রোডে অস্থায়ীভিত্তিতে থাকাকালীন সময়ে এই পোড়ামাটির শিল্পকর্মটি সেখানে স্থাপিত হয়েছিল এবং বারবার গ্যালারির স্থান পরিবর্তন ও স্থাপনের জন্য শিল্পকর্মটি বর্তমানে একটু ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় আছে, বিধায় বর্তমানে শিল্পকর্মটি তাদের কাছে প্যাকেট বন্দি অবস্থায় সংগ্রহ রয়েছে। (তথ্যসূত্র- শিল্পী অনুকূল চন্দ্র মজুমদার, সাক্ষাৎকার– ২০-০২-২০২৪)

ফলকের শিল্পী : মরণ চাঁদ পাল ও স্বপন কুমার সিকদার[৩৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ[৪০]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট (তথ্যসূত্র চিত্রকর্মের ফটোগ্রাফি)

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার ৪ নম্বর রোডে অস্থায়ী ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল 'গ্যালারি শিল্পাঙ্গন'-এর যাত্রা। তখন গ্যালারি শিল্পাঙ্গনের সম্মুখ দেয়ালে অস্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের অনুকরণে নির্মিত পোড়ামাটির ফলক। যেমন– এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক কাঠের গুঁড়ি বোঝাইকৃত একটি গরুর গাড়ি কাদার মধ্যে আটকে পড়েছে এবং দুটি বলদ ও একজন চালক কাদার গর্তে আটকে পড়া এই গাড়িটিকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার চিত্র।

---

৩৭. সায়মা আক্তার, *বাংলাদেশের টেরাকোটার চিত্রফলক*, অভিসন্দর্ভ, ১৯৮৬ -৮৭ শিক্ষাবর্ষের এম এফ এ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (গ্রন্থাগার অভিসন্দর্ভ নম্বর ০১২, গ্রন্থাগার সংযোজন সংখ্যা ১০৬ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯২), ৩৮।

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ২১-০২-২০২৪।

৪০. প্রাগুক্ত।

**(১০) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের পোড়ামাটির ফলক**[৪১]

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, টয়েনবি রোড, হাটখোলা, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০

ফলকের লে–আউট : চন্দ্র শেখর দে[৪২]

ফলকের শিল্পী : সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, সহকারী শিল্পী- মরণ চাঁদ পাল, চন্দ্র শেখর দে, সুভাষ চন্দ্র পাল, স্বপন কুমার সিকদার[৪৩]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ[৪৪]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চত্বরের ভিতরে তিনটি বিল্ডিং মধ্যে মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংটির প্রবেশপত্রের বামদিকে নিচতলার সম্মুখ দেয়ালে স্থাপিত রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রসহ পয়সা-কড়ির চিত্র ও জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি। যেমন– সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক চিত্রে রয়েছে সূর্যের চিত্র, কর্মরত কিষান-কিষানির চিত্র, পায়রা ও পয়সার চিত্র, বেহারা,পালকি ও বধূর চিত্র, মুক্তারমালা সহ হাঁসের চিত্র, বাউল গানের চিত্র, কর্মরত মহিলা চা শ্রমিকের চিত্র, পানিতে শাপলা ফুলের চিত্র, পুরুষ ও নারী মুক্তিযোদ্ধার চিত্র, যুবতি ও রাখালের প্রেমের চিত্র, মাছ ধরার চিত্র, বাড়ির আঙিনায় বালক-বালিকার পড়াশোনা করার চিত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৃৎপাত্র তৈরির চিত্র, কুমারের মৃৎপাত্র তৈরি ও তাঁতির কাপড় বোনার চিত্র, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা ও মন্দিরের চিত্র, সুন্দরবনের চিত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার মিটিংয়ের চিত্র, কুমিরের চিত্র, নারীদের নৃত্যের চিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র, জাতীয় সংসদ ভবনের চিত্র, বেদেনিদের চিত্র, ময়ূরপঙ্খি নৌকার চিত্র, সুখি পরিবার ও জাহাজের মালামাল অপসারণের চিত্র, কারখানার চিত্র, সেতু, ক্রেন ও গুনটানার চিত্র ইত্যাদি। এছাড়া ফলকের কম্পোজিশনের কালো জমিনের ওপর রূপায়িত হয়েছে ছোট আকারের পয়সা, মাছ, গোলাকার নকশা, অর্থ গোলাকার নকশা, তারকা চিহ্ন, কড়ি, নকশাকৃত কুলা ইত্যাদি।

**(১১) ফলকের শিরোনাম : ব্র্যাক সেন্টারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ব্র্যাক সেন্টার (নিচতলা), ৭৫, মহাখালী, ঢাকা ১২১২

ফলকের লে-আউট : চন্দ্র শেখর দে[৪৫]

ফলকের শিল্পী : সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, মরণ চাঁদ পাল, চন্দ্র শেখর দে, সুভাষ চন্দ্র পাল, স্বপন কুমার সিকদার[৪৬]

---

৪১. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

৪২. শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০৪-০৪-২০২৪।

৪৩. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ১২-০৫-২০২৪।

৪৬. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম ও শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ১২-০৫-২০২৪।

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ[৪৭]

ফলকের মাপ : (ক) সুখি পরিবার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ১৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট। (খ) মা ও শিশু- বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ১৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মহাখালীর গুলশান বাড্ডা সংযোগ সড়কের অবস্থিত ব্র্যাক সেন্টারের নিচতলায় ভবনে ঢোকার প্রবেশপথের ডানপাশের বাহিরের দেয়ালে পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে আবহমান বাংলার সুখি পরিবার এবং মা ও শিশু-বিষয়ক দুটি পোড়ামাটির ফলক। যেমন– এই দুটি পোড়ামাটির ফলকের একটিতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নবজাতক শিশুসহ দম্পতি, মোরগ, ফুলকলি, মাছ, গাভী, বালতি, কলাগাছ, কুঁড়ের ঘর, বই-কলম, আলপনা, প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদির সমন্বিত সুখি পরিবারের চিত্র। এবং অপরটিতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মায়ের কোলে শিশু, পেঁচা, কাক, চাঁদ ও মেঘের ভেলা, শাপলা ফুল, লতাপাতা ফুল, পানির ঢেউ ইত্যাদিও সমন্বিত মা ও শিশু-বিষয়ক চিত্র।

**(১২) ফলকের শিরোনাম : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ৯২-৯৩, বীরউত্তম এ, কে, খন্দকার রোড, মহাখালী বা/এ, ঢাকা- ১২১২

ফলকের শিল্পী : আশরাফুল কবীর কনক ও কল্লোল বড়ুয়া[৪৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ[৪৯]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট প্রস্থ প্রায় ১২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ভবনের নিচতলায় প্রবেশপথের সিঁড়ির ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক বন্যা কবলিত পানিবন্দি অসহায় মানুষের কাছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের চিত্র। যেমন– ত্রাণ সামগ্রী বোঝাইকৃত নৌকায় দাঁড়িয়ে সরকারি কর্মকর্তা অথৈই পানিতে দাঁড়ানো বালক-বালিকা, নারী-পুরুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে তার চিত্র। এবং নৌকায় করে পানির কলস ও ভাতের হাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তার চিত্র।

**(১৩) ফলকের শিরোনাম : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের 'জনতার দেয়াল' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক**[৫০]

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মোহাম্মদ ইউনুস, মুকুল মুকসুদ্দীন, শিশির ভট্টাচার্য্য, ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ, শ্যামল চৌধুরী।[৫১]

সহকারী শিল্পী : গোপাল চন্দ্র পাল, দেবাশীষ পাল, স্বপন চন্দ্র পাল, আজহারুল ইসলাম শেখ, মিনহাজ উদ্দিন কর্নেল,

---

৪৭. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

৪৮. শিল্পী কল্লোল বড়ুয়া, সাক্ষাৎকার- ২৪-০৩-২০২৪।

৪৯. শিল্পী আশরাফুল কবীর কনক, সাক্ষাৎকার- ২৭-০৪-২০২৪।

৫০. আইয়ুব ভূঁইয়া, স্বাধীনতা স্তম্ভে এশিয়ার বৃহত্তম ইতিহাসভিত্তিক টেরাকোটা ম্যুরাল, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (ঢাকা : *ভোরের কাগজ*, ২৬ মার্চ ২০০৭), ১২।

৫১. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

নাসিমুল খবীর ডিউক, নুরুল আমিন, মাসুদুর রহমান, বিজন কুমার সেন, শিরীষ মোহন পাল, শ্যামল রায় প্রমুখ[৫২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০০-২০০৬[৫৩]

ফলকের মাপ : উচ্চতা সর্বোচ্চ প্রায় ১২ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২৭৩ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার রমনায় অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের পাশে ও প্লাজা চত্বরের পূর্ব পাশে স্বাধীনতা জাদুঘরের দেয়ালে স্থাপিত 'জনতার দেয়াল' শিরোনামে ঢাকা নগরীর সর্ববৃহৎ পোড়ামাটির এই ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রামীণ জীবনের চিত্র ও ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির গৌরবময় বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন জীবনচিত্র। যেমন– 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' লিপি, কলসি কাঁখে গল্পরত নারী, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' লিপি, কৃষক ও শহরের মানুষের চিত্র। তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন, জেনারেল আইয়ুব খানের পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল, শেখ মুজিব কারাগারে, ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানসহ আইয়ুব শাহীর পতন, ৭০-এর জলোচ্ছ্বাস ও সত্তরের নির্বাচন, শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চ কালরাত্রির অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা, মুজিবনগর সরকার গঠন ও শরণার্থীর চলে যাওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক বাংলার মা-বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠন, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি, স্বাধীনতার বিজয় উল্লাস, সুখি জীবন ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র।

**(১৪) ফলকের শিরোনাম : কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA) এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, বাসা ১৬/এ, রোড ৪৮, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২

ফলকের শিল্পী : মোঃ রবিউল ইসলাম[৫৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ[৫৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ ১১ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার গুলশান ২-এ অবস্থিত কানাডিয়ান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA)-এর কনফারেন্স রুমের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক কুটির শিল্প থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষজন কিভাবে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করছে তার চিত্র। যেমন– সুখি পরিবার, গরুর দুধ দোহন, মাছ ধরা, নারীদের চরকায় সুতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বুনা, প্রান্তিক শিশুদের মাঝে শিক্ষিকার বই বিতরণ, কাপড় কাটা ও কাপড় সেলাই করা, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা, হাঁস-মুরগি পালন, ঢেঁকিতে ধান ভানা, ধানকাটা ও ধান শুকানো, মহিলাদের ইট ভাঙ্গা, আদালতের এজলাস, টিউবওয়েল মেরামত করা, মালামাল উঠানোর ও নামানো ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র।

**(১৫) ফলকের শিরোনাম : এসিআই লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক**

---

৫২. আইয়ুব ভূঁইয়া, স্বাধীনতা স্তম্ভে এশিয়ার বৃহত্তম ইতিহাসভিত্তিক টেরাকোটা ম্যুরাল, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (ঢাকা : *ভোরের কাগজ*, ২৬ মার্চ ২০০৭), ১২।

৫৩. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

৫৪. শিল্পী মোঃ রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০১-০১-২০২৪ ও ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

৫৫. প্রাগুক্ত।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : এসিআই লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, এসিআই সেন্টার ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮

ফলকের লে-আউট শিল্পী : দেবাশীষ পাল[৫৬]

ফলকের শিল্পী : দেবাশীষ পাল ও আবুল কালাম আজাদ[৫৭]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ[৫৮]

ফলকের মাপ : ১২০ স্কয়ার ফুট (৪০ফুট × ৩ফুট)

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত এসিআই লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ের পূর্ব দিকের বাউন্ডারি দেয়ালের ভেতরের দিকে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলির চিত্র। যেমন– গ্রামীন জীবন, কলসি কাঁখে গল্পরত নারী, নারীর শাপলা ফুল তোলা, নারীদের কাঠের উড়ুনে ধানভানা, বাউলের গানের আসর ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র।

**(১৬) ফলকের শিরোনাম : মতিঝিল পুবালী ব্যাংক হেড অফিসের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : পুবালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ২৬ দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : আবু সাঈদ তালুকদার ও মোঃ রবিউল ইসলাম[৫৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ[৬০]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ ৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত পুবালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশপথের সিড়ির পাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রামীণ কৃষি জীবনের প্রতীকী চিত্র এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিষয়ের প্রতীকী চিত্র। যেমন– হুক্কা কাস্তেসহ কৃষকের প্রতিকৃতি, লাঙ্গল হাতে কৃষকের প্রতিকৃতি, গরুও বাঁশের বেড়া, স্তুপকৃত ধৌত পাটের আঁটি, নৌকা, শাপলা ফুল-কলি, বাঁশের পলো ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হুইল, ক্রেনের সাহায্যে কার্গো নামানো, শিল্প কারখানার স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র।

**(১৭) ফলকের শিরোনাম : পুরাতন 'পরিবেশ ভবন'-এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন (পুরাতন), ই-১৬, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ রোড, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

---

৫৬. গবেষক।

৫৭. প্রাগুক্ত।

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম ও শিল্পী রবিউল ইসলাম অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়, সাক্ষাৎকার- ০১-০১-২০২৪।

৬০. প্রাগুক্ত।

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ ও নূরুল আমীন[৬১]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ[৬২]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনস্থ পুরাতন পরিবেশ ভবনের নিচতলার অভ্যর্থনা কক্ষের বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক সুন্দরবনের চিত্র, পল্লী দম্পতির চিত্র, গ্রাম বাংলার চিত্র, শহরের চিত্র ইত্যাদি।

**(১৮) ফলকের শিরোনাম : কাজী শাহেদ আহমেদের আবাসিক ভবনের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক।**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি- ৪১, রোড- ৬/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

ফলকের শিল্পী : মাহমুদুর রহমান দীপন ও হাফিজউদ্দিন বাবু[৬৩]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ[৬৪]

ফলকের মাপ : (ক) দুই প্রবেশপথের মাঝখানের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৩৬ ফুট। (খ) বামপাশের প্রবেশপথের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৩ ফুট। (গ) ডানপাশের প্রবেশপথের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৩ ফুট।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কাজী শাহেদ আহমেদের আবাসিক ভবনের সামনের দিকে তিনভাগের বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি-বিষয়ক বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা-বিষয়ক চিত্র, প্রাণী চিত্র, নকশাচিত্র ইত্যাদি। যেমন– ভেনাস অফ উইলেনডর্ফের চিত্র, বাইসনের চিত্র, গবুর চিত্র, গুহাচিত্র, আগুন আবিষ্কারের চিত্র, আদিম মা ও শিশুর চিত্র, স্টোনহ্যাঞ্জের চিত্র, মিশরীয় কৃষকের চিত্র, রানী নেফারতিতির চিত্র, রাজা ফারাও-এর চিত্র, হায়ারোগ্লিফিক লিপির চিত্র, তীর-বল্লম-কাস্তে-তলোয়ার-ছেনি-মৃৎপাত্রের চিত্র, মানুষের ক্রমবিকাশের চিত্র, চাকার চিত্র, গ্রিক স্থাপত্যের চিত্র, প্রাচীন জাহাজের চিত্র, ঘোড়ারগাড়ি চিত্র, এমফিথিয়েটার বা কলোসিয়ামের চিত্র, আধুনিক মেশিনের চিত্র, আধুনিক মেশিনের চিত্র, জিপের চিত্র, আধুনিক মানুষের চিত্র, রেল ইঞ্জিনের চিত্র, ধর্মীয় উপাসনালয়ের চিত্র, রাইট ফ্লাইয়ার এরোপ্লেন, জেড বিমান, স্যাটেলাইট ও রকেটের চিত্র, ডিস অ্যান্টেনাসহ আধুনিক স্থাপত্যের চিত্র ইত্যাদি।

**(১৯) ফলকের শিরোনাম : হোটেল রাজমনি ঈশাখাঁ শপিং কমপ্লেক্সের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : রাজমনি ঈশাখাঁ শপিং কমপ্লেক্স, ৮৮/৩, ভিআইপি রোড, কাকরাইল, ঢাকা ১০০০

---

৬১. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১০-০৩-২০২৪।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. শিল্পী হাফিজউদ্দিন বাবু, সাক্ষাৎকার- ০২-০২-২০২৪।

৬৪. প্রাগুক্ত।

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান ও মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ[৬৫]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ[৬৬]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২১ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত হোটেল রাজমনি ঈশাখাঁর ভূগর্ভস্থে রাজমনি শপিং কমপ্লেক্সে যাওয়ার দুদিকের প্রবেশপথের উপরের দেয়ালে স্থাপিত এই রঙিন (কালো, খয়েরী, বাদামি) পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক কৃষিপণ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শহরের শপিং কমপ্লেক্সে বা ফেরি করে অথবা গ্রামের খোলা হাটে মানুষ কেনাবেচা করছে ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র। যেমন– শপিং কমপ্লেক্সে বিভিন্ন নিত্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেচাকেনার চিত্র, ফেরিওয়ালাদের ফেরি করে জিনিসপত্র বেচার চিত্র, গ্রামের খোলা হাটে কেনাবেচার চিত্র।

**(২০) ফলকের শিরোনাম : একরামুল হকের আবাসিক ভবনের "শিল্পী এস এম সুলতানের ধান ঝাড়া শিল্পকর্মের অনুকরণে" পোড়ামাটির ফলক**[৬৭]

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : একরামুল হকের বাসা, বাড়ি- ৭, রোড -৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৫

লে–আউট শিল্পী : এস এম সুলতান

ফলকের শিল্পী : দেবাশীষ পাল, স্বপন চন্দ্র পাল ও মোঃ শাহাদৎ হোসেন[৬৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।[৬৯]

ফলকের মাপ : ৬৩ স্কয়ার ফুট (উচ্চতা ৭ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট)

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত একরামুল হক সাহেবের ফ্ল্যাট বাসার ভিতরে ড্রয়িং রুমের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিয়ষবস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক নবান্ন উৎসবের চিত্র। যেমন– ধান ঝাড়ার চিত্র ও দুধ পানরত শিশুর চিত্র।

**(২১) ফলকের শিরোনাম : প্রিয়াঙ্কা শুটিং হাউজের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : প্রিয়াঙ্কা শুটিং হাউজ, ৩৮/ঘ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, রমনা, ঢাকা ১২১৭

ফলকের শিল্পী : মোঃ জায়েদুর রহমান[৭০]

---

৬৫. শিল্পী মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ২৫-০১-২০২৪।

৬৬. প্রাগুক্ত।

৬৭. গবেষক।

৬৮ প্রাগুক্ত।

৬৯. প্রাগুক্ত।

৭০. শিল্পী মোঃ জায়েদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১১-০৯-২০২৩।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৫-০৬ সাল[৭১]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ ১০ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মগবাজারে নিউ ইস্কাটনে প্রিয়াঙ্কা শুটিং হাউজের বাউণ্ডারি দেয়ালে স্থাপিত 'বাংলাদেশ' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কৃষি বিষয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চিত্র এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের চিত্র। যেমন– কর্মরত কৃষকের চিত্র, গরুর গাড়ির চিত্র, ঢাকার আহসান মঞ্জিলের চিত্র, গল্পরত নারীর চিত্র, বাউলের গান পরিবেশনের চিত্র, যুবতীর তানপুরা বাজানোর চিত্র, অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যের চিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র, শহিদ মিনারের চিত্র, বীজ বপনরত কৃষকের চিত্র, রমণীর চা তোলার চিত্র, জাতীয় সংসদ ভবন ও লালবাগের কেল্লার চিত্র ইত্যাদি।

**(২২) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের অডিটোরিয়ামের পোড়ামাটির ফলক।**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের অডিটোরিয়াম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৪/৩, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা- ১০০০

ফলকের শিল্পী : ভাস্কর রাসা[৭২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ[৭৩]

ফলকের মাপ : নৃত্য বিষয়ক-পাড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ২.৫ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং সংগীত-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ২.৫ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সংগীত, নৃত্য ও আবৃতি বিভাগের অডিটরিয়ামের ভিতরের মঞ্চের বাম ও ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার দেশীয় নৃত্য ও সংগীত-বিষয়ক চিত্র। যেমন– নারী-পুরুষের নৃত্যের চিত্র এবং ঢোলক বাদক, একতারা বাদক বাউল, বংশীবাদক, তবলা বাদক, দোতারা বাদক, মন্দিরা বাদক, বেহালা বাদক, সেতার বাদক, গিটার বাদক, খমক বাদক ও সানাই বাদক ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত চিত্র।

**(২৩) ফলকের শিরোনাম : অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টারের পোড়ামাটির ফলক-২**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টার (দ্বিতীয় তলা), ৭১ রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড সবজি বাগান, রমনা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : জয়ন্ত কুমার তালুকদার[৭৪]

---

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

৭৩. শিল্পী ভাস্কর রাসা, সাক্ষাৎকার- ০৭-০৫-২০২৪।

৭৪. শিল্পী জয়ন্ত কুমার তালুকদার, সাক্ষাৎকার- ০৩-১২-২০২৩।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ[৭৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ২১ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় হল রুমের দেয়ালের স্থাপিত এই রঙিন (সাদা, কালো, খয়েরি, সবুজ রঙ) পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার বিয়ে সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– বর-কনের চিত্র, বধু সাজে কনের চিত্র, পালকিতে কনে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বরের রাজকীয় শোভাযাত্রার চিত্র এবং মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের চিত্র।

**(২৪) ফলকের শিরোনাম : 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের বেদির পোড়ামাটির ফলক**[৭৬]

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : মোদের গরব ভাস্কর্য, বাংলা একাডেমি, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, রমনা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : গোপাল চন্দ্র পাল[৭৭]

ফলকের মাপ : ভাস্কর্যের পটভূমির দেয়াল– উচ্চতা প্রায় ১০ফুট ও প্রস্থ ৫ ফুট। ভাস্কর্যের পেছনের দেয়াল– উচ্চতা প্রায় ১০ফুট ও প্রস্থ ৫ ফুট। ভাস্কর্যের ভিত্তি দেয়াল– উচ্চতা প্রায় ১৪ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২ ফুট

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ[৭৮]

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পাশে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে ৫২-এর ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের পটভূমির দেয়াল, ভাস্কর্যের পেছনের ও ভাস্কর্যের ভিত্তি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনাবলির চিত্র। যেমন– শৃংঙ্খলমুক্ত বাংলা ভাষা, মৃত সন্তানের লাশ কোলে নিয়ে দণ্ডায়মান মা, পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি করার চিত্র, মৃত যুবকের লাশ নিয়ে মিছিল করার চিত্র, অধ্যয়ন বিষয়ক চিত্র এবং আলপনা ও বাংলা বর্ণমালার চিত্র।

**(২৫) ফলকের শিরোনাম : এনায়েত উল্লাহ খানের 'দিলনাশিন' আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি-২৩, রোড- ৪, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, গুলশান, ঢাকা- ১২১২

ফলকের শিল্পী : স্বপন কুমার সিকদার[৭৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০২, ২০০৮, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ[৮০]

---

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. ভাস্কর্যের বেদিতে স্থাপিত নামফলক।

৭৭. প্রাগুক্ত।

৭৮. প্রাগুক্ত।

৭৯. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম ও শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ১২-০৫-২০২৪।

৮০. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

ফলকের মাপ : (ক) ভবনের বাউন্ডারি (বাহির) দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– (১) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ১– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট, (২) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ২– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট। (৩) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৩– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট। (৪) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৪– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট। (৫) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৫– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট। (খ) প্রধান ফটকের পোড়ামাটির ফলক– (১) নকশাচিত্র ১– উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১ ফুট। (২) নকশাচিত্র ২– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ১ ফুট। (গ) ভবনের বাউন্ডারি (ভিতর) দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– (১) গ্রাম বাংলার জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক চিত্র– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট প্রস্থ প্রায় ২১ ফুট। (২) মাছ ও পানি বিষয়-নকশাচিত্র– উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট, প্রস্থ প্রায় ১৯ ফুট। (৩) উপজাতীয় জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক চিত্র– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট। (৪) যুবক যুবতির প্রণয় ও প্রকৃতি-বিষয়ক চিত্র– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, প্রস্থ প্রায় ১৫ ফুট। (৫) নারী ও মাছ-বিষয়ক নকশাচিত্র– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২ ফুট। (৬) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৬– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। (৭) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৭– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২ ফুট। (৮) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৮– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২ ফুট। (৯) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ৯– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৩ ফুট। (১০) লোকজধর্মী নকশাচিত্র ১০– উচ্চতা প্রায় ২ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২ ফুট। (ঘ) ভবনের বাহিরের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক– (১) উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, প্রস্থ প্রায় ১ ফুট। (২) উচ্চতা প্রায় ১১ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৮ ফুট। (৩) উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ, প্রায় ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। (৪) উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ছয় ইঞ্চি, প্রস্থ প্রায় ৩ ফুট। (৫) উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, প্রস্থ প্রায় ১ ফুট ৬ ইঞ্চি।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার বারিধারার ডিপ্লোমেটিক জোনে অবস্থিত এনায়েত উল্লাহ খানের 'দিলনাশিন' শিরোনামের আবাসিক ভবনের বাহিরের বাউন্ডারি দেয়াল, গেট, ভেতরের বাউন্ডারি দেয়াল ও ভবনের বাহিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রাম বাংলার জীবন ও প্রকৃতির বাস্তবধর্মী কোলাজ চিত্র এবং লোকজ মোটিফের নকশাচিত্র। যেমন– লোকজধর্মী নকশা (পাঁচটি), নকশাধর্মী চিত্র (দুটি), গ্রাম বাংলার জীবন-প্রকৃতি-মাছ-পানির নকশাচিত্র, উপজাতীয় জীবন-পাহাড়ি প্রকৃতির চিত্র, যুবক-যুবতির প্রণয়ের চিত্র, নারী-মাছের নকশাচিত্র, লোকজধর্মী নকশাচিত্র (পাঁচটি), কিষান-কিষানির চিত্র, মুক্তিযোদ্ধা-প্রকৃতি-মনোগ্রামের সমন্বিত নকশাচিত্র, গ্রাম বাংলার জীবন-প্রকৃতির নকশাচিত্র, লোকজধর্মী নকশাচিত্র ১১, গ্রাম বাংলার প্রকৃতির চিত্র-২ ইত্যাদি।

**(২৬) ফলকের শিরোনাম : আমিন কোর্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আমিন কোর্ট ভবন, ৬২/৬৩ মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০

ফলকের শিল্পী : স্বপন চন্দ্র পাল[৮১]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ[৮২]

ফলকের মাপ : গ্রামীণ জীবন-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট এবং পাট ধোয়া-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট

৮১. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার ০৩-০৩-২০২৪।

৮২. প্রাগুক্ত।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত আমিন কোর্ট ভবনের নিচতলায় অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রবেশপথের মুখে গার্ড রুমের দুটি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবন-বিষয়ক চিত্র ও পাট ধোয়া বিষয়ক চিত্র। যেমন– গ্রামীণ জীবন বিষয়ক চিত্র– গল্পরত কলসি কাঁখে নারী, গ্রামের বাড়ি, নদীতে নৌকা, আকাশে মেঘের ভেলা, সূর্য ও উড়ন্ত পাখি ইত্যাদির সমন্বিত চিত্র। পাট ধোয়া বিষয়ক চিত্র– পানিতে দাঁড়িয়ে কৃষক পাটের আঁটি বাঁধছে ও আঁটি জাগ দিচ্ছে, খুঁটিতে বাঁধা নৌকা, পালতোলা নৌকা, কুঁড়েঘর, খড়ের পালা, কারখানার স্থাপত্যিক চিত্র, সূর্য ও মেঘের ভেলা ইত্যাদির সমন্বিত চিত্র।

**(২৭) ফলকের শিরোনাম : আইইবি ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : আইইবি ভবন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি), সদর দপ্তর, রমনা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[৮৩]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ[৮৪]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৯ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার রমনায় অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি), সদর দপ্তরের আইইবি ভবনের নিচ তলায় ভবনের প্রবেশপথের পশ্চিম পাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির চিত্র, শহীদ প্রকৌশলীদের প্রতিকৃতি ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মনোগ্রাম। যেমন– যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধা, ৭ই মার্চের ভাষণ, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মনোগ্রাম, শহীদ প্রকৌশলীদের প্রতিকৃতি ইত্যাদির সমন্বিত চিত্র ।

**(২৮) ফলকের শিরোনাম : জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকার পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, গুলিস্তান, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : শ্যামল চৌধুরী ও শাহ্ মাইনুল ইসলাম[৮৫]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ[৮৬]

ফলকের মাপ : বামপাশ– উচ্চতা ১৪ ফুট ও প্রস্থ ৫০ ফুট এবং ডানপাশ– উচ্চতা ১৪ ফুট ও প্রস্থ ৯০ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকার পশ্চিম পাশের গেটের ডানপাশে বাহিরে আলাদাভাবে স্থাপনকৃত দেয়ালে স্থাপিত শেখ মুজিবের টাইলসের প্রতিকৃতির ডান ও বামপাশের দুটি দেয়ালে স্থাপিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রীড়ার চিত্র।

---

৮৩. গবেষক।

৮৪. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

৮৫. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

৮৬. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

যেমন– চাকতি নিক্ষেপ, দণ্ড লম্ফ, মশাল দৌড়, দীর্ঘ লম্ফ, মল্লক্রীড়া, সাঁতার, শুটিং ক্রীড়া, ভারোত্তোলন ক্রীড়া, দৌড় প্রতিযোগিতা, উচ্চ লম্ফ, ক্রিকেট খেলা, বল খেলা, হকি খেলা, কাবাডি খেলা, বর্শা নিক্ষেপ, গোলক নিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র এবং মশাল টাওয়ারসহ বল ও খেলোয়াড়ের নকশাধর্মী প্রতীকীচিত্র।

**(২৯) ফলকের শিরোনাম : কর্নেল ফারুক খানের আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি- ১৫/সি, রোড- ২, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা- ১২০৬

ফলকের শিল্পী : ফয়সাল মোঃ মাহ্‌ফুজ[৮৭]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ[৮৮]

ফলকের মাপ : মুক্তিযোদ্ধার বিজয় উল্লাসের চিত্র– উচ্চতা ৫ ফুট ও প্রস্থ ৫ ফুট। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চিত্র– উচ্চতা ৩ ফুট ও প্রস্থ ৩১ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কর্নেল ফারুক খানের আবাসিক ভবনের টপ ফ্লোরের উপরে নির্মিত একটি ছোট আকারের দোতলা বিশিষ্ট কক্ষের বাইরের উপরের তলার একপাশে ও নিচের তলার তিনপাশের দেয়ালে স্থাপিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– মুক্তিযোদ্ধার বিজয় উল্লাস, ভাষা আন্দোলন, সূর্যসহ স্মৃতিসৌধ, মৃত লাশ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মিছিল, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ, ৭ই মার্চের ভাষণ ও একজন মুক্তিযোদ্ধার বিজয় উল্লাস ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র।

**(৩০) ফলকের শিরোনাম : মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ এর পোড়মাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, কলেজ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : গোপাল চন্দ্র পাল ও স্বপন চন্দ্র পাল[৮৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দ[৯০]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৫৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মোহাম্মদপুরের কলেজ গেইট এলাকায় অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ ভবনের সম্মুখ দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র। যেমন– ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫শে মার্চ ভয়াল কাল রাত্রির গণহত্যা, অস্ত্র হাতে সারিবদ্ধভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের পদযাত্রায় যুদ্ধে যাওয়া, অস্ত্রহাতে দুজন মুক্তিযোদ্ধার সমরযুদ্ধ ও পাকিস্তানি এক হানাদারের অস্ত্র সমর্পণ, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র।

---

৮৭. শিল্পী ফয়সাল মোঃ মাহ্‌ফুজ, সাক্ষাৎকার- ১১-০৫-২০২৪।

৮৮. প্রাগুক্ত।

৮৯. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকা- ১৮-০১-২০২৪।

৯০. প্রাগুক্ত।

**(৩১) ফলকের শিরোনাম : টাকা জাদুঘরের 'বিনিময়' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক**[৯১]

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : টাকা জাদুঘর, দ্বিতীয় তলা বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, ৫, মিরপুর রোড, মিরপুর- ২, ঢাকা ১২১৬

ফলকের শিল্পী : শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, শিল্পী মাহমুদুল হাসান ও শিল্পী মুকুল মুকসুদ্দীন[৯২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ[৯৩]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট, প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট

বিষয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অবস্থিত টাকা জাদুঘরের প্রবেশপথের ডানদিকে সিঁড়ির পাশের দেয়ালে স্থাপিত 'বিনিময়' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক ঘটনাবলি, যা প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত এই বাংলাদেশে কিভাবে জিনিসপত্র কেনাবেচা অথবা বিনিময় হয়েছে তার বিভিন্ন ধরনের চিত্র। যেমন– ধানের বিনিময়ে ছাগল কেনা, ভাই-বোনের টাকা সঞ্চয়, টাকা বিনিময়, পন্য ভর্তি করা পালতোলা নৌকা এবং পন্য ও যাত্রীসহ সাধারণ মানের নৌকা, পিতলের কলস, ঘটি, ধাতব মুদ্রা, ছোট বড় কড়ি, গ্রামের হাটের বেচাকেনা ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত চিত্র।

**(৩২) ফলকের শিরোনাম : স্বাধীনতা টাওয়ারের 'প্রতিরোধ' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক**[৯৪]

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : স্বাধীনতার টাওয়ার, ১ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জাহাঙ্গীর গেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা ১২০৬

ফলকের শিল্পী : জয়ন্ত কুমার তালুকদার[৯৫]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৩ সাল[৯৬]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা সেনানিবাস প্রাঙ্গণে বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর গেট সংলগ্ন স্বাধীনতা টাওয়ারের নিচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের দেয়ালে স্থাপিত 'প্রতিরোধ' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার চিত্র। যেমন– প্রতিরোধের চিত্র, পতাকা ও বন্দুক হাতে মিছিলের চিত্র, সেবিকা ও নারী পুরুষদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চিত্র ইত্যাদি।

**(৩৩) ফলকের শিরোনাম : নোভা টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলক**

---

৯১. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

৯২. প্রাগুক্ত।

৯৩. প্রাগুক্ত।

৯৪. শিল্পী জয়ন্ত কুমার তালুকদার, সাক্ষাৎকার- ৩১-১০-২০২৩।

৯৫. প্রাগুক্ত।

৯৬. প্রাগুক্ত।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : নোভো টাওয়ার, ২৭০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮

ফলকের লে-আউট শিল্পী : প্রকাশ কুমার বণিক[৯৭]

ফলকের শিল্পী : প্রকাশ কুমার বণিক ও সাপু ত্রিপুরা[৯৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ[৯৯]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত নোভা টাওয়ারের নিচতলায় প্রবেশপথের বামপাশে প্রবেশকক্ষের বাহিরের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা বিষয়ক চা বাগানে কর্মরত নারী, চা পাতা বোঝাই গরুরগাড়ি, ঘাটে বাঁধা নৌকা, নদীতে পালতোলা নৌকা, দূরের গ্রাম, আকাশে মেঘের ভেলা ও উড়ন্ত পাখি এবং সুন্দরবনে হরিণ ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের চিত্র।

**(৩৪) ফলকের শিরোনাম : আর্মি হেডকোয়ার্টার হেলমেট ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : হেলমেট ভবন, বাংলাদেশ আর্মি হেডকোয়ার্টার, স্বাধীনতা সরণি রোড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা ১২০৬

ফলকের শিল্পী : শহীদুল আলম পারভেজ[১০০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ[১০১]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে স্বাধীনতা সরণি রোডে আর্মি হেডকোয়ার্টারের হেলমেট ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রবেশপথের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ঢাকার রাজকীয় স্থাপনা লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিলের সামনের রাজপথে ঢাকার নবাবদের হাতি, ঘোড়া, কামান ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক কুচকাওয়াজ বা শোভাযাত্রার চিত্র। যেমন– অশ্বারোহী সৈন্য, মাহুতসহ রাজন্যবর্গ, উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে অশ্বারোহী সেনাপতি, পদাতিক সৈন্য, কামানসহ সেনাধ্যক্ষ ও পদাতিক সৈন্য ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র।

**(৩৫) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা ক্লাবের 'আমাদের স্বাধীনতা' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক[১০২]**

---

৯৭. শিল্পী প্রকাশ কুমার বণিক, সাক্ষাৎকার- ০৮-০২-২০২৪।

৯৮. প্রাগুক্ত।

৯৯. প্রাগুক্ত।

১০০. শিল্পী শহীদুল আলম পারভেজ, সাক্ষাৎকার- ১২-০১-২০২৪।

১০১. প্রাগুক্ত।

১০২. ফলকের নিচে স্থাপিত নামফলক।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা ক্লাব, ১, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রোড, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : গোপাল চন্দ্র পাল, স্বপন চন্দ্র পাল ও শহিদুল আলম পারভেজ[১০৩]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৫[১০৪]

ফলকের মাপ : প্রায় উচ্চতা ৮ ফুট ও প্রস্থ ৪২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত ঢাকা ক্লাবের সম্মুখে বাউন্ডারি দেয়ালের ওপরে আলাদাভাবে তৈরি দেয়ালে স্থাপিত 'আমাদের স্বাধীনতা' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র, যুদ্ধরত দুজন মুক্তিযোদ্ধার চিত্র, পাকহানাদারদের আত্মসমর্পণের চিত্র, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতির চিত্র, বিজয় উল্লাসের চিত্র ইত্যাদি।

**(৩৬) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্মৃতি চিরন্তন' স্মৃতিস্তম্ভের পোড়ামাটির ফলক[১০৫]**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনের সড়কদ্বীপ, ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ফলকের লে-আউট শিল্পী : শিল্পী রফিকুন নবী[১০৬]

প্রথম নির্মাণ ফলকের শিল্পী : আবু সাঈদ তালুকদার, দেবাশীষ পাল, স্বপন চন্দ্র পাল, আজহারুল ইসলাম শেখ[১০৭]

সংস্কারকৃত ফলকের শিল্পী : দেবাশীষ পাল, মোঃ রবিউল ইসলাম, স্বপন কুমার সিকদার, মোঃ সাব্বির আল রাজী, চিন্ময় শিকদার পপি[১০৮]

ফলকের নির্মাণ সন : প্রথম নির্মিত ফলক-২৬ মার্চ ১৯৯৫, সংস্কারকৃত ফলক- ৩০ এপ্রিল ২০১৫[১০৯]

ফলকের মাপ : (ক) বড় ফলক ৮টি- উচ্চতা ৩৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৭৯ ইঞ্চি, (খ) ছোট ফলক ২টি- উচ্চতা ৩৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৩৮.৭৫ ইঞ্চি

ফলকের বিষয় বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাসভবনের সামনে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের (ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী) যারা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেই বীর শহীদদের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত 'স্মৃতি চিরন্তন' শিরোনামে স্মৃতিস্তম্ভটিকে ঘিরে অনেকগুলো আলাদা আলাদা দেয়াল রয়েছে তার মধ্যে দশটি দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে পোড়ামাটির ফলক। এই দশটি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক সামাজিক চিত্রসহ আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের যুদ্ধকালীন সময়ের

---

১০৩. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাতকার- ১৬-১০-২০২৩।

১০৪. ফলকের নিচে স্থাপিত নামফলক।

১০৫. স্মৃতি চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভে স্থাপিত নামফলক।

১০৬. গবেষক।

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম ও গবেষক।

১০৯. স্মৃতি চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভে স্থাপিত নামফলক।

বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র এবং কবিতা। যেমন– কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গ্রামীণ সুখী জীবনের চিত্র, পাকিস্তানি শাসকদের দমন পীড়ন বা পাশবিকতার রূপক চিত্র, বাংলা লিপিসহ শহিদ মিনারের চিত্র, শেখ মুজিবের ভাষণের সময় গর্জে ওঠা বাঙালির জাতির চিত্র, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডব উল্লাসের রূপক চিত্র, গণহত্যার চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র যুদ্ধের চিত্র, বাঙালির বিজয় উল্লাসের চিত্র ইত্যাদি।

**(৩৭) ফলকের শিরোনাম : মিরপুর জোনের ডিসি অফিসের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ডিসি অফিস, মিরপুর জোন, সেকশন: ১০, ব্লক: এ, রোড: ৮, বাড়ি: ১৩, মিরপুর, ঢাকা: ১২১৬

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ ও স্বপন চন্দ্র পাল[১১০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ[১১১]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৬ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মিরপুর জোনের ডিসি অফিস বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথের ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক হিসেবে পুলিশ বাহিনীর ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার ও পতাকা হাতে কুচকাওয়াজের সমকালীন চিত্র এবং নকশাচিত্র।

**(৩৮) ফলকের শিরোনাম : ঢাকার 'নগর ভবন' এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : নগর ভবন, বর্তমান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ফনিক্স রোড, গুলিস্তান, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ ও স্বপন চন্দ্র পাল[১১২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ[১১৩]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৩২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার গুলিস্তানের কাছে ফনিক্স রোডে অবস্থিত বর্তমান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে খ্যাত 'নগর ভবন'-এর ভিতরে দুটি প্রবেশপথের সিঁড়ির মাঝখানের দেয়ালে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতিকে ঘিরে তার দু'পাশে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি-বিষয়ক ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– শহিদ মিনারের চিত্র, মৃত যুবকের লাশ কোলে নিয়ে যুবকদের প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র, ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র, মুক্তিযুদ্ধের তিনজন সমর নায়কের সামরিক পোশাক ও ক্যাপ পরিহিত প্রতিকৃতির চিত্র, মা তার সন্তানের হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বন্দুক তুলে দিচ্ছে তার চিত্র, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের চিত্র, যুবক-যুবতিদের বিজয় মিছিলের চিত্র ইত্যাদি।

---

১১০. মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১৫-১১-২০২৩, স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ২৬-১২-২০২৩।

১১১. মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১৫-১১-২০২৩।

১১২. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ২৬-১২-২০২৩।

১১৩. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ০৩-০১-২০২৪।

**(৩৯) ফলকের শিরোনাম : আওলাদ হোসেন সাহেবের আবাসিক ভবন 'রবেদা নিবাস' এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : প্লট- ৫৬, রোড- ৩, সেক্টর- ১৩, ঢাকা- ১২৩০

ফলকের শিল্পী : আনোয়ার হোসেন জনি[১১৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।[১১৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত আওলাদ হোসেন সাহেবের আবাসিক ভবন 'রবেদা নিবাস'-এর ৫-৬ তলার ডুপ্লেক্সের সিড়ির পাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা বিষয়ক গ্রামীণ জীবনের নারীদের গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডসহ কলা গাছসহ ঘরবাড়ি, নদীর ঘাট, ঝোপঝাড়, নদীতে মাঝিসহ পালতোলা নৌকা ও মাছ, দূরের গ্রাম, আকাশে সূর্য, মেঘের ভেলা ও উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি ভূদৃশ্যের চিত্র।

**(৪০) ফলকের শিরোনাম : এয়ারপোর্টের সম্মুখে আউটডোরে স্থাপিত দেয়ালের '৫২' ও '৭১' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক[১১৬]**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : এয়ারপোর্ট রোড (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের বিপরীতে), কাওলা, খিলক্ষেত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ১২২৯

ফলকের শিল্পী : রুদ্র রাউত[১১৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দ[১১৭]

ফলকের মাপ : '৫২'– উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট। '৭১'– উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৭০ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার খিলক্ষেতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের বিপরীতে এয়ারপোর্ট রোডের পূর্বপাশের একই স্থানে স্থাপিত দুটি দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে '৫২' ও '৭১' শিরোনামে দুটি পোড়ামাটির ফলক। এই দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলির চিত্র এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির চিত্র। যেমন– জিন্নাহর ভাষণ ও ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের চিত্র, পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতন ও ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের চিত্র, পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও বাধা-প্রদান এবং গুলিবিদ্ধ শহিদদের পড়ে থাকার চিত্র, ভাষা শহীদদের প্রতিকৃতির চিত্র, শহীদ মিনার ও প্রভাতফেরির চিত্র, মহিলা পরিষদের গণমিছিলের চিত্র, ৭ই মার্চের ভাষণ ও মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সরকার গঠনের চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ও রণাঙ্গনে যুদ্ধের চিত্র, শহীদ বীরঙ্গনার চিত্র, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতি ও বাঙালির দেশত্যাগের চিত্র, বাঙালি শরণার্থীদের শিবির,পাকিস্তানি হানাদারদের গুলিবর্ষণ,

১১৪. শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, সাক্ষাৎকার- ৩০-০১-২০২৪।

১১৫. প্রাগুক্ত।

১১৬. শিল্পী রুদ্র রাউত, সাক্ষাৎকার- ০৩-১১-২০২৩।

১১৭. প্রাগুক্ত।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস ও বুদ্ধিজীবী হত্যার চিত্র, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের চিত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসের চিত্র ইত্যাদি।

**(৪১) ফলকের শিরোনাম : ভিশন ওয়াল 'আমার বাংলা' শিরোনামে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ভবনের পোড়ামাটির ফলক[১১৮]**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : উত্তম কুমার রায়[১১৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ[১২০]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির ভিতরে স্টাডি সেন্টারের উত্তর পাশের দেয়ালে স্থাপিত ভিশন ওয়াল 'আমার বাংলা' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও সমকালীন ঘটনাবলি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র, পালতোলা নৌকাসহ মাছ ও শাপলা ফুল-কলি-পাতার চিত্র, পাকা রাস্তা ও পানির উপরে লম্বা পদ্মা সেতুর চিত্র, '২০২১' শিরোনামে বাংলা লিপির চিত্র, আধুনিক রেলগাড়ির চিত্র, উড়ন্ত পায়রাসহ শেখ হাসিনার চিত্র, 'আমার বাংলা' শিরোনামে বাংলা লিপিসহ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিত্র, ভোরের উদিত অর্ধ সূর্যের চিত্র, সেটালাইট টাওয়ারের চিত্র, মেশিন হুইলের চিত্র, স্যাটেলাইটের চিত্র এবং "২০৪১" শিরোনামে বাংলা লিপি ইত্যাদি।

**(৪২) ফলকের শিরোনাম : সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর ১২, ঢাকা ১২১৬

ফলকের শিল্পী : শহীদুল আলম পারভেজ[১২১]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ[১২২]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫৫ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের প্রধান বিল্ডিংয়ের ভেতরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মাথায় হেলমেট ও সামরিক পোশাকে সজ্জিত সামরিক সেনাদের অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে, শুয়ে, হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে, নুইয়ে, বসে, দৌড়ের গতিতে যুদ্ধ বা মহড়ার বিভিন্ন চিত্র।

---

১১৮. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

১১৯. শিল্পী উত্তম কুমার রায়, সাক্ষাৎকার- ১০-০৯ -২০২২।

১২০. প্রাগুক্ত।

১২১. শিল্পী শহীদুল আলম পারভেজ, সাক্ষাৎকার- ১২-০১-২৪।

১২২. প্রাগুক্ত।

**(৪৩) ফলকের শিরোনাম : নভোথিয়েটার, ঢাকা এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : নভোথিয়েটার, বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫

ফলকের লে-আউট শিল্পী : হাশেম খান[১২৩]

ফলকের শিল্পী : হাশেম খান, মাহমুদুল হাসান সোহাগ, আনোয়ার হোসেন জনি, শুভম খান, বুলবুল আহমেদ, আমিনুল, নিশান, প্রভাত, প্রীতম, শান্তনু[১২৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।[১২৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬৯ ফুট ১০ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার তেজগাঁওয়ের বিজয় সরণিতে অবস্থিত নভোথিয়েটারের ভিতরে নিচতলায় অভ্যর্থনা কেন্দ্রের উল্টো দিকের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়াবলির চিত্র। যেমন– ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক– ভাষা আন্দোলনের চিত্র, ছয় দফা আন্দোলনের চিত্র, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের চিত্র, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের চিত্র, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ও বাংলালিপির চিত্র ইত্যাদি। আবহমান বাংলা বিষয়ক– বাংলা লিপির চিত্র, কন্যাসহ কলসি কাঁখে নারীর চিত্র, জেলেদের মাছধরার চিত্র, নৌকাতে মাঝি ও বধূর চিত্র, পানিতে শাপলা ফুল-পাতার চিত্র, গরু দিয়ে কৃষকের হালচাষের চিত্র, চা-বাগানসহ শ্রমিকের চিত্র, একতারা হাতে বাউলের চিত্র, বই হাতে ছাত্র-ছাত্রীর চিত্র ইত্যাদি।

**(৪৪) ফলকের শিরোনাম : পুরান ঢাকার আজহার মার্কেটের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : আজহার মার্কেট, ৪৯, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : জয়ন্ত কুমার তালুকদার ও সাপু ত্রিপুরা[১২৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ[১২৭]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ২০ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৩২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : পুরান ঢাকার কাজী আলাউদ্দিন রোডে অবস্থিত আজহার মার্কেটের প্রবেশপথের ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান-বাংলা বিষয়ক পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ঐতিহ্যবাহী বিষয়ের বিভিন্ন চিত্র। যেমন– ঢাকার ঐতিহাসিক স্থাপনা– লালবাগ কেল্লার চিত্র, আহসান মঞ্জিলের চিত্র, কার্জন হলের চিত্র, বড় কাটরার চিত্র ইত্যাদি। পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিষয়– ঘোড়ার

১২৩. শিল্পী হাশেম খান, এমিরেটাস অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ২১-০১-২০২৪/ শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, সাক্ষাৎকার- ২১-০১-২০২৪।

১২৪. প্রাগুক্ত।

১২৫. প্রাগুক্ত।

১২৬. শিল্পী জয়ন্ত কুমার তালুকদার, সাক্ষাৎকার- ১৩-০১-২০২৪।

১২৭. প্রাগুক্ত।

গাড়ির চিত্র, বুড়িগঙ্গা নদীতে যাত্রী পারাপারের চিত্র, পারাপারের জন্য অপেক্ষারত চারজন যাত্রীর চিত্র, রিক্সার চিত্র, রাস্তার পাশে বাজারের চিত্র, পালকিতে করে বরযাত্রীর চিত্র, হাতিসহ মাহুতের চিত্র ইত্যাদি।

**(৪৫) ফলকের শিরোনাম : পরিসংখ্যান ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

ফলকের লে-আউট : দুলাল চন্দ্র গাইন[১২৮]

ফলকের শিল্পী : মনোজ কান্তি পাল[১২৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ[১৩০]

ফলকের মাপ : বামপাশের ফলক– উচ্চতা ৪ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট এবং ডানপাশের ফলক– উচ্চতা ৪ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর অধীনস্থ পরিসংখ্যান ভবনের ভিতরে নিচতলার লবির দেয়ালে স্থাপিত শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতির দু'পাশে রয়েছে দুটি পোড়ামাটির ফলক। দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক এবং নকশা ও বাংলা লিপিসহ বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– মুক্তিযোদ্ধাদের মিছিলে চিত্র, নৌকায় করে যুদ্ধের চিত্র, মৃত পাকিস্তানি সৈন্যের চিত্র, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গাড়ি আগুনে পুড়ার চিত্র, অলংকৃত নকশা ও বাংলালিপির চিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র, গ্রাম বাংলার চিত্র ইত্যাদি।

**(৪৬) ফলকের শিরোনাম : 'শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা' শিরোনামে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পোড়ামাটির ফলক[১৩১]**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজসেবা ভবন, ই-৮/বি-১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৩২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৩]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ১২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ সমাজসেবা ভবনের নিচতলায় প্রবেশপথের সিঁড়ির বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতি ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক মহান মুক্তিযুদ্ধের পোড়ামাটির ফলক। 'শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা'

১২৮. শিল্পী দুলাল চন্দ্র গাইন, অধ্যাপক, অংকন ও চিত্রায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০৮-০৩-২০২৪ / ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

১২৯. প্রাগুক্ত।

১৩০. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

১৩১. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

১৩২. গবেষক।

১৩৩. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক শেখ মুজিব ও মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– ৭ মার্চের ভাষণের চিত্র, প্রতিবাদের চিত্র, যুদ্ধরত দুজন মুক্তিযোদ্ধার চিত্র, যুদ্ধরত চারজন মুক্তিযোদ্ধার চিত্র, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতির চিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র ইত্যাদি।

**(৪৭) ফলকের শিরোনাম : ইউজিসি ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ইউজিসি ভবন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, প্লট- ই-১৮/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের লে-আউট শিল্পী : রাজু আহমেদ নীল[১৩৪]

ফলকের শিল্পী : রনি পাল[১৩৫]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৬]

ফলকের মাপ : বামপাশের প্যানেল– উচ্চতা ৯ ফুট ও প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ডানপাশের প্যানেল– উচ্চতা ৯ ফুট ও প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত ইউজিসি ভবনের (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) প্রবেশপথের সিঁড়ির বামপাশে স্থাপিত শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতির দু'পাশে প্যানেল আকারে স্থাপিত হয়েছে দুটি পোড়ামাটির ফলক। এই পোড়ামাটির ফলকের প্যানেল যুবক-যুবতীদের মিছিলের চিত্র। যুবকদের মিটিংয়ের চিত্র, ছয়টি বাংলা বর্ণমালার চিত্র, প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক– অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের চিত্র, ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের চিত্র, পাকিস্তানি হানাদারদের পরাজয়ের চিত্র, বুদ্ধিজীবী হত্যার চিত্র, মুক্তিযোদ্ধার পতাকা হাতে বিজয় উল্লাসের চিত্র, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের চিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র ইত্যাদি।

**(৪৮) ফলকের শিরোনাম : সেনাকুঞ্জ কনভেনশন সেন্টারের 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' ও 'বাঙালির ঐতিহ্য' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক[১৩৭]**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সেনাকুঞ্জ কনভেনশন সেন্টার, শহিদ সরণি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১০

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান, আজহারুল ইসলাম শেখ ও স্বপন চন্দ্র পাল[১৩৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৯]

---

১৩৪. শিল্পী রাজু আহমেদ নীল, সাক্ষাৎকার- ১২-০৩-২০২৪।

১৩৫. প্রাগুক্ত।

১৩৬. প্রাগুক্ত।

১৩৭. শিল্পী মাসুদুর রহমান. সাক্ষাৎকার- ০৯-১১-২০২৩।

১৩৮. শিল্পী মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ০৯-১১-২০২৩/ স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ২৬-১২-২০২৩।

১৩৯. প্রাগুক্ত।

ফলকের মাপ : ১৫৫০ স্কয়ার ফুট। 'ঐতিহাসিক ৭ই মাচ'' শিরোনামে ফলক– ৭৭২ স্কয়ার ফুট এবং 'বাঙালির ঐতিহ্য' শিরোনামে ফলক– ৭৭৮ স্কয়ার ফুট[১৪০]

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা সেনানিবাসের ভিতরে অবস্থিত সেনাকুঞ্জ কনভেনশন সেন্টারের সম্মুখভাগের দু'পাশের দুটি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' ও 'বাঙালির ঐতিহ্য' বিষয়ের চিত্র। যেমন– ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র ও বাংলালিপি, মাছ ধরার চিত্র, একতারা হাতে বাউলের চিত্র, ধান ভানার চিত্র, দোয়েল পাখির চিত্র, কাঁঠাল গাছের চিত্র, যাত্রীসহ গরুর গাড়ির চিত্র, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চিত্র, বালিকার শাপলা ফুল তোলার চিত্র, বোঝাইকৃত নৌকার চিত্র, পাট কাটার চিত্র, সোমপুর বিহারের চিত্র, নকশীকাঁথার চিত্র, ময়ূরকণ্ঠি সাম্পান নৌকায় নারীদের প্রসাধনের চিত্র, ঢাকার আহসান মঞ্জিলের চিত্র ইত্যাদি।

**(৪৯) ফলকের শিরোনাম : কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'কৃষি তথ্য সার্ভিস' এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২য় তলা খামারবাড়ি, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫

ফলকের লে-আউট শিল্পী : হুমায়রা কলি[১৪১]

ফলকের শিল্পী : আমিনুল ইসলাম আশিক[১৪২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৪৩]

ফলকের মাপ : 'আমার শহর আমার গ্রাম'– উচ্চতা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৫ ফুট এবং 'কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ'– উচ্চতা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৫ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার তেজগাঁওয়ের ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ খামারবাড়ির দ্বিতীয় তলায় 'কৃষি তথ্য সার্ভিস'-এর প্রবেশপথের বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে 'আমার গ্রাম আমার শহর' ও ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত 'কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ' শিরোনামে দুটি পোড়ামাটির ফলক। দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রাম ও শহরের পরিবেশের চিত্র ও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে মানুষ-গরু-লাঙ্গল-জোয়াল ব্যবহার করে জমিতে হালচাষ করার চিত্র ও ধান কাটার চিত্র। এবং আধুনিক পদ্ধতিতে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে জমিতে চাষ করার চিত্র ও কম্বাইন্ড হারভেস্টার ব্যবহার করে ধান কাটার চিত্র ইত্যাদি।

**(৫০) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের 'আগ্নেয় ৭১' পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৪৪]

---

১৪০. প্রাগুক্ত।

১৪১. শিল্পী আমিনুল ইসলাম আশিক, সাক্ষাৎকার- ১৯-১২-২০২৩।

১৪২. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

১৪৩. প্রাগুক্ত।

১৪৪. গবেষক।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৪৫]

ফলকের মাপ : 'আগ্নেয় ৭১' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ১১ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের নামফলকের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ২ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রবেশমুখের উল্টোদিকে বাহিরে ছাউনির নিচে স্থাপিত দেয়ালের সামনের দিকে রয়েছে 'আগ্নেয় ৭১' শিরোনামে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূতত্ত্ব বিভাগের শহিদদের স্মরণে পোড়ামাটির স্মৃতিফলক এবং তার বিপরীত দিকে রয়েছে ভূতত্ত্ব বিভাগের নামফলক। দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক বিষয়াবলি বিষয়ক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত চিত্র এবং ভূতাত্ত্বিক বিষয়ক চিত্র। যেমন– 'মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূতত্ত্ব বিভাগের শহীদদের স্মরণে' শিরোনামের বাংলালিপিসহ শহিদদের প্রতিকৃতির চিত্র ও তাদের নামের লিপি, অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিছিলের চিত্র, ট্রাইলোবাইটস (Trilobites) জীবাশ্মের চিত্র, ডাইনোসরের চিত্র, পৃথিবীর ভূগোলকের চিত্র, আগ্নেয়গিরির চিত্র, শিলা খণ্ডের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫১) ফলকের শিরোনাম : এমটিবি টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : এমটিবি টাওয়ার ভবন, ১১১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : 'ভার্টিকেল' (মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ ও স্বপন চন্দ্র পাল)[১৪৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৪৭]

ফলকের মাপ : প্রায় উচ্চতা ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৭ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার বাংলামটরে অবস্থিত এমটিবি টাওয়ার ভবন বা মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড ভবনের প্রবেশপথের বামপাশে দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– বাংলা লিপিসহ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার মাঝে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণের চিত্র, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতির চিত্র, যুদ্ধরত তিনজন মুক্তিযোদ্ধার চিত্র, বাংলা লেখা সংবলিত ফেস্টুন হাতে জনতার মিছিলের চিত্র, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের চিত্র, বিজয় উল্লাসের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫২) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ভবন, নিচতলা, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মনোজ কান্তি পাল[১৪৮]

---

১৪৫. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

১৪৬. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম, শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১২-১২-২০২৩/ শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ২৬-১২-২০২৩।

১৪৭. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১২-১২-২০২৩।

১৪৮. শিল্পী মনোজ কান্তি পাল, সাক্ষাৎকার- ২৭-১২-২০২৩।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[১৪৯]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৫ ফুট ও প্রস্থ ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ভবনের নিচ তলায় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক কৃষিভিত্তিক জীবনধারার চাষবাসের প্রাকৃতিক বিভিন্ন চিত্র। যেমন– একটি সুখী পরিবারের চিত্র, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চাষবাসের চিত্র, ধানকাটা ও ধান তোলার চিত্র, সেচ দেওয়া পানি চলাচল করার ড্রেনের চিত্র, ধান ঝাড়া ও ধান সংগ্রহের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৩) ফলকের শিরোনাম : কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ব্লক- ই, প্লট- ১২বি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : শহীদুল আলম পারভেজ[১৫০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[১৫১]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৮ ফুট ও প্রস্থ ১২ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগর আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মহাপরিচালকের রুমের সামনের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শেখ হাসিনা কর্তৃক পতাকা প্রদানসহ কোস্ট গার্ড বাহিনীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের চিত্র। যেমন– কোস্ট গার্ড বাহিনীকে জাতীয় পতাকা প্রদানের চিত্র, অস্ত্রহাতে কোস্ট গার্ড জওয়ানদের মহড়ার চিত্র, আকাশ সহ সমুদ্রের পানিতে চলমান কোস্ট গার্ড শিপ, হাই স্পিড পেট্রোল বুট এবং নেভাল গানারি টার্গেট বেলুনের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৪) ফলকের শিরোনাম : শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মনোজ কান্তি পাল[১৫২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[১৫৩]

ফলকের মাপ : বামপাশ– উচ্চতা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১২ ফুট এবং ডানপাশ– ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১২ ফুট

---

১৪৯. প্রাগুক্ত।

১৫০. শিল্পী শহীদুল আলম পারভেজ, সাক্ষাৎকার- ১২-০১-২০২৪।

১৫১. শিল্পী শহীদুল আলম পারভেজ, সাক্ষাৎকার- ১২-০১-২০২৪।

১৫২. শিল্পী মনোজ কান্তি পাল, সাক্ষাৎকার- ২৭-১২-২০২৩।

১৫৩. প্রাগুক্ত।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বরে স্থাপিত শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতির ডান ও বামপাশের ত্রিভুজাকৃতির দুটি দেয়ালে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ মিছিলের চিত্র, শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতীকী চিত্র– গরুর গাড়ি চাকা, গায়ে নকশাকৃত মাটির কলস, গাড়ির গোলাকার মিটার, ইলিশ মাছ, ইস্পাত তৈরির ইঞ্জিনের একাংশের চিত্র, চারটি টারবাইন হুইলের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৫) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : পর্যটন ভবন, প্লট-ই-৫সি/১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : শাহিন মাহমুদ রেজা, নৃপেন্দ্র নাথ মিশ্র, রাসেল হোসাইন সুজন, হেমায়েত হিমু ও আসাদ[১৫৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[১৫৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ২৫ ফুট ও প্রস্থ ২০ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অধীনস্থ পর্যটন ভবনের নিচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের দেয়ালের স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক বাংলাদেশের মানচিত্র জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন বিখ্যাত দর্শনীয় স্থানের স্থাপত্যের চিত্র, দেশীয় ও উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের চিত্র, স্মারক ভাস্কর্যের চিত্র, স্মৃতিস্তম্ভেও চিত্র এবং মানচিত্রের বাইরে রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মনোগ্রামের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৬) ফলকের শিরোনাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'বাজার' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চম তলা, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫

ফলকের শিল্পী : জয়ন্ত কুমার তালুকদার ও সাপু ত্রিপুরা[১৫৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[১৫৭]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৫ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার তেজগাঁওয়ের ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ খামারবাড়ির পঞ্চম তলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের প্রবেশপথের পশ্চিম পাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রামের খোলা হাটে বা শহরের বাজারের দোকানে বিভিন্ন কৃষিপণ্য কেনাবেচার চিত্র। যেমন– কিষান-কিষানির মাথায় করে সবজি বহনের চিত্র, গ্রামের খোলা হাটে বিভিন্ন কৃষিপণ্য বেচাকেনার চিত্র, শহরের মার্কেটে বিভিন্ন কৃষিপণ্য কেনাবেচা ও নামানো উঠানোর চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৭) ফলকের  শিরোনাম : সামরিক জাদুঘরের পোড়ামাটির ফলক**

---

১৫৪. শিল্পী শাহিন মাহমুদ রেজা, সাক্ষাৎকার- ২৭-০৩-২০২৪।

১৫৫. আব্দুস সোবহান রিপন, ম্যানেজার, আর্ট স্টেপ, ৩২৩, মহিউদ্দিন গার্ডেন, বিআইডিসি রোড, খালিশপুর খুলনা, সাক্ষাৎকার- ২৮-০৩-২০২৪।

১৫৬. শিল্পী জয়ন্ত কুমার তালুকদার, সাক্ষাৎকার- ১১-১২-২০২৩।

১৫৭. প্রাগুক্ত।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সামরিক জাদুঘর, বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ ও স্বপন চন্দ্র পাল[১৫৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ[১৫৯]

ফলকের মাপ : প্রায় উচ্চতা ১০ ফুট ও প্রস্থ ৭৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার তেজগাঁও-এর বিজয় সরণিতে অবস্থিত সামরিক জাদুঘর চত্বরের বহিরাঙ্গনের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়সহ বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চিত্র। যেমন– ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক মৃতদেহ নিয়ে মিছিলের চিত্র, ছয় দফা আন্দোলনের চিত্র, ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্র, মুক্তিযুদ্ধের চিত্র, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের চিত্র, যুদ্ধবিমান-হেলিকপ্টার-যুদ্ধ জাহাজের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৮) ফলকের শিরোনাম : জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, টিবি গেইট রোড, মহাখালী, ঢাকা ১২১২

ফলকের শিল্পী : স্বপন চন্দ্র পাল[১৬০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ[১৬১]

ফলকের মাপ : বামপাশ– উচ্চতা ৫ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট এবং ডানপাশ– উচ্চতা ৫ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবনের ভিতরে নিচতলায় প্রবেশপথের মুখে উপরে ওঠার সিঁড়ি ও নিচে হাঁটার রাস্তার মাঝখানে স্থাপিত শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতির দু'পাশে দুটি পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। এই দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতিসহ গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চিত্র। যেমন– কলসি কাঁখে নারীর চিত্র, পানিতে মাছ, শাপলা ফুল-পাতাসহ পালতোলা নৌকার চিত্র, গ্রামের বাড়ির চিত্র, হাতে লাঙ্গল নিয়ে কৃষকের মাঠে যাওয়ার চিত্র, ধানের আঁটি হাতে কৃষক ও নারীর ধান ভানার চিত্র, মোরগ-মুরগি ও পাখি সহ গ্রামের প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের চিত্র ইত্যাদি।

**(৫৯) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ২য় তলা এমবিএ ভবন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৬২]

---

১৫৮. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১৫-১১-২০২৩/ শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ২৬-১২-২০২৩।

১৫৯. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১৫-১১-২০২৩।

১৬০. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ১৮-০১-২০২৪।

১৬১. প্রাগুক্ত।

১৬২. গবেষক।

ফলকের নির্মাণ সন : সম্ভাব্য ২০১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দ[১৬৩]

ফলকের মাপ : সর্বমোট ৩২টি ফলক, তারমধ্যে ২০টি ফলক (উচ্চতা ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৮ ইঞ্চি), ৮টি ফলক (উচ্চতা ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ ইঞ্চি), ৪টি ফলক (উচ্চতা ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৮ ইঞ্চি)

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের চত্বরে অবস্থিত এমবিএ ভবনের দ্বিতীয় তলায় সিঁড়ির ডানপাশে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বাহিরের দেয়ালে স্থাপিত নোটিশ বোর্ডের চারপাশে ফ্রেম আকারে স্থাপন করা হয়েছে আবহমান বাংলা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক। এখানে নোটিশ বোর্ডকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে পাশে ফ্রেম আকারে স্থাপিত ৩২টি ফলকের মধ্যে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখা গেলেও ১১টি বিষয় আলাদা আলাদাভাবে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– পালকিতে চড়ে হুক্কা পানরত রাজার চিত্র, শিকারির হাতি শিকারের চিত্র, হরিণের লড়াইয়ের চিত্র, হরিণ ও শাবকের চিত্র, গরুর গাড়িতে চড়ে জমিদারের হুক্কা পানের চিত্র, গরু ও রাখালের চিত্র, হাঁস দম্পতির চিত্র, হাতির উপর চড়ে জমিদারের হুক্কা পানের চিত্র, শিঙ্গা বাদকের চিত্র, উটের পিঠে চড়ে রাজার গমনের চিত্র, হাঁসের মুখে মুক্তার মালার চিত্র ইত্যাদি।

**(৬০) ফলকের শিরোনাম : 'নবান্ন' শিরোনামে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেলের পোড়ামাটির ফলক[১৬৪]**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা, গুলশান এভিনিউ, প্লট-১, রোড- ৪৫, গুলশান- ২ ঢাকা- ১২১২

ফলকের শিল্পী : সামসুল আরেফিন মিঠু[১৬৫]

ফলকের নির্মাণ সন : সম্ভাব্য ২০০০ থেকে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ[১৬৬]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট, প্রস্থ প্রায় ২১ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার গুলশানে অবস্থিত দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা (হোটেল) উত্তর পাশের বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত 'নবান্ন' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রামবাংলার নবান্ন উৎসবের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি চিত্র। যেমন– ধান কাটার চিত্র, কিষান-কিষানির নাচের চিত্র, ধানের আঁটিসহ ঠেলা গাড়ির চিত্র, ধান ভানার চিত্র, ধান মাড়াইয়ের চিত্র, পালকিতে করে নববধূর শ্বশুরালয়ে গমনের চিত্র। এবং এছাড়াও ফলকে রয়েছে দাঁড়ানো বক পাখি, রূপচাঁদা মাছ, লোকজ মোটিফের হাতি ও চার চাকার উপরে ঘোড়া, গলা লম্বা পাত্র, গোলাকার পাত্র, লম্বাটে পাত্র ইত্যাদির চিত্র।

**(৬১) ফলকের শিরোনাম : অপ্সরা ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : অপ্সরা ভবন, বাড়ি- ৩৪, ব্লক- এ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২২৯

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত [১৬৭]

---

১৬৩. প্রাগুক্ত।

১৬৪. ফলকের গায়ে স্থাপিত নামফলক।

১৬৫. ফলকের গায়ে স্থাপিত নামফলক।

১৬৬. গবেষক।

১৬৭. গবেষক।

ফলকের নির্মাণ সন : সম্ভাব্য ২০২০-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ[১৬৮]

ফলকের মাপ : (ক) সুন্দরবনের চিত্র– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট (খ) গ্রাম বাংলার ভূদৃশ্যের চিত্র ১– উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট (গ) গ্রাম বাংলার ভূদৃশ্যের চিত্র ২– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৮ ফুট (ঘ) গ্রাম বাংলার ভূদৃশ্যের চিত্র ৩– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৯ ফুট (ঙ) পাহাড়ি ভূদৃশ্যের চিত্র ১– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট (চ) পাহাড়ি ভূদৃশ্যের চিত্র ২– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৭ ফুট (ছ) পাহাড়ি ভূদৃশ্যের চিত্র ৩– উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট (জ) পাহাড়ি ভূদৃশ্যের চিত্র ৪– উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৩ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত অপ্সরা ভবনের সম্মুখের বাউন্ডারি দেয়ালের গেটের দু'পাশে এবং ভবনের প্রবেশদ্বারের উপর ও দু'পাশের দেয়ালে আলাদা আলাদা করে স্থাপিত হয়েছে আটটি পোড়ামাটির ফলক। এই আটটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক সুন্দরবন, গ্রামবাংলাসহ পাহাড়ি এলাকার ভূদৃশ্যের চিত্র। যেমন– সুন্দরবনের ভূদৃশ্যের চিত্র, গ্রাম বাংলার ভূদৃশ্যের চিত্র ১-২-৩, পাহাড়ি ভূদৃশ্যের চিত্র ১-২-৩-৪ ইত্যাদি।

**(খ) ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক**

ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মকেন্দ্রিক অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কিত বিভিন্ন আখ্যান বা পৌরাণিক কাহিনি বা ঘটনাবলির পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্র। এছাড়া ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন, ধর্মীয় বাণী বা লিপি, ধর্মীয় স্থাপত্যসহ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ধর্মীয় দেবতাদের ক্রিয়াকলাপের পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্র ইত্যাদি।

এই ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক যে সকল স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে সেই সকল স্থাপত্যের নামানুসারে পোড়ামাটির ফলকের শিরোনাম লিখা হয়েছে। এছাড়া ফলকের প্রাপ্তিস্থান, শিল্পীর নাম, নির্মাণের সময়, ফলকের মাপ এবং ফলকে কী কী ধরনের বিষয় রূপায়িত হয়েছে তা বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলো। তবে ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলককে দুই ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন– (ক) ধর্মভিত্তিক লোকজধর্মী শৈলীর পোড়ামাটির ফলক (খ) ধর্মভিত্তিক নকশাধর্মী শৈলীর পোড়ামাটির ফলক।

**(ক) ধর্মভিত্তিক লোকজধর্মী শৈলীর পোড়ামাটির ফলক**

**(১) ফলকের শিরোনাম : সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, ১১ সিদ্ধেশ্বরী লেন, রমনা, ঢাকা ১২১৭

ফলকের শিল্পী : মনোজ কান্তি পাল ও সঞ্জিব দাস অপু[১৬৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ[১৭০]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৬৭ ফুট

---

১৬৮. গবেষক।

১৬৯. শিল্পী মনোজ কান্তি পাল, সাক্ষাৎকার- ২৭-১২-২০২৩/ ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

১৭০. মনোজ কান্তি পাল, সাক্ষাৎকার- ২৭-১২-২০২৩/ ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার রমনার সিদ্ধেশ্বরী লেনে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের ভিতরে পূর্ব পাশের বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী ও মহামানবের চিত্রের সাথে সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের চিত্র। যেমন– ধ্যানরত লোকনাথ ব্রহ্মচারীর চিত্র, সিদ্ধিদাতা গণেশের চিত্র, বিদ্যাদেবী সরস্বতীর চিত্র, দেবী কালী ও মহাদেব শিবের চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, দেবী লক্ষীর চিত্র, মহিষাসুরমর্দিনীর চিত্র, সিদ্ধপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চিত্র, এছাড়া উপরিউক্ত প্রতিটি চিত্রকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। এছাড়াও রয়েছে মঙ্গল ঘট, স্বস্তিকা চিহ্ন, দেবী দুর্গার প্রতিকৃতি, মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন, অলংকৃত ঢোলক, গণেশের মুখ, সংস্কৃতলিপি ওম ইত্যাদি।

**(২) ফলকের শিরোনাম : জগন্নাথ হল শিব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : শিব মন্দির, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : দেবাশীষ পাল ও সনজিতা রায় মুন্নি[১৭১]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ[১৭২]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ২ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৯২ ফুট ৫ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের পুকুর পাড়ে অবস্থিত শিব মন্দিরের বেদির চারপাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সনাতন ধর্মীয় বিষয়ক সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের চিত্র, শিব-দুর্গা-কার্তিক-গণেশ সম্পর্কিত বিষয়ের চিত্র, বিষ্ণুর দশম অবতারের চিত্র এবং কৃষ্ণ লীলা ও চৈতন্য লীলা সম্পর্কিত বিষয়ের চিত্র। যেমন– দেবী দুর্গার কোলে শিশুপুত্র গনেশের চিত্র, দেবী দুর্গা পুত্র গণেশকে শিবের কোলে তুলে দিচ্ছে তার চিত্র, কীর্তনের চিত্র, বাঘের ওপর দেবী দুর্গার কোলে শিশুপুত্র গণেশের চিত্র, শিবের ঘাড়ে শিশুপুত্র গনেশের চিত্র, শিব-দেবী দুর্গা-শিশু পুত্র কার্তিকের চিত্র, সিংহের ওপর দণ্ডায়মান দশ হাতের দেবী দুর্গার চিত্র, অর্ধ শরীরের দণ্ডায়মান শিবের চিত্র, জটাধারী শিবের প্রতিকৃতিসহ ফণা তোলা সর্পের চিত্র, মৎস্য অবতারের চিত্র, কর্ম অবতারের চিত্র, বরাহ অবতারের চিত্র, নৃসিংহ অবতারের চিত্র, বামন অবতারের চিত্র, পরশুরামের অবতারের চিত্র, শ্রীরামের অবতারের চিত্র, অবতার শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, অবতার গৌতম বুদ্ধের চিত্র, কল্কি অবতারের চিত্র, ভগবান বিষ্ণুর চিত্র, শিশু শ্রীকৃষ্ণের কালিয়া নাগ দমনের চিত্র, মা যশোদার দধি মন্থন ও গোপালের মাখন খাওয়ার চিত্র, গাভীসহ কিশোর শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজানোর চিত্র, গোপালের মাখন চুরির চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিলাসের চিত্র, শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তনের চিত্র। এবং এছাড়া রূপায়িত হয়েছে আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারিদিকে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে গঠিত নকশার ফ্রেম।

**(৩) ফলকের শিরোনাম : ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, অতীশ দীপঙ্কর রোড, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

ফলকের শিল্পী : রোমেল স্মৃতিস্তম্ভের পোড়ামাটির ফলক– কল্লোল বড়ুয়া ও সুচারু রঞ্জন বড়ুয়া । স্মৃতিস্তম্ভ- কল্লোল-

১৭১. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক

১৭২. প্রাগুক্ত

বড়ুয়া, তপন হালদার ও নাবিলা রোকসানা[১৭৩]

ফলকের নির্মাণ সন : রোমেল স্মৃতিস্তম্ভের পোড়ামাটির ফলক– ২০২০ খিষ্টাব্দ এবং সুচারু রঞ্জন বড়ুয়া স্মৃতিস্তম্ভ– ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ[১৭৪]

ফলকের মাপ : রোমেল স্মৃতিস্তম্ভের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ৫ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট এবং সুচারু রঞ্জন বড়ুয়া স্মৃতিস্তম্ভেও পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ৪ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার সবুজবাগ থানার বাসাবোতে অবস্থিত ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের চত্বরে হলি মহাবোধি বৃক্ষের গেটের দু'পাশে দুটি স্মৃতিস্তম্ভের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে টাইলসের গৌতম বুদ্ধের চিত্রসহ পোড়ামাটির ফলক এবং পিতলের গৌতম বুদ্ধের মূর্তিসহ পোড়ামাটির ফলক। এই দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– 'জয়তু বুদ্ধ সাসনম' শিরোনামে বাংলালিপি সহ পদ্মফুলের চিত্র, 'রোমেল স্মৃতি স্তম্ভ' শিরোনামে বাংলালিপিসহ পদ্মফুলের চিত্র, নকশাধর্মী গোলাকার হ্যালোর চিত্র, ধ্যানী মুদ্রায় আসীন বুদ্ধের চিত্র, ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন বুদ্ধের চিত্র, ধর্মচক্র মুদ্রায় আসীন বুদ্ধের চিত্র, অভয় মুদ্রায় আসীন বুদ্ধের চিত্র, লতাপাতার নকশাচিত্র ও ছয়টি হাতির চিত্র ইত্যাদি।

**(খ) ধর্মভিত্তিক নকশাধর্মী শৈলীর পোড়ামাটির ফলক**

**(১) ফলকের শিরোনাম : ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড ইমেজিং সেন্টারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি ৪৮, রোড ৯/এ, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফলকের শিল্পী : মোঃ মেহেদী মাসুদ[১৭৫]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ[১৭৬]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৩ ফুট ও প্রস্থ ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়–বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড ইমেজিং সেন্টারের ভিতরে অভ্যর্থনা কেন্দ্রের পেছনের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক ইসলাম ধর্মের সূরা 'আররাহমান'-এর প্রথম আয়াতকে কেন্দ্র করে তার সাথে বিভিন্ন ধরনের নকশার সমন্বয়ে তৈরি নকশাধর্মী চিত্র। গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ইসলাম ধর্মের সূরা 'আররাহমান'-এর প্রথম আয়াতকে কেন্দ্র করে তার সাথে ফুল-কলি-পাতা-ব্যাঙের ছাতা-মেঘের ভেলা-পানির ঢেউয়ের ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাচিত্র।

**(২) ফলকের শিরোনাম : ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ২৭/৪ ঢাকেশ্বরী রোড, লালবাগ, ঢাকা ১২১১

---

১৭৩. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

১৭৪. ফলকের গায়ে লিখিত সন; ফলকের পাশে স্থাপিত উৎসর্গ ফলক।

১৭৫. শিল্পী মোঃ মেহেদী মাসুদ, সাক্ষাৎকার- ২৮-০২-২০২৪।

১৭৬. প্রাগুক্ত।

ফলকের শিল্পী : মোঃ মেহেদী মাসুদ[১৭৭]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ[১৭৮]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৪ ফুট ও প্রস্থ ১২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার লালবাগে অবস্থিত ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টারের ভিতরে রিপোর্ট প্রদান কেন্দ্রের পেছনের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক ইসলাম ধর্মের সূরা 'আররাহমান'-এর প্রথম আয়াতকে কেন্দ্র করে তার সাথে মসজিদের গম্বুজ-মিনার, ফুল-কলি-পাতা, পানির ঢেউ ও মেঘের ভেলা বিষয়ের চিত্রের সমন্বয়ে তৈরি নকশাচিত্র।

**(৩) ফলকের শিরোনাম : জগন্নাথ হলের শিব মন্দিরের নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : শিব মন্দির (সম্মুখভাগ), জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : দেবাশীষ পাল ও সনজিতা রায় মুন্নি[১৭৯]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ[১৮০]

ফলকের মাপ : বামপাশের ফলক– উচ্চতা ২ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৮ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি এবং ডানপাশের ফলক– উচ্চতা ২ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৮ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের পুকুর পাড়ে অবস্থিত শিব মন্দিরের সম্মুখভাগ দক্ষিণ পাশে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির দুপাশের বেদির দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের নকশাচিত্র। যেমন– সূর্যের গোলাকার বৃত্তের ভিতরে প্রণামরত মানুষের নকশাচিত্র, ডমরু ও রজনীগন্ধা ফুলের নকশাচিত্র, রুদ্রাক্ষের মালার নকশাচিত্র, শিব তিলকের ওপরে অর্ধনির্লিপ্ত তৃতীয় নয়ন ও পদ্মকলির নকশাচিত্র, শিঙ্গার নকশাচিত্র, কোবরা সাপ-হ্যালো-পাতা-রেখার নকশাচিত্র, মঙ্গলঘটের নকশাচিত্র, গোলাকার বৃত্তের ভিতর মাঙ্গলিক তারকা চিহ্নের নকশাচিত্র, রেখা-বৃত্ত-ত্রিভুজের নকশাচিত্র ইত্যাদি। এছাড়া আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারিদিকে রূপায়িত হয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে তৈরি নকশাচিত্র।

**(৪) ফলকের শিরোনাম : ইবনে সিনা হাসপাতালের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি ৬৮, রোড ১৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৮১]

---

১৭৭. প্রাগুক্ত।

১৭৮. প্রাগুক্ত।

১৭৯. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

১৮০. প্রাগুক্ত।

১৮১. গবেষক।

ফলকের নির্মাণ সন : আনুমানিক ২০০০ থেকে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[১৮২]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৪ ফুট ও প্রস্থ ৮ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত ইবনে সিনা হাসপাতালের ভিতরে রিপোর্ট প্রদান কেন্দ্রের পেছনের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক ইসলাম ধর্মের সূরা 'আররাহমান'-এর প্রথম আয়াতকে কেন্দ্র করে তার সাথে পুনরাবৃত্তিমূলক ফুল, পাতা, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজের সমন্বয়ে তৈরি জ্যামিতিক নকশাচিত্র।

**(৫) ফলকের শিরোনাম : স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, ৪৮, আজিমপুর রোড, আজিমপুর, ঢাকা- ১২০৫

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৮৩]

ফলকের নির্মাণ সন : সম্ভাব্য ২০১৫-২০২০[১৮৪]

ফলকের মাপ : চারটি পোড়ামাটির ফলক, প্রতিটির মাপ– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৮ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানার মূল প্রবেশদ্বারের বাম ও ডানপাশের দেয়ালে আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত হয়েছে দুটি করে সর্বমোট চারটি পোড়ামাটির ফলক। এই চারটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক ইসলাম ধর্মের কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের আরবি ক্যালিগ্রাফি এবং এই প্রতিটি আরবি ক্যালিগ্রাফিকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে রয়েছে একই ধরনের ইসলামী ইন্টারলকিং শৈলীর নকশাচিত্র। যেমন– "রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা"-এর নকশাচিত্র ও "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-এর নকশাচিত্র এবং "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা"-এর নকশাচিত্র।

**(গ) নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক**

নকশা– নকশা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর বস্তুর পরিকল্পিত অবস্থান অর্থাৎ কোনো সৃজনশীল কর্মের প্রাথমিক কাঠামোই হচ্ছে ডিজাইন বা নকশা। দৃশ্য জগতের বিভিন্ন মৌলিক উপাদান– রেখা, আকৃতি, আকার, রং, টেক্সচার, স্পেস ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি হয় নকশা এবং এই নকশার মধ্যে থাকে সমতা, ছন্দ, অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত, প্যাটার্ন, গতি, ঐক্য, সম্পর্ক ইত্যাদি। অর্থাৎ নকশাভিত্তিক অলংকৃত বিভিন্ন বিষয়াবলির চিত্র।[১৮৫]

এই নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক যে সকল স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে সেই সকল স্থাপত্যের নামানুসারে পোড়ামাটির ফলকের শিরোনাম, প্রাপ্তিস্থান, শিল্পীর নাম, নির্মাণের সময়, মাপ, এবং কী কী ধরনের বিষয় রূপায়িত হয়েছে তা বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলো।

---

১৮২. প্রাগুক্ত।

১৮৩. গবেষক।

১৮৪. গবেষক।

১৮৫. আব্দুস সাত্তার, *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি*, (ঢাকা : কনটেম্পোরারী কনসেপ্ট, ১৯৮৯), ১০১।

**(১) ফলকের শিরোনাম : বিসিআইসি ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বিসিআইসি ভবন ৫ম তলা, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ফলকের শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী, মরণচাঁদ পাল, ইকবাল উদ্দিন আহমেদ, স্বপন কুমার সিকদার[১৮৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ[১৮৭]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২০ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বিসিআইসি ভবনের পঞ্চম তলায় চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের রুমের সামনের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত ভূদৃশ্যের চিত্র। যেমন– গাছ, পাখি, কুঁড়ের ঘর, খড়ের পালা, পালতোলা নৌকা, জালসহ নৌকা, মাছ, কলাগাছ, তালগাছ, শাপলা ফুল ও পাতা, কচুপাতা, ফুল-লতা-পাতা, গরু, চাড়ি, নিশান, সূর্য, বাবুই পাখির বাসা ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাচিত্র।

**(২) ফলকের শিরোনাম : হারুনার রশীদ খান মুন্নুর আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি- ৯, রোড- ১৬ (পুরাতন- ২৭), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২০৯

ফলকের শিল্পী : স্বপন কুমার সিকদার[১৮৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ[১৮৯]

ফলকের মাপ : উপরের ফলক– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১২ ফুট এবং নিচের ফলক– উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৭ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডে অবস্থিত হারুনার রশীদ খান মুন্নুর আবাসিক ভবনের সামনের দেয়ালে স্থাপিত উপরের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সিরামিক, কার্পেট, ফোম, সূর্য এবং বিভিন্ন রেখা ও জ্যামিতিক ফর্মের সমন্বয়ের তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র এবং নিচের ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শঙ্খলতা, পদচিহ্ন, অর্ধবৃত্ত, পাতা, লতা, ফুল ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আলপনার চিত্র।

**(৩) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিরামিক বিভাগের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সিরামিক বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মোঃ রবিউল ইসলাম, এম এ কুদ্দুস, জায়েদ লিটন, জাফরিন, আশরাফুল কবীর কনক, মাহবুব, সানজিদা বর্ষা, রেহানা ইয়াসমিন (দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৯৪ সাল), নুরুল আমীন, শাওন, জুঁই, কাওসার, রোকন, রেজা,

১৮৬. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

১৮৭. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

১৮৮. শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ১১-০১-২০২৪।

১৮৯. প্রাগুক্ত।

অনুপ, কনক (দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৯৫ সাল), চিন্ময়ী সিকদার, শিউলি, জুয়েল, গোলাম দস্তগীর, তুষার, খলিল (দ্বিতীয় বর্ষ ২০০০ সাল)[১৯০]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯৪-১৯৯৫, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ[১৯১]

ফলকের মাপ : টিনসেট বিল্ডিংয়ের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ১ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২৬ ফুট

মৃৎশিল্প বিভাগের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ১ ফুট ১১ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ, মৃৎশিল্প বিভাগের টিনশেড বিল্ডিংয়ের পূর্বদিকের দেয়াল ও মৃৎশিল্প ভবনের পশ্চিম পাশে বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাভিত্তিক অলংকৃত বিভিন্ন বিষয়ের নকশাচিত্র। যেমন– পিঠার নকশাচিত্র, পাখির নকশাচিত্র, নকশি পিঠার নকশাচিত্র, ময়ূরের নকশাচিত্র, নববধূর নকশাচিত্র, লোকজ ঘোড়ার নকশাচিত্র, লোকজ হাতি ও কলাগাছের নকশাচিত্র, সৈন্যসহ অশ্বারোহী রাজার নকশাচিত্র, লোকজ হাতি-ফুল-লতা-পাতা-পাখির নকশাচিত্র, অশ্ব-অশ্বারোহী-ফুল-কাগজের ঝালরের নকশাচিত্র, জামদানি শাড়ির নকশাচিত্র, ত্রিভুজ-বৃত্ত-চতুর্ভুজ-রেখা-অর্ধবৃত্ত-ডায়মন্ডের নকশাচিত্র, লোকজধর্মী ময়ূর-ডায়মন্ড-ফুলের নকশাচিত্র, হাতপাখা-বৃত্ত-পাতার নকশাচিত্র, ময়ূর-ফুল-লতা-পাতার নকশাচিত্র, লোকজ ঘোড়ার নকশাচিত্র, লোকজধর্মী হাতির নকশাচিত্র, লোকজ হাতি-ঘোড়া-ফলের নকশাচিত্র, রেখা-ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ-বৃত্ত-অর্ধবৃত্ত-লতাপাতা-লোকজ ময়ূরের নকশাচিত্র, লোকজ হাতির নকশাচিত্র, লোকজ ময়ূরের নকশাচিত্র ইত্যাদি।

**(৪) ফলকের শিরোনাম : সাফুরা টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সাফুরা টাওয়ার, বাড়ি- ২০, কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী সি/এ, ঢাকা- ১২১৩

ফলকের শিল্পী : শিল্পী অলক রায়[১৯২]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ[১৯৩]

ফলকের মাপ : সিঁড়ির ডানপাশের ফলক– উচ্চতা প্রায় ১৯ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং সিঁড়ির ডানপাশের ফলক– উচ্চতা প্রায় ১৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২৫ ফুট।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার বনানীতে কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউতে অবস্থিত সাফুরা টাওয়ারের নিচতলায় প্রবেশপথের সিঁড়ির দুপাশের দেয়ালের স্থাপিত পোড়ামাটির দুটি ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে রঙিন (বাদামী, সাদা, কালো, খয়েরি) নকশাধর্মী পাখি, মানুষ, গাছ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে বিভিন্ন রেখা, ডট, বৃত্ত, টেক্সচারের চারকোণা রঙিন ফর্মকে একত্রে সমন্বয় করে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– পাখি ও গাছের নকশাভিত্তিক চিত্র ও পাখি ও মানুষের নকশাভিত্তিক চিত্র।

**(৫) ফলকের শিরোনাম : পর্যটন তথ্য কেন্দ্রের পোড়ামাটির ফলক**

---

১৯০. ফলকের গায়ে লিখিত নাম/ শিল্পী মোঃ রবিউল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, সিরামিক বিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, সাকাৎকার- ১৩-১২-২০২৩।

১৯১. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

১৯২. শিল্পী অলক রায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০৬-০৩-২০২৪।

১৯৩. প্রাগুক্ত।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ৮৩-৮৮, এ. কে. খন্দকার রোড, মহাখালী বা/এ, ঢাকা- ১২১২

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৯৪]

ফলকের নির্মাণ সন : আনুমানিক ১৯৯০-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত[১৯৫]

ফলকের মাপ : সর্বমোট ১২টি ফলক– ৪৮ স্কয়ার ফুট, যার প্রতিটির মাপ উচ্চতা প্রায় ২ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অধীনস্থ 'পর্যটন তথ্য কেন্দ্র'-এর সম্মুখের বাউন্ডারি দেয়ালে আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত হয়েছে নকশাধর্মী ১২টি পোড়ামাটির ফলক। এই ফলগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত স্থানের চিত্র, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মনোগ্রাম, লোকজ মোটিভের সমন্বিত নকশা এবং উপজাতীয় ও লোকসংস্কৃতি-বিষয়ক নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র ইত্যাদি। যেমন– শহিদ মিনারের চিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র, জাতীয় সংসদ ভবনের চিত্র, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মনোগ্রামের চিত্র, সুন্দরবনের চিত্র, একতারা হাতে বাউলের চিত্র, উপজাতি রমণীর চিত্র, নকশাচিত্র ১-২-৩, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের চিত্র, রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত সেতুর চিত্র ইত্যাদি।

**(৬) ফলকের শিরোনাম : বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : নজরুল মঞ্চ, বাংলা একাডেমি, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১০০০

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[১৯৬]

ফলকের নির্মাণ সন : আনুমানিক- ১৯৮৭-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত[১৯৭]

ফলকের মাপ : সর্বমোট ৬২টি পোড়ামাটির ফলক এবং প্রতিটির মাপ– উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৯ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে নজরুল মঞ্চের বেদির চারপাশের দেয়ালে একসারিতে পৃথক পৃথকভাবে স্থাপিত হয়েছে ৬২টি নকশাধর্মী পোড়ামাটির ফলক। এই ৬২টি পোড়ামাটির ফলকে নয় ধরনের বিষয়ের নকশাচিত্র পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– হাঁসের নকশাচিত্র, শাপলা ফুলের নকশাচিত্র, মাছের নকশাচিত্র, পালকির নকশাচিত্র, একতারার নকশাচিত্র, ফুল পাতার নকশাচিত্র, জোড়া পাখি নকশাচিত্র, জ্যামিতিক নকশাচিত্র, উড়ন্ত পাখির নকশাচিত্র ইত্যাদি।

**(৭) ফলকের শিরোনাম : মোতালেব প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : মোতালেব প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স, সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা ১২০৫

ফলকের শিল্পী : প্রকাশ কুমার বণিক, রণবীর পাল (প্রয়াত) ও গৌতম বনিক[১৯৮]

---

১৯৪. গবেষক।

১৯৫. প্রাগুক্ত।

১৯৬. প্রাগুক্ত।

১৯৭. প্রাগুক্ত।

১৯৮. শিল্পী প্রকাশ কুমার বণিক সাক্ষাৎকার- ১১-০২-২০২৪।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ[১৯৯]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৪ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার হাতিরপুলে অবস্থিত মোতালেব প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স ভবনের সামনের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ উপাদান পুতুল-মাছ-পাখি-মেঘের ভেলা এবং বিভিন্ন রেখা ও টেকচারের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র।

**(৮) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ইতিহাস বিভাগ, কলাভবন নিচতলা, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

ফলকের শিল্পী : আবু সাঈদ তালুকদার ও মোঃ রবিউল ইসলাম[২০০]

ফলকে নির্মাণ সন : ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ[২০১]

ফলকের মাপ : (ক) মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাস বিভাগের শহিদ ছাত্রশিক্ষক স্মরণে পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি (খ) তিনটি স্তম্ভের গায়ে অলংকৃত নকশার পোড়ামাটির ফলক, যার প্রতিটির মাপ– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ১ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ৪ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের কলা ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ইতিহাস বিভাগের সম্মুখ দেয়াল ও বিভাগের করিডোরের সামনে তিনটি স্তম্ভের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে লোকজ ও আধুনিক নকশার সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত চারকোনা ও অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের চারকোনা মিনিয়েচার লোকজ ও আধুনিক নকশার সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ছাত্রশিক্ষক স্মরণে পোড়ামাটির ফলকে বিষয়গুলো হলো- স্বস্তিকা চিহ্ন, উল্লাসরত বিমূর্ত ফিগার, বিমূর্ত ফিগার কম্পোজিশন, বিমূর্ত প্রেমিক দম্পতি, বিমূর্ত নৃত্যরত ফিগার, পদচিহ্ন, আলপনা, সূর্য, মাছ, ফুল, পাতা, ফুল পাতা, রেখাচিত্র, চতুর্ভুজের সমন্বিত নকশা, টেকচারের নকশা, ডটের সমন্বিত নকশা, ত্রিভুজের সমন্বিত নকশা, লম্বাটে রেখার সমন্বিত নকশা, বৃত্তের সমন্বিত নকশা, চোখের আকৃতির সমন্বিত নকশা, ফুলের সমন্বিত নকশা ইত্যাদি। স্তম্ভের গায়ের অলংকৃত নকশার পোড়ামাটির ফলকের বিষয়গুলো হলো– চতুর্ভুজের সমন্বিত নকশা, জালি নকশা, চোখের আকৃতির সমন্বিত নকশা, লম্বাটে রেখার সমন্বিত নকশা, বৃত্তের সমন্বিত নকশা ইত্যাদি।

**(৯) ফলকের শিরোনাম : বুলু ওশেন টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বুলু ওশেন টাওয়ার, ৪০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী ঢাকা- ১২১৩

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান, মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ ও মোঃ নূরুল আমীন[২০২]

---

১৯৯. প্রাগুক্ত।

২০০. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

২০১. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

২০২. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ১৬-০৩-২০২৪ / ক্যাটালগ- 4th Vertical Ceramics and Wood Art Exhibition|

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ[২০৩]

ফলকের মাপ : (১) উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (২) উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪ ফুট (৩) উচ্চতা ৮ ফুট ও প্রস্থ ৩ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার বনানীতে কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে অবস্থিত বুলু ওশেন টাওয়ারের নিচতলার প্রবেশপথের সিঁড়ির ডান ও বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে তিনটি রঙিন পোড়ামাটির ফলক। এই তিনটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র, নারী-পুরুষের মুখাকৃতিকেন্দ্রিক নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র, পাখির নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র ইত্যাদি।

**(১০) ফলকের শিরোনাম : গ্যালারি কায়া-এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : গ্যালারি কায়া, বাড়ি ২০, রোড ১৬, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০

ফলকের শিল্পী : বিশ্বজিৎ পাল[২০৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ[২০৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ২ ফুট ও প্রস্থ ১০ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত গ্যালারি কায়ার সম্মুখভাগে প্রবেশপথের উপরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন লোকজ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– লতা পাতা ফুলের নকশাচিত্র, একতারা ও সূর্যের নকশাচিত্র, বাঘের মুখের নকশাচিত্র, কুলা-মাছ-প্রজাপতি-পাখি-ফুল-লতার নকশাচিত্র, লতাপাতা-সূর্যমুখী ফুল-রেখা-সাপ-হাতি-পাখির নকশাচিত্র, নকশি শিকা-চাঁদ-তারা-চাকা-পানির ঢেউয়ের নকশাচিত্র, মাছ-একতারা-সূর্যের নকশাচিত্র, লতা-পাতা-ফুলের নকশাচিত্র ইত্যাদি।

**(১১) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ৫, পুরাতন সচিবালয় রোড, নিমতলী, রমনা, ঢাকা-১০০০

ফলকের শিল্পী : তপু খান ও গোলাম রসুল নয়ন[২০৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ[২০৭]

ফলকের মাপ : (ক) নোটিশ বোর্ডের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি

২০৩. প্রাগুক্ত।

২০৪. শিল্পী বিশ্বজিৎ পাল, সাক্ষাৎকার- ০৩-১২-২০২৩।

২০৫. প্রাগুক্ত।

২০৬. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সংক্ষিপ্ত নাম; শিল্পী তপু খান, সাক্ষাৎকার -১৬-০৫-৫-২০২৪।

২০৭. ফলকের খোদাইকৃত লিখিত সন।

(সর্বমোট ৪৩ স্কয়ার ফুট) (খ) লিফটের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। (সর্বমোট ৪৫ স্কয়ার ফুট)

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার রমনা থানার নিমতলীতে অবস্থিত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন ভবনের নিচতলার প্রবেশপথের ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত নোটিশ বোর্ডের চারিপাশের ফ্রেম ও প্রবেশপথের বামপাশের লিফটের তিনপাশের দেয়ালে স্থাপিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে লোকজ ও আধুনিক মোটিফের সমন্বিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র এবং গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি ও লোকজ মোটিফের সমন্বিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– (ক) নোটিশ বোর্ডের চারপাশের ফ্রেম-ফুল-মাছ-আলপনার নকশাচিত্র, জোড়াপাখি-ফুলের নকশাচিত্র, টেপাপুতুল-পাতা-ফুলের নকশাচিত্র, সানাই-ফুল-আলপনার নকশাচিত্র, উড়ন্তপাখি-আলপনার নকশাচিত্র, পালকি-ফুল-ঝালর-আলপনার নকশাচিত্র, ঢোলক-মৃৎপাত্র-চরকি-পাতার নকশাচিত্র, টেপাপুতুল-ফুল-বৃত্তের নকশাচিত্র, একতারা-চাঁদ-ফুল-কলির নকশাচিত্র, উড়ন্ত পাখি-চতুর্ভুজ-রেখার নকশাচিত্র, জোড়াপাখি-ফুল-আলপনার নকশাচিত্র, হাতি-উড়ন্তপাখি-আলপনার নকশাচিত্র, পাতা-ফুলের পাপড়ি-বৃত্তের নকশাচিত্র, জোড়াকাক-কলসি-আলপনার নকশাচিত্র, উড়ন্তপাখি-ফুল-আলপনার নকশাচিত্র, পেঁচা-আলপনার নকশাচিত্র, জাতীয় স্মৃতিসৌধ-ফুল-পাতা-আলপনার নকশাচিত্র, হাতি-আলপনার নকশাচিত্র, মাছ-আলপনার নকশাচিত্র, চাকা-চোখ-ফুলের নকশাচিত্র, জোড়ামাছ-আলপনা-ঘুড়ির নকশাচিত্র, চতুর্ভুজ-ক্রস চিহ্ন-বৃত্তের নকশাচিত্র, কুঁড়ের ঘর-গাছ-ফুল-মেঘের ভেলা-আলপনার নকশাচিত্র, হাতি-রেখার নকশাচিত্র, নকশি শিকা-আলপনার নকশাচিত্র, ফুলদানি-ফুল-পাতা-আলপনার নকশাচিত্র, ঘোড়া-আলপনার নকশাচিত্র, মাছ-পানি-আলপনার নকশাচিত্র, পিতলের ঘন্টা-আলপনার নকশাচিত্র, উড়ন্তপাখি-আলপনার নকশাচিত্র, টেপাপুতুল-ফুল-পাতা-আলপনার নকশাচিত্র ইত্যাদি। (খ) লিফটের পোড়ামাটির ফলক– সূর্য-সূর্যরশ্মি-মেঘের ভেলা-ঘুড়ি-চরকি-উড়ন্তপাখি-গাছ-পানির ঢেউয়ের নকশাচিত্র, কিষাণ-কিষাণির প্রতিকৃতির নকশাচিত্র, হুক্কা-মাঝিসহ পালতোলা নৌকা-দূরের গ্রাম-লতা-পাতার নকশাচিত্র, জোড়াপাখি-ঢোলক-হাতপাখার নকশাচিত্র, জোড়াপুতুল-মাছ-লতাপাতা-জ্যামিতিক নকশার নকশাচিত্র, চাকাওয়ালা ঘোড়া-হাতি-ফুল-লতাপাতার নকশাচিত্র, কলাগাছ-কুঁড়েঘর-কলসি কাঁখে দুজন রমণী-নকশি শিকা-শখের হাড়ি-কুলা-ফুল-পাতা-আলপনার নকশাচিত্র, শাপলা ফুল-কলি-পাতা-রেখা-ডটের নকশাচিত্র, বাউলের হাতে একতারা-পাখি-ফুল-আলপনা-জ্যামিতিক নকশার নকশাচিত্র, ছইওয়ালা নৌকা-পানির ঢেউ-জোড়া মাছ-ফুল-বৃত্ত-পাতার নকশাচিত্র ইত্যাদি।

**(১২) ফলকের শিরোনাম : স্কয়ার হসপিটাল লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : স্কয়ার হসপিটাল লিমিটেড, ১৮ বীরউত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা ১২০৫

ফলকের শিল্পী : মোঃ মাসুদুর রহমান ও মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ[২০৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ[২০৯]

ফলকের মাপ : উচ্চতা ৬ ফুট ও প্রস্থ ১৮ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার পশ্চিম পান্থপথে অবস্থিত স্কয়ার হসপিটাল লিমিটেড ভবনের ছয় তলায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের রুমের বাহিরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মানুষ, মাছ,

২০৮. শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, সাক্ষাৎকার- ০৬-১২-২০২৩।

২০৯. প্রাগুক্ত।

পাখি, বৃক্ষ, সূর্য ইত্যাদি রঙিন নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে বিভিন্ন রেখা, ডট ও টেক্সচারের চারকোণা ফর্মকে একত্রে সমন্বয় করে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– সূর্য-রেখা-ডট-টেক্সচারের নকশাচিত্র, কিষান-কিষানির প্রতিকৃতি-রেখা-ডট-টেক্সচার-চতুর্ভুজ-টব-চারাগাছ-পটারীর নকশাচিত্র, পাখি-রেখা-ডট-টেক্সচার- চতুভুজ-পটারীর নকশাচিত্র ১-২– মাছ,রেখা, ডট, টেক্সচার, চতুর্ভুজ, পটারীর নকশাচিত্র ইত্যাদি।

**(১৩) ফলকের শিরোনাম : অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টারের পোড়ামাটির ফলক-১**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টার (নিচ তলা), ৭১ রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড সবজি বাগান, রমনা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : জয়ন্ত কুমার তালুকদার[২১০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ।[২১১]

ফলকের মাপ : গ্রামীণ রমণীদের জলকে চল বিষয়ক-১ পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ৭ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট। গ্রামীণ রমণীদের জলকে চল বিষয়ক-২ পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা ৭ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের অ্যাবাকাস কনভেনশন সেন্টারের নিচ তলায় প্রবেশপথের উভয়পাশের দেয়ালে স্থাপিত দুটি রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ নারীদের জলকে চল বিষয়ক নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– শাপলা ফুল-পাতা, ঘূর্ণমান জলের ঢেউ, দূরের গ্রাম, নারীর হাতে কলস, কলসি কাঁখে নারী, ছোটবালিকা, পাখি ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত নকশাচিত্র। গ্রামীণ নারীদের জলকে চল বিষয়ক-২ পোড়ামাটির ফলক– গাছের অবয়ব (আঁকাবাঁকা লম্বা রেখা-পাতা-ফুল-বৃত্ত-সরু রেখা), শাপলা ফুল-পাতা, জলাশয়, দূরের গ্রাম, বসা দুইজন নারী, মাটির কলস, মুখোমুখি পাখি ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(১৪) ফলকের শিরোনাম : মমিনুল ইসলামের আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ফ্ল্যাট নং- ১৫/ডি, ১৬ তলা, কনকর্ড গ্রান্ড, ১৬৯/১ শান্তিনগর, ঢাকা ১২১৭

ফলকের শিল্পী : দেবাশীষ পাল[২১২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ[২১৩]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (দরজা ব্যাতীত ৩৭.৫ স্কয়ার ফুট)

ফলকের বিষয়–বৈচিত্র্য : ঢাকার শান্তিনগরে অবস্থিত কনকর্ড গ্র্যান্ড আবাসিক ভবনের ষোলো তলায় মমিনুল ইসলামের ফ্ল্যাটের প্রবেশ দরজার দু'পাশ ও উপরের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে উপস্থাপিত প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের রঙিন নকশাভিত্তিক অলংকৃত

২১০. শিল্পী জয়ন্ত কুমার তালুকদার, সাক্ষাৎকার- ০৩-১২-২০২৩।

২১১. প্রাগুক্ত।

২১২. গবেষক।

২১৩. প্রাগুক্ত।

চিত্র। যেমন– নারী, মাটির কলস, মাছ, গরু, গাছ, পাখি, কুঁড়েঘর, হাতপাখা, ফুল, শাপলা ফুল, শাপলা কলি, শাপলা পাতা, পাতা, অর্ধবৃত্তকার সূর্য, একতারা, উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডট, টেক্সচারের সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(১৫) ফলকের শিরোনাম : 'Court de la ACME'-এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : 'Court de la ACME', ১/৪, মিরপুর রোড, কল্যাণপুর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : স্বপন চন্দ্র পাল[২১৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ[২১৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫৮ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার কল্যাণপুরের মিরপুর রোডে অবস্থিত 'Court de la ACME'-এর সদরদপ্তরের আঙ্গিনার ভিতরের প্রবেশপথের ডানপাশে বাগানের দেয়ালে স্থাপিত এই রঙিন পোড়মাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে ভূদৃশ্যের অনুকরণে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– কলাগাছ, গাছগাছালির ঝোপঝাড়, কুঁড়েঘর, উঠান, দুজন দণ্ডায়মান নারীর সমন্বিত নকশাচিত্র, গাছ, নদী, ছইওয়ালা নৌকা, বক, শাপলা ফুল, কলি, পাতা, সূর্য রশ্মিসহ সূর্যের সমন্বিত নকশাচিত্র, কলসি কাঁখে নারী, কিশোরী কন্যা, খাঁচা, পাখির সমন্বিত নকশাচিত্র, খড়ের পালা, কাস্তে হাতে কৃষক, মাথায় ধানের আটি নিয়ে কৃষক, আকাশে মেঘের ভেলার তরঙ্গের সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(১৬) ফলকের শিরোনাম : আমিন কোর্ট অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আমিন কোর্ট ভবন, ৬২/ ৬৩ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ফলকের শিল্পী : স্বপন চন্দ্র পাল[২১৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ[২১৭]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৭ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত আমিন কোর্ট ভবনে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের প্রবেশপথের বামপাশে ভবনের সম্মুখ দেয়ালের কোণায় স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রামবাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে ভূদৃশ্যের অনুকরণে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– ঝোপঝাড় (লতা-পাতা-বৃত্ত-ত্রিভুজ), বড় গাছ, মাছ, নৌকা, ঢেউয়ের তরঙ্গ, শাপলা ফুল, কলি, পাতা, পানি, দূরের গ্রাম, উড়ন্ত পাখি, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য, মেঘের ভেলার সমন্বিত নকশাচিত্র।

---

২১৪. শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ০৬-০২-২০২৪।

২১৫. প্রাগুক্ত।

২১৬ শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, সাক্ষাৎকার- ০৩-০৩-২০২৪।

২১৭. প্রাগুক্ত।

**(১৭) ফলকের শিরোনাম : ধানমন্ডির আরবান ঐকতান ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : আরবান ঐকতান, বাড়ি- ৭, রোড- ৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫

ফলকের শিল্পী : হামিদুজ্জামান খান[২১৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ[২১৯]

ফলকের মাপ : আরবান ঐকতান ভবনের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৩০ ফুট এবং আরবান ঐকতান দ্বিতীয় ভবনের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ২৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত আরমান ঐকতান ভবনের সম্মুখের বাউন্ডারি দেয়াল এবং দ্বিতীয় ভবনের বাহিরের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে দুটি নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক। এই দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা এবং কাজী নজরুল ইসলামের গীতির বাংলা লিপি ও ফুল-লতা-পাতার নকশা, মাছ, পাখি, জন্তুর সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঐকতান' কবিতার বাংলালিপির পাঁচভাগে বিভক্ত লাইনের মাঝখানে উলম্বভাবে রয়েছে মাছ-ফুল-লতা-পাতার নকশাচিত্র। এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দুর্মর' কবিতার বাংলালিপি ও কাজী নজরুল ইসলামের গীতির বিভিন্ন বাংলালিপির চারপাশে রয়েছে পাখি, জোড়া পাখি, বাঘ ও হরিণের মুখাকৃতি, পাতার উলম্ব সারি, পাতাসহ চারাগাছ, জ্যামিতিক ফর্ম সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(১৮) ফলকের শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ২য় তলা, এমবিএ ভবন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[২২০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ[২২১]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের চত্বরে অবস্থিত এমবিএ ভবনের দ্বিতীয় তলায় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের অফিসের ভিতরে অভ্যর্থনা কক্ষের দেয়ালের স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিষয় এবং বিভিন্ন ধরনের নকশার সমন্বিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– গুণটানার চিত্র, নারীর ধান ঝাড়ার চিত্র, কৃষকের ধান কাটার চিত্র, মাছ ধরার চিত্র, ঢোলক বাদকের চিত্র, কলসি কাঁখে নারীদের চিত্র, কর্মরত মানুষের চিত্র, বাউলের চিত্র, ঘোমটা দেওয়া নারীর চিত্র, মাঝিসহ পালতোলা নৌকার চিত্র, গ্রামের বাড়ির চিত্র ক-খ-গ, গরুর চিত্র, পাখি ও সাপের লড়াইয়ের চিত্র, উড়ন্ত পাখির চিত্র, বিমূর্ত নারীর মুখের চিত্র, পালকিতে বসে হুক্কা পানরত জমিদারের চিত্র, রাজকীয়

২১৮. সোহেল রানা, ম্যানেজার, আরবান ঐকতান, বাড়ি- ৭, রোড- ৩, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা -১২০৫, সাক্ষাৎকার- ৩০-০৩-২০২৪।

২১৯. প্রাগুক্ত।

২২০. গবেষক।

২২১. বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

শোভাযাত্রার চিত্র ক-খ, যোদ্ধার বেশে দশমুণ্ড রাবণের চিত্র, হাতির পিঠে চড়ে হরিণ শিকারের চিত্র এবং নকশাধর্মী চিত্র ইত্যাদি।

**(১৯) ফলকের শিরোনাম : রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, রাজউক কলেজ রোড, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০

ফলকের শিল্পী : আনোয়ার হোসেন জনি[২২২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ[২২৩]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৯ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ভবনের দুটি প্রবেশপথের মাঝখানে স্থাপিত দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে পাখি, বাঁশি, পাত্রসহ নকশি শিকা, হাতপাখা, হাতি, ঘোড়া, একতারা, ঢোলক, ত্রিভুজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, জ্যামিতিক ফর্ম ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডট, টেক্সচারের সমন্বিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র।

**(২০) ফলকের শিরোনাম : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : শিল্পী অলক রায়[২২৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ[২২৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা সর্বোচ্চ ১৫ ফুট প্রায় ও প্রস্থ ৯৫ ফুট প্রায়

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের সম্মুখ দিকের দেয়ালে স্থাপিত বৃহৎ পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষার আধুনিক বর্ণমালা ও প্রাচীন সাংকেতিক বর্ণমালার সাথে বিভিন্ন রেখা-ডট-টেক্সচারের নকশার সমন্বিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– ভারতীয় সিন্ধু-ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী-প্রাকৃত-সংস্কৃত-পালি বর্ণমালা, প্রাচীন-মধ্যযুগীয়-আধুনিক গ্রিক বর্ণমালা, ইংরেজি বর্ণমালা, প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা, হিব্রু বর্ণমালা, চাইনিজ বর্ণমালা, কোরিয়ান বর্ণমালা, জাপানিজ বর্ণমালা, পার্সিয়ান বর্ণমালা, উর্দু বর্ণমালা, সুমেরীয় ও পার্সিয়ান কিউনিফর্ম, রুশ বর্ণমালা, ফিনিশিয়া বর্ণমালা, সিরিলিক বর্ণমালা, আরবি বর্ণমালা এবং বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ, ছোট রেখার নকশা, বড় রেখার নকশা, বৃত্তের নকশা, বক্ররেখার নকশা, টেক্সাচারের নকশা, বড় রেখার টেক্সাচারের নকশা, আঁকাবাঁকা রেখার নকশা, গোলাকার অর্ধ বলের রিলিফ নকশা ইত্যাদি।

---

২২২. শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, সাক্ষাৎকার- ২৭-০১-২০২৪।

২২৩. প্রাগুক্ত।

২২৪. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত নাম।

২২৫. ফলকের গায়ে খোদাইকৃত সন।

**(২১) ফলকের শিরোনাম : জাহিদ ইকবাল পাঠানের আবাসিক ভবন 'পাঠান হাউজ'-এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি-৪৪৬, রোড- ৩, ব্লক- আই, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২২৯

ফলকের শিল্পী : আনোয়ার হোসেন জনি[২২৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ[২২৭]

ফলকের মাপ : একই আকারের ছয়টি ফলক, প্রতিটির মাপ– উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত জাহিদ ইকবাল পাঠানের আবাসিক ভবন পাঠান হাউজের প্রথম ফ্লোর থেকে ষষ্ঠ ফ্লোর পর্যন্ত প্রতিটি ফ্লোরের সিড়ির পাশের দেয়ালে স্থাপিত ছয়টি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাধর্মী বিভিন্ন বিষয়ের সাথে রেখা-ডট-টেক্সচারের সমন্বয় করে ভূদৃশ্যের অনুকরণে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– (১) কলাগাছ, কুঁড়েঘর, গাছ, কচুগাছ, ঘুড়ি, নাটাই, তবলা, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য, উড়ন্ত পাখি, ঘুড়ি, জোড়া পাখি, জোড়া মাছ, শাপলা ফুল পাতা-ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডটের সমন্বিত নকশাচিত্র। (২) গাছগাছালিতে ঘেরা ঘর, জোড়া ময়ূর, প্রজাপতি, ফুলসহ ফুলদানি, জ্যামিতিক ফম, সূর্য, পাখি, মেঘের ভেলা, তবলা, ফুল, পাতা, চাকা ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডটের সমন্বিত নকশাচিত্র। (৩) সূর্য, মেঘের ভেলা, জোড়া পাখি, মাছ, ফুল, লতা, পাতা, ফুলসহ জোড়া পাখি, গাছ, শাপলা পাতা, ফুল, সারিবদ্ধ পাতা ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডট, টেক্সচারের সমন্বিত নকশাচিত্র। (৪) পাথর, পাখি, পানির ঢেউ, মাছ, পালতোলা নৌকা, ঝোপঝাড় সহ গাছ, নাটাই সহ ঘুড়ি, ঝুলন্ত ডাল সহ গাছের পাতা, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য, মেঘের ভেলা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে রেখা, ডটের সমন্বিত নকশাচিত্র। (৫) মুখোমুখি ময়ূর, সূর্য, মাছ, শাপলা ফুল, পাতা, লতা, পাতা, ফুল, বৃত্ত ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডটের সমন্বিত নকশাচিত্র। (৬) গাছগাছালিতে ঘেরা ঘর, বর-কনের মুখাকৃতি, ঢোলক, ঘুড়ির নাটাই, ঘুড়ি, তবলা, ফুল, পাতা, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য, মেঘের ভেলা, উড়ন্ত পাখি, জোড়া ময়ূর, জোড়া মাছ, শাপলা ফুল, পাতা, কুলা, তিনকোণার ঠেলা জাল ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডটের সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(২২) ফলকের শিরোনাম : সিগাল রেস্টুরেন্টের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : সিগাল রেস্টুরেন্ট, ১১৬, হোসাইন টাওয়ার, গাজী গোলাম দস্তগীর রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : আনোয়ার হোসেন জনি[২২৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ[২২৯]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার নয়াপল্টনে অবস্থিত সিগাল রেস্টুরেন্টের ভিতরের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাভিত্তিক অলংকৃত বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে ভূদৃশ্যের অনুকরণে তৈরি

২২৬. শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, সাক্ষাৎকার- ২৪-০১-২০২৪।

২২৭. প্রাগুক্ত।

২২৮. শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, সাক্ষাৎকার- ২৭-০১-২০২৪।

২২৯. প্রাগুক্ত।

নকশাচিত্র। যেমন– মাছ ধরার জাল, পানির ঢেউ, মাছ, শাপলা ফুল কলি, পাতা, মাছ ধরার পলো, পালতোলা নৌকা, ফুল-লতা-পাতা, ঝোপঝাড়সহ গাছ, উড়ন্ত পাখি, মেঘের ভেলা, সূর্য ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে রেখা, ডট, টেক্সচারের সমন্বিত নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র।

**(২৩) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ কর্ম কমিশন ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭

ফলকের শিল্পী : হামিদুজ্জামান খান[২৩০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[২৩১]

ফলকের মাপ : বামপাশের ফলক– উচ্চতা ৮ ফুট ও প্রস্থ ৭ ফুট ও ডানপাশের ফলক– উচ্চতা ৮ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় বাংলাদেশ কর্মকমিশন ভবনের নিচতলায় প্রবেশপথের সিঁড়ির বামপাশের দেয়ালে ভবনের উদ্বোধন ফলকের দুপাশে রয়েছে দুটি পোড়ামাটির ফলক। এই দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশে প্রকাশিত অসংখ্য বইয়ের সমন্বয়ে তৈরি বইয়ের স্তুপের নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– বামপাশের পোড়ামাটির ফলক– বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র, সঞ্চিতা, একাত্তরের দিনগুলি, আগুনের পরশমণি, পদ্মা নদীর মাঝি, অবরোধবাসিনী, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সমগ্র, বাঙালির ইতিহাস, চর্যাপদ, অগ্নিবীণা, নকশী কাঁথার মাঠ, পুতুলনাচের ইতিকথা ইত্যাদি শুয়ানো, খাড়া, সম্মুখবর্তী ও উল্টানো বিভিন্ন সাইজের বই, টেবিল ঘড়ি, গ্লাসের মধ্যে রাখা অনেকগুলো তুলি, গোলাকার পাত্রের মধ্যে রাখা গাছের পাতা ইত্যাদিও সমন্বিত নকশাচিত্র। ডানপাশের পোড়ামাটির ফলক– অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ হাসিনা– নির্বাচিত প্রবন্ধ, একাত্তরের চিঠি, বঙ্গভবনের শতবর্ষ, সৈয়দ ওয়ালউল্লাহ রচনাবলী, গীতবিতান, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাণদানকারী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, সঞ্চয়িতা, পদ্মরাগ, রবীন্দ্র রচনাবলী, নজরুল রচনাবলী, এবং অনেক উল্টানো বইয়ের পাতায় লেখা রয়েছে বিভিন্ন মনীষীদের লেখা অসংখ্য বাণী ইত্যাদি শুয়ানো, খাড়া, সম্মুখবর্তী ও উল্টানো বিভিন্ন সাইজের বই, মাটির পটে রাখা তুলি, গ্লাসের মধ্যে রাখা কাঁচি ও পেন্সিল, মাটির পটের মধ্যে রাখা পাতা-কাঠের লম্বা টুকরো এবং প্রদীপ শিখা ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(২৪) ফলকের শিরোনাম : 'Unifying Vision' শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগ, ৭ম তলা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

ফলকের শিল্পী : গোসাই পাহলভী[২৩২]

---

২৩০. ফলকের পাশে স্থাপিত শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে লিখিত শিল্পীর নাম; শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, সাক্ষাৎকার- ০৬-০৩-২০২৪।

২৩১. প্রাগুক্ত।

২৩২. ফলকের পাশে স্থাপিত নামফলক।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ[২৩৩]

ফলকের মাপ : সর্বমোট ৯৬ স্কয়ার ফুট (৭'+৭'+১৭'+১৯'+১৫'+১১'+১২'+৪'+৪'=৯৬)

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অবস্থিত টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের সম্মুখে প্রবেশপথের বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত 'Unifying Vision' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অলংকৃত চক্র, অলংকৃত নকশা এবং বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের ইংরেজি নাম ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত রঙিন চিত্র। যেমন– (ক) ডান ও বামপাশের উলম্ব প্যানেল– হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত শক্তি চক্র– সহস্রার চক্র, আজনা চক্র, বিসুধা চক্র, অনাহত চক্র, মনিপুরা চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, ও মূলধারা চক্র ইত্যাদির নকশাচিত্র। (খ) মাঝখানের অর্ধবৃত্তকার ও অনুভূমিক সারির প্যানেল– গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতি, মা কালীর প্রতিকৃতি চক্র, নটরাজের মূর্তি, ভেনাস অব উইলেনডর্ফের ভাস্কর্য, চাইনিজ ইয়িন ও ইয়াং প্রতীক, প্রায়োরি অব সায়োন প্রতীক, ত্রিশূল চক্র বা Helm of Awe, চোখের গুচ্ছ নকশা, রেখার নকশা, টেক্সচারধর্মী নকশা, আয়ভাজি পদ্ম প্রতীক, জীবন বৃক্ষ প্রতীক, ফুল মণ্ডলা প্রতীক, মণ্ডলা প্রতীক, মায়া সভ্যতার রাজার মুখাকৃতি প্রতীক, ক্রীটদেশীয় গোলকধাঁধা প্রতীক, মায়া সভ্যতার মানুষের মুখাকৃতি প্রতীক, মায়া সভ্যতার মাছের প্রতীক, গালাকার মণ্ডলা, ইহুদি ও ইসলাম ধর্মীয় প্রতীক হামসা, লোকজ ঘোড়ার মোটিফ, লোকজ সাইকেল আরোহী মোটিফ, বিন্দুযুক্ত সর্পিল প্রতীক, পারস্যের ডানাওয়ালা সিংহের প্রতীক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম, ভিডিও ক্যামেরার প্রাথমিক নকশা, 'Department of Television, Film and Photography' শিরোনামে ইংরেজিলিপি, রাজহাঁসের নকশাচিত্র ইত্যাদি।

**(২৫) ফলকের শিরোনাম : নতুন 'পরিবেশ ভবন'-এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন (নতুন), ই-১৬, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ রোড, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

ফলকের শিল্পী : মোঃ ইমন হোসেন ও ইমরান হোসেন সাব্বির/ টেক্সচার[২৩৪]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[২৩৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১৩ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনস্থ নতুন পরিবেশ ভবনের নিচতলার বাইরের ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রামবাংলার মানুষ-নদী-নৌকা-ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি ভূদৃশ্যের নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– গ্রামবাংলার গাঁয়ের বধু, কুঁড়েঘরসহ গ্রামের বাড়ি, নৌকা, মাছ, শাপলা ফুল ও পাতা, পাখি, সূর্য, মেঘের ভেলা, দূরের গ্রাম ও নকশা ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(২৬) ফলকের শিরোনাম : শিল্প মন্ত্রণালয়ের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের পোড়ামাটির ফলক**

---

২৩৩. শিল্পী গোসাই পাহলভী, সাক্ষাৎকার- ০৯-০৩-২০২৪।

২৩৪. শিল্পী ইমরান হোসেন সাব্বির, 'টেক্সচার' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, সাক্ষাৎকার- ১১-০৩-২০২৪।

২৩৫. প্রাগুক্ত।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মনোজ কান্তি পাল[২৩৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[২৩৭]

ফলকের মাপ : ডান ও বামপাশ- উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ শিল্প ভবনের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের দেয়ালে স্থাপিত শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলসের প্রতিকৃতিকে ঘিরে দু'পাশে রূপায়িত হয়েছে দুটি নকশাধর্মী পোড়ামাটির ফলক। এই দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শিল্প-সংক্রান্ত বিষয় ও ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ বিষয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতীকধর্মী নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– ইলিশ মাছ, গাড়ির মিটারের অর্ধচিত্র, মাটির কলস, গরুগাড়ির গোলাকার চাকা, মালভর্তি জাহাজ, ইলেকট্রিক টাওয়ার, শিল্প কারখানা, ইস্পাত উৎপাদনের চিত্র, বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হুইল, তিনটি চাকা, মোটর গাড়ির চাকার চিত্র। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রয়েছে একটি গোলাকার বৃত্তের ভিতরে ল্যাবরেটরি, কাঁচের লম্বা বোতল, ফ্লাক্স, সিলিন্ডার, পাত্র, বাঁশের পলো, হাতপাখা, কুঁড়েঘর, মাটির পাত্র-কলস, কুলা, বাঁশের বেড়া, লতা-পাতা-কলির নকশা, বাঁশবেতের পার্টিশন, কচু গাছ, মাটির পাত্রসহ নকশি শিকা, গাছ, টিনের ঘর, ঘুড়ি, তালগাছ, মেঘের ভেলা, কাঠ ও বাঁশের বেড়া, হুক্কা ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(২৭) ফলকের শিরোনাম : কিশলয় কচিকাঁচার মেলার পোড়ামাটির ফলক**

ফরকের প্রাপ্তিস্থান : কিশলয় কচিকাঁচার মেলা, ১৫, দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

ফলকের শিল্পী : আনোয়ার হোসেন হোসেন জনি[২৩৮]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[২৩৯]

ফলকের মাপ : ২৫০ স্কয়ার ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার গেন্ডারিয়ায় অবস্থিত কিশলয় কচিকাঁচার মেলার প্রধান ভবনের দোতালার বারান্দার সম্মুখভাগের দুটি খোলা জানালার চারপাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাভিত্তিক অলংকৃত বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে ভূদৃশ্যের অনুকরণে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– পালতোলা নৌকা, উড়ন্ত বলাকা, একতারা, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য, তালগাছ, কলাগাছ, কুঁড়েঘর, ঘুড়ি, নাটাই, পাতা, শাপলা ফুল, পাতা, বৃত্ত, মেঘের ভেলা, পানির ঢেউ ইত্যাদি নকশাধর্মী বিষয়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের রেখা, ডট, টেকচারের সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(২৮) ফলকের শিরোনাম : ভিশন টাওয়ারের ড. কামরুল কায়েসের আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

---

২৩৬. শিল্পী মনোজ কান্তি পাল, সাক্ষাৎকার- ২৭-১২- ২০২৩।

২৩৭. প্রাগুক্ত।

২৩৮. শিল্পী আনোয়ার হোসেন জনি, সাক্ষাৎকার- ২৮-০১-২০২৪।

২৩৯. প্রাগুক্ত।

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : ভিশন টাওয়ার- ৭/এ, ৫০১/১এ, উত্তর ইব্রাহিমপুর, মিরপুর- ১৪, ঢাকা- ১২১৬

ফলকের শিল্পী : সৈয়দ মামুন রশিদ[২৪০]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[২৪১]

ফলকের মাপ : 'ক' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২ ফুট এবং 'খ' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ২ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মিরপুর ১৪ নম্বরে অবস্থিত ভিশন টাওয়ারের সপ্তম তলায় ড. কামরুল কায়েসের আবাসিক ভবনের ড্রয়িং রুমের দেয়ালে পাশাপাশি স্থাপিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– 'ক' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– শাপলা পাতা, অর্ধ ফুটন্ত শাপলা ফুল, কলি, শামুক, ব্যাঙের ছাতা ও তিনটি পাতা, গাছ, সূর্য এবং জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র। 'খ' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– পালতোলা নৌকা, ডাটাসহ অর্ধ ফুটন্ত শাপলা ফুল, শামুক, ঘুড়ির নাটাই, গাছ, তেলেঙ্গা ঘুড়ি, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য, চারকোণার ফর্ম ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(২৯) ফলকের শিরোনাম : মোহাম্মদ আসিফ সাহেবের আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি- ৫২/এ, অ্যাপার্টমেন্ট- ৫/এ, রোড- ১১/এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২০৯

ফলকের শিল্পী : সৈয়দ মামুনার রশিদ[২৪২]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[২৪৩]

ফলকের মাপ : ৪৫ স্কয়ার ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকা ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ১১/এ রোডে অবস্থিত ৫২/এ বাড়ির ছয়তলায় ৫/এ অ্যাপার্টমেন্টের ড্রয়িং রুমের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাভিত্তিক অলংকৃত বিভিন্ন ধরনের চারকোনা বিমূর্ত নকশার সমন্বয়ে তৈরি নকশাচিত্র। যেমন– ফুল, ফুলের অংশবিশেষ, পাখি ও জ্যামিতিক ফর্ম (বৃত্ত, ওভাল, রেখা, ডট, টেকচার)-এর বিমূর্ত বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাচিত্র।

**(৩০) ফলকের শিরোনাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের 'ক্ষুদ্রসেচ উইং'-এর অভ্যর্থনা কেন্দ্রের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন, দশতলা, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০

ফলকের শিল্পী : মনোজ কান্তি পাল[২৪৪]

---

২৪০. তথ্যসূত্র- শিল্পী সৈয়দ মামুনার রশিদ, সাক্ষাৎকার- ২১-০৩-২০২৪।

২৪১. প্রাগুক্ত।

২৪২. প্রাগুক্ত।

২৪৩. প্রাগুক্ত।

২৪৪. শিল্পী মনোজ কান্তি পাল সাক্ষাৎকার- ২৭-১২- ২০২৩।

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ[২৪৫]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবনের দশতলায় 'ক্ষুদ্রসেচ উইং'-এর অভ্যর্থনা কেন্দ্রের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে 'ক্ষুদ্রসেচ উইং' শিরোনামে লিপিকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে ঐতিহ্যবাহী কৃষি যন্ত্রপাতি ও আধুনিক সেচযন্ত্রের প্রতীকী উপস্থাপনার নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– '*ক্ষুদ্রসেচ* উইং' বাংলালিপি, বাঁশের মই, কাস্তে, বীজ, বীজ ভর্তি বস্তা, লাঙ্গল, কোদাল, ধান গাছ, বীজ ভর্তি মাটির পাত্র, পাত্রসহ ঝুলানো নকশি শিকা, ফুল, ডাল সহ গাছের পাতা, সূর্য রশ্মি, চারা গাছ, টিউবয়েল, ঝাঝরি ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(৩১) ফলকের শিরোনাম : জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের আবাসিক ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি- ১৬ (সাত তলা), রোড- ২৮, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ফলকের শিল্পী : হাফিজ উদ্দিন বাবু[২৪৬]

ফলকের নির্মাণ সন : ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ[২৪৭]

ফলকের মাপ : উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের আবাসিক ভবনের (সাত তলা) ড্রয়িং রুমের দেয়ালে স্থাপিত এই রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কুঁড়েঘর, আঙ্গিনা, নকশি পিঠা, নৌকা, গাছ, চাকা, সূর্য, পাখি, শাপলা ফুল-কলি-পাতা ও ফুল লতা পাতা ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র।

**(৩২) ফলকের শিরোনাম : 'কনকর্ড মেনর' ভবনের পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : বাড়ি- ৪৮, রোড- ২৬, ১৫/এ (নিউ), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৯

ফলকের শিল্পী : অজ্ঞাত[২৪৮]

ফলকের নির্মাণ সন : আনুমানিক ২০০০-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ[২৪৯]

ফলকের মাপ : ডানপাশের ফলক– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ১২ ফুট এবং বামপাশের ফলক– উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৪ ফুট

---

২৪৫. প্রাগুক্ত।

২৪৬. শিল্পী হাফিজ উদ্দিন বাবু, সাক্ষাৎকার- ০২-০২-২০২৪।

২৪৭. প্রাগুক্ত।

২৪৮. গবেষক।

২৪৯. প্রাগুক্ত।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত 'কনকর্ড মেনর' ভবনের গেটের বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার জীবন ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ক নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– ডানপাশের ফলক– জেলে, মাছ, পাখি, নৌকা,শাপলা ফুল-পাতার সমন্বিত প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের নকশাচিত্র। বামপাশের ফলক– সূর্য, মেঘ, পাখি ও পাতার সমন্বিত নকশাচিত্র।

**(৩৩) ফলকের শিরোনাম : গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১ এর পোড়ামাটির ফলক**

ফলকের প্রাপ্তিস্থান : গ্রামীণ ব্যাংক হেড অফিস, ৫ মিরপুর রোড, মিরপুর ২, ঢাকা- ১২১৬

ফলকের শিল্পী : শিল্পী অলক রায়[২৫০]

ফলকের নির্মাণ সন : ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ[২৫১]

---

ফলকের মাপ : বামপাশের ফলক– উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট এবং ডানপাশের ফলক– উচ্চতা প্রায় ৯ ফুট ও প্রস্থ প্রায় ৫ ফুট।

ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য : ঢাকার মিরপুর ২-এ অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের চত্বরে প্রশাসনিক ভবন ১ এর প্রবেশপথের সিঁড়ির বাম ও ডানপাশের সম্মুখ দেয়ালে স্থাপিত দুটি রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্রের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। যেমন– বামপাশের ফলক– বড় ফুলদানি, বড় মটকা, ছোট কলস, ছোট গামলা, ছোট ফুলদানি, ছোট সানকি, ছোট ঢাকনাযুক্ত ভাতের হাড়ি, ছোট শস্যাধার ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র। ডানপাশের ফলক– বড় কলস, বড় ভাতের হাড়ি, ছোট কলস, ছোট ভাতের হাড়ি, ছোট গামলা, ছোট ফুলদানি, ছোট শস্যাধার ইত্যাদির সমন্বিত নকশাচিত্র।

### ২.৫ স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয়-সমন্বয়হীনতা

পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের প্রধানতম উদ্দেশ্য অবশ্যই স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপন করে স্থাপত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পোড়ামাটির ফলক স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও প্রথম দিকের নির্মিত পোড়ামাটির ফলকের সাথে স্থাপত্যের নকশার সামঞ্জস্য ছিল না। অর্থাৎ স্থাপত্যের ধরন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে উপযুক্ত পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের প্রবণতা ছিল না। স্থাপত্যের গায়ে তা যেন অনেকটাই আরোপিত। পুরাতন যুগের গয়না যেমন নারী অঙ্গের শোভাবর্ধনের চেয়ে জাঁকজমকপূর্ণতার দিকে বেশি মনোযোগী ছিল, প্রাচীন আমলের স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোই যেন তেমনই সৃজনকলায় অনন্য ও মূল্যবান হলেও স্থানের উপযুক্ততার বিচার হয়েছে উপেক্ষিত। তবে গুপ্ত যুগ থেকে এই সমন্বয়হীনতার প্রবণতা ক্রমশ দূর হতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

গুপ্তযুগে পঞ্চম শতকে নির্মিত উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলার ভিতরগাঁও গ্রামে একটি পোড়ামাটির ফলকের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও নিবিয়া খেড়া, কুর্থা প্রভৃতি জায়গায় গুপ্তোত্তর পোড়ামাটির ফলকের মন্দিরেরও সন্ধান পাওয়া যায়।[২৫২]

---

২৫০. শিল্পী অলক রায়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ২৮-০৩-২০২৪।

২৫১. প্রাগুক্ত।

২৫২. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ৩-৪।

গুপ্তযুগ সহ তার পরবর্তী যুগগুলোর নির্মাণকৃত পোড়ামাটির ফলক ও স্থাপত্যকলার মধ্যে সমন্বয় অন্যতম প্রধান বিবেচ্য ছিল। স্থাপত্য ও ফলকের একটি সমন্বয়ের ধারণা পাওয়া যায় এই সময়ের সৃষ্টিকর্মে। যা ধীরে ধীরে স্থাপত্যের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থাপত্যের নকশার সাথে সাযুজ্যতা রেখে পরিকল্পিত স্থানে পোড়ামাটির ফলক স্থাপন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার প্রমাণ মেলে পাল, চন্দ্র, দেব যুগ ও সুলতানি আমলে নির্মিত স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে। যেমন– পালযুগের সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলক, দেব-চন্দ্রযুগের ময়নামতির শালবন বিহারের পোড়ামাটির ফলক, আনন্দবিহারের পোড়ামাটির ফলক আরেও ইত্যাদি। এছাড়া প্রাচীন কালপর্বের স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে সুলতানি আমলের স্থাপত্যের সাথে পোড়ামাটির ফলকের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, সুলতানি আমলের দাখিল দরজার পোড়ামাটির ফলক, একলাখি সমাধি সৌধের পোড়ামাটির ফলক, দরাসবাড়ি মসজিদের পোড়ামাটির ফলক, বাঘা মসজিদের পোড়ামাটির ফলক এবং মোগল আমলের আতিয়া মসজিদের পোড়ামাটির ফলক, কান্তজির মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক আরও ইত্যাদি।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো– স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এসে স্থাপত্যের নকশার সাথে পোড়ামাটির ফলকের সম্পর্কে ভাটা পড়েছে। যেমন– পোড়ামাটির ফলক স্থাপত্যে স্থাপন করা হবে, এমন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা করে স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়নি। কিংবা নির্মিত আধুনিক স্থাপত্যের দেয়ালের কোন স্থানে পোড়ামাটির ফলক স্থাপন করা হবে, তা স্থাপনকারীর ধারণা বা পরিকল্পনার বাইরে ছিল। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আধুনিক স্থাপত্য নির্মাণের পর পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক তাৎপর্য প্রদর্শনের জন্য স্থাপত্যের কোনো এক স্থানে কিছু পোড়ামাটির ফলক স্থাপন করা গেলেই যেন দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, এমন একটা প্রবণতা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিল্পের নান্দনিকতার চেয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য তথা ধনতান্ত্রিক নগর সভ্যতার প্রভাবও এক্ষেত্রে কাজ করেছে।

**উপসংহার :** ঢাকা শহরের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই মতভেদ নগরটির প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করে। বর্তমান ঢাকা মহানগরটি উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিভক্ত এবং মোট ৭৫টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। মহানগরটির স্থাপত্যের ইতিহাস এর প্রাচীনত্বের ইতিহাসের সমান্তরাল। সাধারণ অর্থে স্থাপত্য বলতে ঐতিহাসিক যেকোনো নির্মিত স্থাপনা বস্তুকেই বোঝানো হলেও শিল্পকলাবিশারদেরা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সাযুজ্য রেখে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা মাফিক যেকোনো আয়তনের প্রযুক্তিগত প্রাসাদ নির্মাণকে নির্দেশ করে থাকেন–যা একই সঙ্গে সামাজিকতা ও নান্দনিকতায় গুরুত্ববহনকারী। ঢাকা নগরীর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজধানীরূপে যে ঢাকা শহরকে চিহ্নিত করা হয়, তার স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঢাকা শহরের যেসব স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো– বাংলাদেশ টেলিভিশন, হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেন্টার, স্বাধীনতা স্তম্ভ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), পুরাতন পরিবেশ ভবন, হোটেল রাজমনি ঈশাখাঁ ভবন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি বিভাগের অডিটোরিয়াম, বাংলা একাডেমির 'মোদের গর্ব মোদের ভাষা' ভাস্কর্যের বেদি, মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, টাকা জাদুঘর, স্বাধীনতা টাওয়ার, ঢাকা ক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরামিক বিভাগ, নগর ভবন, নভোথিয়েটার, ঢাকা, পুরান ঢাকার আজহার মার্কেট, পরিসংখ্যান ভবন, সমাজসেবা ভবন, ইউজিসি ভবন, সেনাকুঞ্জ কনভেনশন সেন্টার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ভবন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেল, সিসিআইসি ভবন, জগন্নাথ হল শিব মন্দির, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি যে সমস্ত স্থাপত্যে পোড়ামাটির

ফলক ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই বিচার করা হয়েছে। ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকগুলোয় তিন ধরনের বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। যথা– ক) ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলাদেশ বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক; খ) ধর্মীয় অনুষঙ্গ বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক; এবং গ) নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক। ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলাদেশ বিষয়ক চিত্র সংবলিত যেসব পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে, তাতে মহান মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যকাব্যসহ আবহমান বাংলার ঐতিহ্যগত কৃষিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। যেমন– মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের চিত্র, জঙ্গলে টর্চ লাইটের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিংয়ের চিত্র, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত সেবিকার চিত্র, বীরাঙ্গনার চিত্র, তেভাগা আন্দোলনের চিত্র, গ্রামীণ বাংলার গুণটানা ও ধানকাটার চিত্র, হুক্কাপানরত কৃষকের চিত্র, যুবক-যুবতীর প্রণয়ের চিত্র, মনিপুরীসহ বিভিন্ন নৃত্যের চিত্র, বাউল গানের চিত্র, কলসী কাঁখে নারী ও বেদে নারী, সাপুড়ের সাপের খেলার চিত্র, রাখালের গরু চড়ানো ও বাঁশি বাজানোর চিত্র, গ্রামবাংলার মাছ ধরার চিত্র, গ্রামীণ মহিলাদের প্রসাধনের চিত্র, নারীর চরকায় সুতা কাটার চিত্র, গ্রামীণ সুখী পরিবারের চিত্র, শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলার চিত্র, কিশোরীর স্কুলে যাওয়ার চিত্র, সুন্দরবনের ভিতরে লতাপাতার ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে একঝাঁক হরিণের দৌড়ানোর চিত্র, মাছ ধরার চিত্র, কর্মরত চা শ্রমিকের চিত্র, বেয়ারা-পালকি-বধূর চিত্র, বাংলার নানা রকমের পশু ও পাখির চিত্র, শহরের চিত্র, টাকার সিন্দুক, দূরের গ্রাম, সূর্যরশ্মিসহ সূর্য, বাঁশের মোড়া, তাঁতের কাপড়, মৃপাত্র, কুটিরশিল্প তৈরির চিত্র, মুক্তার মালাসহ হাঁসের চিত্র, আধুনিক মেশিনের চিত্র, রেল ইঞ্জিনের চিত্র, স্যাটেলাইট-রকেট-জেডবিমানের চিত্র ইত্যাদি বহুমাত্রিক ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিবিষয়ক চিত্র। ধর্মীয় অনুষঙ্গ বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে হিন্দু-মুসলিমু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মের অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ও অধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন আখ্যান বা পৌরাণিক কাহিনি বা ঘটনাবলির উৎকীর্ণ চিত্র পাওয়া গেছে। এছাড়া ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন, বাণী বা লিপি, দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির চিত্রও পাওয়া গেছে। ইসলাম ধর্মের সূরা 'আররাহমান'-এর প্রথম আয়াত ও তার সাথে ফুল-কলি-পাতা-ব্যাঙের ছাতা- মেঘের ভেলা-পানির ঢেউয়ের চিত্র, কোরআনের অন্যান্য বেশ কিছু আয়াতের আরবি ক্যালিগ্রাফি ও প্রতিটি ক্যালিগ্রাফিকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে একই ধরনের ইন্টারলকিং শৈলীর নকশাচিত্র ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিত্র পাওয়া গেছে। হিন্দু ধর্মীয় চিত্রাবলির মধ্যে রয়েছে মঙ্গল ঘট, স্বস্তিকা চিহ্ন, দেবী দুর্গার প্রতিকৃতি, মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন, অলংকৃত ঢোলক, গণেশের প্রতিকৃতি, সংস্কৃত লিপি ওম, কীর্তনের চিত্র, শিব-দুর্গা-গণেশ-কার্তিকের নানা রকমের চিত্র, নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম-রাম-কল্কি অবতারের চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, কালীয় নাগ দমন চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের নানান লীলার চিত্র, নৌকাবিলাস-রাসলীলার চিত্র, বিষ্ণুর চিত্র। বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যানী মুদ্রায়-ধর্মচক্র মুদ্রায়-অভয় মুদ্রায়-ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন গৌতম বুদ্ধের চিত্র ও আনুষঙ্গিক বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন উপকরণের চিত্র পাওয়া গেছে। প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ভেনাস অব উইলেনডর্ফের চিত্র, বাইসনের চিত্র, গুহাচিত্র, আগুন আবিষ্কারের চিত্র, রাজা ফারাও-এর চিত্র, গ্রিক স্থাপত্যের চিত্র পাওয়া গেছে। নকশা হলো কোনো বিষয় বা বস্তুর উপর কল্পিত সৃজনশীল কর্মের প্রাথমিক কাঠামো। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকগুলোতে এমন বেশ কিছু চিত্র পাওয়া গেছে। নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে কুঁড়েঘর, খড়ের পালা, পালতোলা নৌকা, মাছ, নানা ধরনের বৃক্ষ ও পাখি, চাড়ি, নিশান, শঙ্খলতা, পদচিহ্ন, ঐতিহ্যবাহী আলপনার চিত্র, জামদানি শাড়ির নকশাচিত্র, হাতি-ময়ূর-ঘোড়ার নকশাচিত্র, চোখের আকৃতির নকশা, বিমূর্ত নৃত্যরত ফিগার, স্বস্তিকা চিহ্ন, জালি নকশা, মাছ-একতারা-সূর্যের নকশাচিত্র, নকশী শিকা-চাঁদ-তারা-চক্র-পানির ঢেউয়ের নকশা, অর্ধ-গোলাকার নকশা, তারকা চিহ্ন, কড়ির নকশা, নকশাকৃত কুলা ইত্যাদি রয়েছে। ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও অলংকৃত চিত্রাবলির তুলনায় ঐতিহ্যিক ও বাংলাদেশের আবহমান সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক চিত্রই বেশি পাওয়া গেছে স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলোতে।

পোড়ামাটির ফলকের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে ধারণাটি পাওয়া যায়, তা হলো– প্রথম দিকে স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলক নির্মিত হয়েছে সমন্বয়হীনভাবে। স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন তখন ছিল না। কালক্রমে গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে এই সমন্বয়হীতার প্রবণতা হ্রাস পেতে থাকে এবং সুলতানি আমলে এসে স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয় জোরালো হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ঢাকার নগর স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয়হীনতা বৃহৎ আকারে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর স্থাপত্যের নকশার সাথে পোড়ামাটির ফলকের নকশা বা চিত্রের কোনো সাযুজ্যতা নেই।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের উপকরণ ও নির্মাণ-কৌশল

### ভূমিকা

*ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণা সংশ্লিষ্ট পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক দিকসহ ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকের বিষয়- বৈচিত্র্যের আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। এখন তার নান্দনিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিক ও এর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো নির্মাণের জন্য কী ধরনের উপকরণ বা মাটি ব্যবহার করা হয়েছে, কোন জায়গা থেকে মাটি সংগৃহীত হয়েছে, কীভাবে মাটি তৈরি ও কী কী উপকরণ যোগ হয়েছে, মাটি থেকে কীভাবে ফলকগুলো তৈরি করা হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। এই ফলকগুলোতে পূর্ব পরিকল্পিত চিত্রের বিষয়বস্তু কীভাবে উৎকীর্ণ বা চিত্রায়িত হয়েছে ও চিত্রায়িত ফলকের পেছনের অপ্রয়োজনীয় মাটি অপসারণ, পেছনের ছিদ্রকরণ, পেছনের নাম্বারিং কীভাবে হয়েছে; আবার ফলকের নির্মাণ-কৌশল সমাপ্ত হওয়ার পর ফলকগুলো কীভাবে শুকানো হয়েছে, কী ধরনের চুল্লিতে পোড়ানো হয়েছে বা কীভাবে পোড়ানো হয়েছে ও পোড়ানোর তাপমাত্রা কত এবং সর্বশেষে কীভাবে ফলকগুলো দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। দৃষ্টিনন্দিত এই পোড়ামাটির ফলক তৈরির পেছনে বিভিন্ন জটিল বিষয় বা কৌশলগুলো পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকের উপকরণ, মাটির প্রস্তুতকরণ ও ফলক নির্মাণের বিভিন্ন কৌশলসহ পোড়ামাটির ফলক দেয়ালে স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলোর উপকরণ ও নির্মাণ-কৌশল বিশ্লেষিত হবে মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতির (Qualitative Research) অন্তর্ভুক্ত সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ, নমুনায়ন, কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার ও দ্বৈতয়িক উৎস ব্যবহারের ভিত্তিতে। যেমন–

(ক) পোড়ামাটির ফলকের উপকরণ

(খ) পোড়ামাটির ফলকের মাটি প্রস্তুতকরণ

(গ) পোড়ামাটির ফলকের নির্মাণ-কৌশল

(ঘ) পোড়ামাটির ফলক দেয়ালে স্থাপন

### (ক) পোড়ামাটির ফলকের উপকরণ

পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তাই মাটি ও মাটির বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সমগ্রভাবে জ্ঞান না থাকলে পোড়ামাটির ফলকের নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। N.C. Bradly-এর মতে, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অসংবদ্ধ খনিজ ও জৈবিক উপাদান দ্বারা গঠিত প্রাকৃতিক পদার্থ; যা স্থলজ গাছপালা বৃদ্ধির প্রাকৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং যার বৈশিষ্ট্য আবহাওয়া, জীবসত্তা, ভূমির বন্ধুরতা ও মহাকাল প্রভাবিত আদি বস্তু কর্তৃক নির্ণীত হয়েছে তাকে মাটি বলে।[১]

১. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, *ঐতিহ্যবাহী লোকজ মৃৎশিল্প ও শিল্পিসমাজ: মাটির বাটনা*, ফেব্রুয়ারি ২০০৭/ফাল্গুন ১৪১৩ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৭, ২০০৮), ৮৯।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আগে মাটিকে বলা হতো অনিয়তাকার (amophous) বস্তু ও তাতে অণুবীক্ষণীয় বস্তু মিশানো আছে এবং পরবর্তীসময়ে জানা যায় মাটিতে অনিয়তাকার বস্তুর পরিমাণ যৎসামান্য। মাটিতে বিভিন্ন স্ফটিকবস্তু (crystal) বিদ্যমান, যাকে বিভিন্ন ধাতব উপাদানে ভাগ করা যায়। আসলে মাটি শিলারই এক রূপান্তরিত রূপ, যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাকৃতিক ঝড়, বৃষ্টি, সূর্যালোক প্রভৃতিতে শিলাখণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যালুমিনা (alumina)* ও সিলিকার (silica)* একটি যৌগিক উপাদান হলো মাটি। যার রাসায়নিক পরিভাষা $Al_2O_3. 2SiO_2. 2H_2O$ ও মাটির গলনাঙ্ক ১৭৫০ $^oc$ থেকে ১৭৭০ $^oc$ তাপমাত্রা এবং ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় মাটি দুই প্রকার– প্রাথমিক মাটি (Primary Clay) ও মাধ্যমিক মাটি (Secondary Clay)। কেওলিন (kaolin) নামে পরিচিত প্রাথমিক মাটি পাহাড় অর্থাৎ প্রাথমিক উৎসের স্থানে পাওয়া যায় বলে তাকে প্রাথমিক মাটি বলে। প্রাকৃতিক কারণে মূল উৎস থেকে সরে গিয়ে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হয় বিধায় তাকে মাধ্যমিক মাটি বলে।[২]

আবার এই মাধ্যমিক মাটি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– প্লাস্টিক কেওলিন, বল ক্লে, ফায়ার ক্লে, স্যাগার ক্লে, স্টোনওয়ার ক্লে, আর্থেনওয়ার ক্লে, ফ্লিন্ট ক্লে, বেনটোনাইট ক্লে, শল ক্লে ও টেরাকোটা ক্লে ইত্যাদি। এরমধ্যে পোড়ামাটির ফলকের উপযোগী মাটি হলো আর্থেনওয়ার ক্লে ও টেরাকোটা ক্লে। যেমন, নিম্ন তাপমাত্রার আর্থেনওয়ার বা সাধারণ মাটিতে লোহাসহ অন্যান্য দূষিত উপাদান থাকে। এই সাধারণ মাটি দিয়েই ইট, টালি বা পোড়ামাটির ফলকসহ অন্যান্য সিরামিক দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়। আবার টেরাকোটা মাটি দিয়ে মাটির ভাস্কর্য ও বৃহৎ অট্টালিকার টালি বা ফলক নির্মাণ হয়ে থাকে।[৩]

এছাড়াও মাটির অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের তারতম্যের ভিত্তিতে মাটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– বেলে মাটি (Sandy soil), পলি মাটি (Silt soil), এঁটেল মাটি (Clay soil), দো-আঁশ মাটি (Loamy soil), বেলে দো-আঁশ মাটি (Sandy loam soil), পলি দো-আঁশ মাটি (Silt loam soil), এঁটেল দো-আঁশ মাটি (Clay loam soil) এ সমস্ত মাটির বিভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এঁটেল মাটি কিংবা এর অভাব হলে এঁটেল দো-আঁশ মাটি দিয়ে মৃৎশিল্প* নির্মাণ করা হয়।[৬]

---

*অ্যালুমিনা (alumina)– অ্যালুমিনা যার রাসায়নিক সংকেত $Al_2O_3$। অ্যালুমিনা মাটি ও গ্লেজের প্রধান উপাদান। যার গলনাঙ্ক ২০৭২$^o$c তাপমাত্রা। অ্যালুমিনা হলো নিরপেক্ষ অক্সাইড গ্রুপের ($R_2O_3$) প্রধান অক্সাইড যা ক্লে বডি ও গ্লেজকে শক্ত করে ও গলিত গ্লেজের তরলতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্লে বডির পরিপক্ক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বা উচ্চ তাপমাত্রা ধারণে সহায়তা প্রদান করে।[৪]

*সিলিকা (silica)– মৃৎশিল্পের অন্যতম প্রধান উপাদান সিলিকা। যার রাসায়নিক সংকেত $SiO_2$ ও সিলিকার গলনাঙ্ক ১৭০৫$^o$c তাপমাত্রা। সিলিকা মৃৎশিল্পের ক্লে বডি ও গ্লেজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । বিশেষ করে গ্লেজের মধ্যে কাঁচ উৎপাদনকারী উপাদান সিলিকা।[৫]

২. ড. মো. রফিকুল আলম, *বিশ্বের মৃৎশিল্প* (ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪), ১৪, ১৫। / দেবাশীষ পাল, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্টুডিও পটারি: একটি সমীক্ষা, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৮), ৪০।

৩. আব্দুস সাত্তার, *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি*, (ঢাকা : কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট, ১৯৮৯), ১৩৫।

৪. Glenn C, Nelson, *Ceramics A Potter's Handbook*, Second Edition (America: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966), 205, 311 / Aluminium Oxide, https://www.americanelements.com/aluminum-oxide-1344-28-1, 7:53 pm, 16-06-2024.

৫. দেবাশীষ পাল, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্টুডিও পটারি: একটি সমীক্ষা, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৮), ৪০। / James Chappel, *The Potters Complete Book of Clay and Glazes* (New York: Watson-Gutill Publications, 1977), 140.

৬. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, ঐতিহ্যবাহী লোকজ মৃৎশিল্প ও শিল্পিসমাজ: মাটির বাটনা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭/ফালগুন ১৪১৩ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৭, ২০০৮), ৮৯-৯০।

আবার *মূর্তিশাস্ত্র* গ্রন্থে তিন প্রকার মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন– জঙ্গল (শুষ্ক), অনুপ (স্যাঁতস্যাঁতে) ও মিশ্র মাটি। যে মাটি কঠিন চরিত্রের যা সহজে খনন করা যায় না তা হচ্ছে জঙ্গল মাটি। অনুপ মাটিতে কালো বালি মিশ্রিত থাকে বিধায় সহজে খনন করা সম্ভব। জঙ্গল ও অনুপ মাটির সমন্বয়ে তৈরি হয় মিশ্র মাটি। এই মাটি না কঠিন না নরম। তবে এতে সামান্য পরিমাণ বালি থাকে, যা মৃৎশিল্প তৈরির উপযোগী।[৭]

*ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো যে মাটির দ্বারা নির্মিত হয়েছে তাহলো এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, পলি মাটি ও দো-আঁশ মাটির বিভিন্ন পার্সেন্টিস বা শতকরা হারের সংমিশ্রিত মাটি। এই মাটি বাংলাদেশের নদীগর্ভ, বিলের তলদেশ বা চাষবাসের জমিতে পাওয়া যায়। যা আবার কমন ক্লে নামে পরিচিত। এই সাধারণ মাটিতে $Al_2O_3.2Sio_2.2H_2O$ উপাদানগুলোর সাথে প্রাকৃতিক উপায়ে যুক্ত হয় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ। ফলে এই সাধারণ মাটি দ্বারা তৈরি ফলক পোড়ানোর পরে ইট রঙের লাল বা বিবর্ণ লাল বা লালচে প্রকৃতির হয়। কেননা ভূপ্রকৃতস্থ কাদামাটি অনেক সময় লাল, ধূসর, হলুদ, নীল ও সাদা ইত্যাদি রঙের হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব রং মাটির আসল রং না এক্ষেত্রে মৃৎশিল্পের পরিভাষায় পোড়ানোর পর যে রং ধারণ করে তাই মাটির প্রকৃত রং।

(খ) পোড়ামাটির ফলকের মাটি প্রস্তুতকরণ

কাদামাটি সংগ্রহের পর শক্তিশালী, টেকসই ও দৃষ্টিনন্দিত বিষয়বস্তু সম্পন্ন পোড়ামাটির ফলক তৈরি করার জন্য প্রাচীনকালের শিল্পীরা কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। তাহলো–

*শিল্পরত্ন* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী পবিত্র স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করে সেই মাটির সাথে পঞ্চগব্য অর্থাৎ দধি, দুধ, ঘি, গোমুত্র ও গোবর ইত্যাদি মাসখানেক ধরে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে তা দলিত মথিত করে মাটির মণ্ড প্রস্তুত করতে হবে। তারপর সেই মাটির মণ্ড দিয়ে মূর্তি তৈরি করে আগুনে পোড়াতে হবে। এছাড়াও উক্ত গ্রন্থটিতে রোদে পোড়ানো এক প্রকার মূর্তি নির্মাণের কৌশল বর্ণিত হয়েছে। যেমন– সংগৃহীত মাটির সাথে বার্লি, গম, মাসকলাই ডাল, লাক্ষার নির্যাস, কুমড়া, অয়ম (এক ধরনের চাল), পঞ্চগব্য ও তেল ইত্যাদি মাসখানেক ধরে ভালোভাবে মিশিয়ে তা দলিত মথিত করে মাটির মণ্ড প্রস্তুত করে সেই মাটির মণ্ড দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করে একমাস ধরে রোদে পোড়ানো হতো।[৮]

গোপাল ভট্ট *হরিভক্তি বিলাস* গ্রন্থে মাটির প্রতিমা নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, সকল জাতির মানুষ নদীর তীর বা তলদেশ, চাষাবাদের জমি বা পবিত্র ভূমি থেকে মাটি সংগ্রহ করে সমপরিমাণ কাঁকর ও লৌহচূর্ণ মিশিয়ে পুরো মণ্ডটির সাথে খয়ের, অর্জুন, কুমকুম, দধি, দুধ ও পরিশোধিত মাখন ইত্যাদি মিশিয়ে ভালোভাবে দলিত মথিত করে প্রস্তুতকৃত মণ্ড দিয়ে মাসখানেক পর পোড়ামাটির মূর্তি তৈরি করা হতো। আবার গুপ্ত-উত্তর যুগ থেকে মাটির সাথে

---

*মৃৎশিল্প– সাধারনত কাদামাটির দ্বারা যেকোনো পদ্ধতিতে (কয়েল, স্লাব, চাকা, পিঞ্চ পদ্ধতি) যেকোনো আদল নির্মাণের পর তা রোদে শুকিয়ে ৫৯০°C তাপমাত্রার উপরে পোড়ানোর পর স্থায়ী আকার ধারণ করে একটি নতুন পদার্থের রূপান্তরিত হয় এবং যাকে আর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না তাহাই মৃৎশিল্প। পোড়ানোর তাপমাত্রার ভিত্তিতে মৃৎশিল্প তিন ধরনের হয়ে থাকে যেমন, আর্দেনওয়ার (তাপমাত্রা- ৯৪৩ °c - ১১৩৪ °c), স্টোনওয়ার (তাপমাত্রা- ১২০৪ °c -১৩১৫ °c) ও পোরসিলিন (তাপমাত্রা-Cone 14-16 ও ১২৫০°c) ও পোড়ামাটির হাড়ি পাতিল ইত্যাদি।[৯]

৭. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৩৫।

৮. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 100-101.

৯. দেবাশীষ পাল, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্টুডিও পটারি: একটি সমীক্ষা, *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৮), ৩৯-৪১। / James Chappel, *The Potters Complete Book of Clay and Glazes* (New York: Watson-Gutill Publications, 1977), 16, 17. / Glenn C, Nelson, *Ceramics A Potter's Handbook,* Second Edition (America: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966), 124, 318.

ধানের তুষ বা কাঠের গুঁড়া মিশিয়ে সেই মাটি দিয়ে পোড়ামাটির মূর্তি বা ফলক তৈরি করা হতো।[১০]

ইট ও পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের জন্য গাঙ্গেয় এটেল মাটির ধরন বুঝে মাটিকে টেকসই করার লক্ষ্যে খড়ুটি (মাটি ও খড়ের গুঁড়ার মিশ্রণ) তুষুটি (মাটি ও কাঠের গুঁড়ার মিশ্রণ) তুলুটি (মাটি ও তুলোর মিশ্রণ) ইত্যাদি উপাদান প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করে বারংবার পায়ে দলিত মথিত করে ত্রিফলার জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হতো তিন মাস। আবার অনেক সময় মাটির সাথে মিহিবালি ও শামুকের খোল পোড়া অর্থাৎ পঙ্খ বা কলিচুনের প্রলেপও ব্যবহার করা হতো।[১১]

মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খানের মতে, সুলতানি বা মোগল আমলের দৃষ্টিনন্দিত পোড়ামাটির ফলকগুলো নির্মিত হয়েছে গাঙ্গেয় কাদামাটি দিয়ে যা প্রকৃতিগতভাবে চুনযুক্ত এবং তাতে মাইকা (mica), বালি (sand) সহ অন্যান্য উপাদান মিশ্রিত থাকতো, যার প্রমাণ পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকার পোড়ামাটির শিল্প তৈরিতে ব্যবহৃত মাটি; যাতে মিহি গুঁড়া মাটির (levigated clay) সাথে চুন (lime), অভ্র (mica) ও বালি (sand) মেশানো হতো।[১২]

ধর্মীয় দেবদেবী বা ইসলাম ধর্মীয় বিষয়বস্তু সংবলিত প্রাচীনকালের পোড়ামাটির মূর্তি, ফলক বা ইট তৈরিতে উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ সম্ভবত ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা পাওয়া যায়। তবে সাধারণ মূর্তি বা খেলনা পুতুল নির্মাণের জন্য এসব জটিল প্রক্রিয়া মানা হতো বলে মনে হয় না। 'ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ' শিরোনামে গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের জন্য গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষক মরণ চাঁদ পাল (সাক্ষাৎকার ২০০৬) ও শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার (সহযোগী অধ্যাপক, সাক্ষাৎকার ২০০০) কারুশিল্প বিভাগের অফিস সহায়ক মোঃ আলাউদ্দিন (সাক্ষাৎকার ৩০-০৫-২০২৪) এবং ঢাকার রায়েরবাজারের শিল্পী সুভাষ চন্দ্র পাল (সাক্ষাৎকার ২০০৬) ও গাজীপুর জেলার পুবাইল থানার কোদাবর গ্রামের মোঃ আবুল হোসেন (সাক্ষাৎকার ০১-০৬-২০২৪)-এর স্টুডিও বা পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের জন্য মাটি তৈরির কার্যপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন ও তাঁদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সম্মিলিত ধারার আধুনিক একাডেমিক মৃৎশিল্প শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত শিল্পী মরণ চাঁদ পাল পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের জন্য মাটি প্রস্তুতের যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তাঁর শিখানো পদ্ধতিতে পরবর্তীসময়ে সুভাষ চন্দ্র পাল, স্বপন কুমার সিকদার, মোঃ আলাউদ্দিন ও মোঃ আবুল হোসেন ফলক নির্মাণের মাটি ও নির্মিত মাটির ফলক শিল্পীদের জন্য সরবরাহ করছিলেন ও বর্তমানে কিছু শিল্পী/কারিগর করে চলেছেন। কেননা, *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামে গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের মাটি ও নির্মিত মাটির ফলক এই কয়েকজন সমস্ত ফলক নির্মাণ শিল্পীদেরকে সরবরাহ করেছিলেন ও করছেন। তবে তাঁদের দেওয়া তথ্য আর পূর্বে উল্লিখিত মাটি তৈরির প্রাচীন নিয়মাবলির সাথে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের দেওয়া প্রায় একই রকম তথ্য অনুযায়ী মাটিকে ফলক তৈরির উপযোগী করে তোলার জন্য মাটি প্রস্তুতির কয়েকটি ধাপ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মাটি সংগ্রহ : নদী ও বিলের তলদেশ এবং চাষের জমি থেকে এটেল (রাগ মাটি), দোআঁশ (আবল মাটি) ও লাল মাটি সংগ্রহ করে বাড়ির আঙ্গিনার নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

---

১০. মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩), ৩৫।

১১. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ৩৪।

১২. Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988), 227.

মাটির মিশ্রণ : প্রথমে ভেজা এটেল, দোআঁশ ও লাল মাটিকে সহজে দ্রবণীয় হওয়ার জন্য রৌদ্রে ভালোভাবে শুকিয়ে তারপর প্রতিটি মাটি আলাদা আলাদাভাবে গুঁড়া করে সেই গুঁড়া পরিমাণ মতো নিয়ে একত্রে মেশানো হয়। এই মাটির কম্পোজিশান হলো এক চৌবাচ্চায় ২০০ কেজি এটেল মাটি + ৬০ কেজি দোআঁশ মাটি + ৬০ কেজি লাল মাটি। এছাড়া মোঃ আবুল হোসেন আরেকটি মাটি তৈরি করে শিল্পীদের সরবরাহ করেন। তার কম্পোজিশান হলো এক চৌবাচ্চায় ২০০ কেজি এটেল মাটি + ৪০ কেজি দোআঁশ বা হাইল মাটি + ৪০ কেজি লাল মাটি + ৪০ কেজি হলুদ মাটি + ৪০ কেজি কালো এটেল মাটি।

মাটি ভিজিনো বা পচানো : সেই মিশ্রিত গুঁড়া মাটিকে বড় কোন চৌবাচ্চা প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখলে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় ও মাটি কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। আবার সময় স্বল্পতার কারণে মিশ্রিত গুঁড়া মাটি ৫-৬ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে পচানো হয়। মাটি ভিজানো চৌবাচ্চাটি যদি নতুন হয় সেক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ ভিনেগার মিশিয়ে দিলে মাটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কাজের উপযোগী হয়ে উঠে। আবার ভিনেগারের কারণে মাটিতে যদি ক্ষতিকারক পোকা থাকে তা মরে যায়।

মাটির অপদ্রব্য অপসারণ : চৌবাচ্চার ভিতরে পচানো মাটিকে পায়ের সাহায্যে দলিত মথিত করে মিশিয়ে মাটির স্লিপ তৈরি করা হয়। এই মাটির স্লিপকে ৬০ ম্যাস(mesh) ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে মাটির স্লিপ থেকে কাঁকর, কাঠের টুকরোসহ অন্যান্য অপদ্রব্য অপসারণ করা হয়।

মাটিকে কাজের উপযোগী করা : নির্ভেজাল ছাকা মাটির স্লিপ অন্য চৌবাচ্চায় ১-২ দিন রাখলে নরম কাদামাটি চৌবাচ্চার নিচের স্তরে জমা হয় ও পানি ওপরের স্তরে উঠে আসে। তখন ওপরের স্তরের পানি ধীরে ধীরে ফেলে দিলে নিচের স্তরে নরম কাদামাটি পাওয়া যায়। সেই জমানো নরম কাদামাটি চারকোনা উঁচু বাউন্ডারির মাঝখানে কাপড়ের বিছানায় ১০-১২ দিন রেখে দিলে রৌদ্র বা বাতাসের সাহায্যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মাটি কাজের উপযোগী (লেদার হার্ড) হয়।

মাটির বায়ু অপসারণ : লেদার হার্ড* মাটির ভিতরে বায়ুর পকেট থাকলে কাজের সময় অনেক অসুবিধা হয় অথবা পোড়ানোর সময় ফেটে যায় তাই মাটিকে পায়ে বা হাতে দলিত মথিত করে মাটি থেকে বায়ু অপসারণ করে কাজের উপযোগী করা হয়।

মাটি প্রস্তুতকরণের উপরিউক্ত নিয়মগুলোর ছাড়াও মাটিকে কাজের উপযোগী করার লক্ষ্যে আরো বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়। যেমন–

মাটির গঠন ক্ষমতা নির্ণয় : কাজের উপযোগী মাটি নিয়ে অর্ধ ইঞ্চি ব্যাসের একটি লম্বা কয়েল তৈরি করে তাকে হাতের আঙ্গুল অথবা কাটিতে প্যাঁচানোর পর যদি কয়েলটি ভেঙে যায় তাহলে বুঝতে হবে মাটি প্লাস্টিক গুণ সম্পন্ন নয় এবং যদি কয়েলটি না ভাঙে তবে বুঝতে হবে মাটি প্লাস্টিক গুণ সম্পন্ন বা কাজের উপযোগী। আর মাটিতে প্লাস্টিক গুণ বেশি হলে ফলক শুকানোর সময় ফেটে যায় বা বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার মাটিতে প্লাস্টিক গুণ কম হলে নির্মাণ কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।[১৪]

---

*লেদার হাড– লেদার হার্ড মানে নরম কাদামাটির শারীর থেকে যখন বেশিরভাগ আদ্রতা বাষ্পীভূত হয়ে কিছুটা সঙ্কুচিত বা শক্ত হয় কিন্তু মাটি সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না। এই সময়ে মাটিকে সহজে খোদাই করা, পালিশ করা, বাঁকিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার দান করা, স্লাব সংযুক্ত করা যায়।[১৩]

১৩. Charlotte F. Speight. John Toki, *Hand in Clay An Introduction to Ceramics Third Edition* (Mayfield Publishing, 1995), 471.

১৪. আব্দুস সাত্তার, *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি* (ঢাকা : কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট, ১৯৮৯), ১৩৬।

মাটির সংকোচন পরীক্ষা : মাটির সংকোচন দুটি পর্যায়ে ঘটে। প্রথমটি মাটির ফলক থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে শুকানোর সময় এবং দ্বিতীয়টি চুল্লীতে পোড়ানোর পর এর আয়তন কমে সংকুচিত হয়। তাই ফলকটি দেয়ালে স্থাপন করার জন্য যে মাপের প্রয়োজন মাটি দিয়ে তার চাইতে একটু বড় আকারের ফলক তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।[১৫]

সেকারণে ফলক নির্মাণের পূর্বেই মাটির সংকোচন পরীক্ষা জরুরী। তাই একটি বর্গাকৃতি মাটির ফলক তৈরি করে তারমধ্যে আড়াআড়ি দুটি রেখা অঙ্কন করে তা মেপে নিয়ে মাপ লিখে রাখতে হবে। তারপর ফলকটিকে শুকিয়ে নির্দিষ্ট তাপে পোড়ানোর পর ফলকটি সংকুচিত হবে। এই পোড়ানো ফলকের মাপ এবং কাঁচা ফলকের মাপের মধ্যে যে পার্থক্য তা সংকোচনের পরিমাণ।[১৬]

মাটির তৈরির উপর্যুক্ত ধাপসমূহ সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে মাটিকে ফলক তৈরির উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।
(গ) পোড়ামাটির ফলকের নির্মাণ কৌশল

*ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো মৃৎশিল্প পোড়ানোর তাপমাত্রার ভিত্তিতে আর্থেনওয়ার (Earthenware) শ্রেণিভুক্ত এবং বেজ-রিলিফ (Base-Relief) পদ্ধতিতে নির্মিত।

আর্থেনওয়ার বলতে বুঝায় নন-ভিট্রিফাইড (non-vitrified) ছিদ্রযুক্ত মৃৎসামগ্রী, যা সাধারণত ১০৫০$^{o}$c থেকে ১১৫০$^{o}$c তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। তবে সফট আর্থেনওয়ার (Soft Earthenware) ৯৫০$^{o}$c থেকে ১০৫০$^{o}$c তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়।[১৭]

বেজ-রিলিফ বলতে বুঝায় সমতল ক্ষেত্র থেকে উঁচু করে মূর্তি বা নকশা নির্মাণ করা বা দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক রূপদান দান এবং এই রিলিফ কর্ম দেখতে হয় কেবলই সামনের দিক থেকে।[১৮]

আর এই বেজ-রিলিফ দু'ভাবে নির্মাণ করা হয়। যেমন– একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং অপরটি হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হচ্ছে মাটির ফলক নির্মাণের পর তার উপরে পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়বস্তুর রূপ অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে মাটি কেটে ছেঁটে ও বর্ধিত করে ঘষেমেজে ত্রিমাত্রিক রূপদান। আর পরোক্ষ পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অনুযায়ী পূর্বে প্রস্তুতকৃত ছাঁচের সাহায্যে মাটি দিয়ে রিলিফ তৈরিকে বোঝায়। আবার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি দু'ভাবে বিভক্ত। একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে মাটির ফলক তৈরি করে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার ডিজাইন বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী তার ওপর খোদাই কিংবা মাটি স্থাপন করে কেটে কেটে ক্রমান্বয়ে গভীর করে সুচারুভাবে ত্রিমাত্রিক রূপদান করা। অন্য পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে ত্রিমাত্রিক কোনো আদল নির্মাণ করার পর তা কাঁচা অবস্থায় আলাদাভাবে তৈরিকৃত ফলকের ওপরে স্থাপন করে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দান করা।[১৯]

*ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the*

১৫. প্রাগুক্ত।, ১৩৩।

১৬. শামীম আহমেদ, *স্বাধীনতাত্তোর মৃৎফলক*, এম এফ এ পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, সেশন-১৯৮১-৮২, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার সংযোজন সংখ্যা ২০০ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯২), ২২।

১৭. Glenn C. Nelson, *Ceramics A Potter's Handbook,* Second Edition (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966), 315.

১৮. সোহরাব উদ্দিন সৌরভ, পোড়ামাটির শিল্প আদি ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*, সম্পা. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ৪১৩।

১৯. আব্দুস সাত্তার, *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি* (ঢাকা : কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট, ১৯৮৯), ১১৭।

*Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো বেজ-রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এবং গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত। তাই পোড়ামাটির ফলক নির্মাণকারী শিল্পীদের কর্মশালায় বা স্টুডিওতে সরাসরি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ (field observation) ও তাঁদের (শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান, ড. আজহারুল ইসলাম শেখ সহ প্রমুখ) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বড় আকারের এই পোড়ামাটির ফলকগুলোর নির্মাণের পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো। যেমন–

(১) মাটির ফলক নির্মাণ পদ্ধতি

(২) ফলকের অলংকরণ পদ্ধতি

(৩) ফলকের অপ্রয়োজনীয় মাটি অপসারণ, ছিদ্রকরণ ও নাম্বারিং পদ্ধতি

(৪) ফলক শুকানো ও পোড়ানোর পদ্ধতি

(১) মাটির ফলক নির্মাণ পদ্ধতি : সাধারণত বার ইঞ্চিতে এক ইঞ্চি সংকোচন ধরে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ করা হয়। দুই রকম পদ্ধতিতে এই পোড়ামাটির ফলক নির্মিত হয়। (ক) প্রথম পদ্ধতিটি হলো বড় মাপের ফলক নির্মাণের জন্য প্রতি এক স্কয়ার ফুটে এক ইঞ্চি সংকোচন ধরে প্রয়োজনীয় মাপ অনুসারে একটি কাঠের বোর্ড তৈরি করে নিয়ে ঐ বোর্ডের ওপরে কমপক্ষে এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি পুরুত্বের মাটি স্থাপন করে সমতল সারফেসের বড় আকারের মাটির কাঁচা ফলক নির্মাণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পোড়ানোর সুবিধার্থে এই কাঁচা ফলকের গায়ে বিভিন্ন বিষয়বস্তু উৎকীর্ণ করার পূর্বে বড় ফলকটিকে বিভিন্ন মাপের ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে কেটে নেওয়া যায় অথবা ফলকের গায়ের অলংকরণ কাজটি সমাপ্ত হওয়ার পরেও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। (খ) দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল দৈর্ঘ্য × প্রস্থ- ১৩ ইঞ্চি × ১৩ ইঞ্চি ও পুরুত্ব ১/১.৫ ইঞ্চির ভিতরের মাপের একটি কাঠের বক্স বা ছাঁচ তৈরি করে নিয়ে তার ভিতরে মাটি স্থাপন করে পায়ে দলিত মথিত করে মাটির অনেক ফলক তৈরি করা হয়। সেই ফলকগুলো আংশিক শুকানোর পর লেদার হার্ড হলে প্রতিটি ফলকের চারপাশ ছেঁটে সমান করে পোড়ামাটির ফলকের প্রয়োজনীয় মাপ অনুযায়ী খাড়া কাঠের বোর্ডের উপর ফলকগুলো উপর নিচে পরপর স্থাপন করে বড় আকারের মাটির ফলক তৈরি করা হয়।

(২) ফলকের অলংকরণ পদ্ধতি : পূর্বে আলোচিত নির্দিষ্ট মাপের কাঁচা ফলকের বড় সমতল ভূমির উপরে পূর্ব পরিকল্পিত লে-আউট অনুযায়ী সরাসরি ফ্রিহ্যান্ডে বিষয়বস্তু ড্রয়িং করে অথবা তৈরিকৃত কাঁচা মাটির ফলকের মাপ অনুযায়ী বড় আকারের কাগজের উপরে পূর্ব পরিকল্পিত লে-আউটের বিষয়বস্তু ড্রয়িং করে তা ফলকের গায়ে স্থাপন করে ট্রেসিং পদ্ধতির মাধ্যমে ড্রয়িং সম্পন্ন করা হয়। তারপর প্রত্যক্ষ রিলিফ পদ্ধতি অনুসারে বিষয়বস্তুর ড্রয়িংয়ের ধরন অনুযায়ী কাঁচা ফলকের উপরিভাগে শিল্পীর ইচ্ছে অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের চাকু বা মেটাল স্ক্র্যাপার বা বিভিন্ন টুলসের মাধ্যমে কোথাও মাটি কেটে নিচু করে, কোথাও মাটির মণ্ড স্থাপন করে জোড়া লাগিয়ে টিপে টিপে বা পিটিয়ে উঁচু নিচু করে, আবার কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটি ছেঁটে ফেলে দিয়ে ঘষামাজা করে অ্যাপ্লিক পদ্ধতি বা বিভিন্ন ধরনের খোদাই রেখা, ডট চিহ্ন, বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক ফর্ম, টেকচার ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন উঁচু নিচু মাত্রায় (dimension) বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর বাস্তবধর্মী, লোকজধর্মী ও নকশাধর্মী শৈলীর দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক আকৃতি দিয়ে দক্ষতার সহিত সুচারুভাবে পোড়ামাটির ফলকগুলো রূপায়ণ করা হয়। আবার কোনো কোনো ফলকে সামান্য পরিমানে পরোক্ষ রিলিফ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন– এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর আকৃতি বা নকশা নির্মাণ করে

সেটিকে প্লাষ্টার অব প্যারিসের সাহায্যে ছাঁচ নির্মাণ করে তার ভিতরে মাটির মণ্ড স্থাপন করে চেপে চেপে ছাঁচ থেকে তা বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে ফলকের কাজ সম্পন্ন করা হয়। যার প্রমাণ দেখা যায় *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামের গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তুর সুচারু আকৃতির নির্মাণ কৌশলের রূপায়ণে। যেমন– ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক, ধর্মীয় বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক, নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ফলকের গায়ে উপরিউক্ত নির্মাণ-কৌশলের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে সুচারুভাবে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক আকৃতির মাধ্যমে দক্ষতার সাথে উৎকীর্ণ হয়েছে বাস্তবধর্মী রীতির প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের চিত্র, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র, শহরের চিত্র, প্রাকৃতিক বিভিন্ন গাছপালা, ফুল, লতাপাতা, সূর্য, মেঘের ভেলা, পানির ঢেউ ইত্যাদির চিত্র, বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখি, পোকামাকড়, ঘরবাড়ি, লোকজ মোটিফের হাতি ঘোড়া, পুতুল, মাছ, আরবি ও বাংলা বর্ণমালা ইত্যাদি সহ আরো অসংখ্য বিষয়ের বাস্তবধর্মী চিত্র, যা পূর্বে ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য অধ্যায়ের বিভিন্ন ফলকের বিষয় বিবরণীতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে মানুষের শারীরিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকারের বাস্তবধর্মী উপস্থাপন, বিভিন্ন অভিব্যক্তির মানুষের শারীরিক অবয়বে হাত পাসহ চোখ, ভ্রু, ঠোঁট, নাক, চুল, কান ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবধর্মী উপস্থাপন এবং লোকজ ও নকশাধর্মী রীতি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে বিভিন্ন বিষয়ের অলংকারিক উপস্থাপন যাতে শিল্পীদের ফলক নির্মাণ-কৌশলের দক্ষতা সুন্দরভাবে চিহ্নিত করা যায়। উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো স্বল্প রিলিফ ও উচ্চ রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে। আবার এই ফলকগুলোর গায়ের সারফেস মসৃণ ও অমসৃণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফলকের উঁচু রিলিফগুলোর ভিতরে ফাঁপা না রেখে সলিড আকারে নির্মাণ করা হয়েছে।

মৌর্য, সুঙ্গ, কুশাণ, গুপ্ত, গুপ্ত পরবর্তী যুগের পোড়ামাটির ফলক নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচের ব্যবহার লক্ষণীয়।[২০]

কিন্তু উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলোর নির্মাণ কৌশলে যৎসামান্য ছাঁচের ব্যবহার লক্ষণীয় তবে প্রায় সম্পূর্ণ ফলকই হাতে টিপে টিপে বা পিটিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে। আবার উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত কিছু পোড়ামাটির গায়ে বিভিন্ন রঙের উপস্থাপন দেখা যায়। এই পোড়ামাটির ফলকগুলোর গায়ে বিভিন্ন ধরনের ডাইমেনশনের বিষয়বস্তু নির্মাণের পর কাঁচা অবস্থাতেই ফলকের গায়ের উপরে অলংকরণের নান্দনিকতা অনুযায়ী সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাদামাটির স্লিপ ও বিভিন্ন রঙের সিরামিক অক্সাইডের সমন্বয়ে তৈরি লালচে বাদামি, কালো, নীল, ধূসর, সবুজ, সাদা, খয়েরি, বাদামি রঙের কাদামাটির স্লিপের প্রলেপ দিয়ে অলংকরণ করা হয়।

(৩) ফলকের অপ্রয়োজনীয় মাটি অপসারণ, ছিদ্রকরণ ও নাম্বারিং পদ্ধতি : পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর শুকানো ও পোড়ানোর পূর্বে কাঁচা অবস্থাতেই কাঠের বোর্ডের উপর থেকে ফলকের টুকরোগুলোকে নামিয়ে প্রতিটি ফলকের পিছন থেকে উলম্ব ও অনুভূমিকভাবে বিভিন্ন মোটা রেখা গর্ত করে কেটে মাটি অপসারণ করা হয় এবং ফলকের অলংকৃত অংশে যদি কোথাও কোথাও উচ্চ রিলিফ হয় সেক্ষেত্রে ফলকের পেছনের দিকে সেই স্থানের মাটি কেটে গর্ত করে মাটি অপসারণ করা হয়। কেননা এই দুটি পদ্ধতি অনুসরণের সুফল হলো ফলকগুলো ওজনে হালকা হয়, শুকানো ও পোড়ানোর সময় বাঁকে না বা ফাটে না এবং সহজে যেন দেয়ালে স্থাপন করা যায়। আবার ফলকের পেছনের দেয়ালে লোহার চিকন শলাকা দিয়ে অসংখ্য সরু ছিদ্র করে ফলকের

২০. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 103-106.

ভিতরের এয়ার পকেট নির্মূল করা হয় যাতে শুকানোর সময় ফলকের ভিতরের সব জায়গায় সমপরিমাণে বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং পোড়ানোর সময় যেন কোনো ধরনের ফাটল বা বিস্ফোরণ না ঘটে বা ফলকের ভেতরের কোনো দাহ্য পদার্থ সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। ফলকের পেছনের দেয়াল গাত্রের ছিদ্রকরণ সমাপ্ত হলে তারপর প্রতিটি ফলক খণ্ডের পেছনে সিরিয়াল অনুযায়ী খোদাই করে নাম্বার বসাতে হয়; কেননা নাম্বারিং না করলে পোড়ানো পর এলোমেলো ফলক খণ্ডগুলোকে নির্দিষ্ট চিত্র বা নকশা অনুযায়ী সঠিকভাবে সাজানো কঠিন হয়ে যাবে।

(৪) ফলক শুকানো ও পোড়ানোর পদ্ধতি : মাটি অপসরণের পর ছায়ায় বা রোদে প্রথমে ফলক খণ্ডগুলোকে সমান জায়গায় বিছিয়ে খুব সতর্কতার সাথে শুকানোর কাজ শুরু করতে হয়। তারপর ফলকখণ্ডগুলো কিছুটা শুকিয়ে শক্ত হলে সেগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খাড়া করে বা শুয়ে ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে সাবধানে শুকাতে হয় যাতে নাড়াচাড়া করার সময় ফলক না ভাঙে। এইভাবে ফলকগুলোকে শুকিয়ে পোড়ানোর উপযোগী করে তুলতে হয়।

এই শুকানোর প্রক্রিয়াটি ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ফলকগুলো সাদা-কঠিন বা হাড়-শুষ্ক পর্যায়ে না পৌঁছায় এবং ফলকের শরীরের ভিতরে অসংলগ্ন পানির পরিমাণ ৩ শতাংশ থাকে।[২১]

স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত শক্ত, টেকসই বা দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য এই শুকনো ফলকগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে কঠিন পোড়ামাটির ফলকে রূপান্তরিত করা হয়। তাই পোড়ানোর কাজ শুরু হওয়ার আগে শুকনো ফলকগুলোকে চুল্লির ভিতরে স্ট্যান্ডের উপরে স্তরে স্তরে সাজানো স্লাবের উপর এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে একটি ফলক অন্য একটি ফলকের গায়ে কাত হয়ে সামান্য অংশ লেগে থাকে। যাতে আগুনের গতি বা তাপ সব ফলকের গায়ে সমানভাবে লাগে সেদিক লক্ষ্য রেখে ফলকগুলোকে সাজাতে হবে। কেননা সব ফলকের গায়ে সমানভাবে আগুনের তাপ না লাগলে পোড়ানোর পর ফলকের গায়ের রং একটি থেকে অন্যটির ভিন্নতর হবে এবং বিস্ফোরিত হওয়ার ঝামেলা ঘটতে পারে। চুল্লির ভিতরে ফলকগুলো সুন্দরভাবে সাজানোর পর চুল্লির ভিতরে ও বাইরে কোনো সমস্যা আছে কিনা তা পরখ করে চুল্লির মুখ বন্ধ করা হয়। তারপর তাপমাত্রা দেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পাইরোমিটার স্থাপন শেষে শুরু হয় পোড়ানোর প্রক্রিয়া।

পোড়ামাটির ফলক পোড়ানোর এই প্রক্রিয়াকে সিরামিক পরিভাষায় কম তাপমাত্রার বিস্কুট ফায়ারিং পদ্ধতি বলে; যার তাপমাত্রা ৯৯৯°c সেন্টিগ্রেড এবং পোড়ানো বস্তুর শরীর থাকে সচ্ছিদ্র। এই পোড়ানোর তাপমাত্রা যত বেশি হবে ফলকের সংকোচন তত বেশি হবে তবে ফলক তত বেশি শক্তিশালী ও মজবুত হবে এবং ফলক ফেটে যাওয়া বা বিস্ফোরিত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে খুব ধীরে ধীরে তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।[২২]

স্টেলা ক্র্যামরিচ বলেন, পোড়ানোর সময় যদি চুল্লিতে অবাধে বায়ু চলাচল করতে পারে তাহলে মাটিতে থাকা লৌহ জারিত হয়ে লাল রঙের সৃষ্টি করে।[২৩]

উল্লেখ্য যে, উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকেই ইট রঙের লাল বা বিবর্ণ লাল বা লালচে প্রকৃতির

---

২১. Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988), 232.

২২. *Terracotta the Technique of Fired Clay Sculpture*, sculpture by Bruno Lucchesi Text and photographs by Margit Malmstrom (New York: Watson-Guptill Publications,1977), 151.

২৩. Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), 107.

ফলে এটা নিশ্চিত যে এগুলোও একই ধরনের চুল্লিতে পোড়ানো হয়েছে যাতে পোড়ানোর সময় চুল্লিতে অবাধ বায়ু চলাচলের সুযোগ ছিল। তবে উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত ফলকগুলো টঙ্গির বিসিকের (সরকারি) চুল্লিসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকাধীন গ্যাস ও কাঠের (জ্বালানী) চুল্লিতে পোড়ানো হয়েছে। এই গ্যাস ও কাঠের চুল্লির মালিকদের (শিল্পী মরণ চাঁদ পাল (রায়ের বাজার), শিল্পী সুভাষ চন্দ্র পাল (রায়ের বাজার), শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার (সহযোগী অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোহাম্মদ আলী (রায়ের বাজার), মোঃ আবুল হোসেন (গাজীপুর) ও শিল্পী মাসুদুর রহমান (ভার্টিক্যাল, হেমায়েতপুর) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় ৯০০$^{o}$c থেকে ৯৫০$^{o}$c তাপমাত্রায় পোড়ানো বিস্কুট ফায়ারিং পদ্ধতিতে পোড়ামাটির ফলক কিভাবে পোড়ানো হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো। তাঁদের দেওয়া একই রকম তথ্য অনুযায়ী পোড়ানোর প্রক্রিয়ার শুরুতে চুল্লির দু'পাশে স্থাপিত দুটি গ্যাস বার্ণারে খুব সামান্য পরিমাণে গ্যাস প্রয়োগ করে চুল্লি জ্বালানো হয় এবং সেসময় চুল্লির পেছনের স্থাপিত ড্যাম্পার সিটটি সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয়। যাতে চুল্লির ভিতরে বায়ু অবাধে চলাচল করতে পারে ও তাপ প্রয়োগের ফলে ফলকের শরীরের অপসারিত পানি বের হতে পারে। এই পোড়ানোর সময়কাল প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের পোড়ানোর প্রক্রিয়াকে স্লো ফায়ারিং পদ্ধতি বলে। দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে আস্তে তাপ প্রয়োগের ফলে এসময় চুল্লির ভিতরে তাপমাত্রা উঠে ১০০$^{o}$c সেন্টিগ্রেড থেকে ২০০$^{o}$c সেন্টিগ্রেড। তারপর ঘণ্টা দুয়েক সময় ধরে কয়েকবার গ্যাস বার্ণারে গ্যাসের চাপ বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে তাপের পরিমাণ বাড়াতে হয় এবং পেছনের ড্যাম্পার সিটটি কোয়াটার পরিমাণে ঢুকাতে হয়। এভাবে তাপ প্রয়োগের ফলে চুল্লির ভিতরে তাপমাত্রা উঠে ৩০০$^{o}$c থেকে ৬০০ $^{o}$c সেন্টিগ্রেড এবং চুল্লির ভিতরে আগুনের রং লাল হয়। সিরামিক বডিকে প্রয়োজন মাফিক স্থায়িত্ব ও শক্ত করার লক্ষ্যে চুল্লির ভিতরে ৬০০$^{o}$c তাপমাত্রা উঠার পর গ্যাস বার্নারের আগুনের গতি পুরোপুরি বাড়াতে হয় ও পেছনের ড্যাম্পার সিটি অর্ধ পরিমাণ ভেতরে ঢুকাতে হয়। এভাবে দুই তিন ঘণ্টা তাপ প্রয়োগের ফলে চুল্লির ভিতরে ৮০০$^{o}$c থেকে ৯৫০$^{o}$c (প্রয়োজন মাফিক) তাপমাত্রা উঠার পর ফলক পোড়ানো শেষ হলে চুল্লির আগুন নিভিয়ে দিয়ে পেছনের ড্যাম্পার সিটটি সম্পূর্ণ ভিতরে ঢুকিয়ে বাতাস চলাচলের রাস্তাটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, তাপ উঠানোর প্রক্রিয়াটি যেমন ধীরে ধীরে তাপ উঠাতে হয় ঠিক তাপ নামানোর ক্ষেত্রেও খুব ধীরে ধীরে তাপ নামানো হয়। তারপর চুল্লি ঠাণ্ডা হলে চুল্লির মুখ খুলে পোড়ামাটির ফলক বের করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রায় আট/দশ ঘণ্টা ধরে বিস্কুট ফায়ারিং প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় বিভিন্ন মাত্রায় তাপ প্রয়োগের ফলে চুল্লির ভিতরে থাকা মাটির গঠনে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন– ১০০$^{o}$c থেকে ২০০$^{o}$c তাপমাত্রায় মাটির ভিতরের লুকায়িত সাধারণ পানি অপসারিত হয়। ২০০$^{o}$c থেকে ২৭০$^{o}$c তাপমাত্রায় মাটির ভিতরে থাকা রাসায়নিক পানি অপসারিত হয়। ৩০০$^{o}$c থেকে ৪০০$^{o}$c তাপমাত্রায় মাটির ভিতরে থাকা জৈব পদার্থ পুড়ে যায়। ২৯০$^{o}$c থেকে ৫৯০$^{o}$c বা ৫৭৩$^{o}$c তাপমাত্রায় কোয়ার্টজ ইনভার্সন হয়ে কোয়ার্টজ আলফা (alpha) থেকে বেটা (beta) ফর্মে পরিবর্তন হয় এবং ৫৯০$^{o}$c তাপমাত্রায় মাটি তার প্লাস্টিসিটি গুণ হারিয়ে নতুন পদার্থ মৃৎশিল্পে রূপান্তরিত হয়।

মৃৎসামগ্রীর পরিপক্কতা বা শক্ত ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য ৮৫০$^{o}$c থেকে ৯০০$^{o}$c তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। এছাড়া তাপ প্রয়োগের ফলে চুল্লির ভিতরে বিভিন্ন তাপমাত্রায় আগুনের রং ভিন্নতর হয়। যেমন, ৪০০$^{o}$c থেকে ৫৭০$^{o}$c তাপমাত্রায় কালো লাল হয়। ৬০০$^{o}$c তাপমাত্রায় চুল্লির ভিতরে আগুনের রং চেরি লাল হয়। যথাক্রমে ৬০০$^{o}$c থেকে ৮০০$^{o}$c তাপমাত্রায় হালকা লাল, ৮০০$^{o}$c থেকে ৯০০$^{o}$c তাপমাত্রায় উজ্জ্বল লাল ও ৯০০$^{o}$c থেকে ১০৫০$^{o}$c তাপমাত্রায়

কমলা হয়।[২৪]

(ঘ) পোড়ামাটির ফলক দেয়ালে স্থাপন : 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইট নির্মিত মন্দির বা মসজিদের দেয়াল গাত্রে চিত্র বা নকশার মাপ অনুযায়ী মর্টার (mortar) বা চুন-সুরকি দিয়ে পুরু আঠালো বিছানা তৈরি করে তার উপরে পোড়ামাটির ফলফগুলোকে স্থাপন করা হতো।'[২৫]

কিন্তু উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকগুলো যথারীতিভাবে পোড়ানোর পর প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্ধতি অনুসরণ করলেও কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সরাসরি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ (field observation) ও তাঁদের (শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী স্বপন চন্দ্র পাল, শিল্পী মোঃ মাসুদুর রহমান সহ প্রমুখ) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভিত্তিতে এসময়ের পোড়ামাটির ফলকগুলোর বিভিন্ন স্থাপত্যের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের দেয়াল গাত্রে স্থাপন প্রক্রিয়াকে দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করা যায়। যেমন–

(ক) সিমেন্ট বালির মিশ্রণ পদ্ধতি

(খ) লৌহ পেরেক পদ্ধতি

(ক) সিমেন্ট বালির মিশ্রণ পদ্ধতি : পোড়ামাটির ফলক দেয়ালে স্থাপন করার পূর্বে প্রথমে এলোমেলো পোড়ামাটির ফলক খণ্ডগুলোকে পেছনের খোদাইকৃত নাম্বার অনুযায়ী সমতল জায়গায় একত্রে বিছিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা নকশা অনুযায়ী সাজানো হয়। তারপর একটি ফলক খণ্ডের সাথে অন্যটির সুন্দরভাবে সেটিং করার উদ্দেশ্যে কাটিং মেশিনের সাহায্যে প্রতিটি ফলক খণ্ডের চারপাশে কেটে ছেঁটে সমান করে পানি দিয়ে ভেজানো হয়। একই সাথে ফলক যেখানে স্থাপিত হবে সেই আস্তরবিহীন ইট নির্মিত স্থাপত্যের দেয়াল গাত্রে পোড়ামাটির ফলকের নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী পরিমাণমত 'সিমেন্ট (১ ব্যাগ) বালি (৩ ব্যাগ)'[২৬] পানির সাহায্যে একত্রে মিশিয়ে মশলা তৈরি করে অর্ধ বা এক ইঞ্চি পুরুত্বের সমতল বিছানা তৈরি করা হয় এবং এই সমতল বিছানার নিচের দিকে লোহার পেরেকের সাহায্যে একটি লম্বা কাঠের পাঠাতন স্থাপন করা হয়। তারপর পানিতে ভেজানো পোড়ামাটির প্রতিটি ফলক খণ্ডের পেছনে পুনরায় সিমেন্ট বালির আস্তর লাগিয়ে দেয়াল গাত্রের নিচের সারিতে স্থাপিত কাঠের পাটাতনের উপর থেকে এক এক করে ফলক খণ্ডগুলোকে পাশাপাশি বিভিন্ন সারিতে সারিবদ্ধভাবে স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা নকশাটির স্থাপন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেয়ালে ফলক স্থাপনের পর প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পরে ফলক ও দেয়াল গাত্রের আস্তরিত সিমেন্ট বালিকে শক্ত মজবুত ও দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য প্রায় সপ্তাহ খানেক দিনে অন্তত ২-৩ বার পানি দিয়ে ফলকগুলোকে ভেজাতে হয়।

(খ) লৌহ পেরেক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতেও পোড়ামাটির ফলক দেয়ালে স্থাপন করার পূর্বে প্রথমে এলোমেলো পোড়ামাটির ফলক খণ্ডগুলোকে পেছনের খোদাইকৃত নাম্বার অনুযায়ী সমতল জায়গায় একত্রে বিছিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা নকশা অনুযায়ী সাজানো হয়। তারপর একটি ফলক খণ্ডের সাথে অন্যটির সুন্দরভাবে সেটিং করার উদ্দেশ্যে কাটিং মেশিনের সাহায্যে প্রতিটি ফলক খণ্ডের চারিপাশে কেটে ছেঁটে সমান করা হয়। তারপর দেয়ালে স্থাপনের সময় পোড়ামাটির ফলকের গায়ের ছিদ্রের অনুকরণে স্থাপত্যের দেয়ালে ড্রিল মেশিনের সাহায্যে ছিদ্র করে এক এক করে

২৪. হালিমুল ইসলাম খোকন, *মৃৎশিল্পে আমার ভাবনা*, এম এফ এ পাঠ্যক্রম অর্ন্তভুক্ত অভিসন্দর্ভ, মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবর্ষ- ১৯৮৬-৮৭, চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগার সংখ্যা- ২৩১, মৃৎশিল্প- ০০৪ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০০), ২২। / John B. Kenny, *The Complete Book of Pottery Making*, Second Edition, Chilton (America: Book Copany, 1949), 212-213. / Kiln Firing Chart, https://ceramicartsnetwork.org/docs/default-source/uploadedfiles/wp-content/uploads/2013/02/kilnfiringchart.pdf, 10:28, 09-06-2024.

২৫. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৫), ৩৪। / Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988), 237. / নীহার ঘোষ, *মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে ইসলামী শিল্পশৈলী* (কলকাতা : অক্ষর বিন্যাস, ১৪১৫ বাং), ৭৩।

২৬. মোঃ আলাউদ্দিন, অফিস সহায়ক, কারুশিল্প বিভাগ চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার- ০৬-০৭-২০২৪।

নিচের সারির ফলকগুলোকে লৌহ পেরেকের সাহায্যে দেয়ালে আটকানো হয়। তারপর এক এক করে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত বিভিন্ন সারিতে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সারিবদ্ধভাবে পূর্ণাঙ্গ চিত্র বা নকশার অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকগুলোকে লৌহ পেরেকের সাহায্যে দেয়ালে আটকিয়ে স্থাপন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়।

**উপসংহার**

পোড়ামাটির ফলকের প্রধান উপাদান মাটি। কিন্তু সব ধরনের মাটি দিয়ে পোড়ামাটির ফলক হয় না। নির্মাতাকে মাটি চয়ন করতে হয়। চয়নের কাজ শেষে শিল্পকর্মের উপযোগী করে মাটি প্রস্তুত করে নিতে হয়। তারপর কোন কৌশলে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মটি প্রস্তুত করা হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ নির্মাণ-কৌশল ঠিক করে নিতে হয়। নির্মিত ফলক যে স্থাপত্যে কিংবা দেয়ালে স্থাপন করা হবে, তার বিষয়েও শিল্পীকে সচেতন থাকতে হবে। নতুবা তার শিল্পকর্মটি যথার্থরূপে সার্থক হয়ে ওঠে না। একজন শিল্পীকে এই সবগুলো বিষয়ই বিবেচনায় নিয়ে শিল্পকর্মে নিযুক্ত হতে হবে।

মাটি আসলে শিলারই রূপান্তরিত একটি রূপ, যা সময়ের বিবর্তনে প্রাকৃতিক ঝড়, বৃষ্টি, সূর্যালোক প্রভৃতির কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে রূপ লাভ করেছে। সে কারণেই মাটিতে বিভিন্ন স্ফটিকবস্তু বিদ্যমান থাকে। পাহাড় প্রভৃতি প্রাথমিক উৎসের মাটিকে প্রাথমিক মাটি এবং রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাওয়া মাটিকে মাধ্যমিক মাটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মূর্তিশাস্ত্রে অবশ্য তিন ধরনের মাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে– জঙ্গল (শুষ্ক), অনুপ (স্যাঁতস্যাঁতে) ও মিশ্র মাটি। জঙ্গল ও অনুপ মাটির সমন্বয়েই তৈরি হয় মিশ্র মাটি। মাটি কঠিনও নয়, নরমও নয়। এতে উপস্থিত পরিমিত বালুই মাটিতে মৃৎশিল্প তৈরির উপযোগী করে তোলে। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে ব্যবহৃত মাটির মধ্যে এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, পলি মাটি ও দো-আঁশ মাটি অন্যতম। *শিল্পরত্ন* গ্রন্থে পবিত্র স্থান থেকে মাটি সংগ্রহের পর পঞ্চগব্য (দধি, দুধ, ঘি, গোমূত্র ও গোবর) দিয়ে মাটি ভালোভাবে মিশিয়ে মাটির মণ্ড প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত মাটি আগুনে পোড়ানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক ধরনের মাটি প্রস্তুত করার কথাও উল্লেখ আছে উক্ত গ্রন্থে, যেখানে সংগৃহীত মাটির সাথে বার্লি, গম, মাসকলাই, লাক্ষার নির্যাস, কুমড়া, অয়ম (এক ধরনের চাল), পঞ্চগব্য, তেল ইত্যাদি মিশ্রিত মাটির মণ্ড মাসখানেক রোদে শুকিয়ে তারপর শিল্পকর্মে ব্যবহার করা হতো বলে বলা হয়েছে। *হরিভক্ত বিলাস* কিংবা অন্যান্য প্রামাণ্য যেসকল তথ্য পাওয়া যায় তাতে মাটি প্রস্তুত করার অন্যান্য যে উপাদানের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে কাঁকর, খয়ের, খড়ুটি (মাটি ও খড়ের গুঁড়ার মিশ্রণ), তুলুটি (মাটি ও তুলোর মিশ্রণ), তুষুটি (মাটি ও কাঠের গুঁড়ার মিশ্রণ), অর্জুন, কুমকুম, মাখন, ত্রিফলার জল ইত্যাদি অন্যতম। মাটির মণ্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে মাটি সংগ্রহ, মাটির মিশ্রণ, মাটির অপদ্রব্য অপসারণ, মাটির বায়ু অপসারণ, মাটির গঠন ক্ষমতা নির্ধারণ, মাটির সংকোচন পরীক্ষা ইত্যাদি পর্যায়গুলোর মধ্যদিয়ে যেতে হয়। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকগুলো প্রধানত পোড়ানোর তাপমাত্রার ভিত্তিতে আর্থেনওয়ার শ্রেণিভুক্ত এবং বেজ-রিলিজ পদ্ধতিতে নির্মিত। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে আয়তনের দিক দিয়ে দুই আকৃতির ফলক দেখা যায়–এক. ১৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য x ১৩ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১/১.৫ ইঞ্চি পুরু ফলক এবং দুই. এর চেয়ে বৃহৎ আকারের পোড়ামাটির ফলক। এসব ফলক প্রস্তুত করার জন্য সমতল তলের উপর পূর্ব পরিকল্পিত লে-আউট ফ্রি-হ্যান্ড পদ্ধতিতে কিংবা ফলকের মাপের কাগজের ওপর নকশাকৃত ড্রয়িং সমতল ফলকে বসিয়ে ট্রেসিং পদ্ধতিতে মাটির উপর ছাপ নিয়ে রিলিফ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধরন অনুসারে চাকু, মেটাল স্ক্র্যাপার বা অন্য সহায়ক উপকরণের সাহায্যে মাটি কেটে নিচু করে, কখনো মাটির মণ্ড স্থাপন করে জোড়া লাগিয়ে টিপে টিপে বা পিটিয়ে, কখনো ঘষামাজা করে কাঙ্ক্ষিত চিত্রের রূপ দেওয়া হয়েছে। ফলক অলংকরণের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর শুকানো বা পোড়ানোর পূর্বেই ফলক স্থাপনের স্থান ও উপায় অনুসারে ফলকে ছিদ্র কিংবা ফলকের পেছনের প্রয়োজনীয় স্থানের মাটি অপসারণ বা স্থাপন করার কাজও সমাপ্ত করা হয়। তারপর সতর্কতার সঙ্গে ফলকগুলো শুকিয়ে পোড়ানোর উপযোগী করে তোলা হয়। সবশেষে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফলকগুলো পুড়িয়ে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। তারপর পোড়ানো ফলকগুলোকে চিত্র বা নকশার ধরন অনুযায়ী সিমেন্ট বালির মিশ্রণ পদ্ধতি অথবা লৌহ পেরেক পদ্ধতিতে দেয়ালে স্থাপন করা হয়। আর এভাবেই পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়।

# চতুর্থ অধ্যায়

# ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ

## ভূমিকা

বর্তমান অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। কেননা এই অধ্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* শিরোনামে গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকসমূহের নান্দনিক বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত নির্বাচিত ১০০টি পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে থেকে যেসব পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ শিল্পকর্ম নান্দনিক ও গুণগত মাপকাঠিতে নিজেদের ঋদ্ধ করেছে ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে, সেরকম বাছাইকৃত ২৫টি পোড়ামাটির ফলকের (উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি) শিল্পকর্ম নেওয়া হয়েছে। এবং সেগুলোর নান্দনিক বিশ্লেষণ, যা বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত গুণগত (Qualitative Research) গবেষণা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ, কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার, প্রাথমিক উৎস ও দ্বৈতয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া শিল্পকর্মের নান্দনিকতা বিশ্লেষণের একাডেমিক উপায় বা কৌশলের আলোকে এই ফলকসমূহের নান্দনিকতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে। যেমন– নান্দনিক উপাদান ও নীতিসমূহ এবং ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। উক্ত গবেষণা পদ্ধতির আলোকে সরজমিনে মাঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রাথমিক উৎস সরজমিনে ধারণকৃত আলোকচিত্রের দ্বারা ফলকের ধরন ও শৈলী নির্ধারণ এবং বিন্যাসকৃত কম্পোজিনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের কাঠামোহীন সাক্ষাৎকার এবং দ্বৈতয়িক উৎস ভিত্তিক বিভিন্ন বই-পত্র, সাময়িকী, গবেষণা প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন ও অভিসন্দর্ভ থেকে গ্রহণ সাপেক্ষে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত ২৫টি পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের নান্দনিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এরই ফলে পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের যেসমস্ত নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তৈরি হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত ফলকের ধরন, বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী, নান্দনিক উপাদান ও নীতি, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাবের প্রতিফলন, ইজমের প্রভাব, প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী ও পোড়ামাটির ফলক বিশেষজ্ঞদের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

### ৪.১ শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব

আবেগহীন মানুষও কিন্তু গান শোনে, মাধুর্যহীন লোকটিও তার বেডরুমটি পরিপাটি করে রাখার চেষ্টা করে, চিত্রকর্মে অনাগ্রহী ব্যক্তিটিও ভোরের পূর্বাকাশে সোনালি সূর্যের আভা দেখতে পছন্দ করে, ভোজনবিলাসী নন, এরকম মানুষটিও অমৃত খাবারের স্বাদ চোখ বন্ধ করে রসগ্রহণ করতে পারে, করুণ পরিণতিযুক্ত সিনেমার অন্তিম দৃশ্যে সর্বদা আবেগহীন, মোহশূন্য ব্যক্তিটিরও চোখের কোণে অশ্রু ঝরে পড়ে। এসকলই শিল্পের ছোঁয়া, যা নান্দনিকতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। নান্দনিকতা বা সুন্দরের কোনো সুনিশ্চিত সংজ্ঞা নেই। তবে সহজে বলা যায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় যা কিছু সুন্দর বলে উপলব্ধি করা যায়, তাহাই নান্দনিক। আবার অন্যভাবে বলা যায়– 'নন্দন' শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ "আনন্দদায়ক"[১]

'নন্দন= যাহা আনন্দ দান করে অর্থাৎ সৌন্দর্য।'[২]

১. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, একবিংশতম মুদ্রণ (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭), ৩৬৪।

২. প্রাগুক্ত।, ৩৬৪।

নন্দন শব্দের অর্থ হচ্ছে ১. সৌন্দর্য, ২. দৃষ্টিকোণ এবং ৩. আনন্দদায়ক।[৩]

নন্দন মানে সুন্দর আর নন্দনচিন্তা মানে সুন্দরের চিন্তা, অর্থাৎ 'নন্দন-এর সকল অর্থই সুন্দরের সাথে সম্পর্কিত। যেকোনো শিল্পের নান্দনিকতার বিশ্লেষণ করতে গেলে, প্রথমে যে প্রশ্নটি অবধারিতভাবে সামনে চলে আসে তাহলো– 'শিল্প কী?' এই প্রশ্নটির আলোচনা ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সংক্ষেপে তার বর্ণনা করা দুর্বোধ্য। মূলত দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন দার্শনিক ও শিল্পতাত্ত্বিকদের শিল্প সম্পর্কে অনুধাবন ও মননের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। এখনও মানুষ নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটের উপলব্ধি দিয়ে শিল্পের নিত্যনতুন সংজ্ঞা দিতে। এর কোনো বিশ্বজনীন সংজ্ঞা দাঁড় করানো দুষ্কর। যেমন– ক্লাসিকপন্থী দার্শনিক বা তাত্ত্বিকরা মনে করেন, অনুকরণই হলো শিল্প। এবং রোমান্টিকপন্থীরা ভাবেন শিল্প হলো সৃষ্টি, নির্মাণ নয়। তার ফলে শিল্পকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– যেমন চারুকলা ও কারুকলা নামে। চারুকলা হলো সৃজনধর্মী– সাহিত্য, নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ইত্যাদি। অন্যদিকে অপূর্ব নির্মাণ হলো কারুকলা– মাটি, চামড়া, ধাতু ইত্যাদির ব্যবহারিক কাজ। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা, দক্ষতা ও শিক্ষার প্রয়োজন। আনন্দ লাভই হলো সৃষ্টি ও নির্মাণের অন্যতম ফলাফল। তবে এই দুইয়ের শিল্পরূপের সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় কারয়িত্রী (creative) প্রতিভা ও ভাবয়িত্রী (critical) প্রতিভা। আবার Jacques Maritain এই দুই শিল্পরূপের পার্থক্য চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, Fine Arts or the making of beautiful things and Craftsmanship or the making of useful things.[৪]

প্লেটো বলেছেন, 'শিল্পীরা বস্তুর রূপের হুবহু অনুকরণ করেন না, শিল্পীর চোখে বস্তু যেভাবে প্রতিভাত হয়, সেই প্রতিভাসিত রূপের অনুকরণ করেন শিল্পী।' এরিস্টটল বলেছেন, 'বিশেষ মাধ্যমে বিশ্বরূপের প্রকাশই হচ্ছে শিল্পকলা।' কেননা অনুকৃত বস্তু দেখে সব মানুষই আনন্দ পায়। কারণ মূল বস্তুকে দেখার যে আনন্দ তা অনুকৃত বস্তুকে দেখার মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যক্তির মধ্যে যে সুষমাবোধ ও ছন্দ রয়েছে তাদের পরিশীলিত রূপ থেকেই শিল্পের উৎপত্তি। পোসাইডোনিয়াস শিল্প ও কাব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে বলেছেন, 'জাগতিক ও অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক বস্তুর অনুকরণ।' সিসেরো বলেছেন, 'শিল্পী তাঁর অন্তরের প্রতিভাসিত ধ্যান বা চিত্রকে অনুকরণ করেন।' লঙ্গিনাস বলেছেন, 'শিল্প হলো শিল্পীর অন্তরাত্মার গভীর ধ্যান ও ধারণার প্রতিবিম্ব।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, 'মানুষের প্রয়োজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যা রচনা করা হয় তাই শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করেন, 'জড়তা থেকে মুক্তি লাভ, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়ানো এবং মানুষকে শক্তিধর করে তোলা, রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি বিষয়ে, এটাই শিল্পের কর্ম।'[৬]

হাবার্ট রীডের মতে, 'শিল্পের যথার্থ পরিচয় নির্ভর করে প্রতীকতার চরিত্র ও ব্যবহারের যথাযথ বিবেচনার উপর। আবার প্রতীকতা হচ্ছে ব্যক্তিমনের ক্রিয়াকাণ্ডের একটি পরিচয় ও অন্যটি হচ্ছে বাহ্য পৃথিবীর সরাসরি স্মারকচিহ্ন।'[৭]

বেনেদেত্তো ক্রোচে বলেছেন, 'Intuition' যেমন– শিল্প সৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির কর্ম নয় বরং এটি সাধারণ জ্ঞান বা বোধি বা স্বজ্ঞার প্রকাশ।'[৮]

---

৩. আব্দুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৩), ১৩।

৪. তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ, 'শিল্পকলা', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ৩৯৭,৩৯৮।

৫. কামাল আহমেদ, 'শিল্পকলা কি', *শিল্পকলার ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), ২, ৩।

৬. তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ,'শিল্পকলা', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ৩৯৭।

৭. সৈয়দ মনজরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব*, (ঢাকা : সন্দেশ, ২০০৬), ১০।

৮. সুখেন বিশ্বাস, *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০), ১১৬।

লিও টলস্টয়ের মতে, 'শিল্প একটি মানবিক কর্ম। যা এক ব্যক্তির হৃদয় থেকে অন্য ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবানুভূতির সঞ্চারণ করে দেওয়াই এর কাজ।'[৯]

আচার্য নন্দলাল বসু বলেন, "শিল্প হলো কল্পনা; শিল্প হলো শিল্পীর ধ্যান বা চিন্তা; কখনো তাঁর কাছে শিল্প 'ছন্দ' ও 'সৃষ্টি' নির্মাণ মাত্র নয়।"[১০]

দার্শনিক হেগেল বলেছেন, "Art is the sensuous presentation of the Absolute' যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই মহাসত্তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপদানের প্রয়াসই হল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরমতত্ত্ব।"[১১]

সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'শিল্প হচ্ছে সময়, স্থান এবং অনন্তবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার একটি প্রতীক।'[১২]

শিল্পকলার আধুনিক সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে শিল্পীর 'কল্পনা ও অভিজ্ঞতার যোগফল'। অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে বাস্তব থেকে, ঐতিহ্য ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা থেকে।[১৩]

যেখানে শিল্পের সংজ্ঞাই এতো জটিল, সেখানে শিল্পের নান্দনিকতার বিশ্লেষণ কতটা বিস্তৃত হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই যেকোনো শিল্পের নান্দনিকতা বিশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে দাবি রাখে নন্দনতত্ত্ব ও নান্দনিকতা কী তার বিশ্লেষণ নতুবা উক্ত গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকসমূহের নান্দনিক বিশ্লেষণ দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে।

'সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের সহজ অনুভূতি- প্রবৃত্তিও বলা যায়, এর প্রকাশ অপকট ও স্বতঃস্ফূর্ত।'[১৪]

এই অনুভূতির প্রকাশ ব্যক্তি বিশেষ। যেমন– 'কলাকৈবল্যবাদীরা নিছক সুন্দরের মাপকাঠিতে তাকে পরীক্ষা করতে চান, জীবনবাদীরা চান জীবনের মাপকাঠিতে। ব্যক্তিত্বে যারা বিশ্বাসী তারা ব্যক্তির বিশিষ্টতার উপর একে নির্ভরশীল দেখতে চান, আবার যারা সংশয়বাদী তারা বলেন– সৌন্দর্যানুভূতি অবশ্যই বস্তু নিরপেক্ষ : বস্তুতে যেমন সৌন্দর্য নাই, মনেরও তেমনি কোনো সুনির্দিষ্ট সৌন্দর্যচিন্তা নেই। বস্তু ও মন উভয়ের যোগফলে যদি সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই অনুভূতি অপ্রকৃত।'[১৫]

তাই এই সকল চূড়ান্ত ও উল্টো মতামতের কেন্দ্রে যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত তা হলো সৌন্দর্যের সন্ধান, তা বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বিভিন্নভাবে তা ব্যক্ত করে গেছেন। এই সৌন্দর্যের সন্ধান ও চর্চাই নন্দনতত্ত্বের সর্বপ্রথম উপজীব্য বিষয়। আবার অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের মানসিক অনুভূতি দু'ভাবে অনুসৃত হয় তাহলো ইতিবাচক অনুভূতি ও নেতিবাচক অনুভূতি। কিন্তু এই দুই অনুভূতির মাঝে আরেকটি অনুভূতি নিহিত থাকে; যা সর্বদা সচেতন মনে বিচরণ করে না। তবে তা কোনো বিষয়কে শোনা, দেখা বা স্পর্শ করার সময় সেই অনুভূতি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যেমন– ফুল দেখা বা গন্ধ অনুভব করার সময়ে একটি বিমূর্ত অনুভূতি মানুষকে বিমোহিত করে তুলে, যা এক রহস্যময় অনুভূতি, যা

৯. অজয়কুমার ঘোষ, 'লিও টলস্টয়', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ১৫০।

১০. তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'শিল্পকলা', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ৪০৩।

১১. সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব*, চতুর্থ সংস্করণ (কলকাতা : রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩), ৩৬।

১২. সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৩), ১।

১৩. সোহেল ইমাম খান, 'শিল্পকলার কথা', *সৌন্দর্য কথা : শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০২৩), ১২২।

১৪. সৈয়দ মনজরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব*, (ঢাকা : সন্দেশ, ২০০৬), ১০।

১৫. প্রাগুক্ত।, ১০।

অনির্বচনীয়। এক্ষেত্রে কোনো কিছু প্রাপ্তির আনন্দ বা হারানোর বেদনার যে অনুভূতি; তা থেকে এই অনুভূতি ভিন্ন। এই অনুভূতির কোনো নেতিবাচক ক্রিয়া নেই। এই বিমূর্ত আনন্দ আর বস্তুগত আনন্দ, তার মধ্যে তফাৎটা হলো এই আনন্দের সাথে মিশে থাকে তৃপ্তিবোধ। আর এই তৃপ্তিবোধের আবেগের নামই নান্দনিক আবেগ। মানুষের এই নান্দনিক আবেগ বিভিন্ন শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় প্রজ্জ্বলিত হয়। সৌন্দর্যদর্শন, শিল্পবিন্যাস বা শিল্পায়নের বিভিন্ন পদ্ধতিগত প্রশ্নমালা নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তাহলো নন্দনতত্ত্ব।

প্রতিটি মানুষই তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মে নিজেকে প্রকাশ করে তাঁর নান্দনিক চিন্তাকে প্রকাশ করার মাধ্যমে। সেখানে একজন শিল্পীর নান্দনিকতা প্রকাশ পায় তার দৃষ্টিকোণ, মানসিকতা, রুচিবোধ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও জীবনধারায়। তবে যেভাবেই বলা হোক; নান্দনিক মূল্য বিচারে সৌন্দর্যই হলো শিল্পের সারকথা। তবে মাধ্যমের পার্থক্যের কারণে সৌন্দর্যের রূপ আলাদা আলাদা হতে পারে যেমন– চিত্রকলা-ভাস্কর্য-পোড়ামাটির ফলকে এক রকম, সংগীত-নৃত্য-কাব্যে অন্য রকম। যেহেতু মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন তাই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে উপভোগ করতে হয় সৌন্দর্যকে। এই সৌন্দর্যের বিষয় নিয়ে বহুবিধ মত ও বিতর্ক রয়েছে। তবে সৌন্দর্যের মাপকাঠি আপেক্ষিক। সহজ করে বলা যায়, যা দেখতে ভালো লাগে ও অনুভব করতে ভালো লাগে তাই সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের নান্দনিক মূল্য না থাকলে তাকে শিল্প বলাটাও কঠিন হয়ে পড়ে। শিল্পী যখন যেকোনো মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করেন তখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য থাকে বিষয়টি যেন যথার্থই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রকৃত শিল্পকর্মের নান্দনিক আবেদন থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার শিল্পীকে সবসময় ভাবতে হয় সৌন্দর্যবোধকে কোথায়, কেন ও কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বা হবে। এই সৌন্দর্যের নামে আধিক্য ও অনাবশ্যকতা সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কেননা শিল্পীর ভাবনা, পরিকল্পনা, রুচিবোধ, নান্দনিক বোধ, নান্দনিক দৃষ্টিকোণ ও পরিমিতিবোধের সাথে সৌন্দর্যের সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পীর সম্পদ হলো সৌন্দর্যবোধ, তাকে সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে; অন্যথায় তা হিতে বিপরীত হতে পারে। শিল্পে সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আধিক্য ও দুর্বোধ্যের চেয়ে সামান্য ও অনাড়ম্বর বা সারল্যই শ্রেয়। আর শিল্পকর্মের নান্দনিক বিশ্লেষণ মূলত নন্দনতাত্ত্বিকের কাজ। নন্দনতাত্ত্বিক রোনাল্ড সিলভারম্যানের মতে, 'Aesthetic analysis is a careful investigation of the qualities which belong to objects and events that evoke an aesthetic response. The aesthetic response is the thoughts and feelings initiated because of the character of these qualities and the particular ways they are organized and experienced perceptually.'[১৬]

অর্থাৎ নান্দনিক বিশ্লেষণ হলো এমন গুণাবলির একটি সতর্ক বিশ্লেষণ যা বস্তু এবং ঘটনাগুলোর সাথে সম্পর্কিত একটি নান্দনিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। নান্দনিক প্রতিক্রিয়া হলো চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির এই গুণগত চরিত্রের কারণে বিশেষ উপায়ে সেগুলো সংগঠিত করা এবং তা উপলব্ধিগতভাবে অনুভব করা। সুতরাং শিল্প কী, নন্দন কী, নন্দনতত্ত্ব কী এবং নান্দনিক বিশ্লেষণই বা কোন মৌলিক সূত্রে গাঁথা তা বিচার করা যায় তার আলোচনা করে। এক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলকসমূহের দৃষ্টিগোচর রূপ প্রত্যক্ষ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার প্রকৃত নান্দনিক স্বরূপ বের করতে হবে। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, নান্দনিক ব্যাখা কালভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। আজ শিল্পকর্মের যে ব্যাখ্যা আছে কাল তা পরিবর্তন হতে পারে।

"নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি Aesthetics শব্দটি এসেছে গ্রিক ধাতু ai6 θ e থেকে, যার অর্থ 'feel apprehend by

১৬. *Reading: Art, Aesthetics, and Beauty | Art Appreciation*, https://courses.lumenlearning.com/atd-herkimer-artappreciation/chapter/oer-1-11/, 9:51 pm, 12-07-2024.

the senses'–ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অনুভব করা– অর্থাৎ যা কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবযোগ্য। এই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন গ্রিক শব্দ-αἰσθητικος (aisthetikos), যার মানে 'things perceptible by the senses, things material' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুজাত, জড়বস্তু অর্থাৎ 'sense perception' বা sensation।"[১৭]

"নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি শব্দ 'ইস্থেটিকস্'। 'ইস্থেটিকস্' বিষয়টি দুরূহ; তার কারণ, এর দক্ষিণ হস্ত শিল্পজনিত ধারণায়, বাম হস্ত দার্শনিক অভিধায়। একপ্রান্তে ইন্দ্রিয়জ অনুভব, অন্যপ্রান্তে মননশীল প্রত্যয়।"[১৮]

"আনন্দের অনুভব, আস্বাদ যেখানে বিশ্লেষিত হয়, তাই 'নন্দনতত্ত্ব'... গ্রীক শব্দ 'Aisthetikos' থেকে এসেছে 'Aesthetic' শব্দটি; যার অর্থ : অনুভব বা বোধ। সৌন্দর্য ও আনন্দ অনুভবই এস্থেটিকের মর্মকথা।"[১৯]

"সমস্ত নান্দনিক ও শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বই নন্দনতত্ত্ব। কী করে তা নান্দনিক হবে ও কী ভাবে বিশ্বকে শৈল্পিক অধীনতায় আনা হবে; নন্দনতত্ত্ব সেই নান্দনিক শিক্ষারই তত্ত্ব। যার সর্বশেষ গন্তব্য মানুষ, মানব সভ্যতা।"[২০]

"নন্দনতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক যদিও দুইয়ের মধ্যে গূঢ় পার্থক্য বিদ্যমান। নন্দন কথাটি এসেছে আনন্দ দান করবার একটি অলিখিত শর্ত বেয়ে আর সৌন্দর্য শব্দটির আবির্ভাব সুন্দরের মাপকাঠিতে।"[২১]

নন্দনতত্ত্বের বিকল্প শব্দ পাওয়া যায় যেমন– শিল্পতত্ত্ব, বীক্ষাশাস্ত্র, কান্তিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব কিংবা সৌন্দর্যতত্ত্ব। তবে তাকে যে নামেই বলি না কেন এর মূলে কিন্তু রয়েছে ঐ 'এয়িসথেটিকোস', যার মানে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানতে বা বুঝতে পারা অথবা সৌন্দর্য অন্বেষণ করা। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটিই দর্শনের আওতায় perception বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতি। দর্শন বা Philosophy-এর যে সংজ্ঞার মধ্যে দুটো গ্রিক শব্দ রয়েছে তার ভাবার্থ 'ফিলোস-ভালোবাসা, সোফিয়া-জ্ঞান' থেকে উদ্ভূত- অর্থাৎ ফিলোসোফিয়া এর অর্থ জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। জ্ঞানের সেই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে নন্দনতত্ত্ব, যা সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।[২২]

অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনো মাধ্যমের শিল্পকে বিচার-বিশ্লেষণ করে যে শাস্ত্র তাই নন্দনতত্ত্ব। অথবা শিল্পের রহস্যময় তাৎপর্য এবং মানুষকে আনন্দ দেবার সামর্থ্য। এই দুটি বিষয়ই তাদের কৌতূহলের বিষয় যারা শিল্প সৃষ্টি করেন এবং যারা শিল্পগ্রহীতার অবস্থানে রয়েছেন। এ সবেরই উত্তর পাওয়া যায় নন্দনতত্ত্বে। নন্দনতত্ত্ব কেবল জীবন ও শিল্পের মধ্যে সুন্দরকে দেখতে ও বুঝতে সাহায্যই করে না; বরং যেভাবে সুন্দরের নিয়ম-কানুন মেনে শিল্প সৃষ্টি করতে হয় তাও শেখায়। আবার নন্দনতত্ত্বের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি, শিল্পকলার বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য প্রভৃতি সমস্যাকে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের আবেগময় অনুভূতি এবং তার ভাষাগত প্রকাশ ব্যতীত চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, সংগীত ও অন্যান্য মানবিক সৃষ্টিকে সুন্দর কিংবা অসুন্দর এবং ভালো কিংবা মন্দ হিসেবে বিচারের প্রয়াসকে নন্দনতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত পোড়ামাটির ফলকসমূহের নান্দনিক বিশ্লেষণ মূলত পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা। যা আনন্দ দান করে তাহাই নন্দন অর্থাৎ সৌন্দর্যই আনন্দ দান করে। এই সৌন্দর্যের দু'টি ধারা

১৭. সোহেল ইমাম খান, 'নন্দনতত্ত্বের কথা', *সৌন্দর্য কথা : শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০২৩), ২৫।

১৮. অরুণ ভট্টাচার্য, *নন্দনতত্ত্বের সূত্র*, শিল্পশাস্ত্র : সৌন্দর্যদর্শন : সংগীতে সুন্দরের ধারণা, (কলকাতা : উত্তরসূরি প্রকাশনী, ১৯৮১), ভূমিকা।

১৯. তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'সম্পাদকের কথা', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ৫।

২০. শামসুদ্দিন চৌধুরী, 'অনুবাদকের সাফাই', ইউরি বোরেভ, শামসুদ্দিন চৌধুরী (অনুবাদক), *নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : বর্ণায়ন প্রকাশন, ২০১২), ৮।

২১. সুচেতা চৌধুরী, 'সংগীত', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ৩৮৮।

২২. সোহেল ইমাম খান, 'নন্দনতত্ত্বের কথা', *সৌন্দর্য কথা : শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০২৩), ২৫।

নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে সৌন্দর্য সম্পর্কীয় পর্যালোচনায় সবসময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন– একটি ভাববাদী ধারণা, অন্যটি বস্তুবাদী ধারণা। 'ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্বে অতি-প্রাকৃতিক সত্তা বলে সৌন্দর্যকে বর্ণনা করা হয়েছে। অতি-প্রাকৃতিক সত্তা সাধারণত মানুষের বুদ্ধি ও সিদ্ধির অতীত, যা মানবসমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের পক্ষেই মাত্র এই নিকষ সুন্দরকে অনুভব করা সম্ভব। আবার বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনটি প্রধান প্রশ্ন। যেমন– (১) বস্তুজগতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি ও বিকাশ; (২) মনোজগতে সৌন্দর্যানুভূতির ব্যাখ্যা; (৩) শিল্পকর্মের মূল্যায়ন।[২৩]

সৌন্দর্যতত্ত্বে ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরোধ সমাজের শোষক ও শোষিত শ্রেণির বাস্তব বিরোধের ভাবগত প্রতিফলন। যেকোনো শিল্পকর্মের নান্দনিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখা যায় সেই প্রাচীনকাল থেকেই নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

মধ্যযুগে প্লেটোপন্থি দার্শনিকরা সৌন্দর্যকে দেখেছেন দিব্য ও আত্মিক রূপে। অন্যদিকে অ্যারিস্টটলপন্থিরা দেখেছেন সৌন্দর্যকে অবয়ব রূপে। আবার রেনেসাঁসের পর লাইবনিৎস, দেকার্তে, ক্রুসাৎস্ প্রমুখ দার্শনিকগণ সৌন্দর্যকে আনন্দময় ছাড়াও সত্যের প্রকাশরূপে দেখেছেন। এই শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট সুন্দরের মধ্যে দেখেছেন গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ ও আকৃতি, যা বস্তুবাদী ধারণার প্রকাশ। আবার অন্যদিকে ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্বে বিশ্বাসী দার্শনিক হেগেলের মতে, 'বিশ্বজগত Absolute-Idea-ও প্রকাশ; যেখানে সত্য, মঙ্গল সুন্দর আছে।' উনিশ শতকের শেষদিকের দার্শনিক জর্জ স্যান্টায়ানার মতে, 'সৌন্দর্য হলো সাকারীভূত আনন্দ।' বিশ শতকের দার্শনিক ক্রোচ সৌন্দর্যতত্ত্বকে দেখেছেন কোনো বহিঃসত্তা নয়, মনই সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।[২৪]

ঠিক এভাবেই বিভিন্ন মত ও পথ দাড় করিয়ে সৌন্দর্যতত্ত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন মতবাদের স্ববিরোধিতা করেছেন, আবার মতপ্রকাশে অমার্জিত শব্দসজ্জা ও সহজ অনাড়ম্বর ভাবের পরিবর্তে অর্থাৎ বিমূর্ত করে বিজ্ঞানের সাজপোশাকে সজ্জিত করেছেন।

অজয় কুমার ঘোষ সৌন্দর্যকে নিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "সাধারণতঃ বহির্গত বা বস্তুগত দিক থেকে যা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তাকেই আমরা 'সুন্দর' বলি (In its objective aspect we call beauty something absolutely perfect.); আর অন্তর্গত বা আত্মগত দিক থেকে যা' আমাদের আনন্দ দেয় তাকেও আমরা 'সুন্দর' বলি (In its subjective aspect, we call beauty that which aupplies us with a particular kind of pleasure)।"[২৫]

নন্দনতত্ত্বের মূল বিষয় হলো আনন্দনুভূতি এবং কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তার উদ্ভব হয়। অরুণ ভট্টাচার্য সেই প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে সাজিয়েছেন। যেমন– '১. শিল্পজগৎ এবং বস্তুজগৎ ২. শিল্পী ৩. শিল্পের আরাধ্য বস্তু অথবা শিল্পবস্তু ৪. শিল্পরসিক ৫. রসিক এবং সহৃদয় ৬. সৌন্দর্য বস্তু ৭. রসসৃষ্টি ৮. আনন্দ।'[২৬]

রবীন্দনাথ ঠাকুর বলেছেন, সুন্দর হচ্ছে রূপের সত্য। সুন্দরের সাধনা মানে অরূপের সাধনা, শুদ্ধ রূপের, রূপের অন্তরালবর্তী সত্যের। কিন্তু নন্দনতত্ত্বে এই শুদ্ধ রূপের অনুসন্ধান ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি মধ্য দিয়ে হয়। ইন্দ্রিয়জকে অতিক্রম করে, কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে নয়।[২৭]

আবার তিনি অন্যভাবে বলেছেন, 'সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নয়, ইহা আনন্দের বিকাশ–ইহা

২৩. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০২), ২৬।

২৪. তরুণ মুখোপ্যাধ্যায়, 'বেনেদেত্তো ক্রোচে', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ১২০।

২৫. অজয়কুমার ঘোষ, 'লিও টলস্টয়', *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), ১৪৯।

২৬. অরুণ ভট্টাচার্য, 'শিল্পের পর্যায়ক্রম, সৌন্দর্যবোধ, এবং আনন্দ উপলব্ধি, *নন্দনতত্ত্বের সূত্র* (কলকাতা : উত্তরসূরি প্রকাশনী, ১৯৮১), ১৪৮, ১৪৯।

২৭. সৈয়দ মনজরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : সন্দেশ, ২০০৬), ৩৩।

প্রেমের ভাষা।'[২৮]

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন, "সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভবের প্রথম পর্যায়ে শিল্প-সৌন্দর্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেও বিবেচনা করা হতো। সর্বেশ্বরবাদের প্রবক্তারা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ করতেন, নিসর্গ প্রেমিকরা নিসর্গের রূপ ও শোভায় মোহিত হয়ে প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকৃতিতে লুক্কায়িত এমন বিশ্বাস পোষণ করতেন। আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সূত্রগুলো (যথা, সুষমা, সামঞ্জস্য, সমুন্নতি ইত্যাদি) মানুষের তৈরি শিল্পে প্রতিফলিত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় রোমান্টিক সাহিত্য ও চিত্রকলায়।"[২৯]

এই তত্ত্বের ধারণায় বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য এবং শিল্পকলার সৌন্দর্যে যখন মানুষের হৃদয় রঞ্জিত হয়, তখন তা নন্দনতত্ত্বের আওতাধীন। প্রকৃতিজাত মানুষ নিজ অসহায়ত্ব ক্রমান্বয়ে জয় করে, ঐ প্রকৃতি থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে, তার রূপের অপরূপ লীলা বৈচিত্র্যে আলোড়িত হৃদয়ে চেতনায় ও অনুভূতিতে ক্রমান্বয়ে সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে। সুন্দরের সেই বোধ থেকেই মানুষ অনবরত সৌন্দর্যবস্তু বা শিল্পবস্তু সৃষ্টি করে চলেছে। তাই ভাবনাচিন্তায় ও সংবেদনে এই অপরূপ রূপের ক্রমবিকাশই নন্দনতত্ত্বের বিষয়াদি।

তাই দেখা যাচ্ছে, এই সৌন্দর্যের রূপ নিয়ে নানান মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। আর এইসব মতবাদের একটিই উদ্দেশ্য, তাহলো আনন্দ অনুভূতি। এই আনন্দ অনুভূতির ক্ষেত্রে শিল্পকর্মের যে নান্দনিক বিশ্লেষণ তা অবলম্বন করে শিল্পবোদ্ধা ও শিল্পরসিকজনের যুক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাভাবনার উপর। তাই যেকোনো শিল্পকর্মের নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে তাত্ত্বিক ও শিল্পবোদ্ধাদের দ্বারে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। কেননা, বাংলাদেশের পটভূমিতে চারুশিল্প ও কারুশিল্প পরস্পর স্থান বিনিময় করে চলে। শিল্প ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিচার বা বিশ্লেষণ করলে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– একটি উঁচু মাপের শিল্পকর্ম পেইন্টিং বা ভাস্কর্য সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের বৈঠকখানায় সাজসজ্জার উপকরণ বা ডেকোরেশন পিস বা কারুশিল্প হিসেবে সম্মান পায়, যার এরকম শতশত প্রমাণ মেলে। তাই একারণেই শিল্পকর্মের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে শিল্পকর্মের তুলনামূলক সঠিক বিচার করা হয়।

শিল্প কল্পনাশ্রয়ী, যার পরিণতি আনন্দে। শিল্পী শিল্প-সৃজনের মাধ্যমে আনন্দরস উপস্থাপন করেন আর শিল্পগ্রহীতা শিল্পের রসানন্দে প্লাবিত হন। শিল্পীর সৃজনকর্মে তাঁর কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান থাকা চাই। শিল্পীর এই কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের গভীরতার উপর শিল্পের নান্দনিক বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন– সিগমন্ড ফ্রয়েডের মতে, শিল্প কল্পনায় সৃষ্টি। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে বলা যায়, মানুষের যে চাহিদা ও সহজাত প্রবৃত্তি তা সমাজ সহজে পূরণ করতে পারে না। কিন্তু মানুষের এই চাহিদা ও সহজাত প্রবৃত্তিগুলো সহজে মরেও যায় না, তা প্রকাশ পায় কল্পনায়। এক্ষেত্রে মানুষ তা উপভোগ করে কল্পনার জগতে রাত্রিকালীন ঘুমের স্বপ্নের মধ্যে বা জেগে থেকে দিবা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। শিল্পীগণ একই প্রক্রিয়ায় কল্পনাশ্রয়ী হয়ে স্বপ্নলোকে বিচরণের মাধ্যমে কল্পনাপ্রসূত বিষয় সৃষ্টি করে। এবং তাঁদের এই স্বপ্ন বা কল্পনাপ্রসূত বিষয়কে তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে স্থানান্তরের মাধ্যমে উপভোগ করাতে পারেন। এই উপভোগ করানোর জন্য যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাই শিল্পের নান্দনিক গুণ।[৩০]

এই কল্পনা প্রক্রিয়ায় শিল্পীর মন শিশুসুলভ হয়ে থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ।...বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না– সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্রশক্তি– অনুসারে সমুদ্রতীরে

২৮. 'ধর্ম, এর চালিত রূপ', *রবীন্দ্ররচনাবলী*, *সপ্তম খণ্ড*, *প্রথম সংস্করণ* (ঢাকা : জয় বুক ইন্টান্যাশনাল, ১৪০৬), ৭১।

২৯. সৈয়দ মনজরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : সন্দেশ, ২০০৬), ১৪।

৩০. মলয় বালা, *আমার শিল্পচিন্তা*, এম এফ এ পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত অভিসন্দর্ভ, সেশন ২০০০-২০০১, (ঢাকা : প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬), ৬২।

বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎ লীলার অনুকরণ করে। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের কার্যের সহিত বালকের লীলার সর্বদা তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যে একটা ইচ্ছাময় আনন্দের সাদৃশ্য থাকে।"[৩১]

শিল্পের নান্দনিকতা অবলম্বন করে এই কল্পনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গুণের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, প্রত্যক্ষ সত্যের চেয়েও স্বপ্নের শক্তি বেশি। কেননা প্রবল যুক্তি দ্বারা হয়তো প্রবল সত্যকেও অস্বীকার করা সহজ কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করা যায় না। স্বপ্ন বলতে তিনি মানুষের সজাগ কল্পনা ও নিদ্রাগত স্বপ্ন, উভয়ই বুঝিয়েছেন। সজাগ অবস্থায় মানুষ সত্যকেও সন্দেহ করতে ছাড়ে না কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় চরম অসম্ভবকেও অসংকোচে গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্যতা নামক গুণটি, যা সত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী, তা সত্যের চেয়ে স্বপ্নের কাছে বেশি পরিমাণে আছে। প্রত্যক্ষ জগৎ যেমন একজন মানুষের কাছে সত্য, স্বপ্নময় বালকের কাছে তদপেক্ষা ছড়ার জগৎ অধিক পরিমাণে সত্য। সেজন্য মানুষ যেখানে অসম্ভব বলে সত্যকেও কখনো কখনো ত্যাগ করে, একজন বালক সেখানে অসম্ভবকেও সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে।[৩২]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও বালকচরিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, প্রকৃতিতে আমরা যা দেখি, সেই দেখার সাথে আমাদের ইন্দ্রিয় তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু শিল্পকলা বা পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্র যা দেখায় তা প্রত্যক্ষ নয়। এই প্রত্যক্ষতার অভাব দূর করতে হলে অনেক অত্যুক্তির প্রয়োজন হয়। আর তা সম্ভব না হলে সত্য প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথ শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বালক চরিত্রে দেবতার সাদৃশ্য দেখতে পান। বিধায় তিনি তাঁর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, একজন বালক যত সহজে কেবল ইচ্ছাশক্তির জোরে নতুন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হতে পারে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ তা কখনোই পারে না। বাল্যবস্থায় পুতুল খেলার ছলে তারা রশি দিয়ে বাধা বস্ত্রখণ্ডকে সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করতে পারে অনায়াসে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে যা কখনোই সম্ভব নয়। বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ কল্পনার চেয়ে বাস্তবতায় বেশি বিশ্বাস করতে শেখে, কল্পনার জগত থেকে সে দূরবর্তী হয়ে যায়। ফলে মূর্তিকে মানুষ বলে কল্পনা করতে হলে মূর্তির মত করেই তাকে গড়তে হয়; এই গড়ার কাজে যতটুকু ত্রুটি হয়, মূর্তিকে মানুষরূপে কল্পনা করার ক্ষেত্রেও যেন ততখানিই ব্যাঘাত ঘটে। অর্থাৎ আমরা চোখে যা দেখি তাকে আর ভিন্ন কোনরূপে কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু শিশু চোখে যা দেখে, তাকে উপলক্ষ্য মাত্র করে, সে নিজের মনের মতো করে নতুনকে সৃষ্টি করে নিতে পারে। অনুকরণের ত্রুটি নয়, তার চোখের সামনে তার সৃষ্টিই কেবল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।[৩৩]

অতএব ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিচারে শিল্পীর কল্পনা প্রবণতা ও ভাবের সাথে দর্শকের মনের ভাব এক হলে এবং শিল্পের সত্যরূপ প্রকাশিত হলে নান্দনিক বিচার সার্থক হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য– 'মানুষের মন ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং অধ্যাত্ম-সত্তা নিয়ে তার সমগ্রতা। এই সমগ্র মানব সত্তার প্রতিফলন যে শিল্পে ঘটে তা-ই সার্থক শিল্প।'[৩৪]

অর্থাৎ শিল্পী তাঁর নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি যথার্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে বা শিল্পীজনিত সহানুভূতির দ্বারা অপরের আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখকে আত্মস্থ করে তার যথাযথ প্রকাশের দ্বারা সমগ্র মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তবেই সার্থক শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হবে। এইজন্য অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় পোড়ামাটির ফলকের উপর খোদাই করা উৎকীর্ণ চিত্রে সেই রকম গুণ থাকতে হবে যার দ্বারা দর্শক বা রসিকসুজন শিল্পীর চিন্তা-

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'লোকসাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা : জয় বুক ইন্টারন্যাশনাল, ১৪০৬), ৭৫২।

৩২. প্রাগুক্ত।, ৭৫২।

৩৩. প্রাগুক্ত।, ৭৫৬, ৭৫৭।

৩৪. সুধীর কুমার নন্দী, 'রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব', *নন্দনতত্ত্ব*, চতুর্থ সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩),২৪৬।

ভাবনা ও শিল্পরূপটি সহজে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে শিল্পীর সেই দেবত্ব গুণ থাকা চাই, যার মাধ্যমে সে নিজেকে সত্যের পথে আবিষ্কার করতে পারে।

'অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপটা ধরা পড়ে তা তাঁর শিল্পকর্মে প্রকাশিত হয়। তাই শিল্পী যে রূপটিকে তাঁর শিল্পকর্মে প্রকাশ করেন সেটা হলো সত্যরূপ। এই রূপের রমণীয়তা নির্ভর করে তাঁর প্রকাশের ওপর। সুতরাং প্রকাশটাই এখানে মুখ্য।'[৩৫]

এই প্রকাশ সত্যের প্রকাশ। যত বেশি সত্য, তত বেশি নান্দনিকতা। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম।'[৩৬]

প্রকৃতিজগতের বাহুল্য সৌন্দর্য ও বাহুল্য প্রেম-আনন্দ, বাহুল্য কর্মযজ্ঞ ইত্যাদি নিয়েই জগৎ সংসারের তরঙ্গলীলা। জগৎ সংসারের এই তরঙ্গলীলার প্রকাশই সত্যের প্রকাশ, যা প্রকাশিত হয়েছে ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ প্রতিটি চিত্রে।

শিল্পতাত্ত্বিক নির্মাল্য নাগের মতে, 'সফল শিল্পকর্ম তাকেই বলে যেখানে পরিমিতিবোধ আছে। নান্দনিক আবেদন সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো পরিমিতিবোধ। যে শিল্পীর যত বেশি উন্নত পরিমিতিবোধ, তিনি ততই বড় মাপের শিল্পী। পরিমিতিবোধের মাধ্যমে প্রকাশ পায় শিল্পীর পরিণত বিচারবুদ্ধি, সংযম, মাত্রাজ্ঞান, উন্নত রসবোধ ও নান্দনিকবোধ।'[৩৭]

অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রে তো বটেই, অন্যান্য পারফর্মিং শিল্পের বেলায়ও এই উক্তিটি প্রাসঙ্গিক ও আবশ্যিক এক শর্ত। যেমন– গাইতে হবে বলে গেয়েই চলেছি, লিখতে হবে বলে লিখেই চলেছি বা পোড়ামাটির ফলকের গায়ে চিত্র রচনা করতে গিয়ে সমস্ত ফলকের কোথাও ফাঁকা স্পেস না রেখে সম্পূর্ণ ফলক বিষয় দিয়ে ভরে দিয়েছি। এতে করে শিল্পরসিকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ও রসভঙ্গ হয় এবং রসিকমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই যেকোনো শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই বাহুল্য, বাড়াবাড়ি, অতিকথন, অকারণে বিষয়টি দীর্ঘায়িত করা, অতিমাত্রায় বিবরণধর্মী করা এবং অতিরিক্ত ডিটেল দেখানো এই সমস্তই উত্তম শিল্পের পরিপন্থী। কেননা পরিমিতিবোধের সাথে জড়িয়ে আছে শিল্পীর বিশেষ বিচারবুদ্ধি, উন্নত নান্দনিকবোধ ও রসবোধ। তাই প্রতিটি পোড়ামাটির ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রে পরিমিতিবোধ আছে কিনা, নাকি বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত হয়েছে তা নান্দনিক মূল্য বিচারে গুরুত্বপূর্ণ।

'শিল্পের ষড়ঙ্গ' চিত্রকলার ব্যাকরণ হিসেবে বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' যশোধর পণ্ডিত বলেছিলেন, "রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজম্। সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম।॥"[৩৮] এই ছয়টি লক্ষণই হলো শিল্পের ষড়ঙ্গ, যা কেবল প্রখর যুক্তি ও গভীর দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার নান্দনিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

রূপভেদা– Knowledge of appearance, রূপভেদ হচ্ছে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বস্তু রয়েছে যার প্রতিটির আলাদা আলাদা গড়ন আছে। একই শ্রেণি বা গোত্রের মধ্য থেকেও আলাদা। প্রমাণানি– measure and structure of forms, correct perception, প্রমাণানি হচ্ছে বস্তুররূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। অর্থাৎ বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার-আকৃতি, নৈকট্য, দূরত্ব, ইত্যাদি। ভাব– The action of feelings on forms, ভাব হচ্ছে বিষয় বা বস্তুর

৩৫. প্রাগুক্ত।, ২৪৫।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা : জয় বুক ইন্টারন্যাশনাল, ১৪০৬), ৪৫০।

৩৭. নির্মাল্য নাগ, 'পরিমিতিবোধ' *শিল্প চেতনা*, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা : দীপায়ন, ২০০০), ১০১।

৩৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর বাহির' *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ৮৯।

ভাবভঙ্গি। বিষয়ের স্বভাব, মনোভাব, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। লাবণ্যযোজম– Infusion of grace, artistic representation, লাবণ্যযোজম্ হচ্ছে ভাবের প্রকাশের মধ্যে পরিমিতিবোধ। এই লাবণ্যই শিল্পবস্তুর সংযত ও শুচিতাকে প্রকাশ করে। সাদৃশ্যম– Similitudes, একের ভাব যখন অন্যে উদ্রেক করছে তাহাই সাদৃশ্য। যা কোনো এক রূপের বর্ণনা অন্য এক রূপ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। বর্ণিকাভঙ্গ– Artistic manner of using the brush and colors, বর্ণিকাভঙ্গ হচ্ছে বর্ণ বা রং সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান। বর্ণের গভীরতা, ভেদ, বর্ণবিভাগ, বর্ণমাত্রা, বর্ণের সংমিশ্রণ, বর্ণের বিন্যাস ইত্যাদি।[৩৯]

অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত ছয়টি শিল্প লক্ষণের প্রথম দুটি রূপভেদ ও প্রমাণ হলো চিত্রের বহিরঙ্গ উপাদান। এবং অন্য চারটি হলো শিল্পের অন্তরঙ্গ উপাদান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, একটি চিত্রে পুরোমাত্রায় এই ছয়টি শিল্প লক্ষণ পাওয়া যাবে না নিশ্চয় কিন্তু দু-চারটি চিত্র দেখলেই বুঝা যাবে, কেউ রূপপ্রধান, কেউ প্রমাণসর্বস্ব, কেউ ভাবলাবণ্য-যুক্ত, কেউ বর্ণ ও বর্ণিকাভঙ্গে মনোহর, কেহ বা ষড়ঙ্গের দুটি লক্ষণ নিয়ে চিত্র রচনা করছে, আবার কেহ বা পাঁচটি লক্ষণ নিয়ে চিত্র রচনা করছে।[৪০]

চিত্রবিদ্যা অনুশীলনে 'শিল্পের ষড়ঙ্গ'-এর নান্দনিক গুরুত্ব অপরিসীম, যা পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য চিত্রের নান্দনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য উপাদান।

নান্দনিকতা আসলে একটা বিমূর্ত উপলব্ধিকে সুনির্দিষ্ট শিল্পকৌশলের সাহায্যে প্রকাশের দাবি রাখে। সময়ের ধারাবাহিকতার সাথে সাথে সৃষ্টিশীল চিন্তা ও তার প্রকাশ এবং কৌশল দ্বারা নান্দনিকতা পুনঃ সংজ্ঞায়িত হয়। তারই ফলে ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে পূর্বোক্ত নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় উক্ত বিষয়গুলো বিক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তবে আলোচনার ব্যাপকতায় সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও 'ভাববাদ' (idealism), 'প্রকাশবাদ' (expressionism), 'প্রতীকবাদ' (symbolism) সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা লাভ করা অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

'হুবহু বাস্তবতাকে বর্জন করে শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা-প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই 'ভাববাদ'-এর প্রধান লক্ষণ; যা সত্যকে সৌন্দর্যের সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়।'[৪১]

প্রাথমিকভাবে 'ভাববাদ'-এর কর্মকাণ্ড শুরু হয় শিল্পীদের মুক্ত চিন্তা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে। কল্পনা প্রভাবিত ফলকের শিল্পী তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও আবেগকে প্রকাশ করতে চান– আকার-আকৃতি, রেখা, টেকচার ইত্যাদির মাধ্যমে; আর তাতে তাঁর শিক্ষালব্ধ নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নিজের অজান্তেই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। যা সর্বসাধারণ বা শিল্পরসিককে উদ্বুদ্ধ করে নিজস্ব চেতনায় ভাবতে, চিন্তা করতে ও অনুভব করতে। যার ফলে শিল্পরসিক চেনা বা অচেনা বিষয়টি দেখে হয়তো নতুন দৃষ্টিতে বা ভাবনায়, তাড়িত হয়, এর মাধ্যমে নিজেকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলতে।

---

৩৯. সোহেল ইমাম খান, 'শিল্পকলার কথা', *সৌন্দর্য কথা: শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০২৩), ৬৮, ৬৯।

৪০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর বাহির' *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ৮৯।

৪১. মাহবুব কামরান, *বিমূর্তকলা* (নারায়নগঞ্জ : ছাপ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৫।

"অপরপক্ষে 'প্রকাশবাদ'-এর দর্শন হলো আবেগ-অনুভব প্রসূত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ।"[৪২]

অর্থাৎ শিল্পী তার শিল্পী সৃষ্টির মাধ্যমে যে মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহ প্রকাশ করেন, যার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখে শিল্পরসিকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তবে অন্যভাবে বলা যায়, 'যা দৃষ্টিগোচর বা শ্রুত, তা অনুকরণ করার পরিবর্তে শিল্পীমানসে যে সকল ভাব, কল্পনা বা ইচ্ছার জন্ম হয়, তা যেকোনো মাধ্যমের শিল্পকর্মে তার প্রকাশই হলো প্রকাশবাদের সার কথা। তবে প্রকাশবাদের ভূমিকা শিল্পের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন রকম। যেমন– মাধ্যম অনুযায়ী এই প্রকাশ হতে পারে ভাব, অনুভব ও ইচ্ছার; আবার কোনো বিষয়, বস্তু, গুণ বা ক্রিয়ার প্রকাশও হতে পারে। সুতরাং শিল্পের গ্রহণযোগ্য বস্তু যাই হোক না কেন, তা তখনই শিল্প হয়ে ওঠে যখন শিল্পীর চিন্তা-ভাবনা বা ইচ্ছায় তার রূপান্তর ঘটে।'[৪৩]

ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রেও বস্তুগত বাস্তবতা নয়, বরং শিল্পীমনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের উপস্থাপন ও বিষয়বস্তুর অনন্য রূপকল্প তৈরির মাধ্যমে। ভাববাদ ও প্রকাশবাদের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাপী 'প্রতীকবাদ' চর্চিত হতে থাকে; যার মূল কথা– 'মনের রহস্যময় ধারণা, আবেগ বা কল্পনাকে প্রতীকী রূপের সাহায্যে পরোক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলা। এক্ষেত্রে শিল্পকর্মের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, তা কখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। এই অপ্রকাশকে ঘিরেই মূলত শিল্পকর্মের অর্থ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যের সৃষ্টি-লয় নিহিত থাকে।'[৪৪]

তবে, যেকোনো বিষয়কে প্রতীক রূপে উপস্থাপন করতে হলে রূপকের সাহায্য নিতে হয় এবং রূপক যে বস্তুর প্রতীক তার সঙ্গে রূপকের ন্যূনতম একটি যোগাযোগ থাকা আবশ্যক।[৪৫]

ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের ক্ষেত্রেও এই ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা বিভিন্ন ফলকের উৎকীর্ণ চিত্রে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতীক (symbol) বা অর্থবহ লিপি ব্যবহৃত হয় মূলত চমক সৃষ্টির জন্য। তাই পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রেও এই প্রতীক ব্যবহার করার সময় মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সব সময় খেয়াল রাখা হয়। শিল্পী এর উপস্থাপন এমনভাবে করেন, যা পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রটিকে অর্থবহ করে তোলে ও রসিকজনের মনোজগতে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এবং ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রটি তাদের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে ও নিজেদের জানার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

"মানুষের কাজের দুটি ক্ষেত্র আছে– একটা প্রয়োজনের, আর একটা লীলার। প্রয়োজনের সমস্ত তাগিদ বাইরের থেকে; আর লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফরমাশে এই প্রয়োজনের আসর সরগম হয়ে ওঠে, ভিতরের ফরমাশে লীলার আসর জমে উঠে।"[৪৬] অর্থাৎ যে প্রয়োজন শিল্পীর অন্তরের প্রয়োজন নয়, যার উৎস কোনো ব্যবহারিক জীবনবোধ থেকে, তাহলো বাইরের প্রয়োজন। এখানে শিল্পের প্রকৃতি নির্ণীত হচ্ছে শিল্পের অন্তরলোকের প্রয়োজনে নয়, বাইরের জগতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে যা শিল্পের প্রকৃতি বিরোধী। আর যে প্রয়োজন শিল্পের অন্তরলোকের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনেই যথার্থ শিল্পের উৎপত্তি ঘটে, যা শিল্পীর জাগ্রত শিল্পের রূপভাবটুকু

৪২. প্রাগুক্ত।, ১৮।

৪৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *রূপ, রস ও সুন্দর : নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা*, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ (কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০০৭), ১৩৩, ১৩১।

৪৪. প্রাগুক্ত।, ১১৯।

৪৫. প্রাগুক্ত।, ৬৬।

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিম যাত্রির-ডায়ারি', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা : জয় বুক ইন্টারন্যাশনাল, ১৪০৬), ৪৪২।

অনুভূত হয় তখন তাঁর অন্তরে সৃষ্টির জ্বালা আগুন ধরায়। এই সৃষ্টির রসলীলা বোঝার জন্য নান্দনিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, যার দ্বারা শিল্পের গুণাগুণ বিশ্লেষিত হলে শিল্পরসিক ও শিল্পবোদ্ধা রসোপলব্ধি করতে পারে। শিল্পের সৃজনশীলতায় রসগ্রহীতার হৃদয়ে এক আলোক ঝলক দিয়ে আনন্দ-বেদনার নিগূঢ় মর্মকথা বয়ে যায়। অথচ আনাড়ি দর্শক হয়ত পাশে দাঁড়িয়ে যথার্থ শিল্পকর্ম দেখে কিছুই বুঝল না বা তার মনোজগতে কোনো নান্দনিক রস জাগ্রত হলো না। বাংলাদেশের দেশবরেণ্য শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়াসহ আরও অনেক নামীদামী শিল্পী আছেন যারা বিমূর্ত শিল্পকলার চর্চা করেন তাঁদের শিল্পকর্ম সাধারণ দর্শক বুঝে না। কিন্তু শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, এস এম সুলতান ও কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম সবাই বুঝে। এ যেন সূর্যের আলো আর বিজলি বাতির আলো, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ভালো লাগে না এমন পাঠকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আবার শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' সবার কাছে জনপ্রিয়। জয়নুল, সুলতান ও কামরুলের শিল্পকর্ম সর্বজন জ্ঞাত বলেই কি নান্দনিক? অন্যদিকে কিবরিয়াসহ আরও অনেক নামীদামী শিল্পীর বিমূর্ত শিল্পকর্ম সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিতে পারে না বিধায় কি নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য বিচারে তার নান্দনিক গুণ কম। প্রকৃতপক্ষে জয়নুল, সুলতান ও কামরুলের শিল্পকর্ম সাধারণ দর্শক যে দৃষ্টিতে বিচার করে নান্দনিক বিশ্লেষণে সেই দৃষ্টিকোণের সাথে সাদৃশ্য না-ও থাকতে পারে।

### ৪.২ নান্দনিকতার বৈশিষ্ট্য

শিল্পকর্মকে কীভাবে আমরা দেখি? পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের বিষয়ই ধরা যাক। কোনো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রকে দেখার বা উপভোগের সময় আমাদের সম্মুখে আসে কয়েকটি ভাবনা। যেমন– কোন বিষয়ে কী আঁকা বা উৎকীর্ণ করা হয়েছে ও তা কতটুকু বাস্তবসম্মত হয়েছে এবং এতে নান্দনিক উপাদান ও নীতিসমূহের প্রতিফলন কতটুকু ঘটেছে বা অলংকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ কতটুকু আমার আবেগকে ছুঁয়ে গেল ইত্যাদির আলোকে চারটি সাধারণ সূত্রের মাধ্যমে শিল্পকর্মের উৎকর্ষতা বিবেচনা করা হয়। যেমন–

Art is good when it imitates reality (imitationalism) অর্থাৎ শিল্পকর্মটি বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা? যেমন– একটি ভালো শিল্পকর্মের জমিন, তার রঙ, তার বিষয়ের আকার, গঠন, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিতের যথোপযুক্ত ব্যবহার ও তার প্রেক্ষিত এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যথোপযুক্ততা ইত্যাদি সবই বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা লক্ষ্য রাখা হয়। বাস্তবে কাছের বস্তু বড় আর দূরের বস্তু ছোট দেখায়, যদি জিরাফ, কুকুর, গাছ, গরু একই উচ্চতায় বা মাপে আঁকা বা উৎকীর্ণ করা হয় তবে তা বাস্তবতাবিবর্জিত। তা সাধারণ বিবেচনায় ভালো শিল্পকর্ম নিশ্চয়ই নয়। তবে স্যুরিয়ালিজম বা দাদাইজমের ভাবনায় যদি তাকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করা যায় সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। (২) Art is good when it masters the artistic elements and principles (formalism) অর্থাৎ শিল্পকর্মটিতে শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতিগুলোকে যথাযথভাবে অনুসরিত হয়েছে কী না? প্রত্যেক শিল্পকর্মের ভিন্ন ভিন্ন সাধারণ (common) তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশিষ্ট ধরনের রূপ (significant form) আছে, যা তাকে মহৎ শিল্পকর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। যেমন– শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতিসমূহের সংঘবদ্ধ সংমিশ্রণ ও গাঁথুনির মাধ্যমে শিল্পকর্ম নান্দনিক হয়ে ওঠে। শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতিসমূহের যথার্থ প্রতিফলনই শিল্পকর্মের উৎকর্ষতার পরিচায়ক। (৩) Art is good when it communicates a massage (instrumentalism) মহৎ শিল্পকর্ম মেসেজ বা বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করে। অর্থাৎ শিল্পকর্মটিতে কী কী অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে বা কী বলার চেষ্টা করা হয়েছে; এতে সামাজিক, ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক ও নৈতিক অথবা এমন কোনো বক্তব্য আছে কিনা যা চিন্তার খোরাক যোগায়। (৪) Art is good when it evokes an emotional response (emotionalism) মহৎ শিল্পকর্ম আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানায়। যেমন– শিল্পকর্মে উপস্থাপিত বিষয় যা দর্শক বা গ্রাহকের আবেগ-অনুভূতিকে আকৃষ্ট করছে কিনা? অর্থাৎ শিল্পকর্মটি যথোচিতরূপে মানুষের আবেগ সঞ্চারে সক্ষম হলো কিনা তার ওপরেই নির্ভর করছে সে শিল্পকর্ম ভালো কি মন্দ।[৪৭]

সর্বোপরি যেকোনো শিল্পকর্ম প্রকাশে কখনো আকার আকৃতি, কখনো ভাব সঞ্চার প্রসঙ্গ, কখনো বাস্তবিক চিত্র উপস্থাপনের কৌশল, আবার কখনো বার্তা বহনের বিষয় ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কখনো

৪৭. সোহেল ইমাম খান, 'শিল্পকলার কথা', *সৌন্দর্য কথা : শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০২৩), ৯৯।

কখনো একত্রে চারটি অথবা কখনো তিনটি, কখনো দুটি বা একটি ভাবনার সমন্বয়ে শিল্পকর্মটি সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়।

আবার অন্যভাবে বলা যায়, শিল্পকর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফলে উদ্ভূত অনুভূতি বা ভাবনাগুলো প্রাথমিকভাবে মূলত কাজের মধ্যে দেখা যায়, তারই উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় নান্দনিক বৈশিষ্ট্য। শিল্পের প্রাথমিক নান্দনিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য, আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য, প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ– শিল্পকর্মে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর রঙ, আকার, আকৃতি ইত্যাদি হলো সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য। আবার শিল্পকর্মে উপস্থাপিত বিষয়ের বিভিন্ন বস্তুর রঙ, আকার, আকৃতি, মান, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি কিভাবে সাজানো হয়েছে তাহলো আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য। এবং শিল্পকর্মটি কোন মাধ্যম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তাহলো প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য। যেমন– পেইন্টিং, অ্যানিমেশন, ভাস্কর্য, কারুশিল্প ও পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি। এই তিন বৈশিষ্ট্যের বাইরে আরও অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তাহলো– শিল্পকর্মে উপস্থাপিত বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় ও স্থান বা নির্দিষ্ট সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা অবহিত করা হয়। এই কারণে আমরা পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রকে কেবল উপরিউক্ত তিন বৈশিষ্ট্যের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে পারি।[৪৮]

শিল্পসৃষ্টিতে ঐতিহাসিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি শিল্পকর্মের সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়কে বোঝার মাধ্যমে এর অর্থের স্তরগুলোকে উন্মোচন করা এবং সময় ও সংস্কৃতির সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা এর কাজ। অথবা শিল্পকর্মের ধরন ও এটি কীভাবে সেই সময়ের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক প্রবণতাগুলোকে প্রতিফলিত করে তার বিবেচনা এবং শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু ও মোটিফগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো সেই সময়ের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তার বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি। তাই এই তিনটি বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করলেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন–

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : শিল্পকর্ম ইতিহাসের দর্পণ হিসেবে কাজ করে, কেননা, মানব অভিজ্ঞতাগুলোকে রূপদানকারী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তিগুলোকে ধারণ করাই ইতিহাসের কাজ। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলোকে বোঝার মাধ্যমে আমরা কেবল শিল্পকর্মকেই নয়; বরং যে বিষয় থেকে এটি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সে বিষয় সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা। শিল্পকর্মকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে এর সৃষ্টির পেছনের প্রেরণা ও এটি যে বার্তা বহন করে তা উন্মোচন করা। যেমন– একটি শিল্পকর্মকে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিশ্লেষণ করলে শিল্প ইতিহাসবিদ এবং উৎসাহীরা শিল্পীর উদ্দেশ্য, শিল্পকর্মের অর্থ ও বৃহত্তর শিল্প ঐতিহাসিক আখ্যানের মধ্যে এর তাৎপর্য সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা লাভ করতে পারেন।[৪৯]

আবার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে সময়কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক পটভূমি ও সামাজিক পরিবেশ বা বিষয়াদি। শিল্পকর্ম বিশ্লেষণে একটি অপরিহার্য উপাদান। কারণ এটি শিল্পকর্মের বিষয়, মোটিফ ও প্রতীকবাদ বোঝার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে।[৫০]

---

৪৮. "Reading: Art, Aesthetics, and Beauty | Art Appreciation", https://courses.lumenlearning.com/atd-herkimer-artappreciation/chapter/oer-1-11/, 9:51 pm, 12-07-2024.

৪৯. "The Role of Varied Context in Understanding Art", Posted January 4, 2025 in Tutorials, by Lee Down, https://artsartistsartwork.com/the-role-of-varied-context-in-understanding-art/ , 18-06-2025, 7:37 pm.

৫০. "Understanding Historical Context in Art", Sarah Lee AI generated 7 min read. May 27, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-historical-context-studio-art 14-06-205, 9:05 pm.

সামাজিক প্রেক্ষাপট : শিল্পকর্ম বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয় না, বরং এটি তার সময়ের সামাজিক বিষয়, কাঠামো ও পরিচয়কে প্রতিফলিত করে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণি, লিঙ্গ ও প্রতিনিধিত্বের মতো বিষয়গুলো কীভাবে শৈল্পিকভাবে রূপ দেওয়া যায় তা উপস্থাপন করে।[৫১]

আবার শিল্পকর্মের সামাজিক  প্রেক্ষাপট বলতে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বা পরিবেশগত কারণগুলোকে বুঝায়, যা এর সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পীর অভিজ্ঞতা, তার সময়ের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ এবং তার জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনা। শিল্পকর্মের বিশ্লেষণে এটি গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এটি শিল্পকর্মের বিষয়, মোটিফ, শৈলী ও টেকনিকগুলোকে বোঝার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে।[৫২]

সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট : সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বলতে সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকে বোঝায়, যা একটি শিল্পকর্ম তৈরি এবং ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করে। শিল্পকর্ম যে সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সমাজের সংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এটাই সত্য। সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বলতে শিল্পীরা কীভাবে শিল্পকর্মের বিষয়, প্রতীক ও টেকনিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সময়ের বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে প্রতিফলিত করে তা বোঝায়।[৫৩]

আবার সংস্কৃতিক সমালোচনা হলো একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, যা একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুশীলন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা। এটি সংস্কৃতিকে রূপদানকারী অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কাঠামো ও মতাদর্শগুলোকে উন্মোচন করার চেষ্টা করে এবং একই সাথে শিল্পকর্মের বিষয়গুলো কীভাবে সামাজিক রীতিনীতি, পরিচয় ও অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে তা প্রকাশ করে। শিল্পকর্ম বোঝার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শিল্পকর্মটি তৈরি হয়েছিল তার প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করাই এর প্রধান কাজ।[৫৪]

### ৪.৩ শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতি

যেকোনো শিল্পের নান্দনিকতা নিয়ে আলোচনা করার সময় কিছু সাধারণ নিয়ম-নীতি, যা প্রায়শই বিবেচনা করা হয় অথবা নান্দনিক উপাদান ও নীতি হলো– চিত্রকলা, পোড়ামাটির ফলক, ডিজাইন বা নকশা এবং অনুরূপ বিষয়গুলোর সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি বা গুণগুলো অনুসরণ করে নান্দনিক রূপকল্প বিশ্লেষণ করা। যেমন– শিল্পের বিভিন্ন শাখার নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুণবাচক উৎস রয়েছে, যার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর নান্দনিক রূপকল্প ও তার নির্দিষ্ট গুণগুলো উদ্ভাসিত হয়। শিল্পের নান্দনিক উপাদানগুলো হলো শিল্পকর্মের বিল্ডিং ব্লক। এই উপাদানগুলো একত্র হয়ে নান্দনিক নীতির যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামগ্রিক রচনাটি তৈরি করে। মনে করুন নীতিগুলো হলো পোশাক–

---

৫১. “The Role of Varied Context in Understanding Art”, Posted January 4, 2025 in Tutorials, by Lee Down, https://artsartistsartwork.com/the-role-of-varied-context-in-understanding-art/ , 18-06-2025, 7:37 pm.

৫২. “Understanding Historical Context in Art”, Sarah Lee AI generated 7 min read. May 27, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/ultimate-guide-historical-context-studio-art 14-06-205, 9:05 pm.

৫৩. “The Role of Varied Context in Understanding Art”, Posted January 4, 2025 in Tutorials, by Lee Down, https://artsartistsartwork.com/the-role-of-varied-context-in-understanding-art/ , 18-06-2025, 7:37 pm.

৫৪. “Historical and Cultural Context in Literature”, https://library.fiveable.me/english-11/unit-1/historical-cultural-context-literature/study-guide/Euq6RE3zpWOxVvy7 , 7:51 am, 14-06-2025.

ট্রাউজার, সোয়েটার, মোজা ইত্যাদি আর উপাদানগুলো হলো– কাপড়, বেতাম, রং ও সেলাই ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যেকোনো শিল্পের বিভিন্ন শৈল্পিক উপাদানগুলো (রেখা, আকৃতি, ফর্ম, মান, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি) যে নান্দনিক নীতিকে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে সেগুলো হলো– 'ভারসাম্য (balance), গতিবিধি (movement), ছন্দ (rhythm), প্যাটার্ন (pattern), বৈসাদৃশ্য (contrast), ঐক্য (unity) জোর (emphasis) ইত্যাদি।'[৫৫]

আবার গ্রাফিক ডিজাইনের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যে নীতিগুলো অনুসরণ করা হয় তাহলো– সুশৃঙ্খলা (order), অনুপাত (proportion), ঐকতান (harmony), ভারসাম্য (balance), আয়তন (size), ঐক্য (unity), বৈচিত্র্যময়তা (variety) ইত্যাদি।[৫৬]

আবার অন্যভাবে বলা যায়, 'নান্দনিক নীতিসমূহ যা, শিল্প আন্দোলন বা শিল্পের গতিবিধিকে চিহ্নিত করে সেগুলোর মধ্যে শৈল্পিক উপাদানগুলোর একটি পরিসর রয়েছে। যেমন– আকৃতি, রঙ, বুনট, রেখা এবং স্থানের ব্যবহার। বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝাতে তা আবেগকে ধারণ করে, একটি শিল্পের মধ্যে একতা তৈরি করে এবং অর্থপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি করে।'[৫৭]

অতএব উপরে উল্লিখিত গ্রাফিক ডিজাইনের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত নীতিগুলোকেকে অনুসরণ করে ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের নান্দনিক নীতি বিশ্লেষিত হয়েছে। তাই সেই নান্দনিক নীতি বা বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে পোড়ামাটির ফলকচিত্রের নান্দনিক যোগাযোগের সৌন্দর্যগত নির্দিষ্ট আকৃতি, ফর্ম, রেখা, বুনট, স্পেস এবং বিভিন্ন করণ-কৌশল জড়িত রয়েছে। তাছাড়া একটি পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত চিত্রের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট একটি শ্রেণি বা শৈলীর আওতাভুক্ত হতে পারে, যেমন– ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক, ধর্ম-বিষয়ক, নকশাভিত্তিক, লিপিভিত্তিক বা বাস্তবধর্মী, লোকজধর্মী, নকশাধর্মী, প্রতীকধর্মী ইত্যাদি। পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত চিত্রের এই নির্দিষ্ট শ্রেণির বিষয়বস্তুকে আকৃতি, ফর্ম, রেখা, বুনট, স্পেস ইত্যাদির তারতাম্য ঘটিয়ে উক্ত নীতিগুলো (সুশৃঙ্খলা, অনুপাত, ঐকতান, ভারসাম্য, আয়তন, ঐক্য, বৈচিত্র্যময়তা) মেনে একটি উচ্চমানের রূপকল্পে পরিণত করা হয়। এভাবে পরিকল্পনা ও নান্দনিকতার বৈশিষ্ট্যের সম্মিলনে একটি ধারণামূলক (conceptual) ও আদর্শগত (idealistic) মান পোড়ামাটির ফলকচিত্রে বর্ণনাকারে রূপান্তরিত হয়। ফলে পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত চিত্রে আসে পরিপূর্ণতা, দৃঢ়তা ও ভারসাম্য। এবং অন্যভাবে বলা যায়, পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত চিত্রে নান্দনিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সৌন্দর্য' প্রতিফলিত হয়, যা শিল্পরসিকের রুচিবোধকে বাড়িয়ে তোলে।

### ৪.৪ কম্পোজিশনের নান্দনিক রূপ

যেকোনো শিল্পকর্ম বা নকশার নান্দনিক নীতির প্রধান বিষয়ই হলো– কম্পোজিশন (composition) অথবা বিভিন্ন উপাদানগুলোর সুপরিকল্পিত বিন্যাস। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো শিল্পকর্ম বা নকশার নান্দনিক আবেদন সৃষ্টি হয় কম্পোজিশনের গুণের মাধ্যমেই, যা পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রধানত বিশেষ উপাদান এবং স্থান (space) খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকর্ম বা নকশার কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে। এই পর্যায়ে কোন বস্তু কোথায় ও কীভাবে থাকবে, কোনটা মুখ্য আর কোনটা গৌণ হবে, কোথায় কতটুকু ফাঁকা স্থান থাকবে, কোনটা কাছে আর কোনটা দূরে থাকবে এবং কেন্দ্রীভূত স্থান (focus point) কোথায় হবে ইত্যাদি। তারপরেও এই সমস্ত কিছু যথাযথভাবে বোঝানোর জন্য পরিমিতিবোধ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– যেস্থানে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণই ব্যবহারের মাত্রাজ্ঞান যেকোনো শিল্পকর্মে বা নকশায় তৈরি করে নান্দনিক

---

৫৫. "The 7 principles of art, by BBC Maestrot", https://www.bbcmaestro.com/blog/the-7-principles-of-art, 10:27 pm, 27-07-2024.

৫৬. Iasmina Petrovici, "The Role of Aesthetic Communication in Advertising", *Journal of The European Proceedings of Social & Behavvioural Sciences EpSBS*, page. 749.

৫৭. Dan Brioli, Haddy Kreie, *Aesthetic Art Styles, Principles & Ideas Throughout History*, https://study.com/learn/lesson/aesthetic-art-styles-ideas-principles-paintings.html, 8:53 pm, 29-07-2024.

মূল্য।[৫৮]

## ৪.৫ ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত আলোচনায় শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিকতার বিভিন্ন দিক ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যা 'ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ' এর অলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তাই নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিকতার বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিশ্লেষিত আলোচনার ভিত্তিতে 'ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণ' পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট শিল্পী ও ভিন্নতর বিষয়-বৈচিত্র্যের ধরন অনুযায়ী নির্বাচিত ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত ২৫টি পোড়ামাটির ফলকর ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের যেসমস্ত নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তৈরি হয়েছে তারই ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে ফলকের ধরন, কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ, শৈলী, নান্দনিক উপাদান ও নীতি, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা, ষড়ঙের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা, ইজমের প্রভাব ইত্যাদি। এছাড়া বিশ্লেষিত হয়েছে প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী ও পোড়ামাটির বিশেষজ্ঞদের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

### ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক

### ৪.৫.১ শিরোনাম : বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ১ : বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৫৯]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত। স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি, ড্রয়িংভিত্তিক বাস্তবধর্মী শৈলী ও কোলাজ আকারে নির্মিত এবং অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই বৃহৎ পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক মহান মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্যকাব্যসহ আবহমান বাংলার ঐতিহ্যগত কৃষিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের মাঝে মাঝে দরজার উপস্থিতির কারণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই পটভূমিতে ফলকের ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– বামদিক থেকে প্রথম ভাগের কম্পোজিশনে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দৃশ্যকাব্য রূপায়িত হয়েছে। এখানে শার্ট, লুঙ্গি ও কোমরে গুলির

---

৫৮. ভদ্রেশু রিটা, 'বাংলাদেশের সংবাদপত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনশিল্প এবং এর নান্দনিকতা (১৯৭২-২০০০)', পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০২১), ৫৬।

৫৯. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

বেল্ট পরিহিত দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা যোদ্ধার বেশে বিজয় উল্লাসে দৌড়াচ্ছে। তাঁদের একজনের ডানহাতে স্বাধীন বাংলাদেশের উড়ন্ত পতাকা ও বামহাতে বেয়নেটসহ রাইফেল এবং অপরজনের বামহাতে বেয়নেটসহ রাইফেল রয়েছে। এছাড়াও এই দুজন মুক্তিযোদ্ধার নিচে বা সামনে একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখসহ মুষ্টিবদ্ধ হাত ও গুলিসহ গুলির খোলা বেল্ট রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগের কম্পোজিশনে গুনটানার দৃশ্য ও ধানকাটার দৃশ্যকাব্য রূপায়িত হয়েছে। এই কম্পোজিশনের শুরুতে নদীতে ধান বোঝাইকৃত নৌকায় মাঝি হাল ধরে বসে রয়েছে এবং ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে দুজন যুবক ঘাড়ে রাখা গুনটানার বাঁশ দুহাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে সবার পরনে রয়েছে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও মাথায় গামছা বাঁধা। এই কম্পোজিশনের মাঝখানে নিম্নাঙ্গে কাছা দেওয়া লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের দু'জন কৃষক মাথায় করে ধানের আঁটি নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তাদের সামনে হুক্কা পানরত একজন কৃষক রয়েছে, যার ডান হাতে হুক্কা ও বাম হাতে ঐতিহ্যবাহী কাস্তে এবং মাথায় বড় মাথাল ও কাঁধে গামছা রয়েছে এবং এই কৃষকদ্বয়ের পেছনে ধানক্ষেতে চারজন কৃষক ধান কাটছে। সবার নিম্নাঙ্গে কাছা দেওয়া লুঙ্গি পরিহিত তবে কারো মাথায় মাতলা ও কারো মাথায় গামছা বাঁধা রয়েছে।

তৃতীয় ভাগের কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে যুবক-যুবতির প্রণয়ের দৃশ্যকাব্য। এখানে ঝিলের ধারে গাছের আড়ালে যুবক-যুবতির প্রণয়ের রোমান্টিক দৃশ্যসহ তাদের সামনে পানিতে শাপলা ফুল ও কলি, উড়ন্ত প্রজাপতি রূপায়িত হয়েছে। এখানে যুবকের পরনে ঢিলেডালা শার্ট এবং যুবতির পরনে শাড়ি ব্লাউজ ও হাতে চুড়ি,গলায় চেইনসহ গোলাকার লকেট,কানে দুল এবং তার দুহাতে ফুটন্ত পদ্মফুল ধরা রয়েছে।

চতুর্থ ভাগের কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে নৃত্যসহ বাউল গানের দৃশ্যকাব্য। এখানে প্রথমে রূপায়িত হয়েছে মনিপুরী নৃত্যের অপরূপ পোশাক পরিধান করে একদল যুবক-যুবতি নৃত্য করছে। এখানে নৃত্যরত যুবতিরা নকশাকৃত ঘাগড়া, কোমর বন্ধনী ও হালকা-পাতলা ওড়নায় ঢাকা মস্তক-চূড়াসহ হাতে, কানে, গলায়, বাহুতে, মাথায় বিভিন্ন রকম অলংকার পরিধান করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য করছে। যুবকরা নিম্নাঙ্গে ধুতি ও মাথায় পাগড়ি ও বাহুতে মাদুলি পরে উন্মুক্ত শরীরে যুবতিদের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে একজন বাঁশি ও অপরজন মন্দিরা বাজাচ্ছে। এই কম্পোজিশনের মাঝখানে একজন বাঙালি নারী শাড়ি ব্লাউজ ও হাতে চুড়ি ও বালা, গলায় নেকলেস, কানে দুল পরিধান করে নৃত্য করছে। ঠিক তারপাশে লম্বা চুলের একজন বাউল গলায় মালা পরিহিত অবস্থায় ডান হাতে একতারা বাম হাতে কাঠের চটি বাজিয়ে গান পরিবেশন করছে এবং তারপাশে এক যুবক ঢোলক ও পেছনে আরেক যুবক দোতারা বাজাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে সবার উর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত এবং নিম্নাঙ্গে পোশাক পরিহিত। আবার এই কম্পোজিশনের শেষভাগে বাঁশের খুঁটিতে একটি হ্যাজাক বাতি টাঙ্গিয়ে তার আলোতে সামিয়ানার নিচে একজন বাউল দোতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করছে ও তারপাশে আরেকজন ঢোলক বাজিয়ে তাকে সঙ্গত দিচ্ছে এবং মঞ্চের চারিপাশে অসংখ্য শ্রোতা রয়েছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে বাউলের মুখে দাড়ি ও পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি রয়েছে।

পঞ্চম ভাগের কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে কলসী কাঁখে নারী, বেদে নারী, সাপুড়ের সাপের খেলা ইত্যাদি। এখানে একজন বাঙালি নারী কলসী কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার পেছনে মাথায় সাপের ঝাঁপি নিয়ে দুজন বেদে নারী দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের পেছনে এক সাপুড়ে বাঁশি বাজিয়ে সাপকে নাচিয়ে খেলা দেখাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। নারীদের সবার পরনে শাড়ি ব্লাউজ ও হাতে চুড়ি, গলায় হার ও কানে দুল রয়েছে এবং সাপুড়ের নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও মাথায় গামছা এবং হাতে মাদুলি রয়েছে।

ষষ্ঠ ভাগে দুটি কম্পোজিশন রয়েছে, প্রথম কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে, রাখালের গরু চড়ানো, রাখালের বাঁশি বাজানো ও মাছ ধরার প্রস্তুতি ইত্যাদি। যেমন– কম্পোজিশনের শুরুতে রয়েছে একজন রাখাল বাঁশের তৈরি বড় ছাতা বামহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সম্মুখে দূরে কয়েকটি গরু ঘাস খাচ্ছে। এই রাখালের পাশে রয়েছে গাছের ঝোপের সামনে এক রাখাল আনমনে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং ঠিক তারপাশে রূপায়িত হয়েছে দুজন যুবক মাছ ধরার জন্য পলোর ভিতরে লাঠি ঢুকিয়ে সেই লাঠি কাঁধের উপর রেখে এক হাত দিয়ে লাঠি ধরে হেঁটে যাচ্ছে। সবার পরনে নিম্নাঙ্গে নেংটির মতো কাছা দেওয়া লুঙ্গি এবং ঘাড়ে ও মাথায় প্যাঁচানো গামছা রয়েছে। দ্বিতীয় কম্পোজিশনে গ্রামীণ মহিলাদের প্রসাধনের দৃশ্যকাব্য রূপায়িত হয়েছে। প্রথমে একজন নারী বসে ডান হাতে ধরা আয়নায় তার নিজের মুখ

দেখছে এবং তার পেছনে আরেকজন বসা নারী তার মাথার চুলে তেল মাখাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে প্রথম নারীর পায়ের কাছে তেলের বাটি ও তেলের বোতল রয়েছে। এই দুই নারীর পাশে আরও তিনজন নারী বসা অবস্থায় প্রসাধনে ব্যস্ত। যেমন– একজন নারী দুহাত দিয়ে আয়না উঁচিয়ে ধরে রেখেছে, আরেক নারী দুহাতে মাথার চুল ঠিক করে সেই আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তারপাশে আরো এক নারী মাথার চুল ঠিক করছে তা রূপায়িত হয়েছে। ঠিক তাদের পাশে আরো দুজন নারী রয়েছে, যাদের একজন মাথার চুলের খোঁপায় দুহাত দিয়ে ফুলের মালা পরছে এবং অন্যজন পাশ ফিরে রয়েছে। এখানে প্রত্যেক নারীই শাড়ি ব্লাউজ ও অলংকার পরিহিত।

সপ্তম ভাগের কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলা ও কিশোরীর স্কুলে যাওয়ার দৃশ্যকাব্য। এখানে গ্রাম্য নারী শাড়ি ব্লাউজ, কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় নেকলেস পরিধান করে বসা অবস্থায় শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে দুহাতে ধরে শিশুর সঙ্গে খেলা করছে তা রূপায়িত হয়েছে। যার পটভূমিতে রয়েছে লোকজ মোটিফের হাতি ঘোড়া, টবসহ ফুল গাছ এবং একটি ছোট কিশোরী স্কুলের পোশাক পরে বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিকভাবে প্রতিটি ব্যক্তি, প্রাণী ও বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মী এনাটমির স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মী শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। নারীদেহের গঠন ও মুখাবয়বে নারী সুলভ কোমলতা, উষ্ণ সংবেদনশীলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মী শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা, অলংকার বিরলতা ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্যান্য বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও বাস্তবধর্মী শৈলীর সঠিক অনুপাত এবং সহজ ও নিরাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি রয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ড্রয়িংভিত্তিক বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ও আবহমান বাংলার উপস্থাপিত অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে ফলকের উপাদানগুলো (রেখা, আকৃতি, ফর্ম, মান, বুনট ও স্থান) ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হলেও তা যথোপযুক্ত অবস্থানে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি বিষয়কেন্দ্রিক উপস্থাপিত মানবদেহের সুচারু প্রকাশভঙ্গি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক বস্তু ও পরিবেশের উপস্থাপনের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল (order) ভাব রয়েছে। এরমধ্যে প্রতিটি বিষয়ের উপস্থাপিত মানবদেহের শারীরিক কাঠামোসহ বিভিন্ন শারীরিক অংশের অনুপাতের (proportion) সাথে মিল রেখে বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় বস্তু ও গল্পানুসারে সুনির্দিষ্ট পরিবেশ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে যথাযথ অনুপাত (proportion) ও আয়তন (size) উপস্থাপিত হয়েছে, যা উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবধর্মী শৈলীর সঠিক অনুপাত ও আয়তনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। যার ফলে পোড়ামাটির ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের মানবদেহের সুনির্দিষ্ট কর্মের গতিময়তা বা কার্যবিধির সাথে মিল রেখে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও যথাযথ পারিপার্শ্বিক বিষয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফলকের বিভিন্ন উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের দৃষ্টিনন্দিত ঐক্যের (unity) সঠিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এবং উপস্থাপিত নির্দিষ্ট বিষয়ের গল্পানুসারে নারী-পুরুষের যথাযথ কার্যবিধির দেহভঙ্গি (posture), অঙ্গভঙ্গি (gesture), অভিব্যক্তি (expression) ও পোশাক-পরিচ্ছদ-অলংকার এবং স্ব স্ব গল্পানুসারে প্রয়োজনীয় সঠিক বস্তুর উপস্থাপন ও প্রয়োজন মাফিক রিলিফ, ফলকের উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবহারে বাস্তবধর্মী শৈলীর উপস্থাপন এবং ফলকের ওপর ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে তরাঙ্গায়িত বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপনে বহু মাত্রার সুরেলা ঐকতান বা সামঞ্জস্য (harmony) ও ভারসাম্যের (balance) সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি ফলকে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত মহান মুক্তিযুদ্ধ, উপজাতীয় সংস্কৃতি ও আবহমান বাংলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিটি বিষয়ের যথোপযুক্ত উপস্থাপন যেমন– মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দৃশ্য, নদীতে গুনটানা ও মাঠে ধানকাটার দৃশ্য, হুক্কা পানরত কৃষক, যুবক-যুবতির প্রণয়ের দৃশ্য, মনিপুরীসহ বিভিন্ন নৃত্যের দৃশ্য, বাউল গানের দৃশ্য, কলসী কাঁখে নারী-বেদে নারী-সাপুড়ের সাপের খেলার দৃশ্য, রাখালের গরু ছড়ানো-বাঁশি বাজানো-মাছ ধরার দৃশ্য, গ্রামীণ মহিলাদের প্রসাধনের দৃশ্য, শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলা ও কিশোরীর স্কুলে যাওয়ার দৃশ্য ইত্যাদির

উপস্থাপনায় ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। এতে একদিকে যেমন প্রতিটি বিষয় আলাদাভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি দর্শকদৃষ্টিকেও একধরনের স্বস্তিকর অনুভূতি প্রদানে সহায়ক হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** আনুমানিক ৫০ বছর আগে নির্মিত অনুভূমিভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের এক অংশে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দৃশ্য রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে স্বাধীনতার জন্য লড়াই, শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগ্রামী জীবন ও বাঙালি বীরের জাতি ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিৎকাররত একজন মুক্তিযোদ্ধার হাতে বাংলাদেশের পতাকা ও বেয়নেটসহ রাইফেল এবং অপর জনের হাতে বেয়নেট সহ রাইফেল চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়াও বিপ্লবী চেতনার প্রতীক হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখসহ মুষ্টিবদ্ধ হাত ও গুলির বেল্ট রূপায়িত হয়েছে। এই ফলকের অপর বিভিন্ন অংশে গ্রামবাংলার নদীতে গুনটানা, মাঠে ধান কাটা, হুক্কা পানরত কৃষক, যুবক-যুবতির প্রণয়, মনিপুরী নৃত্যসহ বিভিন্ন নৃত্য, বাউল গান, কলসী কাঁখে নারী, বেদে নারী, সাপুড়ের সাপ খেলা দেখানো, রাখালের গরু ছড়ানো-বাঁশি বাজানো ও মাছ ধরা, গ্রামীণ নারীদের প্রসাধন, শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলা ও কিশোরীর স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি চিত্র রূপায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব উন্মোচিত হয়েছে। এখানে শান্তি, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সমৃদ্ধশালী আবহমান বাংলা, পরিশ্রমী বাঙালি জাতি, কৃষি ও লোকঐতিহ্যের ধারক, সৌন্দর্যপ্রিয় ও সংস্কৃতি পরায়ণ, স্নেহপরায়ণ, নারীশিক্ষা ও অধিকার এবং শিক্ষানুরাগী বাঙালি জাতির প্রতীক হিসেবে ইত্যাদি বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এই ফলকের ওপর উত্তীর্ণ চিত্রে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** ভারতীয় চিত্রকলার নীতিগত দিক এই ফলকে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়েছে এখানে মুক্তিযুদ্ধ, বাউল গান, কৃষকদের ধানকাটা, গুনটানা এবং প্রণয়ের চিত্ররূপ নির্মাণে রূপভেদ বা রূপায়বের পার্থক্য কার্যকরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এবং প্রমাণ সাপেক্ষে বা আনুপাতিক রূপ তৈরির নীতি এই ফলক নির্মাণে অনুসরণ করা হয়েছে। ফিগারগুলোকে বিষয়ভিত্তিক ধারণার সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে যা পোড়ামাটির রংঙের সাথে বাস্তব সৌন্দর্য অনুভূতির সংযোগ ঘটিয়েছে। যার ফলে ষড়ঙের দুটি নীতিতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করে নান্দনিকতার শাস্ত্রীয় ভাবকে প্রতিভাত করা হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের পোড়ামাটির ফলকে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হয়ে থাকলেও এখানে আরো দুই ধরনের ইজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ফলকে উৎকীর্ণ আবহমান বাংলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়সহ মহান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ও উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে হুবহু বাস্তবতায় নয় বরং বাস্তবতার সত্যকে সৌন্দর্যের সূত্র ধরে শিল্পীর দেখা অভিজ্ঞতা, নিজস্ব কল্পনা প্রবণতা, মুক্তচিন্তা ও অনুভূতির মাধ্যমে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, রেখা, টেকচার ইত্যাদির মাধ্যমে উপরিউক্ত বিষয়গুলো ভাববাদ (idealism) ধারার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করেছে। সেই ধারা অনুযায়ী উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রায়ণের মাধ্যমে যে চেতনাগত ধারণার প্রতিফলন হয়েছে; তাহলো স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, মনের রহস্যময় ধারণা, আবেগ বা কল্পনাকে প্রতীকী রূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলাই প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। যেমন– এই ফলকে উৎকীর্ণ আবহমান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা বা প্রকৃতিধর্মী (naturalism) বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত না হয়ে উপরিউক্ত নানান বিষয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় শুধু এককভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতীকী ধারার বৈশিষ্ট্যকেই সূচিত করেছে। যেখানে অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনার ইঙ্গিত করেছে বিভিন্ন প্রতীকী উপস্থাপনের মাধ্যমে। অর্থাৎ যুগপৎভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই এখানে ভিন্ন এক আমেজ তৈরি করেছে।

### ৪.৫.২ শিরোনাম : মতিঝিল এবি ব্যাংক লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ২ : মতিঝিল এবি ব্যাংক লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৬০]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত। স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি, বাস্তব ও নকশাধর্মী জ্যামিতিক শৈলী ও কোলাজ আকারে নির্মিত এবং অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় সহ সুন্দরবনের বাস্তব ও জ্যামিতিকধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ তিনভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– ফলকের কম্পোজিশনের বামদিকের নিচের অংশে রূপায়িত হয়েছে জঙ্গলে টর্চ লাইটের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিংয়ের চিত্র। এই চিত্রে গাছগাছালিসহ ঝোপঝাড়ের মাঝখানে ঘাসের উপরে বসে দুজন মুক্তিযোদ্ধা একটি বড় ধরনের কাগজের ম্যাপ ধরে কী যেন দেখছে ও তাদের পাশে বসে আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা ডানহাতে সেই কাগজের উপরে টর্চ লাইট ধরে রয়েছে এবং তাদের ঘিরে অস্ত্র হাতে একজনসহ আরো তিনজন মুক্তিযোদ্ধা তা অবলোকন করছে। আবার তাঁদের থেকে একটু দূরে বসে একজন মুক্তিযোদ্ধা দুহাতে বন্দুক ধরে পাহারা দিচ্ছে এবং এই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখে ঘাসের ওপর রয়েছে একটি বন্দুক, একটি হারিকেন, একটি খাবারের পুটলি, দুটি গুলির বাক্স ইত্যাদি। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কারো মুখে দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল ও মাথায় ফিতা বাঁধা এবং কারো পরনে লুঙ্গি ও গায়ে জড়ানো চাদর, কারো পরনে গেঞ্জি লুঙ্গি, কারো পরনে শার্ট লুঙ্গি ইত্যাদি। ফলকের বামদিকের উপরের অংশে রূপায়িত হয়েছে একজন সাধুর প্রার্থনার চিত্র। এই চিত্রে রয়েছে একটি বড় গাছের নিচে ঘাসের ওপরে লম্বা চুল ও দাড়ি মুখের একজন সাধু নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত উপরে তুলে প্রার্থনা করছেন। এখানে সাধুর পরনে গায়ে জড়ানো চাদর ও নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি জাতীয় কাপড় রয়েছে।

ফলকের কম্পোজিশনের মাঝখানে রূপায়িত হয়েছে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যের যুদ্ধ, পাকিস্তানিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ, আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসারত সেবিকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসের চিত্র। এখানে ফলকের মাঝখানে উপরিউক্ত বিষয়গুলো একই পটভূমিতে পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ভাগে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– প্রথম ভাগের বামদিকে রূপায়িত হয়েছে ঝোপঝাড়ের পেছনে হেলমেট ও সামরিক পোশাক পরিহিত কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য উপুড় হয়ে মরে পড়ে রয়েছে ও তাদের মাঝখানে একজন পাকিস্তানি সৈন্য দুহাত তুলে আত্মসমর্পণ করছে ও তার পাশে পিস্তল হাতে আরেকজন সৈন্য আত্মসমর্পণের জন্য হাত উপরে উঠাচ্ছে এবং তাদের সামনে ও পিছনে রয়েছে বোমায় বিস্ফোরিত ধোঁয়ার কুণ্ডলীসহ বিধ্বস্ত অবস্থায় এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা ভাঙা কাঠের টুকরো, স্ট্যানগান, রাইফেল, গাড়ি ও ট্যাংক ইত্যাদি। আবার প্রথম ভাগের ডানদিকে রয়েছে ঝোপঝাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা ঐ পাকিস্তানি সৈন্যদের দিকে তাক করে দুই হাতে রাইফেল ধরে

৬০. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

গুলি করছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে ও পেছনে রয়েছে বোমায় বিস্ফোরিত ধোঁয়ার কুণ্ডলীসহ ঘাসের ওপর পড়ে থাকা ভাঙা কাঠের টুকরো, রাইফেল, গুলির বাক্স ইত্যাদি। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কারো পরনে রয়েছে প্যান্ট শার্ট বুট জুতা, কারো মাথার লম্বা চুল ফিতায় বাঁধা ও গায়ে জড়ানো চাদর, কারো মাথায় বাঁধা গামছা পরনে লুঙ্গি ও কাঁধে ঝুলানো কাপড়ের পুটলি ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগের ফলকের নিচের অংশে রূপায়িত হয়েছে হেলমেট ও সামরিক পোশাক পরিহিত অনেকগুলো পাকিস্তানি সৈন্য উপুড় ও চিৎ হয়ে মরে পড়ে রয়েছে এলোমেলো বিধ্বস্ত বন্দুক, পাত্র, কাঠের টুকরো, পাথর ও ঝোপঝাড়ের ওপর এবং এই মৃত পাকিস্তানি সৈন্যদের মাঝখানে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে মাথা নিচু করে দুহাত তুলে রয়েছে হেলমেট ও সামরিক পোশাক পরিহিত আরেকজন সৈন্য। এই পাকিস্তানি সৈন্যদের পেছনে রয়েছে একসাথে দাঁড়িয়ে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা দুহাতে বন্দুক তাক করে পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণ করছে এবং এই মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে রয়েছে হাতের বন্দুক উপরে তুলে বিজয় উল্লাসরত আরও অসংখ্য নারী পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা। আবার উল্লাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবার পেছনে একজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা ডানহাতের বন্দুক উপরে তুলে বাম হাতে স্বাধীনতার প্রতীক বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিজয় উল্লাস করছে। এখানে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের কারো মাথায় বাঁধা রয়েছে গামছা পরনে গেঞ্জি ও শার্ট, কারো পরনে নিম্নাঙ্গে কাছা দেওয়া লুঙ্গি ও প্যান্ট, কারো উর্ধ্বাঙ্গ খালি, আবার কারো বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রয়েছে গুলির বেল্ট এবং নারী মুক্তিযোদ্ধাদের পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি। তৃতীয় ভাগের ফলকের নিচের অংশে রূপায়িত হয়েছে আহত একজন মুক্তিযোদ্ধার মাথা দুহাতে ধরে কোলে নিয়ে বসে সেবা করছে একজন সেবিকা এবং মাটিতে শুয়ে থাকা এই মুক্তিযোদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে আরেক মুক্তিযোদ্ধা। এখানে সেবিকার পাশে রয়েছে একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স এবং সেবিকার পরনে রয়েছে ওড়নাসহ সেলোয়ার কামিজ ও খালি গায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের পরনে রয়েছে লুঙ্গি। তাঁদের পিছনে গাছগাছালির সামনে রয়েছে পাঁচজন নারী মুক্তিযোদ্ধা একসাথে দাঁড়িয়ে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে বিজয় উল্লাস করছে এবং নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বামদিকে রয়েছে বন্দুক হাতে বিজয় উল্লাসরত একজন পুরুষ ও একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের ডানদিকে রয়েছে বন্দুক হাতে বিজয় উল্লাসরত আরেকজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা। এখানে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ ও পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পরনে রয়েছে গেঞ্জি ও লুঙ্গি।

ফলকের কম্পোজিশনের ডানদিকে রূপায়িত হয়েছে শিশুদের খেলার চিত্র, সুন্দরবনের হরিণ, মুক্তিযোদ্ধা ও পরীর চিত্র। এই চিত্রে ফলকের নিচের অংশে রূপায়িত হয়েছে ঝোপঝাড়ের সামনে চারজন উলঙ্গ শিশু পাশাপাশি বসে খেলনা নিয়ে খেলা করছে এবং তাদের পাশে গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ের ভিতরে দুটি হরিণী তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার ফলকের ডানদিকের উপরের অংশে রূপায়িত হয়েছে পাহাড়ি ঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে স্ট্যানগান কাঁধে নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা দুহাতে ঝরনার পতিত পানি ধরে মুখে পান করছে এবং তাঁর পেছনে আরেকজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা বন্দুক কাঁধে নিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও তাঁরপাশে রয়েছে একজন বীরাঙ্গনা। আবার এই দুজনের পেছনে রয়েছে ডানহাতে স্ট্যানগান ধরে বামহাত উপরে তুলে পেছনের সাথীদের ডাকছে আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা। ঠিক তাঁদের উপরে পাহাড়ের ঝরনার পাশে ঝোপঝাড়সহ বড় একটি গাছের নিচে বসে একজন ডানাওয়ালা পরী ঝরনার নিচে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের ডানহাতে ফল দান করছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের কোমরে রয়েছে গুলির বেল্ট ও পরনে রয়েছে গেঞ্জি ও প্যান্ট, বীরাঙ্গনার পরনে রয়েছে শুধু শাড়ি এবং পরীর পরনে রয়েছে শাড়ি, হাতে চুড়ি ও গায়ে জড়ানো চাদর ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি ব্যক্তি, প্রাণী ও বস্তু দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক ভাবে বাস্তবধর্মী শৈলী এবং গাছপালা ও ঝোপঝাড়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, মেঘের ভেলা নকশাধর্মী জ্যামিতিক শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মী শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। নারীদেহের গঠন ও মুখাবয়বে নারী সুলভ কোমলতা, উষ্ণ সংবেদনশীলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা, বাস্তবধর্মী শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা এবং অলংকার বিরলতা ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত গাছপালা ঝোপঝাড়, ধোঁয়ার কুণ্ডলী,

মেঘের ভেলা ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও বাস্তবধর্মী শৈলীর সঠিক অনুপাত এবং সহজ ও নিরাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি রয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ড্রয়িং, উপস্থাপিত মানবদেহের ক্রিয়াশীল শারীরিক কাঠামো ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন কার্যবিধির সাথে মিল রেখে যথাযথ পরিবেশগত প্রতিটি বস্তু, প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশের আকার, গঠন, রিলিফ, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি উপাদানের বাস্তব ও জ্যামিতিক-নকশাধর্মী শৈলীর সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে সর্বোপরি সব বিষয়ের সুচারু প্রকাশভঙ্গির সুশৃঙ্খল (order) ভাব, নির্দিষ্ট আয়তন (size) সঠিক অনুপাতে (proportion) পরস্পরের সাথে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে একটি দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। এই ঐক্য তৈরি হয়েছে দুটি নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে। যেমন– প্রথমত ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের কার্যবিধির সাথে সংগতি রেখে মানবদেহের গঠন-পোশাক পরিচ্ছদ ও মানবদেহের গঠনের সাথে সঙ্গতি রেখে অপরাপর ব্যবহৃত বস্তুর গঠনে বাস্তবধর্মী শৈলীর উপস্থাপন এবং দ্বিতীয়ত প্রতিটি বিষয়ের কার্যবিধির সাথে সংযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ-ঝোঁপঝাড়,গাছপালা, লতা-পাতা, ধোঁয়া, ভাসমান মেঘ ইত্যাদি নকশা ও জ্যামিতিকধর্মী শৈলীর উপস্থাপন; এর ফলে দুটি শৈলীর মধ্যে বৈপরীত্য (contrast) থাকলেও একই পটভূমিতে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত আলাদা আলাদা প্রতিটি বিষয়ের ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে একত্রে যোগসূত্র তৈরি করে ছন্দায়িত ঐক্যতান (harmony) ও দৃষ্টিনন্দিত ভারসাম্যের (balance) উপস্থাপনে এক ধরনের নতুন যৌথ শৈলীর জন্ম হয়েছে। পাশাপাশি ফলকে উপস্থাপিত রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের, যেমন– জঙ্গলে টর্চ লাইটের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিংয়ের দৃশ্য, পাহারারত মুক্তিযোদ্ধার দৃশ্য, সাধুর প্রার্থনার দৃশ্য, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যেদের যুদ্ধের দৃশ্য, আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসারত সেবিকার দৃশ্য, পাকিস্তানিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দৃশ্য, পতাকা ও বন্দুক হাতে পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাসের দৃশ্য, নারী মুক্তিযোদ্ধাদের শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে বিজয় উল্লাসের দৃশ্য, সারিবদ্ধ শিশুদের রূপক দৃশ্য, সুন্দরবনের হরিণের দৃশ্য, মুক্তিযোদ্ধার ঝরনার পানি পান ও বীরাঙ্গনাসহ ডানাওয়ালা পরীর ফলদানের রূপক দৃশ্য ইত্যাদি কোলাজ আকারের উপস্থাপনায় ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৪০ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের বিভিন্ন অংশে রূপায়িত হয়েছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক বিভিন্ন চিত্র যেমন– জঙ্গলে রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের মিটিং, পাহারারত মুক্তিযোদ্ধা, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানিদের যুদ্ধ, পাকিস্তানিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ, নারী-পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস, মুক্তিযোদ্ধাদের ঝর্নার পানি পান, বীরাঙ্গনা ইত্যাদি চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে জীবনমুক্তি, শোষণ ও শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই, ঐক্য, পরিকল্পনা ও একাগ্রচিত্ত, শৌর্য বীর্য ও শক্তিমত্তা, স্নেহপরায়ণ ও সাহসী এবং আত্মত্যাগী নারী, নারীর অধিকার ও মর্যাদা, পরাধীনতা থেকে মুক্তি ও যুদ্ধজয়ের আনন্দ, বন্ধু বৎসল ও সংগ্রামী, পাকিস্তানিদের পরাজয়, স্বাধীন বাংলাদেশ বা নতুন দেশের অভ্যুদয় ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। আবার ফলকের অন্যান্য অংশে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঝরনার পানিসহ পাহাড় এবং হরিণসহ সুন্দরবন, আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসায় সেবিকা, শিশুদের খেলা ইত্যাদি চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের রূপসী বাংলা, সাহসী ও পরোপকারী এবং মমতাময়ী নারী, মুক্ত ও প্রাণচাঞ্চল্য শৈশব ইত্যাদিও প্রতীক হিসেবে ইত্যাদি বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়াও প্রার্থনারত সাধুর চিত্র ও পরীর ফলদানের চিত্রের রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সৃষ্টিকর্তার উপর পূর্ণ আস্থা, ধর্মপরায়ণ, শৃঙ্খলাবোধ ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** রণাঙ্গনের দৃশ্যপট তৈরি করতে গিয়ে এই ফলকে রূপভেদকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একইভাবে ষড়ঙ্গের পঞ্চম নীতি সাদৃশ্য বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। রূপ এবং

ভাবকেও অর্থাৎ ষড়ঙ্গের প্রথম ও তৃতীয় নীতিকে বিশেষভাবে এই ফলক নির্মাণে প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে। ষড়ঙ্গের এই চারটি নীতি একই সাথে প্রয়োগ করে ফলকের সৌন্দর্য ধারণাকে উপলব্ধিজাত করা হয়েছে, যেখানে নীতি রূপকে পরিগ্রহ করেছে এবং ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে ফলকের বাস্তবিক রূপায়বকে। এখানে বাস্তব সম্মতভাবে যুদ্ধের সময়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দৃশ্যায়নের মাধ্যমে জমিনের সাথে লড়াইয়ের সম্পর্ককে জোরদার করা হয়েছে। ষড়ঙ্গের চারটি নীতির প্রয়োগে মতিঝিল এবি ব্যাংক লিমিটেডের পোড়ামাটির ফলক নান্দনিক নীতিকে সুসম্মত করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বলা যায়, এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী ও নকশাধর্মী জ্যামিতিক শৈলীতে রূপায়িত হলেও এখানে আরো এক ধরনের ইজম মানে ভাববাদ (idealism) ইজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন– এই ফলকে মহান মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রসহ সুন্দরবনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে; যেখানে শিল্পীর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এবং নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ও আবেগকে প্রতিফলিত করেছেন প্রকৃতিধর্মী (naturalism) বৈশিষ্ট্যের বাস্তবতায় নয় বরং ঘটে যাওয়া বাস্তবতার সত্যকে সৌন্দর্য রূপে হৃদয়ে ধারণ করে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, রেখা, টেকচারের মাধ্যমে যা ফলকে অঙ্কিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করেছে। যেখানে অন্তরের ভাবপ্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে মানুষ, প্রাণী বা বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। এই ভাববাদ ইজম অনুযায়ী উপরিউক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলোর রূপায়ণের মাধ্যমে যে চেতনাগত ধারণার জন্ম হয়েছে; তাহলো– স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম, ত্যাগ ও ঐক্য। ফলে, যুগপৎপথভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের ছন্দ তৈরি করেছে; যাতে স্বদেশ প্রীতি বা জন্মভূমির প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.৩ শিরোনাম : গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ২-এর পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ৩ : গ্রামীণ ব্যাংক হেড অফিসের প্রশাসনিক ভবন-২ এর পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৬১]

**পোড়ামাটির ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও অনিয়মিত আকৃতি এবং জ্যামিতিক-নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রামীণ সুখী পরিবারসহ প্রকৃতির প্রতীকী জ্যামতিকধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** গ্রামীণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণে একই পটভূমির ওপর ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে তিনটি ধাপে রূপায়িত আলোচ্য পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা

৬১. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র ।

করা হয়েছে। যেমন– ফলকের নিচ থেকে প্রথম ধাপে বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দুটি গ্রামীণ সুখী পরিবারের চিত্রের মাঝখানে একটি টাকার সিন্দুক। যেমন– বামপাশের সুখী পরিবারের চিত্র– এখানে একটি কুঁড়ের ঘরের চালের ওপরে রয়েছে দণ্ডায়মান দুটি পায়রা ও চালের নিচে কাঠের খোপের ভিতর রয়েছে পাশাপাশি দণ্ডায়মান আরো দুটি পায়রা। এবং কুঁড়ের ঘরের সামনে এক সারিতে সম্মুখভঙ্গিতে দণ্ডায়মান গ্রামীণ পুরুষ ও নারীর মাঝখানে শিশুকন্যা। তাঁদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও শিশুকন্যার দৃষ্টি সম্মুখদিকে এবং নারীর দৃষ্টি পাশে নিবন্ধিত। এখানে নারীর মাথার চুলে খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পরনে রয়েছে শাড়ি, ব্লাউজ, হাতে চুড়ি, কানে রিং, গলায় নেকলেস ও কন্যার মাথার চুলে লম্বা ফিতা বাঁধা অবস্থায় পরনে রয়েছে ফ্রক এবং পুরুষের ঘাড়ে গামছাসহ পরনে রয়েছে টি শার্ট ও লুঙ্গি। ডানপাশের সুখী পরিবারের চিত্র– এখানে একটি কুঁড়ের ঘরের চালের ওপরে রয়েছে দণ্ডায়মান একটি পায়রা ও ঘরের চালের নিচে রয়েছে ঝুলন্ত নকশি শিকায় একটি মাটিরপাত্র। এবং কুঁড়েঘরের সামনে রয়েছে পরস্পরের দিকে মুখ করে তাকানো সম্মুখভঙ্গিতে দণ্ডায়মান গ্রামীন পুরুষ ও নারীর মাঝখানে পিছন ফিরে তাকানো একটি ছাগল। এখানে পুরুষের পরনে রয়েছে পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি এবং নারীর চুলে খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ, হাতে চুড়ি, কানে রিং, গলায় চেইনসহ লকেট ইত্যাদি। ফলকের মাঝখানে দ্বিতীয় ধাপে বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রেখা, ডট ও বৃত্তের সমন্বয়ে তৈরি অনিয়মিত আকৃতির অনুভূমিকভাবে লম্বা দূরের গ্রামের জ্যামিতিক ফর্ম। ফলকের উপরের দিকে তৃতীয় ধাপে বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সূর্যরশ্মিসহ সূর্য। এখানে মাঝখানে রূপায়িত জ্যামিতিক আকারের বৃত্ত এবং এই বৃত্তের চারিপাশে বৃত্তাকারে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় হাতের আকৃতি দিয়ে সূর্য রশ্মিগুলো।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি ব্যক্তি, প্রাণী ও বস্তু দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক ভাবে জ্যামিতিক-নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব থাকালেও স্থবিরতার প্রকাশ, শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত অনুপস্থিত ও প্রাণচাঞ্চল্যের অভাব, সঠিক এনাটমির অস্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। নারীদেহের গঠন ও মুখাবয়বে নারী সুলভ কোমলতা, সংবেদনশীলতার অভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির অস্পষ্টতা, শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত অনুপস্থিত ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা এবং অলংকার বিরলতা ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে কৃত্রিম ভাব দেখা যায়। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত ঠিক থাকলেও অভিব্যক্তিতে জড়তা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্যান্য বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে জড়তা এবং ফ্ল্যাট, জ্যামিতিক-নকশাধর্মী শৈলীর প্রকাশভঙ্গি রয়েছে।

**শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে বিচক্ষণতার সাথে ফাঁকা স্পেস রেখে তিনটি ধাপে রূপায়িত হয়েছে গ্রামীণ সুখি পরিবার ও প্রকৃতির চিত্র। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বস্তুর ধারাবাহিক উপস্থাপনে ফলকের বিভিন্ন উপাদানগুলো যেমন– রেখা, আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, স্থান ইত্যাদি জ্যামিতিক ও নকশাধর্মী শৈলীর সাথে সঙ্গতি রেখে নয়নাভিরাম প্রকাশভঙ্গির সুশৃঙ্খল (order) ভাব ও সুনির্দিষ্ট আয়তনে (size) উপস্থাপিত হয়েছে। যা পরস্পরের সাথে সংশ্লেষণের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দিত জ্যামিতিক - নকশাধর্মী ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। তবে এখানে সুখী পরিবারের চিত্রে বাস্তবধর্মী পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক সঠিক অনুপাতের (proportion) কিছুটা ঘাটতি রয়েছে যেমন– দণ্ডায়মান ভঙ্গিতে ফটোসেশনে লিপ্ত মানবদেহের অনুপাতের সাথে তুলনামূলকভাবে অপরাপর বস্তুগুলো, পশুপাখি, কুঁড়েঘর, ঝুলন্ত নকশিকায় মাটির পাত্র, সিন্দুক ইত্যাদি বাস্তবধর্মী পরিপ্রেক্ষিতের যথাযথ ব্যবহার না করে প্রতীকী আকারে কিছুটা বড় করে উপস্থাপিত হয়েছে। তদুপরি ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের বক্তব্য অনুসারে মানুষ ও পশুপাখির যথাযথ কার্যবিধির দেহভঙ্গি (posture), অঙ্গভঙ্গি (gesture), অভিব্যক্তি (expression), পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় বস্তুর স্বল্প উপস্থাপনে প্রয়োজন মাফিক রিলিফ (relief), উলম্ব (vertical) কম্পোজিশনের একই জমিনে তিনটি ধাপে ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের কোলাজ আকারের প্রতীকী উপস্থাপন এবং ফলকের অন্যান্য উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহার যা জ্যামিতিক ও নকশাধর্মী শৈলীর সুরেলা ঐকতান (harmony) ও যথার্থ ভারসাম্যের (balance) পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তাতে পোড়ামাটির ফলকের নতুন মাত্রার পরিভাষার উন্মোচন পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি তিন ধাপের নিচের দিকে উপস্থাপিত গ্রামীণ পরিবেশের দুটি সুখী পরিবারে চিত্রের মানুষ, পশুপাখি, কুঁড়েঘর, ঝুলন্ত নকশিকায় মাটির পাত্র, সিন্দুক, মাঝখানে উপস্থাপিত দূরের গ্রাম ও সবার উপরে উপস্থাপিত

সূর্যরশ্মিসহ সূর্য ইত্যাদি বস্তুর বিভিন্ন অনুপাতের উপস্থাপনায় বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষে বলা যায় এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৩৯ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ আবহমান বাংলার গ্রামীণ সুখী পরিবারসহ গ্রামীণ প্রকৃতির প্রতীকী চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে গ্রামবাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সুখ ও আনন্দময় গ্রামীণ জীবন, সুখি পরিবার, মানুষ ও পশু পাখির সহ অবস্থান, ঐক্যতা, মমত্ববোধ, সঞ্চয়ী, আত্মপরিচয়ে গর্বিত বাঙালি, দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস ও জয়ী হওয়ার প্রত্যয়ী ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে এই চিত্রটি রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** এই ফলকে ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি রূপভেদ-ই ফর্ম এবং দৃশ্যায়নকে বর্ণনামূলক করে তুলেছে। ষড়ঙের প্রথম নীতির সাথে শিল্পী আকারকে শুদ্ধতম প্রকৃতিরূপের কাছাকাছি তুলে ধরেছেন যা অনেক বেশি জীবন্ত এবং প্রতিভাবময় চিন্তার প্রকাশ।

This principle emphasizes the importance of understanding the anatomy and structure of different forms. Whether human, animal or inanimate. ..... The ability to distinguish subtle differences in form is crucial for creating life like and dynamic.[৬২]

গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ২-এর পোড়ামাটির ফলকে রংয়েই যেনো প্রকৃতিরূপের চেতনাকে নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ করেছে এবং ষড়ঙের ষষ্ঠ নীতিকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের অঙ্কন রীতি জ্যামিতিক-নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো দুই ধরনের ইজমের উপস্থাপন গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, আবহমান বাংলা-বিষয়ক গ্রামীণ সুখী পরিবারসহ প্রকৃতির প্রতীকী চিত্র ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে; যেখানে শিল্পকর্মের অর্থ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য-সহ শিল্পী মনের রহস্যময় ধারণা, আবেগ বা কল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা বা প্রকৃতিধর্মী (naturalism) বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত না করে বিষয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় শুধু প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার বৈশিষ্ট্যকেই সূচিত করেছে। যেখানে গ্রামীণ সুখী পরিবারসহ প্রকৃতির অন্তর অনুভূতির ভাবপ্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে রূপক মানুষ, প্রাণী বা বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিগত বাস্তবতায় নয় বরং বাস্তবতার চরম সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে শিল্পীর দেখা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, রেখা, টেকচার ইত্যাদির মাধ্যমে যে সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম তৈরি করেন, যা দেখে শিল্পরসিক তার পরিচিত বিষয়টি দেখে হয়তো নতুন দৃষ্টিতে বা ভাবনায় তাড়িত হবেন তাই আলোচ্য ফলকের বিষয়গুলো ভাববাদ (idealism) ধারার বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎপথভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের ছন্দ তৈরি করেছে; যাতে সুখি সমৃদ্ধময় বাংলার চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

---

৬২. Goetz, Herman (1937). *An Indian Element in 17th century Dutch Art,* Oud Holland Quarterly for Dutch Art History. 54 (1): 220-230. Doi : 101163/18750137x00281. ISSN0030-672x

### ৪.৫.৪ শিরোনাম : হোয়াইট হাউজ হোটেলের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৪ : হোয়াইট হাউজ হোটেলের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৬৩]

**ফলকের ধরন ও শৈলী :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক নারী পুরুষের প্রণয় এবং নারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিষয়ের বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর আনুভূমিকভাবে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– ফলকের কম্পোজিশনের ডানপাশে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নারী-পুরুষের প্রণয়ের চিত্র। এখানে রয়েছে লতাপাতার ঝোপঝাড় সহ দুদিকের দুটি বড় গাছের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে সুদর্শনা এক নারী মাথা নিচু করে ডানহাতে পাশে দাঁড়ানো রোমান্টিক চাহনির লম্বা চুলের এক সুদর্শন পুরুষের বামহাত থেকে শাপলা ফুল নিচ্ছে এবং এই নারীর ডানপাশে রয়েছে পিছনে ফিরে দাঁড়ানো আরেক সুদর্শনা নারী ও নারীদ্বয় এবং পুরুষের পাশে রয়েছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো দুটি হরিণ। এখানে সম্মুখ ভঙ্গির নারীর পরনে রয়েছে প্রিন্টের শাড়ি, হাতে চুড়ি, গলায় মোটা চেইন, কানে রিং, কোমরে কোমরবন্ধ, বাহুতে আর্মলেট ও মাথায় খোঁপা বাঁধা এবং পিছন ফেরা নারীর পরনে রয়েছে শাড়ি, গলায় হার ও মাথার খোঁপায় গোঁজা ফুল ও পুরুষের পরনে নিম্নাঙ্গে রয়েছে কাছা দেওয়া লুঙ্গি, কাঁধ ও বুকের ওপর রয়েছে ঝুলানো চাদর। এই প্রণয় দৃশ্যের বামপাশে ফলকের দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে স্নানরত নারী ও কলসি কাঁখে নারীর চিত্র। এখানে রয়েছে লতাপাতার ঝোপঝাড়সহ দুদিকের দুটি বড় গাছের মাঝখানে পানিতে দাঁড়িয়ে এক নারী তার শরীর একটু ঝুকিয়ে দুহাতে মাথার খোলা চুল ও শরীরে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে ও তারপাশে রয়েছে আরেক নারী যে পানিতে দাঁড়িয়ে ভেজা শরীরে দুহাতে তার মাথার চুলের পানি ঝাড়ছে এবং তার সামনে রয়েছে আরেক নারী যে দুহাতে কলসি ধরে কাঁখে নিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে সামনে হেঁটে যাচ্ছে। এখানে স্নানরত দুজন নারীর পরনে শাড়ি ও হাতে চুড়ি রয়েছে এবং কলসি কাঁখে নারীর পরনে শাড়ি, হাতে চুড়ি, কানে রিং ও গলায় হার রয়েছে। উপরিউক্ত দৃশ্যের বামপাশে ফলকের তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে প্রসাধনরত নারী ও আলাপরত নারীদের চিত্র। এখানে রয়েছে লতাপাতার ঝোপঝাড়সহ দুদিকের দুটি বড় গাছের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় মাটিতে বসে একজন নারী বামহাতে আয়না ধরে আয়নার দিকে তাকিয়ে ডানহাতে মাথার চুল ঠিক করছে ও তারপাশে বসে আর এক নারী দুহাত মাথার পেছনে নিয়ে তার মাথার চুল ঠিক করছে এবং তাদের বামপাশে দাঁড়িয়ে দুজন নারী একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে মুখোমুখি হয়ে গল্প করছে। আবার এই নারীদের পেছনে গাছের ঝোপের আড়ালে গোলাকার চাঁদ এবং গল্পরত নারীদ্বয়ের পায়ের কাছে ঝোপের মধ্যে মুখোমুখি দুটো খরগোশ রোমান্টিক ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। এখানে নারীদের সবার পরনের শাড়ি ও হাতে চুড়ি রয়েছে, তবে

৬৩. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

কারো পরনে গলায় নেকলেস ও পায়ে নূপুর উপর রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি নারী-পুরুষ, প্রাণী, গাছপালা-ঝোপঝাড় ও বস্তু দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক ভাবে বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে রোমান্টিক ভাব ও অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীদেহের গঠন ও মুখাবয়বে নারী সুলভ কোমলতা, উষ্ণ সংবেদনশীলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা রয়েছে। পুরুষ ও নারীর শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণচাঞ্চল্য ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। প্রাণী দেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত গাছপালা ঝোপঝাড়সহ অন্যান্য বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীর বাহ্যিক কাঠামোর সঠিক অনুপাত ও সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি রয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** দক্ষতার সাথে খোদাই করা এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ গ্রামীণ নারী-পুরুষের প্রণয় ও নারীদের কর্মকাণ্ড বিষয়ক চিত্রে উপস্থাপিত মানুষ ও প্রাণীর যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তিপূর্ণ দেহকাঠামোর কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে সঠিক প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঝোপঝাড়, গাছপালা, পানির ঢেউ, চাঁদ, শাপলা ফুল ইত্যাদির আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির বাস্তবধর্মী শৈলীর দৃষ্টিনন্দিত প্রকাশভঙ্গির সুশৃঙ্খল (order) ভাব, নির্দিষ্ট আয়তন (size) ও যথাযথ অনুপাত (proportion) পরিলক্ষিত হয়। এবং এই সুশঙ্খল ভাব, নির্দিষ্ট আয়তন ও যথাযথ অনুপাত যা পরস্পরের সাথে মেলবন্ধনের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে বাস্তবধর্মী শৈলীর নয়নাভিরাম ঐক্য (unity)। আবার যথাযথ গল্প অনুসারে নারী-পুরুষ ও প্রাণীর দেহভঙ্গি (posture), অঙ্গভঙ্গি (gesture), অভিব্যক্তির (expression) ও নারী-পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপস্থাপন; আবার উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর প্রয়োজন মাফিক রিলিফের পুরুত্ব, অনুভূমিক (horizontal) কম্পোজিশনে ফলকের উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবহারে বাস্তবধর্মী শৈলীর এক সুরেলা ঐকতান (harmony) ও যথাযথ ভারসাম্যের (balance) সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে ফলকের একই জমিনে নারী-পুরুষের প্রণয়, স্নানরত নারী, কলসি কাঁখে নারী, প্রসাধনরত নারী, আলাপরত নারী ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অনুপাতের রূপায়ণে বৈচিত্রময়তা (variety) লক্ষ্য করা যায়। কেননা একই জমিনে রূপায়িত প্রতিটি বিষয় এককভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তার জন্য দর্শক দৃষ্টিকেও এক ধরনের স্বস্তিকর অনুভূতি প্রদানে সহায়ক হয়েছে। সর্বশেষে বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৩৬ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ গ্রামীণ নারী-পুরুষের প্রণয়, স্নানরত নারী, কলসী কাঁখে নারী, প্রসাধনরত নারী, আলাপরত নারী ইত্যাদি চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে প্রেমময় পল্লী জীবন, পল্লি নারীর জীবন সংগ্রাম, সুশ্রী ও সৌন্দর্য এবং প্রসাধনপ্রিয় পল্লীবালা, গল্পপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল পল্লীবালা, সুখ ও সমৃদ্ধির রূপসী বাংলা, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষ ও পশুর সহ অবস্থান ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** এই ফলকে ষড়ঙ্গের দুটি নীতি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ভাব এবং লাবণ্য। ভাব ও লাবণ্য সংযোজিত হয়েছে শিল্পীর অনুভূতির আদলে। বিষয় সম্পর্কিত

অনুভবের মাত্রা একটি ভাবময় দৃশ্য নির্মাণে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। প্রণয়নীতির সাজুয্যতায় লাবণ্য– যেন দৃশ্যপটের সৌন্দর্যকে আরও বেশি উপভোগ্য করে তুলেছে। এই ফলকে অনুপাত, সমানুপাত ও গঠনের শৈলীতে নিয়ম-নীতি দারুণভাবে পালন করা হয়েছে; যার ফলে প্রেম, ভক্তি এবং আনন্দধারা প্রকাশ পাচ্ছে ,যা সৌন্দর্য তৈরীর বুনিয়াদ। আকারিক ধারণাকে ষড়ঙ্গের নীতির সাথে সম্পৃক্তকরণ করা হয়েছে। বাস্তব দৃশ্য নির্মাণের মধ্য দিয়ে আবেগ ও প্রেমকে বস্তুগত রূপায়ণের নিমিত্তে আলোকপাত করা হয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও এখানে আরো এক ধরনের ইজম গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন– এই ফলকে গ্রামবাংলার প্রকৃতি, নারী-পুরুষের প্রণয় এবং নারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিষয় চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে; যেখানে শিল্পীর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, দেখা অভিজ্ঞতা ও আবেগ-অনুভূতিকে প্রতিফলিত করেছেন প্রকৃতিধর্মী বাস্তবতায় নয়, বাস্তবতার সত্যকে সৌন্দর্য রূপে হৃদয়ে ধারণ করে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, রেখা, টেকচারের মাধ্যমে যা ফলকে অঙ্কিত নারী-পুরষ, প্রাণী ও প্রকৃতির সমন্বিত বিষয়গুলোর মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করেছে। যেখানে অন্তরের ভাবপ্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে মানুষ, প্রাণী প্রকৃতির বাহ্যিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। ফলে, যুগপৎপথভাবে প্রকাশিত দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের সুরেলা আবহ তৈরি করেছে; যাতে রূপসী বাংলার রোমান্টিক জীবনের আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.৫ শিরোনাম : 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৫ : 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৬৪]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি, নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবধর্মী কোলাজ দৃশ্যকাব্যের সাথে যুক্ত হয়েছে পয়সা-কড়ির নকশা ও জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের চারপাশে রয়েছে লাল কালো খয়েরী বাদামী রঙের অসংখ্য ত্রিভুজ চতুর্ভুজের সমন্বয়ে তৈরি জ্যামিতিক নকশার ফ্রেম। এই জ্যামিতিক নকশার ফ্রেমের ভিতরে রূপায়িত হয়েছে বড় আকারের জ্বলন্ত সূর্য, পয়সা-কড়ির উলম্ব প্যানেলসহ বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবধর্মী

৬৪. গবেষক।

দৃশ্যকাব্য ইত্যাদির বিষয়ভিত্তিক বিবরণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

(ক) জ্বলন্ত সূর্যের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে মাঝখানের গোলাকার সূর্যের চারিপাশে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে লেলিহান অগ্নিশিখার মতো অসংখ্য আলোক রশ্মি।

(খ) পয়সা-কড়ির উলম্ব প্যানেল– জ্বলন্ত সূর্য ও বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক চিত্রের কোলাজ প্যানেলের মাঝখানে উলম্বভাবে রয়েছে একটি প্যানেল, যার উপরের রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আকারের পয়সার চিত্র।

(গ) বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক চিত্র– এখানে জ্বলন্ত সূর্যের বামপাশে স্থাপিত পয়সা কড়ির উলম্ব প্যানেলের পাশ থেকে ফ্রেমের ভিতরে ফলকের কম্পোজিশনের বামপাশ পর্যন্ত উপর ও নিচে ছোট বড় বিভিন্ন সাইজের বাদামি রঙের অনেক অনিয়মিত আকারের বিষয়ভিত্তিক ফর্ম কালো জমিনের ওপর রয়েছে। এই অনেকগুলো অনিয়মিত ফর্মের ওপরে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবধর্মী চিত্র। যেমন– (১) কর্মরত কিষান কিষানির চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে মাথাল মাথায় দিয়ে লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের দাড়িওয়ালা একজন কিষান কাঁধে ঝুলন্ত পাটের লম্বা আঁটি ডানহাতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও তারপাশে আরেকজন লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত কিষান ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের ডানপাশে রয়েছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি, ব্লাউজ, চুড়ি, কানের দুল পরিহিত একজন কিষানি বাঁশের কুলায় ধান নিয়ে তা দুহাতে উপরে ধরে নিচের দিকে ধান ফেলে ঝাড়ছে। (২) পায়রা ও পয়সার চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে দাঁড়ানো একটি পায়রা এবং তার উপর ও নিচে বিভিন্ন গোলাকার পয়সা। (৩) বেহারা,পালকি ও বধূর চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে অর্ধ গোলাকার নকশা ও গাছগাছালির সামনে খালি গায়ের একজন বেহারা পালকির দণ্ডটি দুহাতে ধরে তা কাঁধে নিয়ে হেটে যাচ্ছে এবং নকশাকৃত পালকির ভিতরে বসে রয়েছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি, ব্লাউজ ও অলংকার পরিহিত একজন বধূ। (৪) মুক্তারমালাসহ হাঁসের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে একটি হাঁস মুখে মুক্তার মালা নিয়ে পানিতে সাঁতার কাটছে। (৫) বাউল গানের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে মুখে দাড়ি ও মাথায় লম্বা চুলের একজন বাউল কোমরে বাদ্যযন্ত্র ডুগি ঝুলিয়ে ডানহাতে একতারা ধরে তা আঙ্গুল দিয়ে বাজিয়ে বামহাত উপরে উঁচিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে গান পরিবেশন করছে। তাকে সঙ্গত দিচ্ছে তার বামপাশে দাঁড়ানো লম্বা চুলের একজন পুরুষ গলায় ঝুলানো ঢোলক দুহাতে বাজিয়ে এবং তার ডানপাশে আরেকজন পুরুষ দুহাতে সানাই ধরে মুখে ফু দিয়ে বাজাইয়ে। এখানে বাউলের পরনে রয়েছে কোমরে গামছা বাঁধা, নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও গায়ের আড়াআড়িভাবে চাদর এবং গলা ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। ঢোলক ও সানাই বাদকের পরনে রয়েছে শার্ট। (৬) কর্মরত মহিলা চা শ্রমিকের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে গাছের ডালে ঝুলন্ত গোলাকার নকশাসহ একটি বড় গাছের সামনে চা বাগানের ভিতরে দাঁড়ানো দুজন মহিলা মাথায় ফিতার সাহায্যে বাঁশের ঝুড়ি ঝুলিয়ে দুহাতে চা পাতা তুলছে। এখানে দুজন মহিলার পরনে রয়েছে শাড়ি, ব্লাউজ, হাতে চুড়ি ও কানে দুল। (৭) পানিতে শাপলা ফুলের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে পানিতে ভাসমান অনেকগুলো শাপলা পাতার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ফুটন্ত শাপলা ফুলসহ শাপলা কলি। (৮) পুরুষ ও নারী মুক্তিযোদ্ধার চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে মাথায় গামছা বাঁধা গেঞ্জি পরিহিত লম্বা চুল ও দাড়ি মুখের একজন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা কাঁধে গুলির বেল্ট নিয়ে দুহাতে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও তার বামপাশে আরেকজন শার্ট পরিহিত পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল কাঁধে নিয়ে দুহাতে বাঁশের খুঁটি ধরে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার ডানপাশে শাড়ি পরিহিত একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হাতে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার এই তিনজনের পেছনে অনেক মানুষের মিছিল রয়েছে। (৯) যুবতি ও রাখালের প্রেমের চিত্র– এই চিত্রের রূপায়িত হয়েছে গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ের ভিতরে কোমরের অলংকার, কানে রিং, গায়ে শাড়ি পরিহিত ও মাথার চুলে খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে এক যুবতি বামহাত কোমরে রেখে ডানহাতে এক গোছা শাপলা ফলে সামনে এগিয়ে ধরে তার সামনে দাঁড়ানো রাখাল যুবককে প্রেম নিবেদন করছে এবং যুবতির সম্মুখে দাঁড়ানো লুঙ্গি পরা খালি গায়ের রাখাল যুবক বাঁশি বাজাচ্ছে ও রাখালের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গলায় ঘন্টা পরিহিত একটি গরু (১০) মাছ ধরার চিত্র– এই চিত্রের রূপায়িত হয়েছে পানিতে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি পরা খালি গায়ের একজন সুঠামদেহী যুবক দুহাতে বাঁশের খুঁটিতে জড়ানো জাল টেনে তুলে মাছ ধরছে। এখানে যুবকের কোমরে বাঁধা রয়েছে মাছ রাখার বাঁশের খালুই। (১১) বাড়ির আঙিনায় বালক বালিকার পড়াশোনা করার

চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে ঘরের বারান্দার মেঝেতে পাতা মাদুরের উপর বসে একটি বালিকা ডানহাতে মেঝেতে রাখা বই হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে পড়ছে ও তার সম্মুখে পিছন ফিরে একজন বালক বসে পড়ছে এবং তাদের পাশে বসে তাদের বাবা-মা দুহাতে বই উল্টিয়ে ধরে তাদেরকে পড়া বুঝাচ্ছে। এখানে তাদের পাশে রয়েছে বই খাতা ও মাটির তৈরি ঘোড়াসহ আরোহীর পুতুল, খেলনা পাত্র ও পুতুল ইত্যাদি। এখানে বালিকার পরনে রয়েছে ফ্রক, বালকের পরনে রয়েছে প্যান্ট-শার্ট, গোঁফ দাড়ি মুখের বাবার পরনে রয়েছে পাঞ্জাবি, ঘাড়ে গামছা ও মাথায় টুপি এবং মায়ের পরনে রয়েছে ঘোমটা দেওয়া শাড়ি ব্লাউজ। (১২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৃৎপাত্র তৈরির চিত্র– এই চিত্রের সম্মুখভাগে রূপায়িত হয়েছে দুজন ছাত্র-ছাত্রী মুখোমুখি টেবিলের এপাশ ওপাশে দাঁড়িয়ে দুহাতে টেবিলের উপরে মৃৎপাত্র তৈরি করছে ও তাদের মাঝখানে টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষক তা অবলোকন করছে এবং তাদের পেছনে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য। এখানে ছাত্রের পরনে রয়েছে প্যান্ট-শার্ট ও ছাত্রীর পরনে রয়েছে কামিজ এবং শিক্ষকের পরনে রয়েছে চোখে চশমা, গলায় টাই বাঁধা এবং গায়ে কোট ও শার্ট। (১৩) কুমারের মৃৎপাত্র তৈরি ও তাঁতির কাপড় বোনার চিত্র– এই চিত্রের প্রথম ভাগে রূপায়িত হয়েছে কুমার বাড়ির উঠানে বসে চাকের সাহায্যে খালি গায়ের লুঙ্গি পরা একজন কুমার দুহাতে মৃৎপাত্র তৈরি করছে এবং তার পাশে রয়েছে তৈরিকৃত সাজানো মৃৎপাত্র সহ অন্যান্য জিনিসপত্র। এই চিত্রের দ্বিতীয় ভাগে রূপায়িত হয়েছে একজন তাঁতি টানা তাঁত যন্ত্রের সামনে বসে ডানহাতে উপরে টাঙানো দড়ি ধরে টানছে ও বামহাতে তাঁত যন্ত্রে রাখা সুতা ঠিক করে দিয়ে কাপড় বুনছে। এখানে তাঁতির ঘাড়ে রয়েছে গামছা এবং পরনে রয়েছে পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি। (১৪) মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা ও মন্দিরের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এক সারিতে ধারাবাহিকভাবে মিনারসহ মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা ও মন্দিরের দৃষ্টিনন্দিত স্থাপত্যিক চিত্র এবং সেগুলোর সামনে ও পেছনে রয়েছে গাছগাছালি সহ ঝোপঝাড় ইত্যাদি। (১৫) সুন্দরবনের চিত্র– এই চিত্রের রূপায়িত হয়েছে গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ে ঘেরা সুন্দরবনের ভিতরে ঘাসের উপর বসে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিশ্রাম নিচ্ছে ও তার পাশে দুটি বড় গাছের মাঝখানে পাশাপাশি দুটি হরিণ একে অপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের পাশে বড় গাছের ডালে বসে একটি বানর অন্য প্রাণীদের অবলোকন করছে। (১৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার মিটিংয়ের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে একটি বড় বটগাছের নিচে শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গি প্রদর্শন করে মিছিলরত অসংখ্য নারী-পুরুষ রয়েছে। এখানে পুরুষদের পরনে রয়েছে শার্ট পাঞ্জাবি ও মহিলাদের পরনে রয়েছে শাড়ি-ব্লাউজ। (১৭) কুমিরের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে একটি কুমির শরীর বাঁকিয়ে মুখ হা করে রাগান্বিত অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। (১৮) নারীদের নৃত্যের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে পাশাপাশি একসাথে তিনজন নারী হাত ও মুখের বিভিন্ন ভঙ্গি প্রদর্শন করে নৃত্য করছে এবং তাদের পিছনে ধুতি শার্ট পরিহিত একজন পুরুষ গলায় ঝুলানো ঢোলক দুহাতে বাজিয়ে নৃত্য করছে। (১৯) জাতীয় স্মৃতিসৌধের চিত্র– এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে বিভিন্ন ভঙ্গি প্রদর্শনরত অবস্থায় অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। (২০) জাতীয় সংসদ ভবনের চিত্র– এই চিত্রের রূপায়িত হয়েছে ডেকোরেটিভ লাইটপোস্ট ও সিড়িসহ দৃষ্টিনন্দিত জাতীয় সংসদ ভবনের স্থাপত্যিক চিত্র এবং তার সামনে ঝোপঝাড়ের পাশে দাঁড়ানো রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গি প্রদর্শনরত মানুষ। (২১) বেদেনিদের চিত্র– এই চিত্রের রূপায়িত হয়েছে শাড়ি ব্লাউজ ও অলংকার পরিহিত একজন বেদেনি মাথায় ঝাঁপি নিয়ে কাঁধে রক্ষিত কাপড়ের পুটলি ডানহাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও তার বামপাশে একই পোশাক ও অলংকার পরিহিত অপর বেদেনি মাথায় ঝাঁপি নিয়ে কাপড়ে আটকানো শিশুকে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে বুকের দুধ পান করাচ্ছে এবং তারপাশে একই পোশাক ও অলংকার পরিহিত অন্য বেদিনি মাথায় ঝাঁপি নিয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (২২) ময়ূরপঙ্খি নৌকার চিত্র– এই চিত্রের রূপায়িত হয়েছে হাল ও ডেকোরেটিভ ছইয়াসহ ময়ূর আকৃতির একটি নৌকা পানির ঢেউয়ের উপরে ভাসছে এবং তার নিচে রয়েছে পানিতে বিভিন্ন আকৃতির গতিশীল মাছ। (২৩) সুখী পরিবার ও জাহাজের মালামাল অপসারণের চিত্র– এই চিত্রের বামপাশে রূপায়িত হয়েছে টাওয়ার ক্রেনের সাহায্যে জাহাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের মালামাল অপসারণ করছে তার চিত্র। আবার চিত্রের ডানপাশে রূপায়িত হয়েছে মা তার শিশু কন্যাকে জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বাবা বামহাত সামনের দিকে প্রসারিত করে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে সামনে দাঁড়ানো শিশু পুত্রকে দূরের গ্রাম দেখাচ্ছে এবং তাদের উপরে দুরের গ্রামসহ দুটি উড়ন্ত পায়রা রয়েছে। এখানে শিশুকন্যার ডান হাতে রয়েছে একটি পুতুল এবং তার পরনে রয়েছে ফ্রক, কানে দুল ও হাতে চুড়ি। শিশুপুত্রের পরনে রয়েছে শার্ট, বাবার পরনে রয়েছে পাঞ্জাবি এবং মায়ের পরনে রয়েছে ঘোমটা দেওয়া

শাড়ি, হাতে চুড়ি, কানে দুল ইত্যাদি। (২৪) কারখানার চিত্র– এই চিত্রের বামপাশে রূপায়িত হয়েছে কারখানায় স্থাপিত বিভিন্ন মেশিনের চিত্রসহ দূরে কারখানার স্থাপত্যিক চিত্র এবং ডানপাশে রূপায়িত হয়েছে একটি বড় টারবাইন হুইলের চিত্র। (২৫) সেতু, ক্রেন ও গুনটানার চিত্র– এই চিত্রের মাঝখানের রূপায়িত হয়েছে লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের একজন পুরুষ সামনের দিকে শরীরকে ঝুঁকিয়ে ডানহাতে গুন (দড়ি) বাঁধা বাঁশ ধরে টানছে এবং তার বামপাশে রূপায়িত হয়েছে ক্রেনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের মালামাল অপসারণ করার চিত্র ও তার ডানপাশে রূপায়িত হয়েছে নদীতে সেতু ও নদীর ওপাশে দূরের গ্রাম ইত্যাদি।

এছাড়া ফলকের কম্পোজিশনের কালো জমিনের ওপর রূপায়িত হয়েছে ছোট আকারের পয়সা, মাছ, গোলাকার নকশা, অর্থ গোলাকার নকশা, তারকা চিহ্ন, কড়ি, নকশাকৃত কুলা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত সূর্য, পয়সা-কড়ি, জ্যামিতিক নকশা, গাছপালা-ঝোপঝাড় ইত্যাদি দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিকভাবে নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি নারী-পুরুষ, প্রাণী ও বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীদেহের গঠন ও মুখাবয়বে নারী সুলভ কোমলতা, উষ্ণ সংবেদনশীলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা রয়েছে। পুরুষ ও নারীর শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। প্রাণী দেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন, অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** দক্ষতা, মেধা ও সুচারু প্রকাশভঙ্গিতে কোলাজ আকারে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে দুটি শৈলীর প্রতিফলন দেখা যায়। প্রথমত, নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত তিন রঙের (লাল+কমলা+কালো) জ্যামিতিক নকশা এবং এক রঙের পয়সা কড়ির নকশা ও আগুনের লেলিহান অগ্নিশিখাকেন্দ্রিক জ্বলন্ত সূর্যের নকশা। দ্বিতীয়ত, বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। এই 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক বিভিন্ন চিত্রে উপস্থাপিত বিভিন্ন মানুষ ও প্রাণীর ক্রিয়াশীল শারীরিক কাঠামো ও তাদের মুখাবয়বসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন বিষয়ের কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ পরিবেশগত বস্তু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিতের প্রকাশভঙ্গিতে বাস্তবধর্মী শৈলীর দৃষ্টিনন্দিত সুশৃঙ্খল (order ) ভাব, সঠিক আয়তন (size) ও যথাযথ অনুপাত (proportion) পরিলক্ষিত হয়। যথাক্রমে এখানে প্রতিটি বিষয়ের সুশৃঙ্খল ভাব, প্রতিটি বস্তুর সঠিক আয়তন ও যথাযথ অনুপাত পরস্পরের সাথে মেলবন্ধনের মাধ্যমে একটি নয়নাভিরাম ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। আবার এই ঐক্যের মধ্যেও দুটি বৈপরীত্য (contrast) শৈলীর প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন– প্রথমত ফলকের ওপর উৎকীর্ণ বিভিন্ন কাহিনির উপস্থাপিত প্রতিটি চিত্রের বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মানুষের শারীরিক গঠন, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রাণীদেহের গঠন এবং স্থাপত্যিক কাঠামোর সাথে মিল রেখে অপরাপর ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর গঠনে বাস্তবধর্মী শৈলীর প্রতিফলন দেখা যায়। এবং দ্বিতীয়ত, প্রতিটি কাহিনির কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত পরিবেশ, ঝোপঝাড়, লতাপাতা, গাছের কাণ্ড ছাড়া গাছের পাতা, পানি, মাছ, নৌকা, সূর্য রশ্মিসহ সূর্য ইত্যাদিতে নকশাধর্মী শৈলীর উপস্থাপন লক্ষ করা যায়। তাই ফলকের একই জমিনে বিভিন্ন রেখা সংবলিত কালো রঙের নকশার স্পেস রেখে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত পোড়ামাটির রঙের আলাদা আলাদা প্রতিটি বিষয়ের একত্রে উপস্থাপনে পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে একটি বহুমাত্রার ছন্দায়িত সুরেলা ঐকতান (harmony) সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ফলকে উপস্থাপিত জ্যামিতিক নকশা, পয়সা কড়ির নকশা ও সূর্যের নকশাসহ 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক বিভিন্ন কাহিনির চিত্র একত্রে উপস্থাপন ও বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অনুপাতের উপস্থাপনের জন্য ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) লক্ষ্য করা যায়। সর্বশেষে বলা যায়, এই ফলকের ওপর উত্তীর্ণ চিত্রে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২৯ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে নারী-পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা মিটিং, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও সংসদ ভবন ইত্যাদি। এই চিত্রগুলো রূপায়ণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সংগ্রামী চেতনা, মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য লড়াই, বীর ও বিজয়ী জাতি, নারী পুরুষের সমঅধিকার, সাহসী ও প্রেমময় নারী, বিজয়, আত্মত্যাগ, আপসহীন, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। আবার ফলকের অন্যান্য অংশে রূপায়িত হয়েছে সূর্য, কর্মরত কিষান-কিষানি, পায়রা ও পয়সা কড়ি, বেহারা,পালকি ও বধূ, মুক্তারমালা সহ হাঁস, বাউল গান, কর্মরত মহিলা চা শ্রমিক, পানিতে শাপলা ফুল, যুবতি ও রাখালের প্রেম, মাছ ধরা, বাড়ির আঙিনায় বালক বালিকার পড়াশোনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৃৎপাত্র তৈরি, কুমারের মৃৎপাত্র তৈরি, তাঁতির কাপড় বোনা, সুন্দরবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার মিটিং, কুমির, নারীদের নৃত্য, বেদেনি, ময়ূরপঙ্খি নৌকা, সুখী পরিবার, জাহাজের মালামাল অপসারণ, কারখানা, সেতু, ক্রেন ও গুনটানা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শৌর্য বীর্য, বাঙালির জীবন সংগ্রাম, নারী-পুরুষের বন্ধন, গ্রামীণ জীবন, বৈষম্যহীন সমাজ, ঐতিহ্যগত পদ্ধতির ব্যবহার, ঐতিহ্যের ধারক, লোকঐতিহ্য, শ্যামল রূপসী বাংলা, রোমান্টিক বাঙালি, একাডেমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সুশিক্ষিত বা শিক্ষানুরাগী, ঐতিহ্যের চর্চা, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতিপরায়ন, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, সাম্যবাদী সমাজ, প্রাণিজগত, সমতল ভূমি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঐক্য, তারুণ্য, সমতা, কর্মট, ভারসাম্য ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষযয়গুলো রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া ফলকের বিভিন্ন অংশে মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা ও মন্দিরের চিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সাম্য, সমতা বা সমবণ্টন, জাতিগত ঐক্য, সুশৃঙ্খলতা, ন্যায়নীতিবোধ ও ধর্মপরায়ণতা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো রূপায়ণ করা হয়েছে।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** রূপায়বের বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনে 'বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি' বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের পোড়ামাটির ফলক দেশ ও জীবনপাঠের নান্দনিকবোধকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সত্য ও মঙ্গলের যোগসূত্রই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি। এই ফলকটিতে ঠিক তাই ঘটানো হয়েছে। এই ফলকে বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতির সকল বিষয়ভিত্তিক, রূপবৈচিত্র্য এবং গ্রাম্যজীবনের সাথে প্রকৃতিগত রূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। এই ফলকটি রূপের বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনে ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি দারুণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই নীতির আওতায় জীবনের সত্যরূপ নির্ণয় ও প্রকাশ; একরূপের সাথে সর্ম্পকিত অন্যরূপের বিন্যাস, রূপের অন্তঃরূপের সাথে মঙ্গল ও শিল্প অভিব্যক্তির অনন্য রূপ নির্মাণের লক্ষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে, রূপভেদা: প্রমাণানি– এই উভয় নীতিই পোড়ামাটির চিত্রক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম নীতির সাথে দ্বিতীয় নীতি এই ফলকের নান্দনিক বোধ নির্মাণে কাজ করছে। 'অর্থাৎ পূর্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাত্তির প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল বিদ্যাদি কার্যত কিভাবে লোকে প্রয়োগ করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া যত্নপূর্বক সংক্ষেপে আমি ঐ কার্যসূত রচনা করলাম। ইহা ছাড়া; আমরা দেখিতেছি যে বহুপ্রাচীন কাল হইতে এতাবৎ কাল পর্যন্ত রাজপুতনোর অন্তর্গত জয়পুর চিত্রকলা– চর্চায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।'[৬৫] অর্থাৎ বিদ্যাশক্তি প্রয়োগে চিত্রকলার চিত্রশক্তি তৈরি হয়। এই চিত্রশক্তিই শিল্পের সৌন্দর্য নিমার্ণের প্রাণ। এখানে সৌন্দর্য তৈরি হয়েছে ষড়ঙ্গের বিদ্যানীতি প্রয়োগের কারণেই। ষড়ঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় নীতির সাথে কার্যকরভাবে কাজ করেছে ষষ্ঠ নীতি। রং প্রয়োগের বৈচিত্র্য এই ফলকটির সৌন্দর্যনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে রং প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনে হয় যেন 'Artistic Manner of using the Brush and Colour' এর যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে।

আলোচিত এই ফলকে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পী বস্তুরূপের জ্ঞানকে তথ্যসমৃদ্ধ আকারে উপস্থাপন করেছেন; যেখানে ভ্রমবিহীন জ্ঞান রূপের যৌক্তিক প্রকাশকে বিস্তৃত ধারণার আওতায় বিকশিত করেছে। বস্তুরূপের জ্ঞানের আওতায় প্রয়োগের জন্য ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি অত্যন্ত প্রায়োগিক।

---

৬৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতশিল্পের ষড়ঙ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪), ২।

প্রমাণানির– বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রমবিহীন জ্ঞানলাভ করা; বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ, এক কথায় বস্তুর হাড়হদ্দ।[৬৬]

এই ফলকের চিত্ররূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নীতি এবং বর্ণকল্প প্রয়োগের ক্ষেত্রে ষড়ঙ্গের ষষ্ঠ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। চিত্রনীতির ধারা বিবেচনায় চিত্রফলকের সৌন্দর্যভাবনা আরও বিস্তৃত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। রূপের মধ্য থেকে রূপের সৌন্দর্য রস উপভোগ্য করে তুলতে ষড়ঙ্গের নীতিগুলো এই ফলক নির্মাণে প্রয়োগের নমুনা যৌক্তিকভাবেই প্রমাণিত হলো। সুতরাং এখানে নান্দনিক বিধিমতে সুন্দরের চর্চা করা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলক নির্মাণে বাস্তব নমুনাকে চিন্তাকল্পের আওতায় নিয়ে সৌন্দর্য তৈরির ব্যাপারকে দৃশ্যগত করা হয়। যা শুধু আমাদের বাংলাদেশ, ভারতীয় ভাবধারা নয়; এই ধারা চীন-জাপানের চিত্ররীতিতেও সমানভাবে কাজ করে থাকে। যেমন–

Yu kashi . . . such suggestion or stimulation of the imagination is called Yu kashi. The Japanese painter is early taught the value of suppression in design. (On the Laws of Japanese Painting, p. 47.)

এইরূপে আমরা দেখেছি যে আমাদের বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতির গভীর সুক্ষ্ম চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে চীন ও জাপানের চিত্র সম্বন্ধে ষড়ঙ্গদর্শন । প্রাচীন নীতিশাস্ত্র অনুযায়ি এই নগরফলকে সৌন্দযবোধের প্রাপ্তি রয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের প্রধান অনুষঙ্গ 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ের বিভিন্ন চিত্রের অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে ও তার চারপাশের ফ্রেম নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো এক ধরনের ইজমের উপস্থাপন গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক বিভিন্ন চিত্র ফলকে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত হয়েছে; যেখানে প্রতিটি বিষয় প্রকৃতিগত বাস্তবতায় উপস্থাপিত হয়নি, হয়েছে ভাববাদ (idealism) ইজমের অন্তর্নিহিত উপস্থাপনায়। যা ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন বিষয়ের নারী-পুরষ, প্রাণী, প্রকৃতি ও বস্তুর সমন্বিত বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের অন্তরের ভাবপ্রবণতার বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎপথভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ বিভিন্ন চিত্রে এক ধরনের ছন্দায়িত সুরেলা আবহ তৈরি করেছে; যাতে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-দেশীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মমতা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.৬ শিরোনাম : ব্র্যাক সেন্টারের সুখী পরিবার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৬ : ব্র্যাক সেন্টারের সুখী পরিবার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৬৭]

৬৬. প্রাগুক্ত।, ২৯।

৬৭. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলী ও কোলাজ আকারে নির্মিত উলম্বভাবে লম্বাটে আকৃতির পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার সুখী পরিবার সহ এই বিষয়ের সাথে আরো অন্যান্য বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশা ও বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

(ক) সুখী পরিবার-বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক– উলম্বভাবে লম্বাটে আকৃতির রঙিন (কালো বাদামি খয়েরি) এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সুখি পরিবার-বিষয়ক চিত্র। যেমন– এই ফলকের কম্পোজিশনের মাঝখানে রয়েছে লতানো লতা ও ফুল পাতার সমন্বয়ে তৈরি ওভাল আকৃতির নকশাধর্মী একটি ফ্রেম। এই ফ্রেমের ভিতরে রয়েছে একটি ফুটন্ত পদ্ম ফুলের উপরে দাঁড়িয়ে দুজন নারী-পুরুষ দুহাতে তাদের নবজাতককে উপরে তুলে সূর্যের সামনে ধরে রয়েছে এবং তাদের পেছনের পটভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন লতানো লতা-পাতা, শাপলা ফুল-কলি ও বৃত্ত ইত্যাদি। এই ওভাল আকৃতির চিত্রটিকে কেন্দ্র করে তার চারিপাশে হয়েছে নকশাধর্মী বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যেমন– উপরের অনুভূমিক সারিতে রয়েছে নকশাধর্মী সূর্য, মেঘের ভেলা ও উড়ন্ত দুটি পাখি। বামপাশের উলম্ব সারিতে রয়েছে তিনটি নকশা, যথা– (১) অনেকগুলো মোরগের বাচ্চা, ফুলকলি ও রেখা-ডটের সমন্বিত নকশা। (২) তিনটি মাছ ও রেখা-ডটের সমন্বিত নকশা। (৩) গাভী, বালতি, কলাগাছ ও ডটের সমন্বিত নকশা। ডানপাশের উলম্ব সারিতে রয়েছে তিনটি নকশা, যথা– (১) নকশাধর্মী কুঁড়েঘর, কলাগাছ, গাছগাছালি ও রেখা-ডটের সমন্বিত নকশা। (২) বই-কলম, আলপনা ও রেখা-ডটের সমন্বিত নকশা। (৩) লতানো লতা, ডাল-পাতা, ফুটন্ত ফুল, কলি, প্রজাপতি, ফড়িং ও রেখা- ডটের সমন্বিত নকশা। নিচের অনুভূমিক সারিতে রয়েছে শাপলা ফুল, কলি, পাতা এবং নকশাধর্মী পানির তরঙ্গ ও প্রজাপতি ইত্যাদির সমন্বিত নকশা। এখানে লম্বা চুলের নারীর পরনে রয়েছে নকশাকৃত প্রিন্টের শাড়ি ব্লাউজ, গলায় নেকলেস, হাতে চুড়ি, কানে দুল, পায়ের নুপুর, মাথায় ফুলের গোছা ইত্যাদি এবং পুরুষের পরনে রয়েছে নিম্নাঙ্গের লুঙ্গি, কোমরে বাঁধা গামছা, উর্ধ্বাঙ্গে আড়াআড়িভাবে রাখা চাদর ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত নারী-পুরুষ-শিশু ও গাভী দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিকভাবে বাস্তবধর্মী শৈলী এবং অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা, উষ্ণ সংবেদনশীলতা ও যথাযথক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং শিশুর ক্ষেত্রে শিশু সুলভ কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে কিছুটা লম্বাটে ভাব, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা দেখা যায়। গাভীর শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের মাঝখানে উপস্থাপিত মুখ্য বিষয় 'সুখী পরিবারককে' কেন্দ্র করে তার চারিপাশে ঠাসাঠাসি করে রূপায়িত অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে ফলকের উপাদানগুলো (রেখা, আকৃতি, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান) যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যার কারণে ফলকে উপস্থাপিত ক্রিয়াশীল মানবদেহের সুচারু অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর উপস্থাপনার মধ্যে বাস্তবধর্মী শৈলীর নয়নাভিরাম সুশৃঙ্খল (order) ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর যথাযথ আয়তন (size) ও অনুপাত (proportion) ঠিক থাকলেও মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তার চারিপাশে উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয় ও বস্তুর আয়তন ও অনুপাতে বাস্তবধর্মী শৈলীর পরিপ্রেক্ষিতের সঠিক অনুপাত ও আয়তনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। তারপরও সুখী পরিবার কেন্দ্রিক প্রতিটি বিভিন্ন বিষয় আলাদা আলাদাভাবে প্রতীকী আকারে উপস্থাপিত হলেও তা একত্রে পরস্পরের সঙ্গে মেলবন্ধনের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী সুশৃঙ্খল ভাবের সৃজনশীল ঐক্য (unity) প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানেও এই ঐক্য দুটি নীতির অনুসরণের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। যেমন– প্রথমত ফলকে উপস্থাপিত মুখ্য বিষয়ের কার্যবিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মানবদেহের গঠন ও পোশাক পরিচ্ছদে বাস্তবধর্মী শৈলীর উপস্থাপন দেখা যায়।

এবং দ্বিতীয়ত মুখ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অপরাপর অন্যান্য বিষয় ও বস্তুর উপস্থাপনে নকশাধর্মী শৈলী পরিলক্ষিত হয়। সেই সাথে ফলকের একই জমিনে সুখী পরিবারকেন্দ্রিক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও অনেক অনেক বস্তু ও বিভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত একত্রে উপস্থাপনের জন্য বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। আবার এখানে দুটি শৈলীর মধ্যে বৈপরীত্য (contrast) থাকলেও একই জমিনে বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমবিন্যাসের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যোগসূত্র তৈরি করে পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দিত সৃজনশীল নকশা ও বাস্তবধর্মী ঐকতান (harmony) ও সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২৮ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ হয়েছে সুখি পরিবার সহসূর্য, মেঘের ভেলা, পাখি, মোরগ, মাছ, গাভী, ফুলকলি, কুঁড়েরঘর, কলা গাছ, গাছ গাছালি, বই কলম, আলপনা, প্রজাপতি, ফড়িং, শাপলা ফুল-পাতা, পানির তরঙ্গ ইত্যাদি বিষয়গুলো উপস্থাপনের মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সুখ সমৃদ্ধিময় সুখী জীবন, নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি বা নব দিগন্তের সূচনা, ঐক্য, আলোকিত ভবিষ্যৎ, পশুপালন, সবুজায়ন, মৎস্য চাষ, স্বনির্ভরতা, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ জীবন, অর্থনৈতিক মুক্তি, গ্রামীণ প্রকৃতি বা রূপসী বাংলা, দুধে ভাতে বাঙালি, পরিপাটি ও মুক্ত জীবন, হাতে কলমে শিক্ষা, সৃজনশীল সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত, শক্তি ও গতিময়তা, ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** ব্র্যাক সেন্টারের সুখী পরিবার ফলকে ষড়ঙ্গের তিনটি নীতির প্রয়োগ ঘটেছে একসাথে এবং এই ধরনের শিল্প নির্মাণ নীতি ফলকটিকে নন্দন ধারণার সাথে সংযোগ তৈরী করেছে। এই ফলকে মৃৎশিল্পী ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি 'রূপকে' অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান রূপে পরিণত করেছেন যেখানে কল্পনার কাঠামোর সাথে স্বাধীনতা এবং সৃষ্টিচিন্তা একসাথে ঐক্য তৈরি করেছে। এখানে চিত্রিত বস্তুর রূপের বৈচিত্র্য রয়েছে। ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ" এই ফলকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যদিয়ে বস্তুর আকার এবং প্রাণীর আকারের অনুপাত ও পরিমাপ পরিপ্রেক্ষিতের ধারণাকে সমুন্নত রেখেছে। এবং তৃতীয় নীতি "ভাব" এর উদয় রয়েছে। পরিবারের আবেগ ও উপলব্ধি জাত হওয়া সুখকে প্রকাশ করবার যে পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সত্যি সার্থক। ব্র্যাক সেন্টারের দেয়ালে নির্মিত 'সুখী পরিবার' পোড়ামাটির ফলকে ষড়ঙ্গের তিনটি নীতির প্রায়োগিক দর্শনে সৌন্দর্য ভাবনার সমৃদ্ধ রূপ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের প্রধান অনুষঙ্গ 'মা, বাবা ও শিশুকে কেন্দ্র করে সুখী পরিবার' বিষয়ের চিত্রের অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে ও তার চারপাশের চওড়া ফ্রেমে উপস্থাপিত প্রকৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো দুই ধরনের ইজমের উপস্থাপন গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, 'সুখী পরিবার' বিষয়ক চিত্রটি প্রকৃতিগত বাস্তবতায় উপস্থাপিত না হয়ে ভাববাদ (idealism) ইজমের অন্তর্নিহিত উপস্থাপনায় চিত্রায়িত হয়েছে। যেখানে ফলকে অঙ্কিত মা, বাবা, শিশু ও প্রকৃতির সমন্বিত বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে শিল্পীর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, কল্পনা প্রভাবিত মুক্ত চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে ভাববাদ (idealism) ইজমের বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ অনেক বিষয় প্রতীকী রূপে ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে; যেগুলোর মাধ্যমে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত অর্থ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত চার ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের সৃজনশীল সুচারু আবহ তৈরি করেছে; যাতে সুখী সমৃদ্ধিময় জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.৭ শিরোনাম : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের 'জনতার দেয়াল' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৭ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের 'জনতার দেয়াল' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৬৮]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী শৈলী এবং কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তেভাগা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় পর্যন্ত বাঙালির গৌরবময় আন্দোলন সংগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দৃশ্যকাব্য ও আবহমান বাংলার সামাজিক জীবনের বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই বৃহৎ পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিবরণ সংখ্যাসূচক নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলোর বর্ণনা করা হলো। যেমন– বাম দিক থেকে প্রথমে আবহমান বাংলার বিষয় রূপায়িত হয়েছে। যেমন– 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কালজয়ী গানের কথার লিপি দিয়ে ফলকের সূচনা। এই গানের লিপির সাথে রূপায়িত হয়েছে ফুল-লতা-পাতা-শস্য ইত্যাদি। এই লিপির পাশে রূপায়িত হয়েছে শাড়ি-ব্লাউজ পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দুজন বাঙালি রমণী কলসি কাঁখে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। তাদের পাশে ও পিছনে নদীতে নৌকা, ধানখেত, তালগাছ, কুঁড়েঘর, খড়ের পালা, মাঠ, দূরের গ্রাম ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে। এখানে বিস্তর মাঠের ওপর 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার লাইন লিপি আকারে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। নারীদ্বয় সহ গ্রামবাংলার দৃশ্যের সামনে বড় করে রূপায়িত হয়েছে গ্রামের দুজন কৃষক এবং চোখে চশমা পরা ও কানে হেডফোন লাগানো শহরের মানুষ। এখানে দুই কৃষকের একজন ডানহাতে হুক্কা ধরে হুক্কা পান করছে ও আরেকজন মাথায় মাতলা পরিহিত অবস্থায় ডানহাতে কাস্তে ধরে রেখেছে।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে তেভাগা আন্দোলন। এখানে দুটি গরু নিয়ে একজন কৃষক মাঠে হালচাষ করছে। এই কৃষকের উপরে 'তেভাগা আন্দোলন' লেখাটি লিপি আকারে রয়েছে। এই লিপির একপাশে রূপায়িত হয়েছে একটি বড় লাঙ্গল এবং কাস্তে, বল্লম ও লাঠি হাতে দুটি চিৎকাররত কৃষকের মুখ। আবার অন্যপাশে রূপায়িত হয়েছে আগুনের শিখা ও রশ্মিসহ সূর্য।

তৃতীয় বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র। এখানে প্রথম ভাগে রূপায়িত হয়েছে একতারা হাতে ভয়ে আতঙ্কিত বাউল, বইখাতা হাতে শঙ্কিত শিক্ষার্থী, মা শিশুকে কোলে নিয়ে বই পড়াচ্ছে। সেখানেও মা ও শিশুর মুখে ভয়ার্ত ভাব, অশান্ত পরিবেশ বাড়ির সামনে কলস থেকে পানি ছিটকে পড়ছে তার পাশে গাছের ডালে আতঙ্কিত পেঁচা, ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের বর্ণমালা অ- ভ, রয়েছে কালজয়ী লিপি 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', শান্তির প্রতীক পায়রা আতঙ্কিত হয়ে উড়ছে, শঙ্কিত অভিব্যক্তিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতিকৃতি, আরেক কালজয়ী লিপি রয়েছে 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি', উপরিউক্ত বিষয়গুলোর উপরে বড় করে প্রতীকী দানব আকারে রূপায়িত হয়েছে পাকিস্তানি শাসক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাক্ষসীয় মুখাকৃতি ও হিংস্র ঈগলের পায়ের ন্যায় দানবীয় হাতের থাবা। সেই হিংস্র থাবায় খামচে ধরেছে বিভিন্ন বই এবং রাক্ষসীয় মুখে খেয়ে নিচ্ছে আদর্শ লিপি বই। জিন্নাহর ভয়ংকর মুখের পাশে রয়েছে 'urdu only urdu'। দ্বিতীয় ভাগে রূপায়িত হয়েছে '১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে গণ পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী উত্থাপিত হয়' শিরোনামে লিপি এবং তার পাশে রয়েছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিকৃতি, আবার এখানে রূপায়িত হয়েছে এক যুবকের মৃতদেহ কোলে নিয়ে ও বিভিন্ন লেখা সম্বলিত ফেস্টুন হাতে নিয়ে যুবক-যুবতিদের প্রতিবাদ মিছিল, তার পেছনে রয়েছে 'না না না' শিরোনামে প্রতিবাদ লিপি এবং সন্তানের

৬৮. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

মৃতদেহ কোলে নিয়ে মা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। তৃতীয় ভাগে রূপায়িত হয়েছে রফিক, সালাম, জব্বার ও বরকতের প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিগুলোকে ঘিরে নিচে রয়েছে ফুল পাতা লতা বিছানার ওপর অঙ্কিত অমর লিপি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'। প্রতিকৃতিগুলোর উপরে রয়েছে লিপি '১৯৫২' ও

অসংখ্য গুলি এবং তার পাশে রয়েছে শহিদ মিনার। এই শহিদ মিনারের সামনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদের জন্য রয়েছে প্রভাতফেরির মিছিল। মওলানা  ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রভাতফেরির মিছিল এবং উক্ত মিছিলে বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণমালা সংবলিত ব্যানার নিয়ে একদল মানুষ দৃপ্ত পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে।

চতুর্থ বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও জেনারেল আইয়ুব খানের পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল, শেখ মুজিব কারাগারে, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানসহ আইয়ুব শাহীর পতন। যেমন, '১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের বিজয়' শিরোনামে লিপি, তার নিচে রয়েছে তিন নেতার প্রতিকৃতি– শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। '৫৬ ভাসানীর নেতৃত্বে কাগমারী সম্মেলন' ও 'পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখল' শিরোনামে দুই লিপি। এই লিপিগুলোর উপরে রয়েছে সামরিক পোশাক ও টুপি পরিহিত পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল আইয়ুব খানের প্রতিকৃতি। এখানে তার আসল মুখাকৃতির বদলে সেখানে রূপায়িত হয়েছে অনেকগুলো ক্রোধান্বিত সাপ। তার  এই প্রতিকৃতির পাশে প্রতীকী রূপে রূপায়িত হয়েছে বুট জুতা দিয়ে লাথি মারছে সংবাদপত্র ইত্তেফাক ও আজাদ পত্রিকা উপর এবং মুখ বাঁধা জনতার শঙ্কিত মুখে। জেনারেল আইয়ুব খানের প্রতীকী প্রতিকৃতির উপরে রূপায়িত হয়েছে '৫৮ ভাসানী গৃহবন্দী' শিরোনামে লিপি। জেনারেল আইয়ুব খানের প্রতীকী প্রতিকৃতির পাশে রূপায়িত হয়েছে শেখ মুজিবসহ অনেকেই কারাগারে বন্দি। তারপাশে রূপায়িত হয়েছে 'সামরিক শাসন মানিনা মানব না' ও 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো' ইত্যাদি লিপি সংবলিত বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জনতার মিছিল। পাশে রয়েছে ছেঁড়া শিকল– প্রতীকী উপস্থাপন মানে শেখ মুজিব বন্দিদশা থেকে মুক্ত। এছাড়াও রয়েছে শেখ মুজিবের ছয় দফা ঘোষণার চিত্র, '৬ দফাই মুক্তির মহাসনদ', '১১ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে' ও আরো ইত্যাদি লিপি সংবলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জনতার মিছিল এবং এই জনতার মিছিলে সামরিক সেনাদের বেয়নট চার্জ ও গুলি বর্ষণের চিত্র। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, মতিউর রহমান মল্লিক, সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (শহীদ আসাদ)-এর প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিগুলোর নিচে রয়েছে অমর লিপি 'নিঃশ্বাসে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' এবং তার উপরে রয়েছে অসংখ্য বন্দুক। '১৪৪ ধারা মানি না মানবো না' শিরোনামে লিপি সংবলিত ব্যানার নিয়ে ৬৯ গণঅভ্যুত্থানের মিছিল এবং এই মিছিলের পাশেই রয়েছে অগ্নিশিখার উপরে ঝুলন্ত ঘন্টা, এই ঘন্টার ওপর 'আইয়ুব শাহীর পতন' শিরোনামে লিপি রয়েছে।

পঞ্চম বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে ৭০-এর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস ও সত্তরের নির্বাচন। এখানে প্রথমত '৭০-এর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসে ওরা কেউ আসেনি' শিরোনামে এই লিপির উপরে জলোচ্ছ্বাসের ঢেউয়ের তরঙ্গ রয়েছে এবং লিপির নিচে একটি ক্ষুধার্ত শকুন মৃত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস খাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়ত '৭০-এর নির্বাচন সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শিরোনামে এই লিপির উপরে পাকিস্তানি শাসক দানব ইয়াহিয়ার দানবীয় মুখাকৃতি রয়েছে এবং প্রতীকী অর্থে ভোটের বাক্সে হাত দিয়ে ভোট দিচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। আবার ওই লিপির নিচে একটি অর্থ বৃত্তের ভিতরে একটি নৌকা রয়েছে যা আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক এবং ওই লিপির পাশে বাংলার পতাকা ও লাঠিসোটা নিয়ে জনতার বিজয় মিছিল রূপায়িত হয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির নিচে '৭ই মার্চ ১৯৭১' শিরোনামে লিপি রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মাথার পাশে 'আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা' ও 'বাঙালির জয়' শিরোনামে দুটি লিপি রয়েছে এবং শেখ মুজিবের মুখের সামনে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা' শিরোনামে লিপি রয়েছে।

সপ্তম বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে ঘুমন্ত বাঙালি উপর ২৫ মার্চ কালরাত্রির বিভীষিকাময় অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যার চিত্র। এখানে রূপায়িত হয়েছে আগুনের শিখায় ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা পুড়ছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ এবং তা শিয়াল কুকুরে খাচ্ছে, '২৫ মার্চ ১৯৭১' শিরোনামে লিপি, সারিবদ্ধ অসংখ্য মৃতদেহের সারি, ট্যাংক থেকে গুলি ছুড়ছে এবং ট্যাংকের উপরে রয়েছে দানব ইয়াহিয়ার প্রতিকৃতি।

অষ্টম বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন ও শরণার্থীর চলে যাওয়ার দৃশ্যকাব্য। এখানে প্রথমে রূপায়িত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য একজন মা তার শিশুসন্তানের হাতে বন্দুক তুলে দিচ্ছে। দ্বিতীয় ভাগে রূপায়িত হয়েছে '১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন' শিরোনামে লিপি। এই লিপির উপরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক চার নেতার প্রতিকৃতি যেমন– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান। এই নেতৃবৃন্দের উপরে রয়েছে গাছের নিচে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতি সহ 'চল চল চল' শিরোনামে লিপি ও তার সাথে বন্দুক হাতে মুক্তিযোদ্ধা এবং সহায় সম্বল বাক্স-পেট্রা নিয়ে অসংখ্য শরণার্থীর পশ্চাৎ গমনের দৃশ্য।

নবম বিষয় হিসেবে ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দৃশ্য। এখানে প্রথমে রয়েছে একজন ছাত্র, একজন কৃষক ও একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা সাধারণ বন্দুক ও গ্রেনেড নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার তাঁদের পাশে রয়েছে সৈনিকের পোশাকে মুক্তিসেনারা স্টেনগান দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলি করছে এবং দূরে পাকিস্তানি সৈন্য আহত ও নিহত হয়ে পড়ে আছে। এই দৃশ্যের নিচে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম জি ওসমানী ও তিন সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশারফের প্রতিকৃতি। এখানে আরেকটি বিষয় রূপায়িত হয়েছে যেমন– ফলকের উপরের দিকে রয়েছে নারীদের বাঁধা ঝুলন্ত পা এবং পায়ের নিচে রয়েছে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি এবং তারও নিচে রয়েছে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক বাংলার মা বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের দৃশ্য।

দশম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য। এখানে টেবিলে রাখা আত্মসমর্পণের দলিলে সামরিক পোশাক পরিহিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী সই করছেন এবং তার পাশে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা পাশে বসে তা অবলোকন করছেন এবং তাঁদের পেছনে সামরিক পোশাক পরিহিত বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যৌথ বাহিনীর বিভিন্ন অফিসারবৃন্দ– সম্ভবত এ কে খন্দকার, মোহাম্মদ আরিফ, প্যাট্রিক ডেসমন্ড কালাঘান, সগত সিং, হরিচাঁদ দেওয়ান, জে এফ আর জ্যাকবসহ আরো কয়েকজন তা ফলকে রূপায়িত হয়েছে। এই আত্মসমর্পণের দৃশ্যের উপরে ও নিচে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' ও '১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়' শিরোনামে দুটি লিপি রয়েছে। আবার এই আত্মসমর্পণের দৃশ্যের পাশে বড় করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি রয়েছে।

এগারোতম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে স্বাধীনতার রূপক অনুভূতি। এখানে একটি গোলাকার সূর্যের ওপর 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' শিরোনামে লিপি রয়েছে। এই লিপিযুক্ত সূর্যকে ঘিরে রূপায়িত হয়েছে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা, উড়ন্ত কয়েকটি পায়রা এবং ফুলের বাগানে এক যুবক দুহাত দিয়ে বাঁশ ধরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ও তার পাশে এক ছাত্রী বই বুকে জড়িয়ে ধরে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত শুধু বিভিন্ন ভাষার লিপি ছাড়া সমস্ত বস্তুই দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিকভাবে বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং শিশুর ক্ষেত্রে শিশু সুলভ কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা দেখা যায়। প্রাণী দেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে

উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন, অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই বৃহত্তর পোড়ামাটির ফলকের ওপর উত্তীর্ণ চিত্রে আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলির বাংলা লিপির বর্ণনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রের বিষয়ের মধ্যে ফলকের উপাদানগুলো– আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি যথোপযুক্ত অবস্থানে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে একই জমিনে একটি বিষয়ের সাথে অপরাপর বিষয়ের সংশ্লেষণ এবং বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহের যথাযথ কার্যবিধির গতিশীল অভিব্যক্তিপূর্ণ সুচারু প্রকাশভঙ্গি ও সুনির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক পরিবেশগত বস্তু, যথার্থ কাহিনির সাথে সংহতি রেখে বাংলালিপির বর্ণনা ইত্যাদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী শৈলীর সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা (order) পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে উপস্থাপিত মানুষ ও প্রাণী দেহের অনুপাতের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় বস্তু ও পরিবেশের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পরস্পরের বাস্তবধর্মী যথাযথ অনুপাত (proportion) ও আয়তন (size) উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন বিষয় একত্রে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের পরিবেশগত যথাযথ অনুপাতের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে প্রতিটি আলাদা আলাদা বিষয়কেন্দ্রিক বিষয়ের একত্রে উপস্থাপনের জন্য পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) স্থাপিত হয়েছে। আবার ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট গল্পানুসারে মানুষ ও পশুপাখির যথাযথ কার্যবিধির দেহভঙ্গি (gesture),অঙ্গভঙ্গি (posture), অভিব্যক্তি (expression) ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং স্ব স্ব গল্পানুসারে প্রয়োজনীয় সঠিক বস্তু ও পরিবেশের উপস্থাপন এবং প্রতিটি বস্তুর প্রয়োজন মাফিক রিলিফের পুরুত্ব ইত্যাদির সঠিক ব্যবহারে বাস্তবধর্মী শৈলীর বহুমাত্রার নয়নাভিরাম ঐকতানের (harmony) সুস্পষ্ট উপস্থিতি দেখা যায়। তবে এই ফলকের জমিনে ফাঁকা স্পেসের ব্যবহার নেই বললেই চলে; সেখানে নির্দিষ্ট গল্পের বক্তব্য অনুসারে বাংলালিপির যথাযথ স্লোগান ব্যবহার করে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করে ভারসাম্য (balance) রক্ষা করা হয়েছে। এবং পাশাপাশি ফলকের একই জমিনে উপস্থাপিত আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক ও সামাজিক জীবনের আন্দোলন সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের গল্পের চিত্র একত্রে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। এতে করে প্রতিটি বিষয়ের যেমন আলাদা আলাদা করে গুরুত্ব পেয়েছে এবং তেমনি দর্শকের দৃষ্টিকেও এক ধরনের স্বস্তিকর অনুভূতি প্রদানে সহায়ক হয়েছে। সর্বশেষে বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১৯ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন অংশে চিত্ররূপে উৎকীর্ণ হয়েছে কালজয়ী অমর বাণী ও লিপি, তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ভাসানীর নেতৃত্বে কাগমারী সম্মেলন, জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতা দখল, শেখ মুজিব কারাগারে, ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুব শাহীর পতন, সত্তরের নির্বাচনের চিত্র, ৭ই মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চ কালরাত্রির অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা, মুজিবনগর সরকার গঠন, শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক বাংলার মা বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠন বা ধর্ষণ, পাকিস্তানিদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ, শহিদের প্রতিকৃতি, দানবের প্রতিকৃতি, মহান ব্যক্তিত্বের প্রতিকৃতি চিত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি, স্বাধীনতার বিজয় উল্লাস, স্বাধীনতার পতাকা ও শান্তির প্রতীক পায়রা উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়। এই বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ঐতিহাসিক দলিল, কৃষক বিদ্রোহ, সংগ্রামী বাঙালি, বর্বর ও অত্যাচারী পাকিস্তানি, প্রতিবাদ, মাতৃভাষার জন্য আত্মাহুতি, দানবীয় ইয়াহিয়া, শান্তিপ্রিয় ও প্রতিবাদী বাঙালি, বাঙালির অসহায়ত্ব, ঐক্য, বীরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, বীরের প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ, অমর বাণী, নির্বাচনের প্রহসনতা, অত্যাচারীর পতন, অত্যাচারীর দানবীয় প্রতিকৃতি, বিদ্রোহ, ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান, দানব ইয়াহিয়া, আওয়ামীলীগের বিজয়, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, গণহত্যা, নির্যাতিত ও নিপীড়িত বাঙালি, আত্মত্যাগ, শরণার্থী, মুক্তির শপথ, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, পাকিস্তানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ, বিজয়, স্বাধীন বাংলার পতাকা, মুক্ত স্বাধীন বিজয়ী বাঙালি ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া ফলকের অন্যান্য অংশে চিত্ররূপে উৎকীর্ণ হয়েছে রূপসী বাংলা, গল্পরত কলসি কাঁখে নারী, গ্রাম ও শহরের জীবন, কৃষকের হাল চাষ, বাউল, মা ও শিশু, প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস, প্রভাতফেরি, সুখী জীবন ইত্যাদি বিষয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সুখ ও সমৃদ্ধময় বাংলা, শ্যামলী বাংলা, সহমর্মিতা, বন্ধুবৎসল, স্নেহময়ী মা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বাঙালির জীবন সংগ্রাম, শান্তিপ্রিয় বাঙালি, সংস্কৃতি পরায়ণ ও শিক্ষানুরাগী বাঙালি ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। তবে এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** ষড়ঙ্গের তৃতীয় নীতি ভাবকে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি প্রমাণ-এর সাথে মিলিয়ে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনকে ঐতিহাসিক করে তুলবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

Artists study Facial expressions, body language and gestures to accurately represent emotions such as joy, sorrow, anger, and serenity. The Ability to evoke the extended emotional response in the viewer is a testament to the Artist's Skill.[৬৯]

এই বৃহৎ ফলকে ঐতিহাসিক বিষয়গুলোকে সময়কালের আলোকে সাজানো হয়েছে এবং ইতিহাসের বাস্তব এবং সত্য ঘটনা প্রবাহের খণ্ডিত খণ্ডিত রূপকে নির্মাণ করে ভাব ও উপলব্ধির ভিত্তি রচনা করেছেন। এই ফলকে "রূপ এবং রূপকের প্রয়োগে বেদান্ত চিন্তা অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুকে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যা সত্যি প্রয়োজন ছিলো। এই ফলকেও ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতিকে মান্য করা হয়েছে। সকল ফিগার নির্মাণে সঠিক অনুপাত প্রয়োগ করা হয়েছে, যা সত্যিকারের একটি প্রমাণ বিধি মোতাবেক অনুপাতের ধারণাকে সমুন্নত করেছে এবং সুন্দর সম্পর্কিত ভাবনাকে উপস্থাপিত করেছে।

লিপিকলার ক্ষেত্রেও ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ" এবং বিষয়ের সাথে গল্পের সূত্রবদ্ধ পাঠ নির্মাণের লক্ষ্যে পঞ্চম নীতি "সাদৃশ্য" প্রয়োগ করার ফলে ফলকের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বিষয়ের শব্দপাঠ এক্ষেত্রে সৌন্দর্য প্রকাশের বৃহত্তর উদারভিত্তি হিসেবে নির্মিত হয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনসহ গৌরবময় আন্দোলন-সংগ্রামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির চিত্র; যা বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো দুই ধরনের ইজমের উপস্থাপন গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, বৃহৎ এই কর্মটি শিল্পীদের দেখা অভিজ্ঞতা ও মনগড়া উপস্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন বিষয়াবলির চিত্রগুলোকে ভাববাদ (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত চেতনায় চিত্রায়িত হয়েছে; যেখানে ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন মানুষ, পশু পাখি, বিভিন্ন বস্তু, শ্যামলী প্রকৃতিসহ বিভিন্ন বাংলালিপির স্লোগানের সমন্বিত বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের হুবহু প্রকৃতিধর্মী নয় বরং বাস্তবতার সত্যকে চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। এছাড়া জাতীয় ঐতিহ্যের নানান বিষয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ অনেক বিষয় সামান্যভাবে প্রতীকী রূপে ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে; যেগুলোর মাধ্যমে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্য, অর্থ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের দক্ষতা সম্পন্ন সৃজনশীল আবহ তৈরি করেছে; যাতে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রকাশ, বাঙালির সংগ্রামী জীবন ও সম্প্রীতিময় জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.৮ শিরোনাম : কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA)-এর পোড়ামাটির ফলক**

---

৬৯. "Bhava i Indian arto I Bvitainca" WWW. britannica. com. Retrieved 24 June 2024/ 'The Six Limbs of Indian Art', Art Debates 3 August 2015, Retrived 24 June 2024.



চিত্র ৮ : কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA)-এর পোড়ামাটির ফলক।[৭০]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য মোচন, নিরাপত্তা, সমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামের প্রান্তিক মানুষজন কিভাবে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ– কুটির শিল্প থেকে শুরু করে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, তাঁতে কাপড় বুনা, কাপড় সেলাই করা, স্বাস্থ সেবাসহ আরো অন্যান্য বিষয়ের কাজকর্ম করছে তার বাস্তবধর্মী কোলাজ দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো। যেমন–

প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সুখী পরিবারের চিত্র। এখানে রয়েছে সূর্যের আলোর নিচে হাসিমুখে মা-বাবা তাদের ছোট ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার চিত্র। অর্ধশরীরের বাবা ও ছেলের পরনে শার্ট, মায়ের পরনে ঘোমটা দেওয়া শাড়ি ব্লাউজ ও হাতে গলায় অলংকার এবং মেয়ের পরনে ফ্রক ও হাতে খেলনা পুতুল রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গরুর দুধ দোহনের চিত্র। এখানে রয়েছে লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের একজন কৃষক বাঁশের বেড়ার খাপে আটকানো বড় মাটির চাড়ির ভিতরে শুকনো খড়ের আঁটি দিচ্ছে ও কৃষকের সামনে পিছনে তিনটি গরু এদিক-সেদিক মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এবং শাড়ি পরিহিত একজন নারী সামনের গরুটির দুধের বাট ধরে দুধ দোহন করে নিচের পাত্রে দুধ রাখছে তার চিত্র।

তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মাছ ধরার চিত্র। এখানে রয়েছে খালি গায়ের তিনজন জেলে বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে জালে আটকানো মাছ ধরছে তার চিত্র। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাঙালি নারীদের চরকায় সুতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বুনার চিত্র। এখানে রয়েছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি পরিহিত একজন নারী বসে চরকায় সুতা কাটছে ও তার বামপাশে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত একজন নারী বসে দু'হাতে কোমর তাঁতে কাপড় বুনছে এবং তার ডানপাশে উল্টো দিক করে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত অন্য একজন নারী বসে দুহাতে সমান্তরাল তাঁতে কাপড় বুনছে তার চিত্র।

পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে প্রান্তিক শিশুদের মাঝে শিক্ষিকার বই বিতরণের চিত্র। এখানে রয়েছে বই হাতে

৭০. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

নিয়ে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের মাঝখানে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত একজন শিক্ষিকা দুহাতে সামনে দাঁড়ানো একটি ছেলের হাতে বই তুলে দিচ্ছে তার চিত্র। এখানে অর্ধশরীরের ছেলেদের পরনে রয়েছে টিশার্ট ও ফুলশার্ট এবং মেয়েদের পরনে রয়েছে ফ্রক।

ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কাপড় কাটা ও কাপড় সেলাই করার চিত্র। এখানে রয়েছে শার্ট পরিহিত একজন পুরুষ ও মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি পরিহিত একজন মহিলা পাশাপাশি বসে পা চালিত সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছে এবং তাদের পেছনে শার্ট প্যান্ট পরিহিত একজন পুরুষ মানুষ কাপড় কাটার জন্য টেবিলে রাখা কাপড়ে দাগ টানছে তার চিত্র।

সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার চিত্র। এখানে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত একজন মা দুহাতে তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার উল্টো পাশে দাঁড়িয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত একজন স্বাস্থ্যকর্মী কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বামহাতে শিশুর হাত ধরে ডানহাতে স্টেথোস্কোপের বাটন ধরে শিশুর দেহের হৃৎস্পন্দন মাপছে তার চিত্র।

অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে হাঁস-মুরগি পালনের চিত্র। এখানে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত একজন নারী বাম হাতে মাটির পাত্র ধরে ডানহাতে খাবার দিচ্ছে সামনে খোঁয়াড়ের ভিতরে থাকা হাঁস-মুরগিকে এবং নারীর পেছনে একজন পুরুষ মানুষ নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি কাছা দিয়ে খালি গায়ে বামহাতে পাত্র ও ডানহাতে বেলচা ধরে হাঁস-মুরগির ময়লা পরিষ্কার করার জন্য দণ্ডায়মান তার চিত্র।

নবম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঢেঁকিতে ধান ভানার চিত্র। এখানে রয়েছে বাঁশের খুটি ধরে শাড়ি ব্লাউজ চুড়ি পরিহিত দুজন রমণী দাঁড়িয়ে কাঠের ঢেঁকির পিছনের অংশে পা দিয়ে চাপ দিচ্ছে এবং ঢেঁকির সামনের অংশে আরেকজন শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত রমণী হাত দিয়ে ধান ভানছে তার চিত্র।

দশম বিষয় হিসাবে রূপায়িত হয়েছে ধানকাটা ও ধান শুকানোর চিত্র। এখানে রয়েছে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও মাথায় মাতলা পরিহিত  খালি গায়ের দুজন কৃষক জমিতে ধান কাটছে ও তাদের পাশে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি কাছা দিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে খালি গায়ের আরেকজন কৃষক দুহাতে ধানের আঁটি ধরে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সামনে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত দুজন নারী দুহাতে কাঠের বেলচা দিয়ে মাটিতে বিছানো শুকনো ধান কুড়িয়ে বাঁশের টুপরিতে রাখছে ও তাঁদের পেছনে আরেকজন শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত নারী কাঠের লম্বা বেলচা ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার চিত্র।

এগারতম বিষয় হিসাবে রূপায়িত হয়েছে মহিলাদের ইট ভাঙার চিত্র। এখানে রয়েছে একটি নির্মাণাধীন ইমারতের সামনে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত তিনজন মহিলা পাশাপাশি বসে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ইট ভেঙে গুঁড়ো করছে এবং তাদের পেছনে সেলোয়ার-কামিজ পরিহিত তিনজন মহিলা মাথায় করে ইট নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে তার চিত্র।

বারোতম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আদালতের এজলাসের চিত্র। এখানে রয়েছে আদালতের এজলাসে বসে আছেন একজন বিচারক ও তার পেছনে মাথার উপরে রয়েছে সঠিক মানদণ্ডের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ও আদালতের বিভিন্ন আসবাবপত্রের চিত্র।

তেরোতম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে টিউবওয়েল মেরামত করার চিত্র। এখানে রয়েছে ইট-সিমেন্টের বাঁধাই করা বেদিতে স্থাপন করা একটি টিউবওয়েলের পাশে লুঙ্গি শার্ট পরিহিত একজন পুরুষ মানুষ বসে হাত দিয়ে টিউবওয়েল ঠিক করছে তার চিত্র।

চৌদ্দতম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মালামাল উঠানোর ও নামানোর চিত্র। এখানে রয়েছে নদীর পাড়ে স্তুপকৃত অনেক বস্তা ও বাক্সপেটরার পাশে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিহিত একজন শ্রমিক বসে মালামাল গ্রহণ করছে, আর দুজন লুঙ্গি শার্ট পরিহিত শ্রমিক বাক্স রাখছে ও লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের আরেকজন শ্রমিক মাথায় করে বাক্স নিয়ে আসছে এবং তাদের পাশে নদীতে মাঝিসহ নৌকা ও নদীর ওপারে দুরে ছোট-বড় ইমারত পরিবেষ্টিত শহর তার চিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকে দ্বিমাত্রিকভাবে রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে প্রতিটি ব্যক্তি, প্রাণী ও বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং শিশুর ক্ষেত্রে শিশু সুলভ কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির অস্পষ্টতা বা ফ্ল্যাটভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা দেখা যায়। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন, অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** ছোট্ট পরিসরের এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপিত চিত্রে পরিবেশের উপস্থাপন ব্যতিরেকে শুধু প্রতীকী আকারে বিষয়ের উপস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন– এখানে প্রতিটি বিষয়ের কার্যবিধির সাথে মিল রেখে মানুষ ও পশু-পাখির ক্রিয়াশীল অবয়বগুলোর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অঙ্গভঙ্গি, যথাযথ অভিব্যক্তি, যথাযথ পোশাকের ধরন এবং বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদির ড্রয়িং,আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিত বাস্তবধর্মী শৈলীর সাথে সংহতি বজায় রেখে উপস্থাপিত হয়েছে সুশৃঙ্খল (order) ভাবে এবং নির্দিষ্ট আয়তন (size) ও সঠিক অনুপাতের (proportion) ভিত্তিতে। যেখানে চিত্রের মাঝখানে একটি বড় সূর্যকে কেন্দ্র করে কোলাজ আকারে রূপায়িত প্রতিটি বিষয়ের সুচারু প্রকাশভঙ্গি যা পরস্পরের মধ্যে এক মেলবন্ধনের মাধ্যমে একটি নয়নাভিরাম ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। এছাড়া ফলকের একই জমিনে ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিষয়কে ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে একত্রে যোগসূত্র তৈরি করে একটি সুন্দর বাস্তবধর্মী শৈলীর সুরেলা ঐক্যতান (harmony) এবং পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) সৃষ্টি হয়েছে। এবং ফলকের একই জমিনে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যমোচন, নিরাপত্তার সমতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন গল্পের একত্রে উপস্থাপনের জন্য তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যময়তা (variety)। যেখানে প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদাভাবে চরিত্র উন্মোচন এবং ফলকটি দেখার ক্ষেত্রে দর্শকের দৃষ্টিকেও এক ধরনের স্বস্তিকর অনুভূতি প্রদানে সহায়ক হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২৪ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে সুখী পরিবার, গরুর দুধ দোহন, মাছ ধরা, রমণীদের চরকায় সুতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বুনা, প্রান্তিক শিশুদের মাঝে শিক্ষিকার বই বিতরণ, কাপড় কাটা ও কাপড় সেলাই করা, গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা, হাঁস-মুরগি পালন, ঢেঁকিতে ধান ভানা, ধানকাটা ও ধান শুকানো, মহিলাদের ইট ভাঙা, আদালতের এজলাস, টিউবওয়েল মেরামত করা, মালামাল উঠানো ও নামানো ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র। উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সুখী বাংলাদেশ, বাঙালির জীবন যুদ্ধ, দুধে ভাতে বাঙালি, ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ধারক, কুটির শিল্প, শিক্ষায় সমান অধিকার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সঞ্চয়ী

বাঙালি, পরিশ্রমী নারী, নারীর সমঅধিকার, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন, পরিশ্রমী বাঙালি ও কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। তবে এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** প্রান্তিক মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সাথে মেলে ধরতে ষড়ঙ্গের পঞ্চম নীতি "সাদৃশ্য" এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। কর্মের সাথে চরিত্রের রূপ নির্মাণ করার প্রবণতা এই ফলকে বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। আবার ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ" ও এই ফলক নির্মানে মান্য করা হয়েছে। বস্তুগত চিন্তাদর্শনের সাথে প্রকৃতিগত জীবন ধারণা এই ফলকে গুরুত্ব পেয়েছে। এখানে বৈচিত্র্যময় পরিবেশের সাথে বাস্তবধর্মী শৈলী ষড়ঙ্গের চতুর্থ নীতি "লাবণ্য" তৈরী হয়েছে; একধরণের কমনীয়তা ও মাধুর্য্য লক্ষ্য করা করা যাচ্ছে, যার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, ষড়ঙ্গের চতুর্থ নীতি এই ফলকে দারুণভাবে কাজ করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য ফলকটিতে উপস্থাপিত চিত্রগুলোর বাহ্যিক রূপ বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো দুই ধরনের ইজমের উপস্থাপন গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে; যেখানে বাংলার প্রান্তিক মানুষজনের সেবাসহ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড উপস্থাপিত হয়েছে প্রতীকী রূপে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মানুষের কর্মময় জীবন, ঐক্য, নিষ্ঠা, সততা, পরিশ্রমী দৃষ্টিভঙ্গি আলংকারিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে ইমেজের মধ্যে; যা 'প্রতীকবাদ' (symbolism) ধারার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করে। আবার ফলকে অঙ্কিত প্রতীকী উপস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ের মানুষ, প্রাণী ও বস্তুর সমন্বিত রূপের বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের সারকথা হুবহু প্রকৃতিধর্মী নয় বরং বাস্তবতার চরম সত্যকে চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের দৃষ্টিনন্দিত আবহ তৈরি করেছে; যাতে বাঙালির সংগ্রামী কর্মময় জীবন, ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.৯ শিরোনাম : এসিআই লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ৯ : এসিআই লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের বাউণ্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক।[৭১]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিপ পদ্ধতি এবং নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো। যেমন– এই পোড়ামাটির ফলকের বাম দিক থেকে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গাছগাছালিতে ঘেরা গ্রামের বাড়ির সামনে

৭১. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

মাথায় গামছা বাঁধা ও গেঞ্জি পরিহিত একজন কৃষক দণ্ডায়মান এবং তার পেছনে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত একজন নারী খাঁচার ভিতর একটি পাখিকে খাবার দিচ্ছে। ঠিক তাদের পেছনে রূপায়িত হয়েছে পানিতে মাছ ও মাঠে দুটি গরু দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি বড় গাছের পাশে শাড়ি ব্লাউজ পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনজন বাঙালি নারী কলসি কাঁখে ও হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। তাদের পেছনে রূপায়িত হয়েছে পানিতে দাঁড়িয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত আরেকজন বাঙালি নারী দুহাত দিয়ে শাপলা ফুল তুলছে। আবার এই পেছনে রূপায়িত হয়েছে পানিতে শাপলা পাতা, শাপলা কলি ও ফুল এবং আকাশে উড়ন্ত পাখি ও সূর্য। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গাছগাছালিতে ঘেরা বাড়ির উঠানে শাড়ি ব্লাউজ পরিহিত দুজন বাঙালি নারী কাঠের উড়ুনের মুখোমুখি হয়ে দুজনেই দুহাতে ঐতিহ্যবাহী কাঠের লম্বা গাইন ধরে মাটিতে রাখা কাঠের উড়ুনে চাপ প্রয়োগ করে চালের গুঁড়ো তৈরি করছে। ঠিক তাদের পাশে রূপায়িত হয়েছে মাছ ধরার একটি বাঁশের পলো ও চারটি মোরগ মুরগি এবং একটি বড় গাছ। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে পাঞ্জাবি পরিহিত ও কাঁধে একটি কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে লম্বা চুলের একজন বাউল ডান হাতে একতারা বাজিয়ে বাম হাত উঁচিয়ে গান পরিবেশন করছে। ঠিক তাঁর পাশে রূপায়িত হয়েছে মাথায় গামছা বাঁধা গেঞ্জি পরিহিত একজন পুরুষ মানুষ কাঁধে ঢোলক ঝুলিয়ে দুহাতে বাজাচ্ছে এবং তাঁর পেছনে শাড়ি ব্লাউজ পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে একজন নারী একহাতে কাঠের চটি বাজাচ্ছে ও তাঁদের পেছনে আকাশে পাখি উড়ছে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে স্বল্প ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে ফলকে উপস্থাপিত মানুষ ও পশু বাস্তবধর্মী শৈলী এবং অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির অস্পষ্টতা বা ফ্ল্যাটভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা দেখা যায়। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত পাখি, গাছ, কুঁড়েঘর, সূর্যসহ অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ফ্ল্যাটভাবে নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** অনুভূমিকভাবে লম্বা আকৃতির আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে আবহমান বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত মানুষ ও প্রাণীর ক্রিয়াশীল দাঁড়ানোর ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন কার্যবিধির সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পরিবেশগত গাছ-পাখিসহ অন্যান্য বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীর সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল (order) ভাবে। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উপস্থাপিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপন যা পরস্পরের সাথে মেলবন্ধনের মাধ্যমে নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীর এক নয়নাভিরাম ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। এখানে উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনে বাস্তবধর্মী শৈলীর নিয়মাবর্তিতার নির্দিষ্ট আয়তন (size) ও অনুপাতের (proportion) ঘাটতি রয়েছে। কেননা বিভিন্ন বিষয় প্রতীকী আকারে উপস্থাপনের জন্য চিত্রে উপস্থাপিত মানুষ পশু-পাখি সহ গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফুল লতাপাতা, মাছ ও অন্যান্য বস্তুর বাস্তবধর্মী শৈলীর পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক তুলনামূলক সঠিক আয়তন ও অনুপাতের ব্যবহার হয়নি; বরং নকশাধর্মী শৈলীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বোপরি এই ঐক্য তৈরি হয়েছে দুটি শৈলীর অনুসরণের মধ্য দিয়ে যেমন– পূর্ণাঙ্গ চিত্রে উপস্থাপিত দুটি গরুসহ বিভিন্ন মানুষের দেহ কাঠামো ও পোশাক পরিচ্ছদ বাস্তবধর্মী শৈলীর সাথে মিল থাকলেও অপরাপর ফুল পাখি, লতাপাতাসহ অন্যান্য বস্তু নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দুটি বৈপরীত্য (contrast) শৈলীর

উপস্থিতি থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রগত বিষয়ের ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীর একটি দৃষ্টিনন্দিত ঐকতান (harmony) ও পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। এবং একই জমিনে আবহমান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অনুপাতের উপস্থাপনের কারণে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২৩ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে গ্রামীণ জীবন, গল্পরত কলসি কাঁখে নারী, নারীর শাপলা ফুল তোলা, নারীদ্বয়ের কাঠের উড়ুনে ধানভানা, বাউলের গানের আসর ইত্যাদি বিষয়ের চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলো রূপায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে রূপসী বাংলা ও গ্রামীণ সুখীজীবন, সহমর্মিতা, বাংলার নবান্ন উৎসব, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক ও সংস্কৃতি পরায়ণ বাঙালি ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। তবে এখানে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** পোড়ামাটির ফলক-এর শিল্পরূপ নির্ধারণ এবং নান্দনিক মূল্যায়নের সূত্রবদ্ধ পাঠ হচ্ছে ষড়ঙ্গের বিভিন্ন নীতির প্রায়োগিক দিক খেয়াল রাখা। প্রকৃতিগত রূপ এবং আঙ্গিকগত পর্যায়গুলোকে এই ফলকে উপাস্থাপন করার মধ্য দিয়ে ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি "রূপ" এবং পঞ্চম নীতি "সাদৃশ্য"-র মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতীকী এবং আদর্শবাদী প্রকাশধর্মীতার মধ্য দিয়ে এই ফলকে বস্তু রূপের সাথে প্রকৃতিরূপের সাদৃশ্য রক্ষা করা হয়েছে। এখানে আকারিক বিদ্যার সঠিক প্রয়োগ ষড়ঙ্গের প্রথম নীতিকে মান্য করেছে, যার ফলে এই ফলকে সত্যাসত্য রূপ নির্মাণের সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে আবহমান বাংলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র; যেখানে মানুষ ও পশু বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে গুপ্তভাবে আরো তিন ধরনের ইজমের উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। যেমন– ফলকে উপস্থাপিত মানুষ, পশু পাখি, গাছপালাসহ অন্যান্য বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদী (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত সারকথা প্রকৃতিধর্মী না হয়ে বাস্তবতার চরম সত্যকে চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। আবার ফলকে উত্থাপিত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়াদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা আবহমান বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান গল্পের প্রতিনিধি হয়ে স্বল্প উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতীকী স্বরূপ প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্য– মনের রহস্যময় ধারণা বা কল্পনাকে রূপকতার মাধ্যমে সূচিত করেছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত গাছপালা, সূর্য, ঘরবাড়ি, পাখির খাঁচা ও মাঠঘাট, মোরগ-মুরগির বাহ্যিক উপস্থাপনে প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার আবেগ-অনুভব প্রসূত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশকে সূচিত করে। যা শিল্পীর সৃষ্টির মাধ্যমে মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহের প্রকাশ করেন, যার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখে শিল্পরসগ্রহীতার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত পাঁচ ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের সৃষ্টিশীল পরিবেশ তৈরি করেছে; যাতে রূপসী বাংলা, গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.১০ শিরোনাম : কাজী শাহেদ আহমেদের আবাসিক ভবনের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ১০ : কাজী শাহেদ আহমেদের আবাসিক ভবনের বাউন্ডারি দেয়ালের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৭২]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য, প্রাণী চিত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ের অলংকৃত নকশাচিত্র।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির তিনভাগে বিভক্ত এই পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ 'ক', 'খ', 'গ' শিরোনামে আখ্যায়িত করে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

'ক' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– এই পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনটি দুই ভাগের একই পটভূমিতে দুটি শৈলীর চিত্রের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে যেমন, একটি বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবধর্মী শৈলীর চিত্র ও অপরটি ওই বাস্তবধর্মী চিত্রের চারিদিকে মাউন্ড আকারে ইসলামিক স্থাপত্যিক নকশার অনুকরণে বিভিন্ন মোটিফের অলংকৃত নকশাধর্মী দুটি শৈলীর চিত্র। অলংকৃত নকশাচিত্র– এই অলংকৃত নকশাচিত্রটি দুটি অনুভূমিক সারি ও দুটি উলম্ব সারিতে রূপায়িত হয়েছে। অনুভূমিক সারির নকশা– প্রতিটি অনুভূমিক সারির উপর ও নিচে একটি করে কার্নিশ ডিজাইন রয়েছে এবং এই উপর নিচের কার্নিশ ডিজাইনের মাঝখানে ফুল লতা-পাতার অ্যারাবেস্ক মোটিফ, লজেন্স মোটিফ, লতানো লতার ইন্টারসেক্টিং স্ক্রল ও বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ মোটিফের মারলন ইত্যাদিও পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত মিনার আকৃতির নকশা পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে রূপায়িত হয়েছে। উলম্ব সারির নকশা– অনুভূমিক দুই সারির নকশার দুই প্রান্তের মাঝখানে পুনরাবৃত্তিমূলক ফুল, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, পাতা, লজেন্স, ইন্টার সেক্টিং স্ক্রল ইত্যাদি মোটিফের পুনরাবৃত্তিমূলক কয়েক সারির নকশার সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ দুটি চারকোণার নকশা রয়েছে । বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার চিত্র– এখানে বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অর্ধবৃত্তাকার নকশার (অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক ও অলংকৃত লোহার নকশা সমন্বয়ে গঠিত) বাম ও ডানপাশে দুভাগে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– (১) বামপাশের ফলকের কম্পোজিশনের উপর ও নিচে পাশাপাশি বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয় বামদিক থেকে ডানদিকের শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে রূপায়িত হয়েছে। (১.১) বামপাশের শুরুতে রয়েছে ভেনাস অব উইলেনডর্ফের চিত্র। (১.২) গতিশীল বাইসনের চিত্র। (১.৩) লম্বা শিংয়ের গরুর চিত্র। (১.৪) গুহার গায়ে পশু শিকারের অঙ্কিত গুহাচিত্র। (১.৫) আগুন আবিষ্কারের চিত্র। এখানে রয়েছে মাথায় লম্বা চুল ও নিম্নাঙ্গে ছোট ঘাগড়া পরা খালি গায়ের দুজন আদিমমানুষ মুখোমুখি বসে দুজনেই হাত দিয়ে পাথরের ওপর পাথর মেরে আগুন জ্বালাচ্ছে এবং তাদের দুজনের পাশেই হাতুড়ি বল্লম ও ছোরা রয়েছে।

৭২. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

(১.৬) শিশু সন্তানসহ আদিম নারীর চিত্র। এখানে পাথর বেষ্টিত খড়কুটোর তৈরি ঘরের সামনে মাথায় লম্বা চুল, নিম্নাঙ্গে ছোট ঘাগড়া পরা খালি গায়ের আদিম নারী শিশু সন্তানকে দুহাতে ধরে কোলে নিয়ে পাথরের উপর বসে রয়েছে এবং তার ডানপাশে তাকে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উলঙ্গ কিশোর ছেলে। (১.৭) পাথরের স্থাপনা স্টোনহ্যাঞ্জের চিত্র। (১.৮) মিশরীয় বিভিন্ন হায়ারোগ্লিফিক লিপি– Feather, Wick, Mouth, Bird, Sieve, Basin, Saw, Tree ইত্যাদির চিত্র। (১.৯) মিশরীয় কৃষকের চিত্র। এই লম্বা চুলের দণ্ডায়মান কৃষকের পরনে নিম্নাঙ্গে ছোট ঘাগড়া ও উর্ধ্বাঙ্গ খালি এবং তার বামহাতে ধান গাছ ও ডানহাতে লম্বা লাঠি রয়েছে। (১.১০) মাথায় মুকুট পরিহিত মিশরীয় রানি নেফারতিতির প্রতিকৃতির পার্শ্বচিত্র। (১.১১) মাথায় সর্পসহ মুকুট পরিহিত মিশরীয় রাজা ফারাওয়ের প্রতিকৃতি এবং এই প্রতিকৃতির নিচে বিভিন্ন ধরনের মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপির চিত্র রয়েছে। (২) ডানপাশের ফলকের কম্পোজিশনের উপর নিচে একইভাবে বামপাশের ন্যায় এখানেও বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয় বামদিক থেকে ডান দিকের শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে। (২.১) বামপাশের শুরুতে রয়েছে লোহার তৈরি তীর, বল্লম, কাস্তে, তলোয়ার, ছেনিসহ কয়েকটি মৃৎপাত্রের চিত্র। (২.২) মানুষের ক্রমবির্বতনের চিত্র। এখানে পাশাপাশি এক সারিতে রয়েছে তিনটি ভিন্ন আকৃতির প্রাচীন মানুষের মুখাকৃতির চিত্র। (২.৩) একটি বড় কাঠের তৈরি গোলাকার চাকার চিত্র। (২.৪) গ্রিক সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যের চিত্র। (২.৫) সাগরের পানিতে পালতোলা ও হস্তচালিত প্রাচীন জাহাজের চিত্র। (২.৬) ঘোড়া, গাড়োয়ানসহ ঘোড়ারগাড়ি চিত্র। এখানে রয়েছে দুইচাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি সিটে বসে প্যান্ট শার্ট পরিহিত একজন গাড়োয়ান তার দুহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়ির সামনে বাঁধা দুটি ঘোড়াকে তাড়া করে করছে তার চিত্র। (২.৭) ইটালির রোম শহরের প্রাচীন এমফিথিয়েটার বা কলোসিয়ামের স্থাপত্যিক চিত্র। (২.৮) আধুনিক মেশিনের চিত্র। এখানে রয়েছে নাট বল্টু সহ মেশিনে স্থাপিত পাঁচটি হুইল প্লাস্টিকের বেল্টের সাহায্যে কিভাবে একত্রে ঘুরছে তার চিত্র। (২.৯) চারচাকার খোলা জিপের চিত্র। (২.১০) আধুনিক মানুষের চিত্র। এখানে রয়েছে পাশাপাশি এক সারিতে সম্ভবত নিগ্রো, মোঙ্গলিয়ান, ইউরোপিয়ান জাতির চারজন নারী-পুরুষের চিত্র। (২.১১) কয়লা চালিত রেল ইঞ্জিনের চিত্র। এখানে রয়েছে পাথর ও কাঠের স্লিপারসহ লোহার রেল লাইনের উপরে একটি কয়লা চালিত রেল ইঞ্জিনের চিত্র। (২.১২) ধর্মীয় উপাসনালয়ের চিত্র। এখানে পাশাপাশি এক সারিতে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয় প্যাগোডা, হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয় মন্দির, খ্রিষ্টান ধর্মীয় উপাসনালয় গির্জা ও ইসলাম ধর্মীয় উপাসনালয় মিনার সহ মসজিদের স্থাপত্যিক চিত্র। (২.১৩) আকাশে উড়ন্ত রাইট ফ্লাইয়ার (প্রথম উড়োজাহাজ) এরোপ্লেন, জেড বিমান, স্যাটেলাইট ও রকেটের চিত্র। (২.১৪) সিড়িসহ আধুনিক স্থাপত্যের স্থাপত্যিক চিত্র এবং স্থাপত্যের উপরে স্থাপিত ডিস অ্যান্টেনার চিত্র।

'খ' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– আবাসিক ভবনের সামনে বামপাশের প্রবেশপথের বামপাশে একটি পিলার সহ তারপাশের বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত উলম্ব তিন সারির পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসাবে রূপায়িত হয়েছে বাঘ ও সিংহের চিত্র। এখানে প্রথম সারিতে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে গোলপাতার ঝোপঝাড়ের মধ্যে একই ধরনের অভিব্যক্তির চারটি ক্রোধান্বিত বাঘের চিত্র। দ্বিতীয় সারিতে একইভাবে রূপায়িত হয়েছে বড় গাছ সহ ঝোপঝাড়ের মধ্যে একই ধরনের অভিব্যক্তির চারটি ক্রোধান্বিত সিংহের চিত্র। তৃতীয় সারিতে একইভাবে রূপায়িত হয়েছে গোলপাতার ঝোপঝাড়ের মধ্যে একই ধরনের অভিব্যক্তির চারটি ক্রোধান্বিত বাঘের চিত্র।

'গ' শিরোনামের পোড়ামাটির ফলক– আবাসিক ভবনের ডানপাশের প্রবেশপথের ডানপাশে একটি পিলারসহ তারপাশের বাউন্ডারি দেয়ালে স্থাপিত উলম্ব তিন সারির পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে অলংকৃত নকশাসহ বাঘ ও সিংহের চিত্র। এখানে প্রথম সারিতে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে একই ধরনের বর্ডার লাইনসহ অলংকৃত ফুলের চারটি নকশা। দ্বিতীয় সারিতে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে

রূপায়িত হয়েছে বড় গাছসহ ঝোপঝাড়ের মধ্যে একই ধরনের অভিব্যক্তির তিনটি ক্রোধান্বিত সিংহের চিত্র। তৃতীয় সারিতে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে গোলপাতার ঝোপঝাড়ের মধ্যে একই ধরনের অভিব্যক্তির তিনটি ক্রোধান্বিত বাঘের চিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে স্বল্প ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় চারিপাশের নকশাকৃত ফ্রেম ব্যতীত ফলকে উপস্থাপিত মানুষ, প্রাণী ও অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা, সংবেদনশীলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকারবিহীন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন, অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** তিন ভাগে বিভক্ত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক চিত্রে নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীর সমন্বয়ের যৌথ উপস্থাপনার মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল (order ) ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন– এখানে রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে দুটি শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রথমত মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে তার চারিপাশে নকশাধর্মী শৈলীর ইসলামিক স্থাপত্য নকশার অনুকরণে বিভিন্ন মোটিফের দৃষ্টিনন্দিত নকশার উপস্থাপন এবং দ্বিতীয়ত মুখ্য বিষয়– বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত বস্তুর ধরনে বাস্তবধর্মী শৈলীর উপস্থাপন। উভয় ক্ষেত্রেই একটি দৃষ্টিনন্দিত শৃঙ্খলা (order) রচিত হয়েছে। এর কারণ প্রতীকী উপস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ফলকের উপাদানগুলো– রেখা, আকৃতি, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ইত্যাদি যথোপযুক্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মোটিফ কেন্দ্রিক ইসলামিক বৈশিষ্ট্যের নকশার উপস্থাপনাসহ বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিষয় ও বস্তুর একত্রে উপস্থাপনের জন্য পরিলক্ষিত হয়েছে ব্যাপক মাত্রার বৈচিত্র্যময়তা (variety)। বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা কেন্দ্রিক বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক চরিত্রের ইমেজে উপস্থাপিত মানুষ পশু পাখির বিভিন্ন ক্রিয়াশীল শারীরিক কাঠামো ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অঙ্গভঙ্গি, বিভিন্ন মানুষের প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি সহ অপরাপর অন্যান্য বস্তুর উপস্থাপনায় বাস্তবধর্মী শৈলীর সঠিক অনুপাত (proportion) ও আয়তনের (size) সুচারু ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে উক্ত চিত্রে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপস্থাপিত বস্তুগুলো বাস্তবধর্মী, তা প্রতীকী আকারে একই জমিনে উপস্থাপনার কারণে একটি বিষয়ের সাথে অপরাপর কোনো বিষয়ের বাস্তবধর্মী পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক তুলনামূলক অনুপাত (proportion) ব্যবহৃত হয়নি। তদুপরি পূর্ণাঙ্গ চিত্রে দুটি বৈপরীত্য (contrast) বৈশিষ্ট্যের (নকশা ও বাস্তবধর্মী) মুখ্যবিষয় ও তাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের নকশা যা একত্রে উপস্থাপনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে এক দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) গড়ে তুলেছে ; যার ফলে এখানে দৃষ্টিনন্দিত ঐক্যতান (harmony) ও সঠিক ভারসাম্যের (balance) উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। তবে বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কিত চিত্রের উপস্থাপিত বিভিন্ন বস্তুর রিলিফের পুরুত্ব বেশি ও বিষয়ের উপস্থাপনা কম হলে উক্ত ফলকের ওপরে উত্তীর্ণ পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অধিক মাত্রায় সুসংগত হতো। তারপরেও বলা যায়, ফলকে উপস্থাপিত চিত্রে শিল্পের নান্দনিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২২ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরের বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে ভেনাস অব উইলেনডর্ফের চিত্র, বাইসনের চিত্র, লম্বা শিংয়ের গরুর চিত্র, গুহাচিত্র, আগুন আবিষ্কারের চিত্র, আদিম মা ও শিশুর চিত্র, স্টোনহ্যাঞ্জের চিত্র, মিশরীয় কৃষকের চিত্র, রানি নেফারতিতির চিত্র, রাজা ফারাওয়ের চিত্র, হায়ারোগ্লিফিক লিপির চিত্র, তীর-বল্লম-কাস্তে-তলোয়ার-ছেনি-মৃৎপাত্রের চিত্র, মানুষের ক্রমবির্বতনের চিত্র, চাকার চিত্র, গ্রিক স্থাপত্যের চিত্র, প্রাচীন জাহাজের চিত্র, ঘোড়ারগাড়ি চিত্র, এমফিথিয়েটার বা কলোসিয়ামের চিত্র, আধুনিক মেশিনের চিত্র, আধুনিক মেশিনের চিত্র, জিপের চিত্র, আধুনিক মানুষের চিত্র, রেল ইঞ্জিনের চিত্র, রাইট ফ্লাইয়ার এরোপ্লেন, জেড বিমান, স্যাটেলাইট ও রকেটের চিত্র, ডিস অ্যান্টেনাসহ আধুনিক স্থাপত্যের ইত্যাদি চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বৈশ্বয়িক ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বিশ্ব ঐতিহ্য, মাতৃকা মূর্তি, প্রাগৈতিহাসিক–প্রাণী, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, স্নেহময়ী মা, স্থাপত্য, কৃষি জীবন, রাজতন্ত্র, শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মানুষের ক্রমবিবর্তন, শক্তি, যানবাহন, সংস্কৃতি এবং গ্রিক স্থাপত্য, আধুনিক মানুষ, আধুনিক কারিগরি শিক্ষা ও যানবাহন ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত চিত্রগুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া ফলকের ওপর উৎকীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের চিত্র। যার মাধ্যমে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ধর্মীয় সহঅবস্থান ও সম্প্রীতির বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে এই চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** এই ফলকটি ব্যক্তিগত আবাসিক বাসভবনের সামনের দেয়ালে তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে এখানে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বিষয়গত বৈচিত্র্য তৈরি করা হয়েছে। এই ফলকে সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে শুরু করে ভালোলাগার রূপসৌন্দর্য নির্মিত হয়েছে। এখানে বস্তু রূপ-এর ভিন্নতা, প্রাণীরূপের উপস্থাপনাসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপভেদ লক্ষণীয়। ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি "রূপভেদ"-এর প্রয়োগে এই পোড়ামাটির ফলকের রূপবৈচিত্র্যের সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানে আধুনিক শিল্পসম্ভারের নিরীক্ষাধর্মী রেপ্লিকাও তৈরি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে; যার মধ্যদিয়ে অনুপাত নির্ভর আকারিক ভাবনা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক একইভাবে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি সাপেক্ষে প্রমাণস্বরূপ হয়েছে। সুতরাং এই ফলক ষড়ঙ্গের ২টি নীতির সুস্পষ্ট প্রয়োগ নান্দনিকবোধ এর প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এই ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের অঙ্কন রীতি দুটি শৈলীতে হয়েছে। যেমন, বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সর্ম্পকিত বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং উক্ত বিষয়াবলির চারদিকের মাউণ্ডের বিভিন্ন নকশা নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। তারপরেও গুপ্তভাবে আরো তিন ধরনের ইজমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ফলকে নানানভাবে উপস্থাপিত মানুষ, প্রাণী, যানবাহন, স্থাপত্যসহ অন্যান্য বস্তুর পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত বহিরাঙ্গের কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদী (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকথা চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে উত্থাপিত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তু উক্ত বিষয়ের নানান গল্পের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকে রূপকতার মাধ্যমে সূচিত করেছে। তৃতীয়ত, ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন মোটিফের অলংকৃত নকশা প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার অন্তনিহিত সত্য বস্তুর মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহের প্রকাশকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত পঞ্চম ত্রয়ীর বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের অভিনব আবহ তৈরি করেছে; যাতে বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.১১ শিরোনাম : 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের বেদির পোড়ামাটির ফলক**




চিত্র ১১ : 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের বেদির পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৭৩]

**ফলকের ধরন :** ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের ভিত্তি দেয়াল ও ভাস্কর্যের পেছনের দেয়ালে স্থাপিত গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ও তিনভাগে বিভক্ত পোড়ামাটির ফলকগুলো নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত হয়েছে। এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের নকশা ও বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** প্রায় চারকোনা দুটি ও অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির একটি পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ 'ক', 'খ' ও 'গ' শিরোনামে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

(ক) ভাস্কর্যের পটভূমির দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের ওপর 'বাংলা ভাষা শৃঙ্খলমুক্ত' বিষয়কেন্দ্রিক কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে লোহার শিকল ছেঁড়া অনেকগুলো মুষ্টিবদ্ধ হাত এবং তার পেছনে রয়েছে সূর্য রশ্মিসহ সূর্য। আবার এই গোলাকার সূর্যের ভিতরে একটি মোটা লাইনের সার্কেলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলা ভাষার অসংখ্য বর্ণমালা এবং এই সূর্যসহ মুষ্টিবদ্ধ হাতের সামনে রূপায়িত হয়েছে অসংখ্য ফুটন্ত ফুল ইত্যাদি।

(খ) ভাস্কর্যের পেছনের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের ওপর 'মৃত সন্তানের লাশ কোলে নিয়ে দণ্ডায়মান মা' বিষয়কেন্দ্রিক কম্পোজিশনে রূপায়িত হয়েছে শাড়ি ব্লাউজ পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে একজন বাঙালি নারী দুহাতে তার মৃত সন্তানের দেহ তুলে ধরে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দৃশ্যের পটভূমিতে রয়েছে সূর্য রশ্মিসহ বাংলা বর্ণমালা যুক্ত গোলাকার সূর্য এবং পানিতে রয়েছে শাপলা পাতাসহ শাপলা ফুল ও শাপলা কলি ইত্যাদি।

(গ) 'মোদের গরব' ভাস্কর্যের ভিত্তি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের ওপর 'ভাষা আন্দোলন' বিষয়কেন্দ্রিক কম্পোজিশনে বাম দিক থেকে প্রথম ভাগে রূপায়িত হয়েছে পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি করার চিত্র। এখানে বিষয়টি এভাবে রূপায়িত হয়েছে পুলিশি পোশাক মাথায় টুপি পরিহিত ও হাতে পিস্তল-বন্দুক ঢাল নিয়ে একদল দাঙ্গা পুলিশ আক্রমণ করছে এবং এই পুলিশ বাহিনীর পাশে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ) ফটকের সামনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক যুবক ও এই যুবকের পাশে পড়ে রয়েছে "মায়ের ভাষা বাঙলা ভাষা" শিরোনামে লিপি সংবলিত ফেস্টুন। দ্বিতীয় ভাগে রূপায়িত হয়েছে মৃত যুবকের লাশ নিয়ে মিছিল করার চিত্র। এখানে বিষয়টি এভাবে রূপায়িত হয়েছে দাঁড়ানো এক যুবক আরেক মৃত যুবকের লাশ কোলে নিয়ে চিৎকার করে এগুচ্ছে এবং তাঁর সাথে অনেক যুবক-যুবতি হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে মিছিল করছে। তাঁদের একজনের হাতে "রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই" শিরোনামে লিপি সংবলিত ফেস্টুন ও কারো হাতে বই রয়েছে। এই যুবক-যুবতিদের পরনে যথাক্রমে প্যান্ট শার্ট ও শাড়ি ব্লাউজ রয়েছে। আবার যুবতিদের কারো মাথার চুলের বেণিতে ফিতা বাঁধা রয়েছে। তৃতীয় ভাগে রূপায়িত হয়েছে অধ্যয়ন বিষয়ক চিত্র। এখানে বিষয়টি এভাবে রূপায়িত হয়েছে ফলকের সামনের দিকে মা তার শিশ পুত্রকে কোলে নিয়ে ছড়া শুনাচ্ছে এবং তাদের পেছনে

৭৩. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

ডান পাশে বসা অবস্থায় এক শিশুকন্যা পুতুল পাশে রেখে দুহাতে বই ধরে পড়ছে ও বাম পাশে কালির দোয়াত ও কলম রেখে বসা অবস্থায় আরেক শিশুপুত্র দুহাতে বই ধরে পড়ছে। সর্বশেষে এই ভিত্তি দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উৎকীর্ণ প্রতিটি বিষয়ের পটভূমিতে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন লৌকিক মোটিফের আলপনা ও বিভিন্ন বাংলা বর্ণমালা।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত প্রধান বিষয় মানুষ, মানুষের হাত ও অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে উপস্থাপিত বাংলা লিপি, আলপনা, চক্র , ফুল লতা পাতা ইত্যাদি নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও বিদ্রোহী ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা ও শিশুর ক্ষেত্রে শিশু সুলভ কোমলতা ও প্রাণচাঞ্চল্যতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময় অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন, অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** তিনটি বেদিতে উপস্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক তিনটি চিত্রে ফলকের বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিমার্জিত ও সুশৃঙ্খল (order) ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । এখানে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক ইমেজ যেমন– ক্রিয়াশীল মানবদেহের গঠন, পোশাক পরিচ্ছদ ও তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুর গঠন বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। আবার ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়গুলোর জমিনে বাংলালিপিসহ বিভিন্ন ধরনের রেখা ও আলপনার উপস্থাপন নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপিত মানুষ ও বস্তুর আকৃতি, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি উপাদানগুলো বাস্তবধর্মী শৈলীর সঠিক অনুপাত (proportion) আয়তনে (size) পরস্পরের মাঝে মেলবন্ধনের মাধ্যমে একটি ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। অন্যদিকে একই কম্পোজিশনে উপস্থাপিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর উপস্থাপনার কারণে বিষয়গুলোকে যেমন আলাদা করা যায়, তেমনি বৈচিত্র্যও (variety) পরিলক্ষিত হয়। এই বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্যময়তার মাঝে আবার দৃষ্টিনন্দিত সামঞ্জস্য (harmony) ও পরিপক্ক ভারসাম্যও (balance ) রয়েছে। কেননা আলাদা আলাদা তিনটি জায়গায় উপস্থাপিত তিনটি বিষয়ের চিত্রে আঙ্গিকগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যেখানে ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক বাস্তবধর্মী ফিগারেটিভ বিষয়গুলোর বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের পিছনের জমিনে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলালিপিসহ আলপনা এবং সূর্যের আকৃতির নকশাধর্মী বিষয়, যা পরস্পরের মেলবন্ধনের মধ্যে দৃষ্টিনন্দিত সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। পরস্পরের এই সুন্দর সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের কারণে প্রতিটি উপাদানের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক দৃঢ় ঐকতান ফলে শিল্পের নান্দনিক নীতির দিক থেকে ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলো হয়ে উঠেছে অনন্য ও অতুলনীয়।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১৮ বছর আগে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরের বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে শৃঙ্খলমুক্ত বাংলা ভাষা, মৃত সন্তানের লাশ কোলে নিয়ে দণ্ডায়মান মা, পাকিস্তানি পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি করার চিত্র, মৃত যুবকের লাশ নিয়ে মিছিল করার চিত্র, অধ্যয়ন বিষয়ক চিত্র এবং আলপনা ও বাংলা বর্ণমালার ইত্যাদি চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলো রূপায়ণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষার অধিকার,

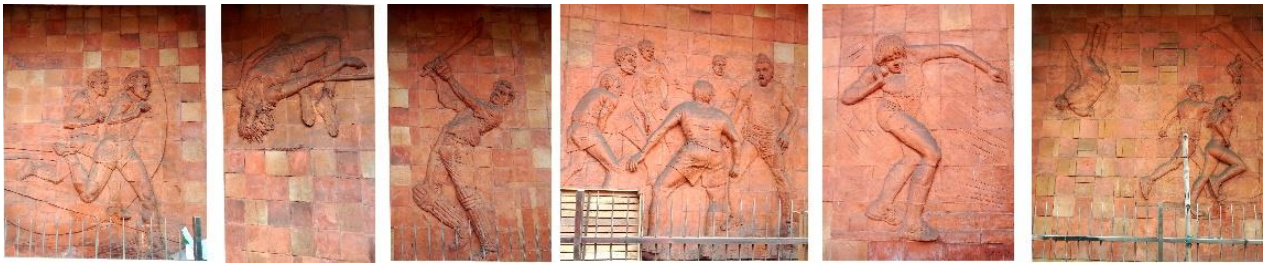
প্রতিবাদী মা, অত্যাচারী ও নিকৃষ্ট পাকিস্তানি, প্রতিবাদী বাঙালি, শিক্ষানুরাগী বাঙালি, ঐতিহ্যের ধারক ও সংস্কৃতি-পরায়ণ বাঙালি এবং মাতৃভাষা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত চিত্রগুলো চিত্রায়িত হয়েছে। তবে এখানে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** "রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্মভেদ রহস্য উদ্‌ঘাটন–জীবিত রূপ, নির্জিত রূপ, চাক্ষুস রূপ, মানস রূপ, সুরূপ, কুরূপ ইত্যাদি। মায়ের কোলে সব-প্রথম চোখ খুলিয়া অবধি আমরা রূপকেই জ্যোতি : পশ্যতি রূপাণি! গ্রহ নক্ষত্রের জ্যোতিরূপকে প্রকাশিত করিতেছে, আত্মার জ্যোতি রূপকে প্রকাশিত দেখিতেছে-আলোকের ছন্দে, ভাবের ছন্দে-বহুধা বহু প্রকারে।"[৭৪]

আসলে এই পোড়ামাটির ফলকে আত্ম-উপলব্ধিজাত রূপকে বহুপ্রকারে প্রকাশ করে ভাব এবং ছন্দকে সংযুক্ত করাহয়েছে। এখানে ষড়ঙের প্রথম নীতিকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথম নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে Infusion of grace, artistic representation অর্থাৎ লাবণ্য সংযুক্ত করা হয়েছে যা সত্যিকারভাবেই Similitudes বা সাদৃশ্যময়তায় ভরা রয়েছে। সেজন্যই নান্দনিকবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে "মোদের গরব" পোড়ামাটির ফলক।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের অংকন রীতি দুটি শৈলীতে হয়েছে। যেমন– 'মৃত সন্তানের লাশ কোলে নিয়ে দণ্ডায়মান মা' পাকিস্তানি পুলিশের গুলিবর্ষণ, মিছিল, মা ও শিশু ও শিশুকন্যার পড়াশুনা বিষয়ক চিত্র বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং 'বাংলা ভাষা শৃঙ্খলমুক্ত' ও বিভিন্ন লৌকিক মোটিফের আলপনা ও বিভিন্ন বাংলা বর্ণমালা নকশাধর্মী শৈলীতে চিত্রায়িত হয়েছে। আবার এর সাথে গুপ্তভাবে যুক্ত হয়েছে আরো দুই ধরনের ইজমের প্রভাব। প্রথমত, বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত বিষয়াবলির ব্যক্তি বা বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদী (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকথা চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। দ্বিতীয়ত, নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত বিভিন্ন মোটিফের অলংকৃত নকশা ও 'বাংলা ভাষা শৃংখলমুক্ত' চিত্রের বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যবস্তুর মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহের বিমূর্ত প্রকাশকে সূচিত করেছে। ফলে, আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত তিনটি ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে যুগপৎভাবে প্রকাশিত চতুর্থ ত্রয়ীর বৈশিষ্ট্যই এক ধরনের নতুন ভাষা তৈরি করেছে; যাতে মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.১২ শিরোনাম : জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকার পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ১২ : জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৭৫]

৭৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ-১৩৫৪), ২৪।

৭৫. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ রিলিফ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী শৈলী ও প্রতীকী উপস্থাপনায় কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির শেখ মজিবুর রহমানের প্রতিকৃতির বাম ও ডানপাশের দুটি পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া সম্পর্কিত বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির দুটি পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ 'ক' ও 'খ' শিরোনামে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

(ক) বামপাশের পোড়ামাটির ফলক : বামপাশের পোড়ামাটির ফলকের উপর ও নিচের অংশে কোলাজ আকারে অনেকগুলো ক্রীড়া বিষয়ক চিত্র ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। ফলকের বামদিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে চাকতি নিক্ষেপের চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত একজন পেশীবহুল সুঠামদেহী যুবক গতিশীলতার সাথে দাঁড়িয়ে ডানহাতে চাকতি নিক্ষেপ করছে তার চিত্র। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দণ্ড লম্ফের চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট, টি-শার্ট) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত একজন যুবক পিছন ফিরে দুহাতে একটি লম্বা দণ্ড ধরে মাথা নিচের দিকে ও পা উপরে রেখে উল্টোভাবে নিচের দিকে লাফিয়ে পড়ছে তার চিত্র। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে যুবক-যুবতির মশাল দৌড়ের চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট, টি-শার্ট) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত দুজন সুঠামদেহী যুবক-যুবতি একসাথে হাতে অগ্নিসহ মশাল তুলে ধরে পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে তার চিত্র। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মশাল টাওয়ার সহ বল ও খেলোয়াড়ের নকশাধর্মী প্রতীকীচিত্র। এখানে রয়েছে উলম্বভাবে একটি বড় আকারের নকশাধর্মী স্পোর্টসের মশাল টাওয়ারের পাশে বলসহ খেলোয়াড়ের প্রতীকচিত্র। পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দীর্ঘ লম্ফের চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট, টি-শার্ট) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত একজন স্বাস্থ্যবতী যুবতি মাথার চুল উড়িয়ে কুঁজো হয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ছে তার চিত্র। ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মল্লক্রীড়ার চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (ট্রাউজার ও গেঞ্জি) পরিহিত সুঠামদেহী একজন যুবক দুহাতে কাঠের মোটা দণ্ড ধরে শরীরকে উপরের দিকে তুলে শারীরিক কসরত প্রদর্শন করছে বা মল্লক্রীড়া দেখাচ্ছে তার চিত্র। সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সাঁতারের চিত্র। এখানে রয়েছে মাথায় সাঁতারের টুপি, চোখে সুইমিং গগলস ও জার্সি পরিহিত একজন যুবক পানিতে সাঁতার কেটে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে তার চিত্র। অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শুটিং ক্রীড়ার চিত্র। এখানে রয়েছে মাথায় ক্যাপ, কানে শব্দ প্রতিরোধক যন্ত্র, চোখে চশমা, গায়ে জার্সি পরিহিত একজন যুবক দুহাতে বন্দুক ধরে চোখের সামনে এনে নিশানা করে ট্রিগার টিপে গুলি করছে তার চিত্র। নবম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ভারোত্তোলন ক্রীড়ার চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত সুঠামদেহী একজন যুবক শরীর বাঁকিয়ে মাথার উপরে দুহাতে একটি গোলাকার ওজন প্লেট উত্তোলন করছে তার চিত্র।

(খ) ডানপাশের পোড়ামাটির ফলক– ডানপাশের পোড়ামাটির ফলকেও বামপাশের ন্যায় একইভাবে উপর ও নিচের অংশে কোলাজ আকারে অনেকগুলো ক্রীড়া বিষয়ক চিত্র রূপায়িত হয়েছে। যেমন– ফলকের বামপাশের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দৌড় প্রতিযোগিতার চিত্র। এখানে রয়েছে দৌড়ের ট্র্যাকে জার্সি (হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি) ও মোজা সহ জুতা পরিহিত পেশীবহুল সুঠামদেহী তিনজন যুবক পাশাপাশি ও পেছনে দৌড়াচ্ছে তার চিত্র। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে উচ্চ লম্ফের চিত্র। এখানে রয়েছে দুপাশে দুটি উলম্ব দণ্ডের সাথে লাগানো একটি অনুভূমিক দণ্ডের উপর দিয়ে চিৎ হওয়া ভঙ্গিতে লাফিয়ে নিচের দিকে পড়ছে জার্সি (হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত একজন লম্বা চুলের যুবতি তার চিত্র। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ক্রিকেট খেলার চিত্র। এখানে রয়েছে,

ক্রিকেট স্ট্যাম্পের ওপাশে জার্সি (টি-শার্ট, ট্রাউজার) ও জুতা পরিহিত সুঠামদেহী একজন যুবক দৌড়ের গতিতে কুঁজো হয়ে ডানহাত পিছনে নিয়ে ক্রিকেট বল ছুড়ে মারছে এবং দূরে ক্রিকেট স্ট্যাম্পের সামনে হাতে হ্যান্ড গ্লাভস, পায়ে জুতা সহ লেগ গার্ড ও জার্সি (টি-শার্ট, ট্রাউজার) পরিহিত একজন সুঠামদেহী যুবক শরীর হেলিয়ে দুহাতে ব্যাট উঁচিয়ে বল পেটাচ্ছে তার চিত্র। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বল খেলার চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট, টি-শার্ট) ও মোজা সহ জুতা পরিহিত তিনজন সুঠামদেহী যুবকের একজন শারীরিক শক্তি প্রদর্শন করে বল কেড়ে নিয়ে লাথি মারছে ও অন্য দুজন তাঁকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে তার চিত্র। পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে অলিম্পিক মনোগ্রাম সহ হকি খেলার চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (টি শার্ট, হাফপ্যান্ট) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত একজন যুবক দুহাতে হকিস্টিক ধরে বলকে তাড়া করে বলের পেছনে দৌড়াচ্ছে তার চিত্র এবং খেলোয়াড়ের মাথার উপরে রয়েছে পাঁচ রিং বিশিষ্ট অলিম্পিকের মনোগ্রাম। ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কাবাডি খেলার চিত্র। এখানে রয়েছে চুলে ঝুঁটি বাঁধা, মুখে দাড়ি, জার্সি (টি-শার্ট,হাফপ্যান্ট) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত ইন্ডিয়ান যুবক মুখে কাবাডি কাবাডি বলতে বলতে এক হাত প্রসারিত করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে এবং বাংলাদেশের পতাকা সম্বলিত জার্সি (গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট) পরিহিত পাঁচজন যুবক শারীরিক ও পায়ের বিভিন্ন ভঙ্গি প্রদর্শন করে গোলাকার হয়ে ইন্ডিয়ান যুবককে ঘিরে ফেলছে তার চিত্র। সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বর্শা নিক্ষেপের চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি) ও মোজাসহ জুতা পরিহিত সুঠামদেহী এক যুবক শরীরকে পেছনে হেলিয়ে ক্ষিপ্রতার সাথে ডানহাতে লম্বা বর্শা নিক্ষেপ করছে তার চিত্র। অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গোলক নিক্ষেপের চিত্র। এখানে রয়েছে জার্সি (হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি) মোজাসহ জুতা পরিহিত এক যুবক শরীর একটু বাঁকিয়ে ডানহাতে ঘাড় ও মুখের কাছে গোলক ধরে ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করছে তার চিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত মানুষ ও অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং অলিম্পিকের মনোগ্রাম, মশাল টাওয়ারসহ বল ও খেলোয়াড়ের প্রতীকীচিত্র নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব, শক্তিমত্তা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল গতিময় অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল গতিময় অভিব্যক্তির স্পষ্টতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীরসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময় শক্তিমত্তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিহীন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে ক্রীড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলো শুধুমাত্র প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের মানবদেহের ক্রিয়াশীল শারীরিক কাঠামো, মুখাবয়বসহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি, পোশাক পরিচ্ছদ এবং বিভিন্ন বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বাস্তবধর্মী শৈলীর নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা (order) ও আয়তন (size) অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে; যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের অভিব্যক্তিপূর্ণ ক্রিয়াশীল মানবদেহের শারীরিক কাঠামোসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন বস্তুর বাস্তবধর্মী অনুপাত প্রদর্শিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মানুষের কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে যথাযথ বস্তুর প্রতীকী উপস্থাপন ও ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে কোলাজ আকারের উপস্থাপনার মধ্যে একটি দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) তৈরি হয়েছে। এবং ফলকের একই জমিনের ওপর ক্রীড়া সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের একত্রে উপস্থাপনের জন্য তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যময়তা (variety)। যার ফলে প্রতিটি বিষয়কে আলাদা

আলাদাভাবে চিহ্নিত ও উপলব্ধি করা যায়। সেই সঙ্গে ফলকের ব্যাকগ্রাউন্ডে ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপনায় কোনো যথাযথ পরিবেশের উপস্থিতি নেই; তারপরেও সেখানে বহুমাত্রার সুরেলা ঐকতান (harmony) ও পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষণীয়। ফলে দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি বিষয়ের উপস্থাপনার জন্য প্রতিটি বিষয় যেমন– আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্ব পেয়েছে; তেমনি দর্শকের দৃষ্টিকেও স্বস্তিকর অনুভূতি প্রদানে সহায়ক হয়েছে। সর্বশেষে বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১৪ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরের বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে চাকতি নিক্ষেপের চিত্র, দণ্ড লম্ফের চিত্র, মশাল দৌড়ের চিত্র, মশাল টাওয়ারসহ বল ও খেলোয়াড়ের নকশাধর্মী প্রতীকীচিত্র, দীর্ঘ লম্ফের চিত্র, মল্লক্রীড়ার চিত্র, সাঁতারের চিত্র, শুটিং ক্রীড়ার চিত্র, ভারোত্তোলন ক্রীড়ার চিত্র, দৌড় প্রতিযোগিতার চিত্র, উচ্চ লম্ফের চিত্র, ক্রিকেট খেলার চিত্র, বল খেলার চিত্র, হকি খেলার চিত্র, কাবাডি খেলার চিত্র, বর্শা নিক্ষেপের চিত্র, গোলক নিক্ষেপের চিত্র ইত্যাদি। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, শরীরচর্চা, গতিশীলতা, মানসিক ও শারীরিক শক্তিমত্তা, ভারসাম্য, অধ্যাবসায়, পরিমিত পরিমাপ, টার্গেট, ক্রীড়া এবং অলিম্পিক ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত চিত্রগুলো চিত্রায়িত হয়েছে। তবে এই চিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "রূপরেখা" প্রবন্ধে লিখেছেন– "ইংরেজিতে দুটি কথা আছে Presentation আর Representation ভাবাত্মক শিল্পের মধ্যে জিনিসটাকে শিল্পী Present কচ্ছেন। . . . ভাবকে মূর্তি দিয়ে আমাদের জন্য উপস্থিত কচ্ছেন। আর শিল্প যেখানে represent করা মাত্র, সেখানে শিল্পী তাঁর কিছু নিচ্ছেন না, যা দিচ্ছেন সেটা ইতিহাসের ঘটনামাত্র, কিংবা এমন কিছু ঘটনা যা আমাদের চোখের উপরেই রয়েছে দেখছি তারই ছবিটি।"[৭৬]

অর্থাৎ এই পোড়ামাটির ফলকে শিল্পী তাঁর দেখা বিষয়কে represent করেছেন এবং ষড়ঙ্গের তৃতীয় নীতি "ভাব" কে সংযুক্ত করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক ফিগারের গঠন প্রমাণ রূপে রয়েছে যা খুবই আনুপাতিক। এই পোড়ামাটির ফলকে ক্রিড়া বিষয়ক কর্মকাণ্ডে মধ্যে রূপভেদ রয়েছে, যা ষড়ঙ্গের প্রথম নীতিকে গ্রহণ করে থাকে এবং দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ"কেও এই পোড়ামাটির ফলকে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই পোড়ামাটির ফলকে যথাযথ নান্দনিক দৃষ্টি তৈরি হয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য ফলকটিতে উপস্থাপিত চিত্রগুলোর অঙ্কন রীতি বা বাহ্যিক রূপ বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো দুই ধরনের ইজমের প্রভাব গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, ফলকে বাংলাদেশের খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয় খুব সহজ এবং সুন্দর কার্যকরী বাস্তবধর্মী রূপকল্পের মাধ্যমে কোলাজ আকারে প্রকাশিত হয়েছে; যা 'প্রতীকবাদ' (symbolism) ধারার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করে। দ্বিতীয়ত, ফলকে উপস্থাপিত খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন বস্তু ও মানুষের বাহ্যিক রূপের উপস্থাপনের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন– ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয় হুবহু প্রকৃতিধর্মীতায় নয়, বরং বাস্তবতার চরম সত্যকে চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে সৃষ্টিশীল আবহ তৈরি করেছে; যাতে সুস্থ সুন্দর গতিময় জীবন চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

---

৭৬.: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপরেখা', *শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয়, প্রথম ভাগ*, সম্পা. বারিদ বরণ ঘোষ, (কলকাতা : দীপায়ন, ২০০২), ১৩১।

**৪.৫.১৩ শিরোনাম : টাকা জাদুঘরের 'বিনিময়' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক।**



চিত্র ১৩ : টাকা জাদুঘরের 'বিনিময়' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক।[৭৭]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক ঘটনাবলি, যা প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত এই বাংলাদেশে কিভাবে জিনিসপত্র আদান-প্রদান বা লেনদেন বা কেনাবেচা বা বিনিময় হয়েছে ও সঞ্চয় সম্পর্কিত কয়েক ধরনের বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য। এখানে পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছে বাস্তবিক পিতলের কলস-ঘটি, ধাতব মুদ্রা ও কড়ি ইত্যাদি।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– ফলকের ডানদিকে শুরুতে ধানের বিনিময়ে ছাগল কেনার বিষয়টি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে গাছপালাসহ গ্রামের একটি বাড়ির উঠানে দাঁড়ানো একজন কৃষক তার ডান হাতে দুটি ছাগলের রশি ধরে বাম হাত উঁচিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় ছাগলের দরদাম বা বিনিময়ের কথা বলছে। তার সামনে একজন কৃষক দুহাতে ধান ভর্তি খালুই বা ঝুড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ধানের বিনিময়ে ছাগল নেওয়ার জন্য এবং তার পেছনে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে প্রথম কৃষকের পরনে লুঙ্গি-গেঞ্জি, কোমরে কাপড় পেঁচানো, মাথায় গামছা বাধা ও ঘাড়ে গামছা ঝুলানো রয়েছে। দ্বিতীয় কৃষকের পরনে নেংটির মতো লুঙ্গি ও গেঞ্জি রয়েছে এবং মহিলার পরনে ঘোমটা দেওয়া শাড়ি ও হাতে চুড়ি রয়েছে। ফলকের বাম পাশে নিচের দিকে দুই ভাই বোনের টাকা সঞ্চয়ের দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। এখানে একটি গ্রাম্য কিশোরী বাম হাতে মাটির ব্যাংক ধরে ডান হাত দিয়ে মাটির ব্যাংকে পয়সা রাখছে এবং তার পিছনে তারই ছোট ভাই গ্রাম্য কিশোর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে কিশোরীর পরনে কানে দুল গলায় মাদুলি ও শাড়ি রয়েছে এবং কিশোরের গলায় মাদুলি কোমরে গামছা বাধা ও উর্ধ্বাঙ্গ খালি ও নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি। এই দৃশ্যের উপরে বিনিময়ের আরো কয়েকটি বিষয় রূপায়িত হয়েছে। প্রথমে দুইজন শার্ট গেঞ্জি পরা ভদ্রলোক টাকার বান্ডিল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে টাকা বিনিময় করছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে গেঞ্জি পরিহিত প্রথম ভদ্রলোক ডানহাতে টাকার বান্ডিল ধরে দেওয়ার ভঙ্গিতে বাম হাত উঁচিয়ে আঙ্গুলের ইশারায় হাসিমুখে কথা বলছে এবং দ্বিতীয় ভদ্রলোক

৭৭. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

দুহাতে টাকার বান্ডিল ধরে দাঁড়িয়ে প্রথম ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গল্প শুনছে। আবার এই দুজনের পাশে গ্রামের দুজন সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে কানে কানে কী বলছে তা রূপায়িত হয়েছে। যেমন– এখানে এক গ্রামীণ যুবক কাপড়ের লম্বা টাকার থলের প্রান্তে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে কান পেতে কী যেন শুনছে ও অন্যজন দাড়ি মুখে বয়স্ক গ্রামীণ লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে দুজনের পরনে গেঞ্জি এবং লুঙ্গি রয়েছে। ঠিক এই ফিগারেটিভ কম্পোজিশনটির উপরে রূপায়িত হয়েছে বাণিজ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নদীতে পণ্য ভর্তি করা পাল তোলা নৌকা এবং পণ্য ও যাত্রীসহ সাধারণ মানের নৌকা। এই পোড়ামাটির ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনটির মাঝখানে নিচের দিকে ফলকের ফাঁকা স্থানের ওপর স্থাপিত হয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পিতলের কলস, ঘটি, ধাতব মুদ্রা, ছোট বড় কড়ি ইত্যাদি। ঠিক এই কম্পোজিশনটির উপরে গ্রামের হাটের বেচাকেনার দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। এখানে খোলা জায়গায় চটের গদিতে বসে প্রথমজন তার উভয় পাশে রাখা পণ্যের ঝুড়ি থেকে পণ্য নিয়ে দাঁড়িপাল্লায় মেপে দিচ্ছে ও তার পাশে দ্বিতীয়জন সম্মুখে দণ্ডায়মান খরিদ্দারদের সাথে কথা বলছে। এই বসা দুজন বিক্রেতার সামনে বেশ কয়েকজন খরিদ্দার রয়েছে। তাদের একজন মাথায় লম্বা টুপি ও পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক টাকার কাপড়ের থলে দিচ্ছে এই মর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাঁর পাশে আরেকজন বাজারের ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ও এই দুজনের পেছনে কয়েকজন লোক পণ্য খরিদ করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে তা রূপায়িত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত মানুষ, প্রাণীসহ অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তু বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময় শক্তিমত্তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণী দেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে 'বিনিময়' শিরোনামের বিভিন্ন বিষয়গুলো কোলাজ আকারে একই জমিনে পরস্পরের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সশৃঙ্খল (order) ভাবে সজ্জিত হয়েছে; যেখানে ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রাণী ও মানবদেহের ক্রিয়াশীল শারীরিক কাঠামো ও তার মুখাবয়ব সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তিপূর্ণ কার্যবিধি এবং এই কার্যবিধির সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ পরিবেশগত প্রয়োজনীয় বস্তুর ও প্রকৃতির আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি যথোপযুক্ত অনুপাত (proportion) ও আয়তনে (size) বাস্তবধর্মী শৈলীর যথাযথ সঙ্গতি উপলব্ধি করা যায়। এবং ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয় ও বস্তু পরস্পরের মধ্যে সংশ্লেষণের মাধ্যমে এক দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। যেখানে ফলকের ওপর উৎকীর্ণ আবহমান বাংলার প্রাচীন থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত জিনিসপত্র কিভাবে লেনদেন বা বিনিময় বা কেনাবেচা হয়েছে তার প্রতিটি বিষয়সহ ফলকের ওপর স্থাপিত বাস্তবিক পিতলের কলস, ঘটি, ধাতব মুদ্রা ও কড়ি ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে পৃথক পৃথক বিষয় ও বস্তুর পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের বৈচিত্র্যময়তা (variety) এবং সৃষ্টি হয়েছে পোড়ামাটির ফলকের এক নতুন পরিভাষা। আবার একই জমিনে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত আলাদা আলাদা প্রতিটি বিষয়ের পরস্পরের ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে একত্রে এক দৃষ্টিনন্দিত ঐকতানের (harmony) সৃষ্টি হয়েছে; এবং তাতে পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) সুস্পষ্ট উপস্থিতি

পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, নতুন পরিভাষার এই পোড়ামাটির ফলকে শিল্পের শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১২ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরের বিভিন্ন অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে– ধানের বিনিময়ে ছাগল কেনার চিত্র, ভাই-বোনের টাকা সঞ্চয়ের চিত্র, টাকা বিনিময়ের চিত্র, পন্য ভর্তি করা পাল তোলা নৌকার চিত্র এবং পণ্য ও যাত্রীসহ সাধারণ মানের নৌকার চিত্র। পিতলের কলস, ঘটি, ধাতব মুদ্রা, ছোট বড় কড়ির চিত্র, গ্রামের হাটের বেচাকেনার চিত্র ইত্যাদি। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, গ্রামীণ জীবন, বিনিময়, সঞ্চয়, দেনা-পাওনা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, সততা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে উপরিউক্ত চিত্রগুলো চিত্রায়িত হয়েছে। তবে এই চিত্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** "বিনিময়" পোড়ামাটির ফলকে মৃৎশিল্পী ষড়ঙ্গের দুইটি নীতিকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন। মৃৎশিল্পী এই ফলকে ঐতিহাসিক জীবন সংস্কৃতির বিনিময় প্রথার পরিবর্তনের পর্যায়গুলো তৈরি করেছেন, যা ষড়ঙ্গের পঞ্চম নীতি "সাদৃশ্যকে" গ্রহণের মাধ্যমে। বিষয়গত সাদৃশ্য নির্মাণ করবার মধ্য দিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের চিন্তা চর্চাও এই ফলকে উৎকীর্ণ করা রয়েছে। "বিনিময়"-এর বিভিন্ন বস্তুগত উপাদানকে জীবন সম্পর্কিত ধারণাকে পাঠযোগ্য করে তুলেছে; এখানে জীবনের সাথে বস্তুর ঐক্য ও সুষমা তৈরির মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্পী ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি রূপভেদ এবং দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ"-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ষড়ঙের তিনটি নীতির প্রয়োগ এই "বিনিময়" শীর্ষক পোড়ামাটির ফলককে সৌন্দর্যের নীতিশাস্ত্রের সাথে সংযোগ তৈরি করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত কিভাবে জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়েছে ও সঞ্চয় সম্পর্কিত কয়েকটি চিত্র। যার অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও আরো দুই ধরনের ইজমের প্রভাব গুপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা প্রবণতা ও মুক্তচিন্তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে; কেননা ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন মানুষ, প্রাণী ও বস্তুসহ বাংলার প্রকৃতির সমন্বিত রূপের বহিরাঙ্গের কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের বাস্তবতার চরম সত্যকে চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। এছাড়া উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকটি বিষয় প্রতীকী রূপে ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে; যেগুলোর মাধ্যমে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্য, অর্থ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যের সৃষ্টি-লয়কে সূচিত করেছে। তাই, সমন্বিতভাবে ত্রয়ী বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের সৃষ্টিশীল আবহ তৈরি করেছে; যাতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রকাশ, সঞ্চয় ও জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.১৪ শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্মৃতি চিরন্তন' স্মৃতিস্তম্ভের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ১৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্মৃতি চিরন্তন' স্মৃতিস্তম্ভের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৭৮]

৭৮. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি, নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত এবং চারকোনা ও অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির পোড়ামাটির ফলক 'স্মৃতি চিরন্তন' স্মৃতিস্তম্ভে আলাদা আলাদাভাবে দশটি দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে। এই পোড়ামাটির ফলকগুলোতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়াবলির বাস্তবধর্মী চিত্র এবং আবহমান বাংলার সামাজিক বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির দশটি পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দশভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

স্মৃতিস্তম্ভের প্রথম দেয়ালে বা ফলকে রূপায়িত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শহীদদের প্রতি অমর বাণী– "মরণ সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি। নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর, তোমাদের স্মরি।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর", দ্বিতীয় দেয়ালে বা ফলকে রূপায়িত হয়েছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শহীদদের প্রতি অমর বাণী– *"শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মুক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। কাজী নজরুল ইসলাম"*। তৃতীয় ফলকে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সুখী জীবনের চিত্র। এখানে গাছের নিচে ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে এক রাখাল যুবক মনের আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে। রাখাল যুবকের বাম পাশের রূপায়িত হয়েছে একসাথে মাঠে দুটি গরু হেঁটে যাচ্ছে এবং তার উপরে রয়েছে নদীতে মাঝিসহ পাল তোলা নৌকা, দূরে গ্রাম ও আকাশে উড়ছে টিয়া পাখি। রাখাল যুবকের ডানপাশে গাছের পেছনে রূপায়িত হয়েছে গাছগাছালিতে ঘেরা গ্রামের বাড়ির দুটি কুঁড়ের ঘরের সামনে মাছ ও শাপলা ফুল ভর্তি পুকুর থেকে দুজন গ্রাম্য নারী পানি নিচ্ছে। তাদের একজন পুকুরে কলস ডুবিয়ে পানি ভরছে ও অন্যজন পানি ভর্তি কলস কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুজনেরই পরনে রয়েছে শাড়ি ও গলায় হার হাতে চুড়ি। আবার কুঁড়েঘরের সামনের উঠনে রয়েছে দুটি মোরগ-মুরগি এবং গ্রামের পেছনে রয়েছে দূরের গ্রাম ও আকাশ।

চতুর্থ ফলকে রূপায়িত হয়েছে শান্তিপ্রিয় বাঙালির জীবনযাত্রার উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া পাকিস্তানি শাসকদের দমন পীড়ন বা পাশবিকতার রূপক চিত্র। এখানে পাশবিকতার রূপক অর্থে ফলকের উপর দিক থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে একটি বড় প্যাঁচানো লোহার শিকল, যা আমাদের গ্রামবাংলাকে গ্রাস করছে। এই প্যাঁচানো শিকলের ফাঁক দিয়ে ছোট করে রূপায়িত হয়েছে গ্রামবাংলার কুঁড়েঘর ও গ্রামের চিত্র। পঞ্চম ফলকে রূপায়িত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ও বাঙালির স্বাধিকার সংগ্রামের প্রথম ফসল শহিদ মিনার। এখানে শহিদ মিনারের বেদীর সামনে রাখা আছে অনেক ফুল ও ফুলের তোড়া এবং তার সামনে রয়েছে "মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাঙলা ভাষা।" শিরোনামে লিপিযুক্ত ব্যানার। এই শহিদ মিনারের ডান পাশে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের অমর বাণী *"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি"* শিরোনামে লিপি এবং বাম পাশে রয়েছে একটি বৃক্ষের পাতাসহ ডাল।

ষষ্ঠ ফলকে রূপায়িত হয়েছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সময় পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার ও সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বাঙালির জাতির চিত্র। এখানে ফলকের ডান পাশে বড় করে রূপায়িত হয়েছে শুধু শেখ মুজিবের অঙ্গুলি উত্তোলিত হাত। এই হাতের পেছনে পুরো ফলক জুড়ে রূপায়িত হয়েছে লাঠিসোটা হাতে নিয়ে অসংখ্য যুবক বৃদ্ধ বাঙালির একত্রে চিৎকার দিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার বাস্তবচিত্র। এই অসংখ্য মানুষের মাঝখানে রূপায়িত হয়েছে একটি গাছ (সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনের আমগাছ) এবং তার পেছনে রয়েছে স্বাধীন বাংলার উত্তোলিত পতাকা ও তার পেছনে রয়েছে বড় করে রক্তিম সূর্য।

সপ্তম ফলকে রূপায়িত হয়েছে ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর পাকিস্তানি শাসকদের লেলিয়ে দেওয়া সেনবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডব উল্লাসের রূপক চিত্র। যেমন– বাংলাদেশের মানচিত্রসহ পতাকাকে চারদিক থেকে ঘিরে গুলি বর্ষণ, বেয়নেট চার্জ ও অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। তারজন্য বেয়নেটসহ অনেকগুলো বন্দুক, গুলি ও লেলিহান আগুনের শিখা রূপায়িত হয়েছে। অষ্টম ফলকে রূপায়িত হয়েছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিকল্পিতভাবে নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে গুলি করে গণহত্যার চিত্র। এই ফলকের মাঝখানে রূপায়িত হয়েছে বন্দুকের সামনে সারিবদ্ধভাবে হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানো হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থার অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর চিত্র। মৃত্যুর অপেক্ষায় দাঁড়ানো সারিবদ্ধভাবে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝখানে ও পেছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে চোখ মুখ বাঁধা অবস্থায় অসংখ্য নিহত মানুষের লাশ। ফলকের বাম পাশে রয়েছে অসংখ্য বেয়নেটসহ বন্দুক। এই সকল দৃশ্যকাব্যের পেছনে ফলকের উপরের দিকে রূপায়িত হয়েছে পাতা ছাড়া গাছ এবং এই গাছের ডালে বসে রয়েছে লোভাতুর দৃষ্টির শকুন ও শকুন আকাশে উড়ছে এবং দূরের গ্রাম। এখানে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর পরনে শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি রয়েছে।

নবম ফলকের রূপায়িত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র যুদ্ধের দৃশ্য। এখানে ফলকের বামপাশে রূপায়িত হয়েছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা শত্রু পক্ষের উপর রাইফেল, স্টেনগান ও গ্রেনেড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেমন– কেউ স্টেনগান ও রাইফেল দিয়ে গুলি করছে, কেউ ছুঁড়ে মারছে গ্রেনেড আবার কেউ স্টেনগান হাতে নিয়ে চিৎকার করছে ইত্যাদি। ফলকের ডানদিকে দূরে নদীর ওপারে আকাশের মেঘের ভেলার নিচে পাকিস্তানি বাহিনীর ট্যাংক বিধ্বস্ত হয়েছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের পরনে শার্ট লুঙ্গি এবং মাথায় ও কোমরে গামছা বাঁধা রয়েছে। আবার কারো কোমরে গুলি ভর্তি প্যাকেটের বেল্ট রয়েছে।

দশম ফলকে রূপায়িত হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাঙালির বিজয় উল্লাসের চিত্র। এই ফলকে রূপায়িত হয়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষের একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে বিজয় মিছিল এবং মিছিলের পাশে ধানখেত, মাঠ, দূরে গ্রাম এবং আকাশে গোলাকার সূর্য ও শান্তির প্রতীক উড়ন্ত পায়রা। এখানে পুরুষদের পরনে রয়েছে শার্ট-প্যান্ট ও কারো মাথায় গামছা বাঁধা এবং নারীদের পরনে রয়েছে শাড়ি-ব্লাউজ।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় বিভিন্ন ফলকগুলোতে রূপায়িত নকশাধর্মী বাংলালিপি ছাড়া মানুষ, পশু-পাখিসহ অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তুই বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা, সংবেদনশীলতাসহ যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীরসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই 'স্মৃতি চিরন্তন' শিরোনামের স্মৃতিস্তম্ভে আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত দশটি ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে কাজী নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাসহ আবহমান বাংলার সামাজিক, মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘটনাবলির বিষয়গুলো সহজ-সরলভাবে চিত্রায়িত হলেও প্রতিটির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা (order) রয়েছে। কোন বিষয় কিভাবে ও কোন বিষয়টির পর কোন বিষয়টি উপস্থাপন করলে

দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে এবং বাংলার চিরন্তনী রূপসহ রক্তক্ষয়ী ও আত্মত্যাগের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্রগুলো ধারাবাহিকভাবে দর্শক বুঝতে পারবে সে বিষয়টি অনুধাবন করে যেন এখানে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। প্রতীকী উপস্থাপনার ফলকগুলো ব্যতীত অন্যান্য ফলকগুলোতে উপস্থাপিত মানব ও পশু পাখির ক্রিয়াশীল দেহকাঠামো, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত যথাযথ পরিবেশগত প্রতিটি বস্তু ও প্রকৃতির আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বাস্তবধর্মী শৈলীর সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে সঠিক অনুপাত (proportion) এবং সুনির্দিষ্ট আয়তনে (size) উপস্থাপিত হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অমর বাণীর চিত্র, প্রতীকী উপস্থাপনার পাশবিক চিত্র, ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডব উল্লাসের চিত্রসহ আবহমান বাংলার সামাজিক চিত্র, ভাষা আন্দোলনের চিত্র, বাঙালির গর্জে উঠার চিত্র, গণহত্যার চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র যুদ্ধের চিত্র, বিজয় উল্লাস ইত্যাদি চিত্রগুলো আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্যময়তা (variety)। এবং আলাদা আলাদাভাবে স্থাপিত এই বৈচিত্র্যময় প্রতীকী ও বাস্তবধর্মী শৈলীর উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে স্থাপনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে একই পরিভাষার যোগসূত্রের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দিত ঐকতান (harmony) ও পরিপক্ক ভারসাম্য (balance) সৃষ্টির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিনন্দিত ঐকতান ও ভারসাম্যের কারণে সকল বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে বাঙালির জীবন ও অর্জন সম্পর্কিত পরিভাষার বন্ধনের মাধ্যমে দৃঢ় ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। অতএব বলা যায়, শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলোই এখানে সুচারুভাবে দৃশ্যমান হয়েছে, যা দর্শক ও শিল্পবোদ্ধার দৃষ্টিকে স্বস্তিকর অনুমতি প্রদানে সহায়ক হবে এবং আবহমান বাংলার চিত্রসহ আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন ও বিজয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে পুনরায় পরিচিত হবে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১০ বছর পূর্বে সংস্কারকৃত 'স্মৃতি চিরন্তন' শিরোনামের মনুমেন্টে স্থাপিত বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– পাকিস্তানি শাসকদের দমন পীড়ন বা পাশবিকতার রূপক চিত্র, বাংলা লিপিসহ শহিদ মিনারের চিত্র, শেখ মুজিবের ভাষণের সময় গর্জে ওঠা বাঙালি চিত্র, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও তাণ্ডব উল্লাসের রূপক চিত্র, গণহত্যার চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র যুদ্ধের চিত্র, বাঙালির বিজয় উল্লাসের চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বর্বর, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর পাকিস্তানি, গণহত্যা, ভাষা আন্দোলন, প্রতিবাদী বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধ, বিজয়ী বাঙালি ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়াও এখানে স্থাপিত অন্যান্য ফলকের ওপর উৎকীর্ণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গ্রামীণ সুখী জীবনের চিত্র, ইত্যাদি। এই চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রূপসী বাংলা, সুখ ও সমৃদ্ধময় বাংলা ইত্যাদিও প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** 'স্মৃতি চিরন্তন' পোড়ামাটির ফলকের ঐতিহাসিক তথ্য উপাত্তকে প্রমাণ সাপেক্ষ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে ইতিহাসের পাঠ পর্যায়কে নীতিশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। তবে চিত্ররূপের বহুবিধ প্রকাশধর্মী অবয়বের মধ্যে বহুধা রূপাবয়ব নির্মাণের দক্ষতা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি রূপভেদ কার্যকরভাবে উপস্থাপিত রয়েছে। ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি আসলে যেকোনো শিল্পকর্মের বিন্যাস প্রকরণকে সূত্রবদ্ধ করে তোলে। বিন্যাসের ধারাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ" এবং তৃতীয় নীতি "ভাব", যা এই পোড়ামাটির ফলককে ঐতিহাসিক ভাব আলেখ্য পরিপূর্ণ করে তুলেছে। এই ফলকে ষড়ঙ্গের আরও একটি নীতি "সাদৃশ্য"-র প্রয়োগ রয়েছে; যার ফলে বিষয়গত উপস্থাপন অনেক বেশি বাস্তবিক ও

দৃশ্যমান বোমাপড়ার জায়গাটিকে সঠিকভাবে সনাক্তকরণে কাজ করে থাকে। সেজন্যই এই পোড়ামাটির ফলকে ষড়ঙ্গের নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী সৌন্দর্যের ভাববোধকে প্রতিভাত করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলাদা আলাদাভাবে দশটি দেয়ালে স্থাপিত এই ফলকগুলোতে উৎকীর্ণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতাসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়াবলির চিত্র এবং আবহমান বাংলার চিত্র। এবং এগুলোর বাহ্যিক অঙ্কন রীতি নকশা ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও প্রতিটি ফলকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আরো এক ধরনের ইজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন– প্রতিটি ফলকে উপস্থাপিত বিষয়ে শিল্পীর দেখা অভিজ্ঞতা ও মুক্তচিন্তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে; কেননা ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন নরনারী, পশুপাখি ও বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের অন্তর্নিহিত সত্যকে চমৎকারভাবে সূচিত করেছে। যেমন– প্রতিটি বিষয়ের গল্পকে হুবহু প্রকৃতিধর্মিতায় নয়, বাস্তবতার চরম সত্যকে দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই, ফলকগুলোতে উৎকীর্ণ চিত্রে সুপ্ত ও গুপ্তভাবে ত্রয়ী শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য এক ধরনের সুচারু আবহ তৈরি করেছে; যাতে সোনার বাংলা, পাকিস্তানি বাহিনীর পাশবিকতা, বাঙালির জীবন সংগ্রাম, বীরত্ব ও বিজয় এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.১৫ শিরোনাম : নভোথিয়েটার, ঢাকা-এর পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ১৫ : নভোথিয়েটার, ঢাকা-এর পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৭৯]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনিয়মিত এবং অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাংলালিপি এবং আবহমান বাংলা বিষয়ক– বাংলা লিপি, কলসি কাঁখে নারী, কৃষকের হালচাষ, জেলেদের মাছধরা, শ্রমিকসহ চা বাগান, বাউল, বই হাতে ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদি বিষয়ের ইলাস্ট্রেশনধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনিয়মিত ও অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ 'আবহমান বাংলা বিষয়ক' ও 'ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক' শিরোনামে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ফলকের একই কম্পোজিশনে বিভিন্ন বিষয়গুলো উপর ও নিচে একটি বিষয়ের সাথে অপরাপর বিষয়ের সমন্বিত করে একত্রে রূপায়িত হয়েছে। যেমন–

আবহমান বাংলা বিষয়ক– এই অনিয়মিত আকৃতির ফলকের কম্পোজিশনের বামদিকের শুরুতে আবহমান বাংলা বিষয় কেন্দ্রিক বাংলা লিপি, কন্যাসহ কলসি কাঁখে নারী, জেলেদের মাছধরা, নৌকাতে মাঝি ও বধূ, পানিতে শাপলা ফুল-পাতা, গরু দিয়ে কৃষকের হালচাষ, চা বাগানসহ শ্রমিক, একতারা হাতে বাউল ইত্যাদি বিষয় রূপায়িত হয়েছে। যেমন– (ক) ফলকের সবার উপরে রয়েছে "একি অপরূপ রূপে মা তোমার হেরিনু পল্লী জননী" শিরোনামে বাংলা

৭৯. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

লিপি। (খ) এই বাংলা লিপির নিচে রয়েছে নদীতে নৌকার উপর তিনকোণা বড় জাল দিয়ে চারজন জেলে মাছ ধরছে ও নৌকার দুই কোণায় দুজন মাঝি বৈঠা ধরে নৌকার হাল ঠিক রাখছে এবং পানিতে রয়েছে বিভিন্ন গতিবিধির কয়েকটি মাছ ও ভাসমান অবস্থায় কয়েকটি উড়ন্ত পাখি ইত্যাদির চিত্র। এখানে জেলেদ্বয়ের মাথায় গামছা বাঁধা ও পরনে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি রয়েছে। (গ) জেলেদের মাছ ধরার চিত্রের নিচে রয়েছে নদীতে একটি ছইওয়ালা নৌকা নিয়ে একজন মাঝি দুহাতে বৈঠা দিয়ে বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও নৌকার ছইয়ের ভিতরে একজন গাঁয়ের বধূ এক হাঁটুর উপরে দুহাত রেখে তার উপর মুখ রেখে জড়সড় হয়ে বসে আছে এবং নৌকার নিচে পানিতে শাপলা ফুল-পাতা-কলি ইত্যাদির চিত্র। এখানে কৃষকের পরনে রয়েছে লুঙ্গি ও গেঞ্জি এবং বধূর পরনে রয়েছে ঘোমটা দেওয়া শাড়ি ও হাতে চুড়ি। (ঘ) নৌকা ও শাপলার ফুলের নিচে নদীর পাড়ে রয়েছে ঘোমটা দেওয়া শাড়ি-ব্লাউজ-চুড়ি পরিহিত একজন গ্রাম্য নারী কাঁখে কলসি রেখে দুহাতে কলসি ধরে হেঁটে যাচ্ছে এবং তার সামনে তার ছোট্ট কিশোরী কন্যা মাথার লম্বা চুল উড়িয়ে হাতে চুড়ি ও গায়ে শাড়ি পরে দুহাত সামনে পেছনে ছড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে তার চিত্র। (ঙ) কলসি কাঁখে নারীর পেছনে রয়েছে দুটি গরু নিয়ে লুঙ্গি পরা খালি গায়ের একজন কৃষক লাঙ্গল দিয়ে জমিতে হালচাষ করছে তার চিত্র। (চ) হালচাষ করা কৃষকের ডানপাশে রয়েছে লম্বা চুলের আলখেল্লা পরিহিত একজন বাউল ডানহাতে একতারা ও বামহাতে গলায় ঝুলানো ডুগি বাজিয়ে আপন মনে গান গেয়ে হেঁটে যাচ্ছে তার চিত্র। (ছ) হালচাষ করা কৃষকের উপরে রয়েছে অনেকগুলো বড় গাছসহ চা বাগানের ভেতরে সম্মুখ ভঙ্গি ও পেছন ফেরা ভঙ্গিতে শাড়ি-ব্লাউজ-চুড়ি পরিহিত দুজন মহিলা চা শ্রমিক মাথায় ঝুলানো বাঁশের টুপরি নিয়ে দুহাতে চা গাছ থেকে পাতা তুলছে এবং তাদের পেছনে চা বাগানের ভেতরে শাড়ি-ব্লাউজ-চুড়ি পরিহিত দুজন মহিলা শ্রমিক চা পাতার বস্তা দুহাতে ধরে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি চিত্র। (জ) বাউলের চিত্রের বামপাশে রয়েছে শার্ট পরিহিত বালক ও ফ্রক পরিহিত বালিকা একসাথে তাদের দু'হাত দিয়ে বই খাতা বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার চিত্র এবং তাদের উপরে রয়েছে 'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা' শিরোনামে বাংলা লিপি। এখানে 'বাংলা ভাষা' লিপির উপরে রয়েছে দাঁড়ানো একটি কাক।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিষয়ক– উপরিউক্ত আবহমান বাংলা কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রের ডানপাশ থেকে ফলকের কম্পোজিশনের শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি কেন্দ্রিক বিষয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা লিপি ইত্যাদি বিষয় রূপায়িত হয়েছে। যেমন– (ক) এই অনিয়মিত আকৃতির ফলকের উপরের দিকে রয়েছে বাংলা লিপি "*পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও শুধুমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ছাপিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করে, ফলে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ ও তীব্র আন্দোলন*" ও তার ডানপাশে রয়েছে বাংলা লিপি '২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পাকিস্তান সরকার গুলি করে হত্যা করে অনেক তাজা প্রাণ' এবং তার নিচে রয়েছে 'বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে' তার চিত্র। উপরিউক্ত এই দুটি বাংলা লিপির নিচে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র। এখানে রয়েছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শিরোনামে বাংলা লিপি সম্বলিত হ্যান্ড ফেস্টুন হাতে নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র। এখানে ছাত্রদের পরনে শার্ট ও ছাত্রীদের পরনের শাড়ি রয়েছে। (খ) উপরিউক্ত বিষয়ের ডানপাশের উপরের দিকে রয়েছে ছয় দফা আন্দোলনের চিত্র। এখানে রয়েছে '৬দফা' শিরোনামে বাংলা লিপি সম্বলিত হ্যাণ্ড ফেস্টুন হাতে নিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গিতে চিৎকার করে প্রতিবাদ মিছিল করছে তার চিত্র। এখানে নারীদের পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ চুড়িসহ কারো চোখে চশমা এবং পুরুষদের পরনে রয়েছে শার্ট সহ কারো চোখে চশমা। উপরিউক্ত এই মিছিলের নিচে রয়েছে বাংলা লিপি '১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাঙ্গালিদের শোষণ করেছে, ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিয়েছে, নির্যাতন করেছে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার দাবী জানালে জনগণ আশার আলো দেখে' এবং এই বাংলা লিপির নিচের দিকে বামপাশে রয়েছে শার্ট

পরিহিত এক যুবক উপরিউক্ত বাংলা লিপিকে হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে তার চিত্র। (গ) উপরিউক্ত বিষয়ের ডানপাশে উপরের দিকে রয়েছে বাংলা লিপি 'ছাত্র-জনতার সেই ৬৯ এর গণ আন্দোলনের তীব্র চাপে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়'। এই বাংলা লিপির নিচে রয়েছে হাস্যোজ্জ্বল শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং এই প্রতিকৃতির ডানপাশে রয়েছে ৬৯-এর গণ-আন্দোলনের মিছিলের চিত্র । এখানে রয়েছে 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আনব- জনতা ১৯৬৯' ও 'শেখ মুজিব আমাদের বঙ্গবন্ধু- জনতা ১৯৬৯' এবং 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, আর নয় গুলি' ইত্যাদি বাংলা লিপি সম্বলিত বিভিন্ন হ্যান্ড ফেস্টুন হাতে নিয়ে অসংখ্য নারী পুরুষের লম্বা মিছিলের চিত্র। এখানে পুরুষের পরনে রয়েছে শার্ট ও নারীদের পরনের রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ। (ঘ) উপরিউক্ত বিষয়ের ডানপাশে উপরের দিকে রয়েছে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের মিছিলের চিত্র। এখানে রয়েছে পানিতে বৈঠাসহ নৌকার চিত্র ও তার নিচে রয়েছে নৌকার ছবিসহ 'নৌকা মার্কায় ভোট দিন বাঙালির হাতে ক্ষমতা দিন, পূ.পা. আওয়ামী লীগ' শিরোনামে বাংলা লিপি সম্বলিত হ্যান্ড ফেস্টুন হাতে নিয়ে হাত তোলে অসংখ্য নারী-পুরুষের লম্বা মিছিলের চিত্র এবং এই মিছিলের ডানপাশে ও নিচে রয়েছে '১৯৭০ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু, পাকিস্তান সরকার নির্লজ্জভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা দেয়' শিরোনামে বাংলা লিপি। (ঙ) উপরিউক্ত বিষয়ে ডানপাশে উপরের দিকে রয়েছে 'গর্জে উঠে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি' শিরোনামে বাংলা লিপির বামপাশে ও নিচে রয়েছে শার্ট পরিহিত বিভিন্ন ভঙ্গিতে অসংখ্য সাধারণ মানুষ হাত উত্তোলন করে চিৎকাররত অবস্থায় মিছিল করছে তার চিত্র এবং এই মিছিলের নিচে রয়েছে 'জয় বাংলা' শিরোনামে বাংলালিপি ও তার নিচে রয়েছে '৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু সাহসী কণ্ঠে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা' শিরোনামে বাংলা লিপি। (চ) উপরিউক্ত বিষয়ের ডানপাশে উপর ও নিচে দিকে রয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র এবং নিরীহ বাঙালির উপরে পাকিস্তানি শাসকবর্গের লেলিয়ে দেয়া সৈন্যদের বর্বর আক্রমণের চিত্র। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে হাতে কাস্তে ও লাঠি নিয়ে হাত উত্তোলন করে অসংখ্য নারী-পুরুষের প্রতিবাদ মিছিলের চিত্র এবং এই মিছিলের উপরে রয়েছে অসংখ্য পাকিস্তানি সৈন্য ট্যাংকের উপর পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে ট্যাংক দিয়ে গুলি বর্ষণ করে নিরীহ বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার চিত্র। এখানে নারীদের পরনে রয়েছে শাড়ি ও পুরুষদের পরনে রয়েছে শার্ট এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের পরনে রয়েছে মাথায় হেলমেট ও সামরিক পোশাক। আবার এই দৃশ্যের মধ্যে রূপক অর্থে রূপায়িত হয়েছে একজন সাধারণ বাঙালি খালি গায়ে লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় দুহাতে কাপড়ের পোটলা হাতে নিয়ে নতজানু হয়ে চুপিসারে পলায়ন করছে তার চিত্র। (ছ) উপরিউক্ত বিষয়ের ডানপাশে উপরের দিকে রয়েছে '২৬শে মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ নয় মাস যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে বীর বাঙালি ছিনিয়ে আনে বিজয় জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে বাংলা লিপি এবং তার নিচে ঝোপঝাড়ের সামনে ও পিছনে রয়েছে বন্দুক ও পতাকা হাতে নিয়ে নারী-পুরুষের সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিত্র। এখানে যুদ্ধের বহরের অগ্রভাগে রয়েছে মাথায় গামছা বাঁধা গায়ে শার্ট পরিহিত দাড়ি মুখের বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা নুইয়ে দুহাতে বন্দুক উত্তোলন করে গুলি করছে এবং তার পাশে শার্ট পরিহিত চারজন মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন ভঙ্গিতে দুহাতে বন্দুক দিয়ে গুলি করছে এবং তাদের পেছনে রয়েছে শার্ট ও শাড়ি পরিহিত অসংখ্য নারী-পুরুষ স্বাধীন বাংলার পতাকা ও বন্দুক হাতে নিয়ে চিৎকার করে সামনের মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে তার চিত্র। আবার এখানে বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকার উপরের দিকে রয়েছে বিভিন্ন গতিবিধির উড়ন্ত অবস্থায় চারটি শান্তির প্রতীক পায়রার চিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে রূপায়িত বাংলা লিপি ছাড়া মানুষ, পশু-পাখিসহ অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তুই বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে পৌরুষ ভাব ও সৌম্য, শান্ত, ক্রুদ্ধ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তির স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণী দেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্র দলিল দস্তাবেজের মতো আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা বা বিষয়াবলির ইলাস্ট্রেশনধর্মী বিভিন্ন চিত্র একই জমিনে একসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে সাবলীল ও দৃষ্টিনন্দিত কম্পোজিশনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে; যার মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল (order) ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবং উপস্থাপিত বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের কার্যবিধি ও কার্যবিধির সম্পর্কিত যথাযথ বস্তু ও পরিবেশ এবং সেই কাহিনি বা গল্প সম্পর্কিত বাংলা লিপির বর্ণনা একত্রে ইলাস্ট্রেশনের মতো করে সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশের জন্য পরস্পরের মধ্যে পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে এক বহুমাত্রার ছন্দায়িত সুরেলা ঐক্যের (unity) সঠিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে বাংলা লিপির বর্ণনা ছাড়া একত্রে কোলাজ আকারে উপস্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি বিষয়ের ক্রিয়াশীল মানুষ, পশু, পাখির শারীরিক কাঠামো ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার-আকৃতি এবং যথাযথ বিষয়ের সাথে যথাযথ পরিবেশগত বস্তু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের আকার-আকৃতির অনুপাত (proportion) ও আয়তন (size ) বাস্তবধর্মী শৈলীর সাথে সঙ্গতিপূণ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আবার সেই সঙ্গে ফলকে উপস্থাপিত নির্দিষ্ট বিষয়ের কাহিনি অনুসারে নারী-পুরুষ পশুপাখির যথাযথ কার্যবিধির দেহভঙ্গি (posture) অঙ্গভঙ্গি (gesture) অভিব্যক্তি (expression) ও পোশাক-পরিচ্ছদ-অলংকার এবং স্ব স্ব কাহিনির প্রয়োজনীয় সঠিক বস্তু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঠিক উপস্থাপন, প্রয়োজন মাফিক রিলিফের পুরুত্ব, বুনট ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির সাথে বিভিন্ন গল্পের বাংলালিপির বর্ণনা ফলকের জমিনে ফাঁকা স্পেস ছেড়ে দিয়ে কোলাজ আকারে পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে একত্রে যোগসূত্র তৈরি করে এক বাস্তবধর্মী শৈলীর ছন্দায়িত ঐকতানের (harmony) সৃষ্টি করেছে। ছন্দায়িত ঐক্যতান ও পরিপক্ক ভারসাম্যের মাধ্যমে আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলির বাংলা লিপির বর্ণনা এবং সেই ঘটনাবলির বাংলা লিপির বর্ণনার সাথে মিল রেখে সেই বিষয়ের বাস্তবধর্মী শৈলীর চিত্রের উপস্থাপনা হয়েছে; যার ফলে একই জমিনে অসংখ্য বিষয়ের একত্রে উপস্থাপনের জন্য ব্যাপক মাত্রার বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। অতএব বলা যায়, শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যই সুস্পষ্টভাবে এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৮ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– ভাষা আন্দোলনের চিত্র, ছয় দফা আন্দোলনের চিত্র, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের চিত্র, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের চিত্র, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ও বাংলা লিপির চিত্র ইত্যাদি। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ছয়দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিক নির্বাচন, বর্বর, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর পাকিস্তানি, গণহত্যা, প্রতিবাদী বাঙালি, মুক্তিসংগ্রাম, বিজয়ী বাঙালি, সুখ ও শান্তি, কালজয়ী সংগ্রামী বাংলা লিপি ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। এছাড়াও ফলকের অন্যান্য অংশে উৎকীর্ণ হয়েছে বাংলা লিপির চিত্র, কন্যাসহ

কলসি কাঁখে নারীর চিত্র, জেলেদের মাছধরার চিত্র, নৌকাতে মাঝি ও বধূর চিত্র, পানিতে শাপলা ফুল-পাতার চিত্র, গরু দিয়ে কৃষকের হালচাষের চিত্র, চা বাগানসহ শ্রমিকের চিত্র, একতারা হাতে বাউলের চিত্র, বই হাতে ছাত্র-ছাত্রীর চিত্র ইত্যাদি। এই চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে রূপসী বাংলা, সুখ ও সমৃদ্ধময় বাংলা, মাছে ভাতে বাঙালি, নাইয়র, বাঙালির জীবন সংগ্রাম, বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, নারী ও পুরুষের সমঅধিকার, আধুনিক শিক্ষা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** নভোথিয়েটারের পোড়ামাটির ফলকে আসলে অনেক বিষয়কে একসাথে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের দৃশ্যরূপ থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক রূপপর্যায়কেও তুলে আনা হয়েছে। আসলে রূপবৈচিত্র্য নির্মাণের এক মহাসৃষ্টিযজ্ঞ এই ফলকে সংগঠিত হয়েছে। ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি "রূপভেদ" এই ফলকের নির্মাণে মান্য করা হয়েছে। রূপের সকল ভাবনাই বিষয়ের সাজুয্যতায় এই পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সার্থকভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বিবেচনা; জীবনবোধ ও সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে প্রমাণ সাপেক্ষ করে এই মৃৎফলকে তুলে আনা হয়েছে। ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি ব্যতীত আসলে দৃশ্যরূপের পরিচয় ফুটে উঠে না আবার তা প্রমাণ সাপেক্ষেও হয় না। মৃৎশিল্পী আসলে ধৈর্য ও দক্ষতার সাথে এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়ভিত্তিক দৃশ্য নির্মাণ করেছেন, যেখানে রূপের ভাবনা এবং ঘটনার ভাব বা আবেগকে ধারণ করা হয়েছে এবং নান্দনিক বিবেচনাবোধ তৈরিতে কাজ করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দালিলিক চিত্রসহ উপস্থাপিত বিষয়ের বর্ণনাকৃত বাংলা লিপি, যার বহিরাঙ্গন অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে আরো দুই ধরনের ইজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে শিল্পীর দেখা অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও মুক্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে; কেননা ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন ঘটনাবলির বর্ণনাকৃত বাংলা লিপির সাথে মিল রেখে বিভিন্ন নর-নারী, পশু-পাখি, গাছপালাসহ বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ইজমের অন্তর্নিহিত সত্য হুবহু প্রকৃতিধর্মিতায় নয়, বাস্তবতার সত্য দৃশ্যায়নের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে এই ফলকে বাংলাদেশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলির প্রতিনিধি স্বরূপ প্রতীকী রূপের কোলাজ আকারে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন ও চমক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ঘটনাবলির বর্ণনাকৃত বাংলালিপি প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকেই সূচিত করেছে। তাই, ফলকে উৎকীর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রে সুপ্ত ও গুপ্তভাবে তিন ধরনের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিতভাবে এক ধরনের শিল্পবোধ ও চৈতন্য সম্পর্কিত আবহ তৈরি করে; যাতে রূপসী বাংলা, বাংলার সুখী জীবন, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি, প্রতিবাদ, সংগ্রাম, বীরত্ব, ঐক্য, বিজয়, মাতৃভাষার প্রতি মমতা এবং দেশাত্মবোধ ইত্যাদি চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.১৬ শিরোনাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'বাজার' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলক**




চিত্র ১৬ : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'বাজার' শিরোনামে পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৮০]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং কোলাজ আকার ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত হয়েছে এই ফলকটি। অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার বিভিন্ন কৃষিপণ্য গ্রামের খোলা হাটে ও শহরের বাজারের দোকানে মানুষ কেনাবেচা করছে তার বাস্তবধর্মী চিত্র।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– এখানে ফলকের একই কম্পোজিশনে নিচের সারিতে তিনটি মাঝখানের সারিতে একটি ও উপরের সারিতে পাঁচটি বিষয় একত্রে কোলাজ আকারে রূপায়িত হয়েছে। ফলকের নিচের সারিতে বাম দিক থেকে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দুজন বয়স্ক কিষান-কিষানি হাসিমুখে বাঁশের টুপরিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি ভরে মাথায় ও হাতে করে বাজারে নিয়ে আসছে বিক্রির জন্য তার চিত্র। এখানে কিষানের মুখে, দাড়ি পরনে শার্ট গেঞ্জি ও গলায় ঝুলানো গামছা রয়েছে এবং কিষানির পরনে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি রয়েছে। নিচের সারিতে দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রামের খোলা হাটে চারজন পুরুষ মানুষ অনেকগুলো বাঁশের টুপরিতে করে পেঁপে, ফুলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, লাউ ও অন্যান্য সবজি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে বিক্রির জন্য এবং তাঁদের সামনে সবজি ক্রয়ের জন্য একজন নারী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছে ও তার পাশে একজন পুরুষ ও একজন নারী সবজি হাতে ধরে দামদর করছে তার চিত্র। এখানে পুরুষদের পরনের লুঙ্গি ও শার্ট রয়েছে এবং নারীর পরনে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি রয়েছে। নিচের সারিতে তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শহরের মার্কেটে 'নিরাপদ ফল ও সবজি কর্নার' শিরোনামে বিভিন্ন ফল ও সবজির দোকান। যেমন– এখানে মঞ্চের উপরে দোকানে কাঠের বাক্সের ভিতরে ক্যাপসিকাম, শিম, মুলা, গাজর, আলু, পেঁপে, বিট, কমলা, আপেল, নাশপাতি, কাঁঠাল, অন্যান্য সবজি ও ফল নিয়ে বিক্রির জন্য বসে আছে একজন দোকানি। আবার এই দোকানের সামনে একজন ভদ্রলোক ফল ক্রয়ের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দোকানির পাশে আরেকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দোকানির সাথে কথা বলছে তা রূপায়িত হয়েছে। এখানে দোকানির পরনে গেঞ্জি ও ঘাড়ে গামছা রয়েছে এবং ভদ্রলোকদের পরনে প্যান্ট,শার্ট, জুতা, ক্যাপ ও এপ্রোন রয়েছে।

ফলকের মাঝখানে সারিতে রূপায়িত হয়েছে একজন দোকানি গ্রামের খোলা হাটে অনেক গোল আলু নিয়ে বসে দুহাতে আলু বাছাই করছে। এখানে দোকানির পরনে গেঞ্জি ও লুঙ্গি রয়েছে।

৮০. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

ফলকের উপরে সারিতে বামদিক থেকে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কাঁচা বাজারে সবজির দোকানের পেছনে বাঁশ ও কাঠের তৈরি একটি ফুলের দোকানে সাজানো ফুলের রিং, তোড়া ও ঝুলন্ত ফুলের মালা রয়েছে এবং দোকানের ভিতরে একজন পুরুষ মানুষ ফুল বিক্রির জন্য কাঠের বেঞ্চিতে পিছন ফিরে বসে রয়েছে ও দোকানের ওপারে দুজন পুরুষ মানুষ ফুল ক্রয়ের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে দোকানির পরনে প্যান্ট-শার্ট ও মাথায় বাঁধা কাপড়ের পাগড়ি রয়েছে এবং একজন পুরুষের পরনে প্যান্ট শার্ট ও অপরজনের পরনে লুঙ্গি গেঞ্জি রয়েছে। উপরের সারিতে দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কাঠের বাক্সের উপরে কলা ও অন্যান্য ফলসহ বিক্রেতা দোকানের বাঁশের খুঁটিতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে বিক্রেতার পরনের লুঙ্গি ও শার্ট রয়েছে। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে টেবিল ও বাক্স পেটরার সামনে ও পিছনে দাঁড়িয়ে বাক্স পেটরা হাতে ধরে সম্মুখভঙ্গি ও পেছনেরভঙ্গিতে গল্পরত কয়েকজন পুরুষ মানুষ এবং তাদের পেছনে দূরে একজন পুরুষ মানুষ বাক্স পেটরা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে অধিকাংশ পুরুষের পরনের শার্ট-প্যান্ট রয়েছে। তবে একজনের পরনের লুঙ্গি ও গেঞ্জি রয়েছে। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি দোকানের সামনে জমানো কিছু বাক্সের ভিতর ও উপরে ফল বা সবজির প্যাকেট, সবজি বা ফলের বস্তা ও খোলা ফলও রয়েছে, সেগুলোর সামনে ও পেছনে সম্মুখ ও পেছনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্যাকেট বা বস্তাগুলোকে উঠানো বা নামানোর জন্য কাজ করছে দুজন পুরুষ ও একজন নারী। এখানে পুরুষদের পরনে গেঞ্জি, লুঙ্গি ও মাথায় কাপড়ের পাগড়ি রয়েছে এবং নারীর পরনে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি রয়েছে। পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ঝুলন্ত কলা ও কাপড়ে ঘেরা দোকানের সামনে বিভিন্ন ধরনের সবজি বা ফল ভর্তি অনেকগুলো সাজানো বাক্সের পাশে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিক্রেতা এবং বাক্সের ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন ক্রেতা। এখানে পেছন ফেরা বিক্রেতার পরনে পাঞ্জাবি-পায়জামা ও মাথা গলায় পেঁচানো মাফলার রয়েছে এবং একজন ক্রেতার পরনে পাঞ্জাবি, গলায় মাফলার ও মাথায় টুপি রয়েছে ও অপর ক্রেতার পরনে কোট ও মাথায় কাপড়ের পেঁচানো পাগড়ি রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে রূপায়িত মানুষসহ অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তুই বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে সৌম্য, শান্ত ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির স্পষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে কোলাজ আকারে বাস্তবধর্মী শৈলীতে আবহমান বাংলার কৃষি পণ্য কেনাবেচার বিভিন্ন দৃশ্য একত্রে একই জমিনের ওপর উপর নিচ করে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের বিভিন্ন বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বাস্তবধর্মী শৈলীর সাথে সংগতি রেখে যথোপযুক্ত অবস্থানে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি বিষয়কেন্দ্রিক কার্যবিধির মানবদেহের অভিব্যক্তিপূর্ণ সুচারু প্রকাশভঙ্গি ও আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক বস্তু ও পরিবেশের উপস্থাপন এবং একই কম্পোজিশনের মধ্যে সকল বিষয়কে একত্রে উপস্থাপনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল (order) ভাব ও দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) তৈরি হয়েছে। তবে একই কম্পোজিশনে আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের একত্রে উপস্থাপনের জন্য বাস্তবধর্মী শৈলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়নি। আবার প্রতিটি বিষয়ের কার্যবিধির সাথে মিল রেখে উপস্থাপিত মানুষের দেহকাঠামোসহ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক অনুপাতের (proportion) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় বস্তুর উপস্থাপনে বাস্তবধর্মী শৈলী যথাযথ

অনুপাত (proportion) ও আয়তন (size ) উপস্থাপিত হয়েছে। তবে মানবদেহের আকার, আকৃতির ড্রয়িংয়ে কিছুটা দুর্বলতার ছাপ পাওয়া যায়। আবার কোলাজ আকারে প্রতিটি বিষয়ের ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে একত্রে যোগসূত্র তৈরি করে একটি সুন্দর ঐকতান (harmony) ও সঠিক ভারসাম্যের (balance) সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ফলকে উপস্থাপিত গ্রাম ও শহরের বাজারের দোকানে সাজানো বিভিন্ন কৃষিপণ্য মানুষ কর্তৃক কেনাবেচার চিত্র, বাক্স ভর্তি কৃষিপণ্য উঠানো নামানোর চিত্র, নিরাপদ ফল-সবজির কর্নার শিরোনামের দোকান এবং কেনা কৃষিপণ্য বহন করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চিত্র ইত্যাদি বিষয়গুলো একই জমিনে একত্রে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে অনেক বৈচিত্র্যময়তা (variety) লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে বলা যায়, এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৫ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– কিষান-কিষানির মাথায় করে সবজি বহনের চিত্র, গ্রামের খোলা হাটে বিভিন্ন কৃষিপণ্য বেচাকেনার চিত্র, শহরের মার্কেটে বিভিন্ন কৃষিপণ্য কেনাবেচা ও নামানো উঠানোর চিত্র ইত্যাদি। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে শস্য সুফলাময় বাংলা, কৃষি বিপণন, গ্রাম ও শহরের বাজার, শ্রমজীবী বাঙালি, নারী পুরুষের সমঅধিকার ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রূপরেখা' প্রবন্ধে লিখেছেন– 'এই যে ঘটনাকে অতিক্রম করে একটা নতুন বড়ো দিক দেখবার শক্তি, সেইটেই হল শিল্পীর, এছাড়া রূপের অনুরূপ করা, বর্ণের মতো ঠিক কাটিং লেখা, এমন কি ঘটনার সাথে ঠিক-ঠিকি ছাপ তুলে নেওয়াকে কৌশল, কারিগরি, চাতুরী প্রভৃতি শব্দকল্প দ্রুমে শিল্পের যে অর্থ দেওয়া আছে তাছাড়া আর কিছু বলা চলে না।'[৮১]

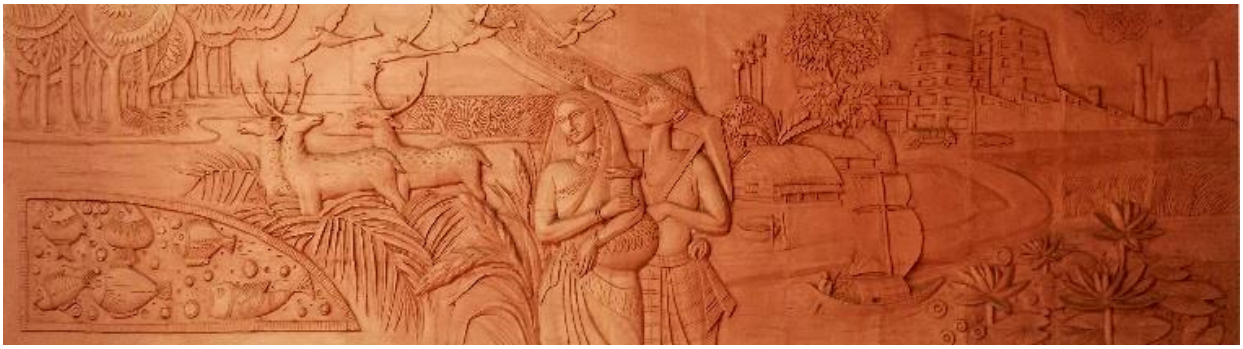
অর্থাৎ ঠিকঠাক ছাপ তুলে নেবার কৌশলটাই শিল্পী জীবনভর আয়ত্ব করবার চেষ্টা করে কখনো আবার বিষয়ের হুবহু অনুকরণ না করেও বোঝাতে চান। কিন্তু রূপের মোহ এবং নির্মোহ রূপ দুইয়ের সাধনাই শিল্পী করে থাকেন। এই পোড়ামাটির ফলকে 'বাজার' সম্পর্কিত সকল রূপের ঠিক ঠিক আকার তৈরি করা হয়েছে, যা ষড়ঙ্গের প্রথম নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি অনুসারে এই ফলকে বস্তুরূপের বিভিন্ন মাত্রার ভাব ও উপযোগিতাকে তুলে আনা হয়েছে। ষড়ঙ্গের তৃতীয় নীতি 'ভাব'কে প্রমাণ সাপেক্ষ করে তোলা হয়েছে। একটি রূপের আয়তনের সাথে তুলনামূলক অপরাপর "রূপ" নির্মাণের মধ্যে অনুপাত এবং পরিমাপ ঠিক-ঠাক করা হয়েছে অর্থাৎ ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি এখানে কার্যকরভাবে কাজ করেছে। বাজার সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা বা রূপসৌকর্য নির্মাণে নান্দনিকবোধ এবং নন্দন উপস্থাপনা এখানে সফলভাবে কাজ করেছে বলে ধারণা করা হয়।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে কৃষিপণ্য গ্রামের খোলা হাটে ও শহরের বাজারের দোকানে মানুষ কীভাবে কেনাবেচা করছে তার চিত্র। যার বহিরাঙ্গন অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও তার অন্তর্নিহিত আরো দুই ধরনের সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথাক্রমে, ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয় বাস্তব থেকে নিয়ে শিল্পী নিজের ইচ্ছামত সাজিয়েছেন তাঁর দেখা অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূতির মাধ্যমে; কেননা ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন নর-নারী, ফলমূলসহ বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্য হুবহু প্রকৃতিধর্মিতায় নয় বরং বাস্তবতার চরম সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে দৃশ্যায়নের মাধ্যমে

৮১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপরেখা', *শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয়, প্রথম ভাগ*, সম্পা. বারিদ বরণ ঘোষ, (কলকাতা : দীপায়ন, ২০০২), ১৩০।

সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন। অপরদিকে এই ফলকে কৃষিপণ্য কেনাবেচার বিভিন্ন চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে প্রতীকী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যা, প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকেই সূচিত করেছে। তাই সুপ্ত ও গুপ্তভাবে সমন্বিত প্রকাশনার ত্রয়ী শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য একত্রে শিল্পবোধ ও চৈতন্য সম্পর্কিত আবহ তৈরি করেছে; যাতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ইঙ্গিতসহ জাতীয়তাবাদী চেতনার আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.১৭ শিরোনাম : পুরাতন 'পরিবেশ ভবন'-এর পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ১৭ : পুরাতন 'পরিবেশ ভবন' এর পোড়ামাটির ফলক।[৮২]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং বাস্তবধর্মী শৈলীতে নির্মিত হয়েছে এই ফলকটি। আবার অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা বিষয়ক গ্রাম ও শহরের পরিবেশ এবং সুন্দরবনের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি বাস্তবধর্মী চিত্র।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** ঢাকার শেরেবাংলা নগরে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনস্থ পুরাতন পরিবেশ ভবনের নিচতলার অভ্যর্থনা কক্ষের বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে আবহমান বাংলার গ্রাম ও শহরের জীবন এবং সুন্দরবন ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি বাস্তবধর্মী ভূদৃশ্যের চিত্র। এই ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের একই পটভূমিতে বিভিন্ন বিষয়গুলো একত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই চিত্রের বামদিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সুন্দরবনের চিত্র। এখানে গোলপাতার ঝোপঝাড়ের পাশে সরু লাইনের ত্রিভুজাকৃতি বক্সের ভিতরে রয়েছে পানিতে বিভিন্ন গতিবিধির অনেক মাছ ও গোলাকার অনেক ছোট-বড় বৃত্ত এবং গোলপাতার ঝোপঝাড়ের ভিতরে দাঁড়ানো রয়েছে ভিন্ন গতিবিধির তিনটি হরিণ। এই হরিণ দুটির ওপাশে নদীর ওপারে রয়েছে ধানখেতসহ গাছগাছালিতে ঘেরা সুন্দরবনের চিত্র ও আকাশের উড়ন্ত পাখি। এই ফলকের মাঝখানে দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রাম্য দম্পতির চিত্র। এখানে কাশফুলের ঝোপের পাশে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি-ব্লাউজ, কানে রিং, হাতে চুড়ি, গলায় নেকলেস পরিহিত একজন নারী দুহাতে কলসি ধরে তা কাঁখে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারপাশে কোমরে গামছা বাঁধা ও গেঞ্জি-লুঙ্গি পরিহিত একজন কৃষক মাথায় মাথাল ও বামহাতে লাঙ্গল ধরে তা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দম্পতির ডানপাশে ফলকের নিচের অংশে তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রামবাংলার চিত্র। এখানে নদীতে রয়েছে পালতোলা একটি নৌকা বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন মাঝি ও নৌকার পাশে পানিতে রয়েছে ফুটন্ত অনেক শাপলা ফুল ও পাতা এবং নদীর ওপাশে রয়েছে গাছ-গাছালিতে ঘেরা খড়ের গাদাসহ কুঁড়েঘরের গ্রামের বাড়ি ও তার সামনে রয়েছে গ্রামের রাস্তাসহ ধানখেত

৮২. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

ইত্যাদি। এই গ্রামবাংলার চিত্রের ওপাশে ফলকের উপরের অংশে চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শহরের চিত্র। এখানে রয়েছে শহরের রাস্তায় মাল ভর্তি ট্রাক ও গাড়ি এবং রাস্তার ওপাশে রয়েছে বহুতল ভবন, শিল্পকারখানা ও ইটভাটার স্থাপত্যিক চিত্র ও আকাশে মেঘের ভেলা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে রূপায়িত মানুষ, পশু-পাখিসহ অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তুই বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে সৌম্য, শান্ত অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতার স্পষ্ট ভাব প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উত্তীর্ণ চিত্রে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রাম, শহর ও সুন্দরবনের পরিবেশের বাস্তবধর্মী চিত্র। অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই ফলকের একই জমিনে একত্রে সারিবদ্ধভাবে তিনটি বিষয়ের বাস্তবধর্মী উপস্থাপনে মানুষ-পশুপাখি-মাছের অভিব্যক্তিপূর্ণ দেহকাঠামো ও তার ক্রিয়াশীল অঙ্গভঙ্গি, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ঝোপঝাড়, গাছপালা, নদী এবং গ্রামের বাড়ির কুঁড়েঘর, খড়ের পালা, গাছপালা, নদীনৌকা, শাপলা ফুলসহ ধানখেতসহ শহরের দালান কোঠা, মোটর গাড়ি, ট্রাক, ইন্ডাস্ট্রির প্রতীকী চিত্র ইত্যাদির আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির বাস্তবধর্মী শৈলীর প্রকাশভঙ্গির সুশৃঙ্খল (order) ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এবং একই সাথে তিনটি বিষয়ে উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর অনুপাত (proportion) ও আয়তন (size) যথাযথভাবে উপস্থাপিত হলেও, তিনটি বিষয় কোলাজ আকারে একত্রে একই জমিনে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক যথাযথ অনুপাতের উপস্থাপন হয়নি। বরং তিনটি বিষয়েই এখানে প্রতীকী চরিত্রে একত্রে একই জমিনে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে একই জমিনে সারিবদ্ধভাবে তিনটি বিষয়ের বিভিন্ন বস্তুর একত্রে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যেমন একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে এক দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) গড়ে তুলেছে; তেমনি সেই সাথে আলাদা আলাদা তিনটি বিষয় কেন্দ্রিক উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর একত্রে পরস্পরের সাথে পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে এক নয়নাভিরাম ঐকতানের (harmony) সৃষ্টি করেছে যেখানে আবহমান বাংলার পরিবেশের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এবং পাশাপাশি আবাহন বাংলার গ্রাম, শহর ও সুন্দরবনের পরিবেশকেন্দ্রিক চিত্রের একই জমিনে উপস্থাপিত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর একত্রে উপস্থাপনসহ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতের উপস্থাপনে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পাওয়া যায়। শেষে বলা যায়, নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যই যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা ভিন্ন এক আমেজে দর্শক দৃষ্টি ও হৃদয়ে স্থান পেতে সক্ষম।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২২ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– আবহমান বাংলা-বিষয়ক সুন্দরবনের চিত্র, গ্রাম্য দম্পতির চিত্র, গ্রামবাংলার চিত্র, শহরের চিত্র ইত্যাদি। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে প্রাণী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় সুন্দরবন, রূপসী বাংলা, সুখী গ্রামীণ জীবন, শহরের ব্যস্ত জীবন, আধুনিক সুরম্য অট্টলিকা ও শিল্পকারখানা ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** পরিবেশ ভবনের পোড়ামাটির ফলকে বিষয়ের সাথে মাটি পোড়ানোর রং যেনো একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। বিষয় যেন তার রূপকে মাটির রঙের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে। তাই তো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ষড়ঙ্গের ৬ষ্ঠ নীতি 'বর্ণিকাভঙ্গ' নিয়ে বলেছেন–

'রঙে আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রং যেখানে, রং যেখানে রূপ সেখানে, এই হল স্বভাবের নিয়ম।' এক রঙা রূপ, পাঁচ রঙা রূপে রয়েছে; বদ-রং রূপ তাও আছে; কিন্তু রং ছাড়া রূপ তা কোথায়? রূপ ছাড়া রং তাও নেই! কচি পান, পাকা পান, শুকনো পান তিন অবস্থাতেই রূপ ও রঙ নিয়ে বর্তে আছে।[৮৩]

অর্থাৎ এক রঙা রূপের মধ্যেও বর্ণিল দৃশ্যরূপেকে ভাব দান করা সম্ভব; আবার ষড়ঙ্গের ষষ্ঠ নীতি দ্বারা পঞ্চম নীতি সাদশ্য ও একইসাথে প্রথম নীতি রূপভেদকে এই পোড়ামাটির ফলকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যা সত্যিকার অর্থেই নীতিগত সৌন্দর্য ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর তাই তো *বাগীশ্বরী শিক্ষাপ্রবন্ধাবলী* গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাদৃশ্য" প্রবন্ধে বলেছেন– "এই রূপভরা জগৎ এখানে সবকিছু যা দেখছি জলে স্থলে আকাশে তারা যেমন নিজ নিজ রূপটা দেখাচ্ছে তেমনি ভাবও জানাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা ভঙ্গি ও ভাবের দ্বারা এ ওর উপমা হয়ে নানা সাদৃশ্য লাভ করেছে।"[৮৪]

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে গ্রাম ও শহরের পরিবেশসহ সুন্দরবনের চিত্র, যার বাহ্যিক অঙ্কন রীতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও তার অভ্যন্তরে আরো দুই ধরনের ইজমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যথাক্রমে, ফলকে উপস্থাপিত তিনটি বিষয় শিল্পী বাস্তব থেকে নিয়েছেন কিন্তু তা হুবহু উপস্থাপন না করে নিজের ইচ্ছামত সাজিয়েছেন তাঁর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কল্পিত চিন্তার মাধ্যমে; যাতে ফলকে অংকিত বিষয়ের কিষান-কিষানি, প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সহ বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক দৃশ্যায়ণের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথা সূচিত হয়েছে। আবার একই ফলকে গ্রাম ও শহরের পরিবেশসহ সুন্দরবনের চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্য শিল্পকর্মের বক্তব্য বা ইঙ্গিত বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশকে সুন্দরভাবে সূচিত করেছে রূপক দৃশ্যায়নের মাধ্যমে। অতএব সুপ্ত ও গুপ্তভাবে প্রকাশিত ত্রয়ী শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য একত্রে যে চেতনার আবহ তৈরি করেছে; তাহলো প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্যকে ঠিক রেখে সুখী ও সমৃদ্ধময় জীবন গড়ার প্রত্যয়ের আবহ প্রকাশিত হয়েছে।

**৪.৫.১৮ শিরোনাম : 'নবান্ন' শিরোনামে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেলের পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ১৮

৮৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ণিকাভঙ্গ' *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৯৫।

৮৪. প্রাগুক্ত।, ২৮৬।

চিত্র ১৮ : 'নবান্ন' শিরোনামে দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেলের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৮৫]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি, জ্যামিতিক ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির 'নবান্ন' শিরোনামে এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলা-বিষয়ক নবান্ন উৎসবের ধান কাটা থেকে শুরু করে নববধূর শ্বশুরালয়ে যাত্রা পর্যন্ত ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি জ্যামিতিক ও বাস্তবধর্মী দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো। এই ফলকের কম্পোজিশনের উপরে নিচে বিভিন্ন বিষয়গুলো একে অপরের সাথে সংশ্লেষণের মাধ্যমে কোলাজ আকারে রূপায়িত হয়েছে। যেমন– ফলকের কম্পোজিশনে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধান কাটার চিত্র। এখানে রয়েছে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও মাথায় মাথাল পরিহিত খালি গায়ের দুইজন কৃষক বসে ও দাঁড়িয়ে হাতে কাস্তে নিয়ে ধান কাটছে ও তাদের পাশে রয়েছে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের আরো দুজন কৃষক দুহাতে ধানের আঁটি ধরে তা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সামনে রয়েছে দূরে গাছ-গাছালিসহ কুঁড়েঘরের গ্রামের বাড়ি ইত্যাদি। ফলকের কম্পোজিশনে দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কিষান-কিষানির নাচের চিত্র। এখানে রয়েছে লম্বা চুলের একজন কিষান দু'হাতে শিঙ্গা ধরে তা মুখে নিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে এবং তার পাশেই রয়েছে উড়ন্ত চুলের এক কিষানি দু'হাত উপরে তুলে এক হাতে গোলাকার পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে। এখানে কিষানের পরনে রয়েছে কোমরে গামছা বাঁধা, নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও হাতে চুড়ি এবং কিষানির পরনে রয়েছে শাড়ি ও হাতে চুড়ি ইত্যাদি। ফলকের কম্পোজিশনে তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধানের আঁটিসহ ঠেলা গাড়ির চিত্র। এখানে রয়েছে পড়ে থাকা দুই চাকার ঠেলা গাড়ির উপরে ছড়ানো ছিটানো ধানের আঁটি। ফলকের কম্পোজিশনে চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধান ভানার চিত্র। এখানে রয়েছে গাছ-গাছালিতে ঘেরা গ্রামের বাড়ির বারান্দায় ডেকোরেটিভ জানালার পাশে মাটিতে পোতা বাঁশের লম্বা খুঁটিতে অনুভূমিকভাবে বাঁধা বাঁশ দু'হাতে ধরে দুজন গ্রাম্য নারী ঢেঁকির পেছনে পা দিয়ে চাপ দিয়ে পাড় দিচ্ছে এবং ঢেঁকির মাথার সামনে বসে আরেকজন গ্রাম্য নারী দুহাতে ধান ভানছে। এখানে নারীদের পরনে রয়েছে শাড়ি, ব্লাউজ, নেকলেস ও চুড়ি। ফলকের কম্পোজিশনে পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ধান মাড়াইয়ের চিত্র। এখানে রয়েছে বৃত্তাকার আকারে মাটিতে বিছানো ধানের শীষের উপরে দুটি গরু পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে ধান মাড়াই করছে এবং গরুদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন কৃষক দুহাতে যন্ত্রের সাহায্যে মাড়াইকৃত ধানের খড় আলাদা করছে। এখানে কৃষকের মাথায় মাথাল ও পরনে লুঙ্গি রয়েছে। ফলকের কম্পোজিশনে ষষ্ঠ বিষয়ের হিসেবে রূপায়িত হয়েছে পালকিতে করে নববধূর শ্বশুরালয়ে গমনের চিত্র। এখানে রয়েছে গাছ-গাছালিতে ঘেরা কাগজের ঝালরে সাজানো গ্রামের বাড়ির সামনে একটি চারকোনা পালকির দু'পাশে দুজন পালকি বাহক এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে পালকির লম্বা দণ্ডটি ধরে তা ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং এই অলংকৃত পালকির ভিতরে রয়েছে বধুর সাজে সজ্জিত নববধূ। আবার তাদের পিছনে রয়েছে ঘরের ডেকোরেটিভ খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে দুজন যুবতি মুখোমুখি হয়ে গল্প করছে। এখানে পালকি বাহকের মাথায় ও কোমরে গামছা বাঁধা ও পরনে লুঙ্গি রয়েছে। ফলকের কম্পোজিশনে সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মহিষের উপরে রাখালের আরোহনের চিত্র। এখানে রয়েছে একটি হেঁটে যাওয়া মহিষের উপরে পিছন ফিরে বসে আছে একজন রাখাল। এছাড়া ফলকের কম্পোজিশনে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ায়ে ছিটিয়ে রয়েছে দাঁড়ানো বক পাখি, রূপচাঁদা মাছ, লোকজ মোটিফের হাতি ও চার চাকার উপরে ঘোড়া, গলা লম্বা পাত্র, গোলাকার পাত্র, লম্বাটে পাত্র ইত্যাদি।

৮৫. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ফ্ল্যাট বা আংশিক ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় জ্যামিতিক ধারার প্রাধান্য বজায় রেখে ফলকে উপস্থাপিত মানুষ, পশু-পাখিসহ অপরাপর অন্যান্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন বা আকৃতি বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে সৌম্য, শান্ত ও স্থবির অভিব্যক্তির স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও স্থবির ভাব প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত থাকলের এনাটমির অস্পষ্টতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থবিরতা প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীদেহের শারীরিক বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি জ্যামিতিক ধারার প্রাধান্য বজায় রেখে বাস্তবধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত একইভাবে জ্যামিতিক ধারার প্রাধান্য বজায় রেখে বাস্তবধর্মী শৈলীর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** 'নবান্ন' শিরোনামের এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্র একই জমিনে উপস্থাপিত আবহমান বাংলার নবান্ন উৎসবসহ নববধূর শ্বশুরালয়ে যাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের দৃশ্যকাব্যে উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর ড্রয়িং, মানবদেহের যথাযথ অভিব্যক্তিপূর্ণ ক্রিয়াশীল শারীরিক কাঠামোর অঙ্গ-প্রতঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন কার্যবিধির সাথে মিল রেখে যথাযথ পরিবেশগত বস্তু, প্রাণী, পরিবেশের আকার, গঠন, রিলিফ পুরুত্ব, বুনট, স্থান ইত্যাদি উপাদানগুলো জ্যামিতিক ও বাস্তবধর্মী শৈলীর সুচারু প্রকাশভঙ্গির সুশৃঙ্খল (order) ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিটি বস্তুর নির্দিষ্ট আয়তন (size) ও সঠিক অনুপাতের (proportion) ভিত্তিতে পরস্পরের সংশ্লেষণের মাধ্যমে জ্যামিতিক ও বাস্তবধর্মী শৈলীর সৃজনশীল সুরেলা ঐক্যের (unity) উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়েছে। বিশেষ করে এই ঐক্য দুটি শৈলীর অনুসরণের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। যেমন– উপস্থাপিত ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিটি বস্তুর আকার, গঠন, বুনট, স্থান, অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বাস্তবধর্মী শৈলীর আবেশে আরোপিত; কিন্তু প্রতিটি ফ্ল্যাট বস্তুর আকার বা গঠনের আউটলাইন জ্যামিতিক শৈলীর প্রভাব পরিস্ফুট। আবার একই জমিনের ছোট পরিসরে নবান্ন উৎসবসহ নববধূর শ্বশুরালয়ে যাত্রা ইত্যাদি বিষয় ও নানান বস্তুর কোলাজ আকারে পরস্পরের সংশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বোপরি একই জমিনে আলাদা আলাদা প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে যে ঐক্য তৈরি করেছে তাতে জ্যামিতিক ও বাস্তবধর্মী শৈলীর সমন্বিত সুরেলা ঐকতানের (harmony) পরিচয় পাওয়া যায় এবং পোড়ামাটির ফলকের নতুন এক পরিভাষার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবে ছোট পরিসরের জমিনে ঠাসাঠাসি করে এত বিষয়ের উপস্থাপন না থাকলে হয়তো দর্শকের দৃষ্টি স্বস্তিকর অনুভূতি পেত; তদুপরি এখানে শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** সম্ভাব্য ১০ থেকে ১৫ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– ধান কাটার চিত্র, কিষান-কিষানির নাচের চিত্র, ধানের আঁটিসহ ঠেলা গাড়ির চিত্র, ধান ভানার চিত্র, ধান মাড়াইয়ের চিত্র, পালকিতে করে নববধূর শ্বশুরালয়ে গমনের চিত্র। এছাড়াও ফলকে রয়েছে দাঁড়ানো বক পাখি, রূপচাঁদা মাছ, লোকজ মোটিফের হাতি ও চার চাকার উপরে ঘোড়া, গলা লম্বা পাত্র, গোলাকার পাত্র, লম্বাটে পাত্র ইত্যাদির চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে নবান্ন উৎসব, নৃত্য, গ্রামবাংলার জীবন-সংগ্রাম, শুভ পরিণয়, কন্যার গৃহত্যাগ ও শ্বশুরালয়ে গমন, প্রাণী-বৈচিত্র্যময় বাংলা, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** 'নবান্ন' শব্দটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির পাঠযোগ্য এবং দৃশ্যযোগ নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ। 'নবান্ন' পোড়ামাটির ফলক মানেই বাংলাদেশের সংস্কৃতির পূর্ণরূপ।

"রূপের ভেদাভেদ জ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ হল আর্টিস্টের কাজ, এই জন্যে আর্টিস্ট কথার ঠিক প্রতিশব্দ হলো "রূপদক্ষ"। কুঠার ঠিকরূপে গড়া হল তবেই সে কাটলে ঠিকমতো।"[৮৬]

অর্থাৎ রূপের ভেদ জ্ঞান থাকা এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমেই রূপ প্রকৃত গুণকে ধারণ করতে পারে। এই কাজটিই শিল্পীকে অর্জন করতে হয় এবং রূপদক্ষ হয়ে উঠতে হয়। ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি "রূপভেদ"-এর প্রয়োগ জানতে হলে শিল্পীকে রূপদক্ষ হতে হয়। "নবান্ন" পোড়ামাটির ফলকে এতো এতো রূপের নির্মাণে এখানে মৃৎশিল্পী সত্যিকার ভাবেই রূপদক্ষ হয়ে ওঠেছেন। এই পোড়ামাটির ফলকে রূপকারের মুক্তি ঘটেছে; সংস্কৃতির সকল আচারিক আকারকে এখানে তুলে আনা হয়েছে সার্থকভাবে। *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* গ্রন্থের "রূপ" প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–

"প্রতিকৃতি অনুকৃতি এসবের স্থান আছে রূপবিদ্যার মধ্যে, এদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম আছে,–তারা হল রূপকে শত শত বার পুনরাবৃত্তির নিয়ম।"[৮৭]

আর সেকারণেই ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি 'রূপভেদ' অনুসরণ করে 'নবান্ন' পোড়ামাটির ফলকে প্রকৃতি ও জীবনের পাঠপটকে আঁকা হয়েছে এবং বিষয়কে ষড়ঙ্গের তৃতীয় নীতি 'ভাব' দ্বারা তাড়িত করা হয়েছে, যা সত্যিকারভাবেই নান্দনিক পাঠপর্যায়কে সূত্রবদ্ধ করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বাংলার নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। যার বাহ্যিক অঙ্কন রীতি জ্যামিতিক ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও এখানে আরো দুই ধরনের ইজমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ফলকে উপস্থাপিত নবান উৎসবের বিভিন্ন বাস্তবিক বিষয় শিল্পী হৃদয়ে ধারণ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতির মাধ্যমে সাজিয়েছেন নিজের মতো করে; যাতে ফলকে অঙ্কিত বিষয়ের বিভিন্ন নরনারী, পশুপাখি, ঘরবাড়ি গাছপালাসহ বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক দৃশ্যকল্পের মধ্যে ভাববাদ (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথা প্রকৃতিধর্মী না তা সূচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, একই ফলকে বাংলার নবান উৎসবের চিত্র এলোমেলো করে সংক্ষিপ্তভাবে প্রতীকী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে; তাতে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার মর্মকথা– নবান্ন উৎসব কী তার আসল বক্তব্য বা ব্যঞ্জনাকে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন রূপক দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, যা রসিকজনের মনোজগতের কৌতূহল জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে নিজের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে জানার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করে। পরিশেষে বলা যায়, সুপ্ত ও গুপ্তভাবে প্রকাশিত চতুর্গুণ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিতভাবে যে চেতনার আবহ তৈরি করেছে; তাহলো হারিয়ে যাওয়া সুখী, সমৃদ্ধ ও আনন্দময় বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করে দেয়।

## ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক পোড়ামাটির ফলক :

---

৮৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ', *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৪৬।

৮৭. প্রাগুক্ত।, ২৫০।

### ৪.৫.১৯ শিরোনাম : সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ১৯- সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৮৮]

**ফলকের ধরন :** এই ফলকটি গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং নকশা-লোকজ-বাস্তবধর্মী শৈলী নির্মিত হয়েছে। আবার অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতি ও এক সারিতে কোলাজ আকারে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী ও মহামানবের চিত্রের সাথে সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– বাম দিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃশ্যকাব্য। এখানে গেরুয়া পোশাক পরিধান করে হাঁটু ভেঙে বাঘের চামড়ার উপরে পদ্মাসনে বসে ধ্যানরত শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তাঁর বামপাশে রয়েছে পানির পাত্রের উপরে গামছা ও এক জোড়া কাঠের খড়ম, সম্মুখে রয়েছে লোহার চিমটি কাঠি, ডান পাশে রয়েছে কমণ্ডলু বা পাত্র এবং ডান পাশের পেছনে রয়েছে লম্বা চারকোনা কাঠের টুকরো। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রী গণেশের দৃশ্যকাব্য। এখানে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশ গদিওয়ালা আসনে এক হাঁটু ভেঙে উপবিষ্ট যার মস্তক হাতির ও চার হাত বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ শরীর মানুষের আকৃতির। গণেশের পরনে রয়েছে নিম্নাঙ্গে জরিদার ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, মাথায় মুকুট, গলা হাত পায়ে অলংকার এবং উপরের ডান হাতে গদা, বাম হাতে পদ্ম ও নিচের বাম হাতে লাড়ু ভর্তি থালা ও ডান হাতে অভয় মুদ্রা প্রদর্শিত। এছাড়া তাঁর পায়ের কাছে রয়েছে তাঁরই বাহন ছোট্ট ইঁদুর এবং তাঁকে ঘিরে চারিদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দেবী সরস্বতীর দৃশ্যকাব্য। এখানে ফুটন্ত পদ্ম ফুলের উপরে এক হাঁটু ভেঙে উপবিষ্ট ও দুই হাতে বীণা বাদনরত মানুষরূপী দেবী সরস্বতী। তাঁর পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ, মাথায় মুকুট, হাত-পা-কান-গলা ও কোমরে অলংকার এবং তাঁর পায়ের কাছে রয়েছে তাঁরই বাহন পাখা মেলানো হাঁস ও ওম (ওঁ) লিপি সম্বলিত একটি খোলা বই ও একটি মঙ্গল ঘট। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারিদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দেবী কালীর দৃশ্যকাব্য। এখানে শায়িত দেবতা শিবের বুকের উপর দু'পায়ে দণ্ডায়মান মুণ্ডমালায় সজ্জিত চার হাত বিশিষ্ট মাথায় লম্বা কেশ ও

৮৮. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

জিহ্বা কামড় দেওয়া দেবী কালী। তাঁর পরনে রয়েছে মাথায় মুকুট, গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত বড় অলংকার ও হাতে চুড়ি বালা বাজুবন্ধ, কানে ঝুমকা, নাকে নথ এবং দেবীর উপরের ডানহাতে অভয়মুদ্রা, বাম হাতে খড়্গ ও নিচের ডান হাতে বরদমুদ্রা, বাম হাতে কাটা অসুরের মুণ্ড। অলংকৃত চাদরের বিছানায় শায়িত জটাধারী শিবের ডানহাতে ত্রিশূল ও বাম হাতে ডমরু এবং তাঁর গলা ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারিদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্যকাব্য। এখানে অলংকারে সজ্জিত একটি গাভীর গায়ে হেলান দিয়ে দুহাতে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পরনে রয়েছে নিম্নাঙ্গে জরিদার ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, মাথায় মুকুট ও ময়ূর পালক, হাত পা কোমর ও গলায় অলংকার ও মালা এবং তাঁর মাথার পেছনে গোলাকার সূর্যের মতো হ্যালো। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দেবী লক্ষ্মীর দৃশ্যকাব্য। এখানে ফুটন্ত পদ্মফুলের উপরে উপবিষ্ট মানুষরূপী দেবী লক্ষ্মী, যার বাম হাতে রয়েছে অলংকৃত স্বর্ণ কলস ও পদ্মফুল এবং ডানহাতে রয়েছে অভয় মুদ্রা। দেবী লক্ষ্মীর পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ, মাথায় মুকুট, হাত কান গলা ও কোমরে অলংকার। দেবীর দু'পায়ের নিচে রয়েছে পদ্ম পাতা ও পায়ের কাছে বাহন পেঁচা এবং পানিতে ভাসমান পদ্ম পাতার উপরে দুটি পাত্র ও পানিতে ভাসমান পদ্মপাতা সহ পদ্মকলি। আবার দেবীর পিছনে ধানের শীষ। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মহিষাসুর মর্দিনীর দৃশ্যকাব্য। এখানে রণরঙ্গিনী রূপে দশ হাতের ত্রিনয়নী দেবী দুর্গা বাহন সিংহকে সাথে নিয়ে মহিষাসুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ত্রিশূল দিয়ে বধ করছে এবং ধরাশায়ী মহিষাসুর প্রাণপণে দেবীকে বাধা দিচ্ছে তার অস্ত্র দিয়ে। আবার দেবী দুর্গার মাথার পিছনে উপরে দিকে রূপায়িত হয়েছে সর্পসহ জটাধারী শিবের প্রতিকৃতি এবং মহিষাসুরের পেছনের রূপায়িত হয়েছে মহিষের ছিন্নমস্তক ও মহিষাসুরের ভূপতিত মুকুট। এখানে দেবী দুর্গার পরনে রয়েছে শাড়ি ব্লাউজ, কান-গলা-কোমর ও পায়ে অলংকার এবং কপালে তৃতীয় নয়ন। আবার দেবীর দশ হাতে রয়েছে ত্রিশূল, তলোয়ার, গদা, তীর, চক্র,শঙ্খ, ধনুক, কুঠার ও সর্প ইত্যাদি এবং মহিষাসুরের পরনে রয়েছে নিম্নাঙ্গে ছোট জরিদার ঘাগড়া, হাত গলা ও কোমরে অলংকার এবং ডান হাতে তলোয়ার ও পায়ে মোজা সহ জরিদার জুতা। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা। অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দৃশ্যকাব্য। এখানে মুখে গোঁফ দাড়ি ও গায়ে ধুতি পরিধান করে প্রণামের ভঙ্গিতে দুহাত একত্রে করে হাঁটু ভেঙে যোগাসনে বসে রয়েছেন সিদ্ধ পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। এছাড়া তাঁকে ঘিরে চারিদিকে রয়েছে ফুল ও পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার সমন্বয়ে গঠিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং এই খিলান ফর্মের উপরে রয়েছে এক সারি অলংকৃত ফুলের নকশা।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিটি চিত্রকে আলাদা করার জন্য নয়টি লম্বা উলম্ব প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত নয়টি উলম্ব প্যানেলে মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের একই রকম বিষয়বস্তু রূপায়িত হয়েছে। এই উলম্ব প্যানেলে উপর থেকে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি মঙ্গল ঘট, যার মুখের উপর রয়েছে পাঁচটি পাতা ও একটি নারকেল এবং যার গায়ের রয়েছে অলংকৃত নকশা ও সংস্কৃত লিপিসহ সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন স্বস্তিকা। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দেবী দুর্গার প্রতিকৃতি, যার মাথায় রয়েছে মুকুট, কপালে তৃতীয় নয়ন ও নাক-কান-গলায় অলংকার। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন একটি পান পাতা। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি অলংকৃত ঢোলক। পঞ্চম বিষয় হিসেবে

রূপায়িত হয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশের মুখ, যার মাথায় রয়েছে মুকুট ও গলায় অলংকার। ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি ফুটন্ত পদ্ম ফুলের ওপর ব্রহ্মা ও ঈশ্বরের মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন সংস্কৃত-লিপি ওম। সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি মঙ্গল ঘট, যার মুখের উপর রয়েছে পাঁচটি পাতা ও একটি নারকেল এবং যার গায়ের রয়েছে অলংকৃত নকশা সহ সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন স্বস্তিকা।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত প্রধান বিষয়বস্তু– শ্রীশ্রী গনেশ, শ্রীশ্রী কালী, শ্রীশ্রী সরস্বতী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী লক্ষী, শ্রীশ্রী দুর্গা লোকজধর্মী শৈলীতে ও শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং এছাড়া বিভিন্ন ধরনের নকশা, মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন-ঘটসহ অপরাপর সকল বস্তুর বাহ্যিক গঠন বা আকৃতি নকশাধর্মী শৈলী উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– দেবতা পুরুষের মুখাবয়বে– মাংসল মুখমণ্ডল, সৌম্য, শান্ত, পৌরুষ ও দেবত্বের অহমিকা ইত্যাদি অভিব্যক্তি এবং শারীরিক গঠনে বাস্তবধর্মী সঠিক অনুপাত, গোলগাল হাতপায়ের গড়ন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে। এবং নারী প্রতিমার ক্ষেত্রে মাংসল মুখমণ্ডল, কোমলতা, মাতৃত্ব ও দেবত্বের অহমিকার ভাব এবং শারীরিক গঠনে বাস্তবধর্মী সঠিক অনুপাত, গোলগাল হাত-পায়ের গড়ন ও গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকারের প্রাধান্য ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীদেহের শারীরিক বাহ্যিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি লোকজধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত দুই মহামানবের দেহের গঠন ও মুখাবয়বে সৌম্য, শান্ত ভাব ও সঠিক অনুপাত, সঠিক এনাটমির স্পষ্টতা ও যথাযথ ক্রিয়াশীল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণচাঞ্চল্য ইত্যাদি বাস্তবধর্মী শৈলীতে প্রকাশ পেয়েছে। এবং ফলকে উপস্থাপিত মঙ্গল ঘট, দুর্গা ও গনেশের মুখাকৃতি, ঢোল, পানপাতা ইত্যাদি মূর্তিকলা শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**শিল্পের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর ক্রিয়াশীল দেহকাঠামোসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি এবং তাদের কার্যবিধির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বস্তু ও পশুপাখি ও বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির সাথে মূর্তিকলা শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। এবং দুজন মহামানবের বেলায় বাস্তবধর্মী শৈলীর প্রভাব দেখা যায়। আবার প্রতিটি দেবদেবী ও মহামানবের চিত্রকে ঘিরে চারদিকে রয়েছে একই ধরনের ফুল-লতা-পাতার পুনরাবৃত্তিমূলক নকশা যাতে নকশাধর্মী শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। অর্থাৎ সব বিষয় ও বস্তুর সূচারু প্রকাশভঙ্গিতে সুশৃঙ্খল (order) ভাব, সঠিক আয়তন (size) ও সঠিক অনুপাত (proportion) প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। আবার বিভিন্ন দেবদেবী ও মহামানবের চিত্রকে একই জমিনে কোলাজ আকারে সারিবদ্ধভাবে উপস্থাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। এবং প্রতিটি বিষয় আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপিত হলেও তা পরস্পরের মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। এই ঐক্য তিনটি শৈলীর যৌথ মিলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে; যাতে প্রতিটি বিষয়ের ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে দেবতা ও মহামানবের সমগোত্রীয় কার্যক্রমের যোগসূত্র তৈরি করে সনাতন ধর্মানুভূতির সুরেলা ঐকতান (harmony) ও পরিপক্ক ভারসাম্য (balance) তৈরি করেছে এবং পোড়ামাটির ফলকের এক নতুন পরিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্য এই পোড়ামাটির ফলকের বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে সঠিকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১৩ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– সনাতন ধর্মীয় বিষয়ক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর চিত্র, গণেশের চিত্র, সরস্বতীর চিত্র, কালী ও মহাদেব শিবের চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, লক্ষ্মীর চিত্র, মহিষাসুরমর্দিনীর চিত্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের চিত্র, ফুল ও

পাতার সমন্বিত গম্বুজ আকৃতির খিলান ফর্ম এবং ফুলের নকশা, মঙ্গলঘট, স্বস্তিকা চিহ্ন, দেবী দুর্গার প্রতিকৃতি, মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন, অলংকৃত ঢোলক, গণেশের মুখ, সংস্কৃত-লিপি ওম ইত্যাদি চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে মহামানব, ব্রহ্ম, ধ্যান, পরমাত্মা, সিদ্দিদাতা ও সৌভাগ্য, বিদ্যা ও জ্ঞান, স্রষ্টা-সৃষ্টি-ধারক-ধ্বংসকারী, শক্তি, সৃষ্টিকর্তা, মঙ্গলময়, সত্য ও সুন্দর, শান্তি, ন্যায়, ক্ষমা, ধৈর্য্য, জয়, অনাদি, প্রেম, মমতা, সংস্কৃতি, চারুশিল্প ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকটি সনাতনি বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতীকী শক্তিরূপের ধারণাকে উৎকীর্ণ করেছে। 'রূপের মান ও পরিমাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন–

'শাস্ত্রের নিয়ম সে নিয়তির চেয়েও কঠোর নিয়ম, তার চারিত্রিক এমুখ সেমুখ করে বাঁধা–ধ্যান লক্ষণ মুদ্রামান পরিমাণ সব দিয়ে; না হলে পুরুত ঠাকুরের কাজ চলে না, লক্ষ্মীতে আর গৃহলক্ষ্মীতে সব দিক দিয়ে স্বতন্ত্র করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। পুতুলওয়ালা যে খেলনা গড়েছে সে না মানলে নিয়তি, না মানলে শাস্ত্র, অথচ অদ্ভুত কৌশলে সে রূপ সমস্ত দিয়ে চলল। রসের অনির্বচনীয়তাকে স্বীকার করে রূপ পেলে পুতুলওয়ালার হাতের পুতুল।'[৮৯]

মূর্তিকে পুতুলও ভাবা যায় আবার মানলে তা হয়ে ওঠে শাস্ত্র যা কৌশলে হয়ে যায় রূপ সমস্ত এবং তৈরি করে অনির্বচনীয় রস। এভাবেই ধর্মীয় প্রতীকভাবনা শিল্পরসে জাড়িত হয়। ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি 'রূপভেদ' এবং দ্বিতীয় নীতি 'প্রমাণ' এবং সাথে তৃতীয় নীতি 'ভাব' মিলিত রসের সৃষ্টি করেছে, যা সত্যিকারভাবে নান্দনিক দিক আরও বিস্তৃত করে তোলে। নীতিশাস্ত্র ধর্মীয় শাস্ত্রমতে সৌন্দর্যের লীলা এবং সত্য প্রতিষ্ঠার দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করেছে, যা এই পোড়ামাটির ফলকে দৃশ্যমান।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবী ও মহামানবের চিত্রসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। যার বহিরাঙ্গের অঙ্কন রীতি নকশা, লোকজ ও বাস্তবধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও এখানে গুপ্তভাবে আরো তিন ধরনের ইজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ফলকে উপস্থাপিত দুজন মহামানবের চিত্র হুবহু প্রকৃতিধর্মী (naturalism) ধারায় রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দেব-দেবী রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর নিজের মুক্ত চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতির মাধ্যমে, যা ভারতীয় শিল্পের অন্তরাত্মা ভাববাদকে (idealism) উপস্থাপিত করেছে। যেমন– ফলকে অঙ্কিত বিষয়ের বিভিন্ন দেবদেবী, পশুপাখি, বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রকৃতিধর্মিতা উপস্থাপিত না হয়ে বরং কাহিনির বাস্তবতার চরম সত্যকে সুচিত করেছে যা ভাববাদ (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথা। তৃতীয়ত, একই ফলকে বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন প্রতীকী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যা ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রকে বেশিমাত্রায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতায় পরিপূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলেছে; যেখানে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার মর্মকথা প্রতিফলিত হয়েছে। শেষে বলা যায়, সুপ্ত ও গুপ্তভাবে প্রকাশিত পঞ্চম শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিতভাবে যে চেতনার আবহ তৈরি করেছে; তাহলো জীব আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগাযোগ স্থাপন, পরমাত্মার কাছে জীবাত্মার সমর্পণ ও ধর্মপরায়ণতা ইত্যাদি।

### ৪.৫.২০ শিরোনাম : জগন্নাথ হল শিব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক

৮৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপের মান ও পরিমাণ', *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৬৭।



চিত্র ২০- জগন্নাথ হল শিব মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৯০]

**ফলকের ধরন :** শিব মন্দিরের বেদীর চারিপাশে স্থাপিত গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি, নকশা ও লোকজধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে সনাতন ধর্মীয় বিষয়ক মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন, শিব দুর্গা গণেশ কার্তিক, ভগবান বিষ্ণুসহ বিষ্ণুর দশম অবতার এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্য লীলা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** বেদীর চারিপাশে স্থাপিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির চারটি পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

মন্দিরের সম্মুখভাগ দক্ষিণ পাশে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির দু'পাশের বেদির দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সনাতন ধমকেন্দ্রিক মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের নকশাভিত্তিক অলংকারিক চিত্র। সিঁড়ির বাম দিকে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশা আকারের একটি সূর্যের গোলাকার বৃত্তের ভিতরে দু'হাত উঁচু করে একজন প্রণামরত মানুষের অর্ধ অবয়ব। দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শিবের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খ্যাত একটি অলংকৃত ডমরুর উপরে ও নিচে রজনীগন্ধা ফুলের একই রকম অলংকৃত নকশা।

তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি রুদ্রাক্ষের মালা সাথে বিভিন্ন রেখার সমন্বয়ে গঠিত অলংকৃত নকশার। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দুটি নকশা যেমন– ফলকের উপরের দিকে রয়েছে শিব তিলকের ওপরে অর্ধনির্লিপ্ত তৃতীয় নয়ন ও তাকে ঘিরে রয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক অর্ধ ফুটন্ত পদ্মকলির নকশা এবং ফলকের নিচের দিকে রয়েছে শিবের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খ্যাত একই ধরনের উর্ধ্বমুখী কয়েকটি শিঙ্গা।

পঞ্চম বিষয়ে হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শিবের সহচর ফণা তোলা কোবরা সাপের মাথার পেছনে রয়েছে গোলাকার অলংকৃত হ্যালো এবং তার নিচের দিকে রয়েছে পাতা ও রেখার সমন্বয়ে গঠিত অলংকৃত নকশা। ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ছোট বড় অনেকগুলো উর্ধ্বমুখী ফুটন্ত ধুতুরা ফুলের সাথে বিভিন্ন রেখার সমন্বয়ে গঠিত অলংকৃত নকশা। সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশা আকারের মঙ্গল ঘটের মুখের উপরে অলংকৃত পাঁচটি আম পাতা ও একটি নারকেলের সাথে সমন্বিত উপরে ও নিচে অলংকৃত নকশা।

অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দুটি নকশা যেমন– উপরের দিকে রয়েছে একটি গোলাকার বৃত্তের ভিতর মাঙ্গলিক তারকা চিহ্নের উপরে বিভিন্ন রেখার সমন্বিত নকশা এবং তার নিচের দিকে রয়েছে বিভিন্ন রেখার সমন্বিত নকশার ভিতরে তিনটি বৃত্ত, যার দুটির মধ্যে রয়েছে ত্রিভুজ চিহ্ন। এছাড়া আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারদিকে রূপায়িত হয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে গঠিত ফ্রেম। সিঁড়ির ডানদিকের পোড়ামাটির ফলকে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সনাতন ধর্মীয় ব্রহ্মা ও ঈশ্বরের প্রতীক স্বরূপ অলংকৃত ওঁ-কার চিহ্ন বা ওম চিহ্ন, যার সাথে

৯০. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র ।

সমন্বয় করে রচিত হয়েছে ফুল ও রেখার অলংকৃত নকশা।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সনাতন ধর্মীয় সূর্য, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন অলংকৃত স্বস্তিকা, যার সাথে সমন্বয় করে রচিত হয়েছে ফুল ও বিভিন্ন রেখার অলংকৃত নকশা। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর অলংকৃত সুদর্শন চক্র, যার সাথে সমন্বয় করে উপর ও নিচে রয়েছে পাতা ও চতুর্ভুজের সমন্বিত নকশা।

চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশা আকারের শিবলিঙ্গ, যাকে কেন্দ্র করে নকশা আকারে পেছনে রয়েছে অলংকৃত সূর্য এবং নিচে দিকে রয়েছে বিভিন্ন রেখার সমন্বিত নকশা। পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সূর্য, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন অলংকৃত স্বস্তিকা, যার সাথে সমন্বয় করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন রেখার সমন্বিত নকশা। ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে অলংকৃত ডমরুসহ ত্রিশূল এবং তাদের কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন বৃত্ত ও রেখার সমন্বিত নকশা।

সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গোলাকার অলংকৃত বেদির ওপরে বসা বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিত শিবের বাহন নন্দী রূপী গরু, তাকে কেন্দ্র করে উপরে ও নিচে রচিত হয়েছে বিভিন্ন পাতা ও রেখার সমন্বিত নকশা। অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে অলংকৃত লম্বা হাতলযুক্ত হাতের ঘন্টা, তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অলংকৃত সূর্য ও বিভিন্ন রেখা সমন্বিত নকশা। এছাড়া আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারদিকে রূপায়িত হয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে গঠিত ফ্রেম।

মন্দিরের পূর্ব পাশের বেদির দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বাম দিক থেকে ডানদিকের শেষ পর্যন্ত শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। বামদিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে মানবীরূপে মা দুর্গা শিশু পুত্র গণেশকে কোলে নিয়ে বসে আছে এবং তাঁদেরকে ঘিরে দু'পাশে দুজন করে একই রকম ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নারী রয়েছে। যাদের একজনের দুহাতে পাত্র ও অপরজনের দুহাতে থালা ভর্তি পূজার প্রসাদ হাতে রয়েছে। এখানে দেবী দুর্গাসহ অন্যান্য নারীদের মাথায় মুকুট ও ঘোমটা, গায়ে শাড়ি ব্লাউজ, হাত পা গলায় অলংকার রয়েছে। তবে দেবী দুর্গার কপালে তৃতীয় নয়ন ও অন্য নারীদের কপালে শিব তিলক রয়েছে এবং গণেশের পরনে মাথায় মুকুট, হাতে চুড়ি ও নিম্নাঙ্গে ধুতি রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি রাজকীয় স্থাপনার সামনে বসে মানবীরূপে দেবী দুর্গা শিশুপুত্র গণেশকে মানবরূপী জটাধারী শিবের কোলে তুলে দিচ্ছে। ঠিক তাঁদের ডানপাশে রূপায়িত হয়েছে একজন জটাধারী ঋষি দুহাতে কাটি ধরে প্রণামরত ভঙ্গিতে বসে আছে এবং বামপাশে একজন জটাধারী ঋষি দুহাতে দুধের বাটি ধরে বসে রয়েছে। এখানে দুর্গার পরনে শাড়ি ব্লাউজ ও মাথায় ঘোমটা ও হাত পা কান গলায় অলংকার রয়েছে এবং শিবসহ ঋষিদের মুখে দাড়ি গোঁফ, গলা হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, কানে দুল, নিম্নাঙ্গে কাপড়ের নেংটি ও শিবের গলায় সাপ এবং গণেশের পরনে নিম্নাঙ্গে কাপড়ের নেংটি, হাতে গলা পায়ে অলংকার রয়েছে।

তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একজন পুরুষ মানুষ দুহাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে কীর্তন করছে এবং তার দু'পাশে একজন করে পুরুষ মানুষ গলায় ঢোলক ঝুলিয়ে দুহাতে বাজাচ্ছে। এখানে সবার পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে শিব তিলক, কানে দুল ও মাথায় চুলের ঝুঁটি রয়েছে। চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি বাঘের উপর মানবীরূপী দেবী দুর্গা শিশুপুত্র গণেশকে কোলে নিয়ে বসে আছে। দেবী দুর্গার বাম পাশে ছোট করে রূপায়িত হয়েছে একজন সৈনিক দুহাতে ত্রিশূল ধরে একটি গেটের সামনে দণ্ডায়মান এবং এই সৈনিকের বামপাশে বড় করে রূপায়িত হয়েছে দুহাত উপরে তুলে একজন ঋষি জয়ধ্বনি দিচ্ছে। এখানে দেবী দুর্গার পরনে শাড়ি-ব্লাউজ ও মাথায় মুকুটসহ ঘোমটা, হাত পায়ে অলংকার, কপালে তৃতীয় নয়ন ও মাথার পেছনে সূর্যসহ

ফুলের নকশা রয়েছে। গণেশের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, মাথায় মুকুট, গায়ে অলংকার রয়েছে। সৈনিকের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, হাত পা গলায় অলংকার ও মাথায় টুপি রয়েছে এবং ঋষির পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গলা হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে শিব তিলক, কানে দুল ও মাথার চুলে ঝুঁটি রয়েছে।

পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ফুলের নকশাসহ একটি রাজকীয় স্থাপনার সামনে শিব শিশুপুত্র গনেশকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে বাম হাতে তার পা ধরে ডান হাতে ত্রিশূল ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে শিবের মুখে দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় চুলের ঝুঁটি, পরনে নিম্নাঙ্গে নেংটি, গলা হাতে রুদ্রাক্ষের মালা এবং ঘাড়ে সাপ রয়েছে। গণেশের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, হাত পায়ে অলংকার ও মাথায় মুকুট রয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি রাজকীয় স্থাপনার সামনে আসন করে বসে শিব ডান হাত উপরে তুলে ডমরু বাজাচ্ছে এবং তাঁর পাশাপাশি মানবী রূপী দেবী দুর্গা শিশু পুত্র কার্তিককে কোলে নিয়ে আসন করে বসে রয়েছে। যথাক্রমে শিবের আসনের নিচে নন্দী রূপী গরু এবং দেবী দুর্গার আসনের নিচে বাঘ বসে রয়েছে। এখানে শিবের মুখে দাড়ি গোঁফ, কপালে তৃতীয় নয়ন, পরনে নিম্নাঙ্গে নেংটি, গলা হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, কানে দুল ও ঘাড়ে সাপ এবং মাথার চুলে ঝুঁটি রয়েছে। দেবী দুর্গার পরনের শাড়ি ব্লাউজ, হাতে গলায় অলংকার, মাথায় মুকুট ও ঘোমটা, কপালে তৃতীয় নয়ন এবং কার্তিকের পরনে নিম্নাঙ্গে ছোট ধুতি, গলা হাত পায়ে অলংকার রয়েছে।

সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একটি ডেকোরেটিভ স্থাপনার সামনে সিংহের উপর দণ্ডায়মান দশ হাতের দেবী দুর্গা। এখানে দেবী দুর্গার পরনের শাড়ি-ব্লাউজ, গলায় নেকলেস, হাতে চুড়ি, বাহুতে বাজুবন্ধ, পায়ে নুপুর, মাথায় মুকুট ও ঘোমটা, কপালে তৃতীয় নয়ন এবং দশ হাতে বর্শা, সাপ, পদ্ম, খড়গসহ আরো অস্ত্র রয়েছে।

অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে অর্ধ শরীরের দণ্ডায়মান শিব। যার বাম হাতে রয়েছে ত্রিশূল ও ডান হাতে শঙ্খ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে চুড়ি, কপালে তৃতীয় নয়ন, মাথায় লম্বা চুলের ঝুঁটি, নিম্নাঙ্গে নেংটি ইত্যাদি। তবে এখানে শিবের মাথা থেকে পানি নির্গত হচ্ছে, যা তার ডানহাতে রক্ষিত শঙ্খের উপরে পড়ছে এবং তার শরীরের পেছনে একটি চলমান সর্প রয়েছে।

নবম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ডানহাতে অভয় মুদ্রা প্রদর্শিত অবস্থায় ধ্যানরত জটাধারী শিবের প্রতিকৃতি ও ফণা তোলা সর্প। এখানে শিবের কপালে শিব তিলকসহ তৃতীয় নয়ন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও কানের দুল এবং শিবের মাথার পেছনে অর্ধ সূর্য রয়েছে। এছাড়া রূপায়িত হয়েছে আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারদিকে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে গঠিত নকশার ফ্রেম।

মন্দিরের বেদির উত্তর পাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের বামদিকের শুরু থেকে ডানদিকের শেষ পর্যন্ত রুপায়িত হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতারের চিত্র। এই উত্তর পাশের দেয়ালে বামদিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য অবতারের পানিতে দাঁড়ানোর চিত্র। এখানে মৎস্য অবতারের উপরের অর্ধেক শরীর বিষ্ণুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চারহাত বিশিষ্ট মানুষের এবং নিচের অর্ধেক শরীর মাছের আকৃতির। এই মৎস্য অবতারের পরনে মাথায় লম্বা মুকুট, গলা হাত কোমরে অলংকার, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গায়ে পৈতা এবং উপরের ডান হাতে সুদর্শন চক্র ও বাম হাতে শঙ্খ, আবার নিচের ডানহাতে অভয়মুদ্রা বাম হাতে বরদমুদ্রা রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্ম অবতারের দণ্ডায়মান চিত্র। এখানে কূর্ম অবতারের উপরে অর্ধেক শরীর বিষ্ণুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চারহাত বিশিষ্ট মানুষের এবং নিচের অর্ধেক শরীর কচ্ছপের

আকৃতির। এই কূর্ম অবতারের পরনে মাথায় লম্বা মুকুট, গলা হাত কোমরে অলংকার, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গায়ে পৈতা এবং উপরের ডান হাতে সুদর্শন চক্র বাম হাতে শঙ্খ ও নিচের ডানহাতে অভয় মুদ্রা বাম হাতে বরদমুদ্রা রয়েছে। তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহ অবতারের দণ্ডায়মান চিত্র। যিনি তাঁর মুখ দিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছেন। এখানে বরাহ অবতারের মাথা শূকরের এবং মাথা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ শরীর বিষ্ণুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চারহাত ও দুই পা বিশিষ্ট মানুষের। এই বরাহ অবতারের পরনের নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গলা হাত পায়ে অলংকার, মাথায় লম্বা মুকুট, গায়ে পৈতা রয়েছে। তাঁর উপরের ডান হাতে সুদর্শন চক্র, বাম হাতে পদ্ম ফুল এবং নিচের ডান হাতে অভয় মুদ্রা, বাম হাতে বরদমুদ্রা রয়েছে।

চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে সিংহাসনে উপবিষ্ট বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ অবতারের চিত্র। এখানে নৃসিংহ অবতারের মাথা সিংহের এবং মাথা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ শরীর বিষ্ণুর শরীরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চারহাত ও দুই পা বিশিষ্ট মানুষের আকৃতির। এই নৃসিংহ অবতারের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গলা হাত পায়ে অলংকার, মাথায় ত্রিকোণাকৃতি মুকুট, গায়ে পৈতা এবং উপরের দুই হাতে সুদর্শন চক্র ও শঙ্খ ও নিচের দুই হাতে অভয়মুদ্রা ও বরদমুদ্রা রয়েছে। পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ডান হাতে ছাতা ও হাতুড়ি এবং বাম হাতে কমণ্ডলু ধরে দাঁড়ানো ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার মানুষরূপী বামন অবতারের চিত্র। এই বামন অবতারের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গায়ে পৈতা, কান গলা হাত পায়ে অলংকার ও চুলবিহীন মাথা রয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে ডান হাতে কুঠার ধারণ করে ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার মানুষরূপী পরশুরামের দণ্ডায়মান চিত্র। এই পরশুরাম অবতারের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গায়ে পৈতা, গলা হাত পায়ে অলংকার ও মাথার চুলে ঝুঁটি ও মুখে গোঁফসহ দাড়ি এবং মাথার পেছনে গোলাকার হ্যালো রয়েছে। সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাম হাতে ধনুক ও পিঠে তীরসহ তূণীর ধারণ করে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার মানুষরূপী শ্রীরামের চিত্র। এই রাম অবতারের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, গলায় মালা ও রত্নহার, হাতে চুড়ি ও বাজুবন্ধ, পায়ে নুপুর, কানের দুল, মাথায় ত্রিকোণাকৃতি মুকুট রয়েছে।

অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে দুহাতে বংশী ধারণ করে গাভীর পিঠে হেলান দিয়ে পদ্মফুলের উপর দণ্ডায়মান ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার মানুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের চিত্র। এই শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গলায় মালা ও রত্নহার, হাতে চুড়ি বাজুবন্ধ, পায়ে নূপুর, কানে দুল, মাথায় ত্রিকোণাকৃতি মুকুট ও ময়ূর পালক রয়েছে। নবম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে যোগাসনে বসা ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার মানুষরূপী গৌতম বুদ্ধের চিত্র। এই বুদ্ধ অবতারের পরনে শুধু ধুতি ও মাথার চুলে ঝুঁটি এবং হাতে অভয় মুদ্রা রয়েছে।

দশম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে বাম হাতে তলোয়ার ও ডান হাতে সুসজ্জিত গতিশীল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কি অবতারের চিত্র। এই কল্কি অবতারের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, মাথায় ত্রিকোণাকৃতি মুকুট ও ময়ূর পালক, কান-গলা-হাতে অলংকার, পায়ে জরিদার জুতো রয়েছে। এগারোতম বিষয় হিসাবে রূপায়িত হয়েছে ফণা তোলা পঞ্চ মুখের অনন্ত নাগের সম্মুখে অর্থ শরীরের চার হাত বিশিষ্ট মানুষরূপী ভগবান বিষ্ণুর চিত্র। বিষ্ণুর পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, গলা কোমর কান হাতে অলংকার, মাথায় লম্বা মুকুট এবং চার হাতে সুদর্শন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা রয়েছে।

এছাড়া উত্তর পাশের বেদির দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করার জন্য উপর ও দু'পাশে বিভিন্ন রকমের ফুটন্ত ফুল, কলি, শঙ্খ, গদা ইত্যাদির বিষয়ের সমন্বিত নকশার ফ্রেম দ্বারা পৃথক করা হয়েছে।

আবার আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারদিকে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে গঠিত নকশার ফ্রেমও রয়েছে।

মন্দিরের বেদির পশ্চিম পাশের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে বামদিক থেকে শুরু করে ডানদিকের শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র। এই পশ্চিমপাশের দেয়ালের বাম দিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শিশু শ্রীকৃষ্ণ বা গোপাল কালিয়া নাগকে দমন করার উদ্দেশ্যে কালিয়া নাগের মাথায় দাঁড়িয়ে মুখের সামনে ডান হাতে বাঁশি ধরে বাম হাতে কালিয়া নাগের লেজ ধরে নৃত্য করছে। তাঁদের দু'পাশে রয়েছে সাপের মুখ থেকে বের হওয়া দু'হাতে প্রণামের ভঙ্গিতে অর্ধ শরীরের নারী মূর্তি। এখানে গোপালের পরনে নিম্নাঙ্গে নেংটি, গলা হাত কান পায়ে অলংকার, মাথার চুলের ঝুটি সহ লম্বা বেণি রয়েছে এবং দুই নারী মূর্তির পরনে ব্লাউজ, কান-হাত ও গলায় অলংকার রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গাছালিতে ঘেরা বাড়ির উঠানে মা যশোদা দাঁড়িয়ে মাটির হাঁড়িতে রাখা মন্থনদণ্ডের দড়ি টেনে দধি মন্থন করছেন এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে ছোট গোপাল দুহাত তুলে মার কাছে মাখন চাচ্ছে। এখানে মা যশোদার পরনের শাড়ি-ব্লাউজ ও মাথায় ঘোমটা, নাকে নথ, কানের দুল, গলায় নেকলেস, হাতে চুড়ি, পায়ে নুপুর রয়েছে এবং গোপালের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, কানের দুল, হাতে বাজুবন্ধ ও চুড়ি, গলায় চেইন, পায়ে নূপুর ও মাথায় চুলের ঝুটি সহ লম্বা বেণী রয়েছে।

তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কিশোর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুহাতে বাঁশি ধরে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে ও তাঁর দু'পাশে তার দিকে মুখ করে দুটি গরু দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কৃষ্ণের মাথার পেছনে সূর্য রশ্মিসহ সূর্য রয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, কোমরে কোমর বন্ধনী, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, হাত পা কান ও গলায় অলংকার, মাথায় পাগড়িসহ ময়ূরের পালক ও লম্বা চুলের বেণি রয়েছে এবং দুটি গরুর গলায় একটি করে ঘণ্টা রয়েছে।

চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ বা গোপালের মাখন চুরির দৃশ্য। এখানে কাঠের জলচৌকির ওপরে দুহাত ও হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে রয়েছে এক বালক। এই উপুড় হওয়া বালকের ওপরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট গোপাল উপরের নকশি শিকায় ঝুলানো মাখনের হাড়ি থেকে ডান হাতে মাখন তুলে নিচ্ছে এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে আরেক ছোট্ট বালক দু'হাতে মাখন চাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। ঠিক এই দৃশ্যের পেছনে একটি ছোট ঘরের সামনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাতে আঁচল টেনে ধরে এক গোপিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে গোপালসহ বালকদের পরনে নিম্নাঙ্গে কাপড়ের নেংটি, কান-গলা-হাত-পায়ে অলংকার, মাথায় চুলের ঝুঁটি রয়েছে। তবে গোপালের মাথায় মুকুটসহ লম্বা চুলের বেণি রয়েছে এবং গোপিনীর পরনে শাড়ি-ব্লাউজ ও কান-গলা-হাত-পায়ে অলংকার হয়েছে।

পঞ্চম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণের রাসলীলা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখের কাছে বাঁশি ধরে নৃত্য করছে এবং তাকে ঘিরে দু'পাশে দুজন করে গোপিনী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুহাতে কৃষ্ণের দিকে মাখনের পাত্র ধরে নৃত্য করছে তা রূপায়িত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, হাত কান গলা ও পায়ে অলংকার এবং মাথায় পাগড়ি সহ ময়ূরের পালক রয়েছে। গোপিনীদের পরনে শাড়ি-ব্লাউজ-ওড়না, হাত-পা-গলা ও কানে অলংকার রয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীরাধাসহ অন্য সখীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিলাসের চিত্র। এখানে পানিতে একটি ময়ূরপঙ্খি নৌকার পেছনে বসে শ্রীকৃষ্ণ বৈঠা হাতে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও তার সামনে শ্রীরাধাসহ আরো দুজন গোপিনী হাতে দুধের হাড়ি ধরে নৌকায় বসে রয়েছে এবং নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে আরেক যুবক দুহাতে বাঁশ ধরে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা রূপায়িত হয়েছে। আবার নৌকার নিচে পানিতে ভাসমান কয়েকটি মাছ রূপায়িত

হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, হাত-পা-গলা-কানে অলংকার ও মাথায় চুলের ঝুঁটিসহ ময়ূর পালক রয়েছে এবং যুবকের পরনে নিম্নাঙ্গে নেংটিসহ হাত-পা-গলা ও কানে অলংকার রয়েছে। শ্রীরাধাসহ অন্য গোপিনীদের পরনে শাড়ি-ব্লাউজ মাথায় ঘোমটা ও হাত-পা-কান-গলায় অলংকার রয়েছে।

সপ্তম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীরাধা ও গোপিনীসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার আরেক দৃশ্য। এখানে ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ দুহাতে বাঁশি ধরে বাজাচ্ছে ও তার পাশে শ্রীরাধাও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে অনুসরণ করে নৃত্য করছে এবং তাঁদের দু'পাশে একজন করে গোপিনী দু'হাতে মালা ধরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নৃত্য করছে। শ্রীকৃষ্ণের পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, বুকে লম্বা ওড়না, হাত-পা-কানে অলংকার ও মাথায় পাগড়িসহ ময়ূর পালক রয়েছে এবং শ্রীরাধাসহ গোপিনীগণের পরনে শাড়ি-ব্লাউজ-ওড়না, হাত-পা-কান-গলায় অলংকার ও মাথায় চুলের খোঁপায় ফুলের মালা রয়েছে।

অষ্টম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শ্রীচৈতন্য তার পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে সংকীর্তন করছে। কম্পোজিশনের মাঝখানে শ্রীচৈতন্য দুহাত উপরে উঁচিয়ে নৃত্য করে কৃষ্ণ নাম গাইছে এবং তাঁকে ঘিরে দু'পাশে দুজন করে একই রকম ভঙ্গিতে তাঁদের কেউ দুহাতে ঢোলক, আবার কেউ দু'হাত উপরে উঁচিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে নৃত্য করছে। শ্রীচৈতন্যসহ সবার পরনে নিম্নাঙ্গে ধুতি, ঘাড়ে লম্বা ওড়না, হাত-পা-কানে অলংকার এবং গলায় রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা রয়েছে।

এছাড়া এই পশ্চিম পাশের বেদির দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিটি বিষয়কে আলাদা করার জন্য প্রতিটি বিষয়ের চারিদিকে ফুল ও বিভিন্ন রেখার সমন্বিত নকশার ফ্রেম দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। আবার আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর চারদিকে পুনরাবৃত্তিমূলক বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে গঠিত নকশার ফ্রেমও রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত সনাতন ধর্মীয় মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নসহ অপরাপর অন্যান্য ডিজাইন নকশাধর্মী শৈলী এবং প্রধান বিষয়বস্তু– শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, ভগবান বিষ্ণুসহ বিষ্ণুর দশম অবতার এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলা ইত্যাদি লোকজধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– দেবতা পুরুষের মুখাবয়বে মাংসল মুখমণ্ডল, সৌম্য, শান্ত, পৌরুষ ও দেবত্বের অহমিকা ইত্যাদি অভিব্যক্তি এবং শারীরিক গঠনে বাস্তবধর্মী সঠিক অনুপাত অনুপস্থিত, শরীরের অনুপাতে মুখমণ্ডল বড়, গোলগাল হাত-পায়ের গড়ন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে। এবং নারী প্রতিমার ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতাসহ একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকারের প্রাধান্য ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাণীদেহের শারীরিক গঠন ও অনুপাত এবং ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তি উপরে উল্লিখিত লোকজধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে সনাতন ধর্মীয় বিষয়ক মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন ও বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্রসহ তাঁদের বিভিন্ন কার্যবিধির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দুটি শৈলীর সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হতে দেখা যায়। যেমন– বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রে উপস্থাপিত বিভিন্ন দেবদেবী ও প্রাণীর ক্রিয়াশীল দেহকাঠামোর অভিব্যক্তিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি এবং তাঁদের কার্যবিধি সম্পর্কিত বিভিন্ন বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে লোকজধর্মী শৈলীতে। এবং যথাক্রমে মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নসহ লোকজধর্মী শৈলীর প্রতীকী উপস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রের জমিন এবং উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের চিত্রের চারপাশে মাউন্ডের নকশা চিত্রায়িত হয়েছে তাতে নকশাধর্মী শৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। সুতরাং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের উপস্থাপনায় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন ও নকশাসহ বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনি সম্বলিত বিভিন্ন বিষয় ধারাবাহিকভাবে মন্দির বেদীর চারপাশে উপস্থাপনের মাধ্যমে নকশা ও লোকজধর্মী শৈলীর একটি

সুশৃঙ্খল (order) ভাব, সঠিক আয়তন (size) ও যথাযথ অনুপাতের (proportion ) প্রতিফলন দেখা যায়। তারসঙ্গে মন্দির বেদীর চারপাশে একই জমিনে ফুল লতা পাতার নকশা সংবলিত মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নসহ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে একত্রে উপস্থাপনের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হলেও রেখাধর্মী বিভিন্ন নকশার যোগসূত্রের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সুন্দর মেরুকরণের মাধ্যমে একটি স্নিগ্ধ সুরেলা ঐক্যের (unity) সৃষ্টি হয়েছে। আবার দুটি বৈপরীত্য শৈলীর অবতরণের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য তৈরি হয়েছে; তা একত্রে প্রতিটি বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে বৈপরীত্য যেমন রয়েছে, তেমনি প্রতিটি বিষয়ের ক্রমবিন্যাসের (gradation) মাধ্যমে পরস্পরের যোগসূত্র তৈরি করে সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন কাল ও পর্বের দেবদেবী ও মানবকেন্দ্রিক কার্যবিধির বিভিন্ন বিষয়কে একত্র করে একই জমিনে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ধর্মানুভূতির একটি হৃদয় স্পন্দিত সুরেলা ঐকতান (harmony) ও পরিপক্ষ ভারসাম্যের (balance) সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং শিল্পের নান্দনিক নীতি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান; তারসঙ্গে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের অভিনব ধারণা যুক্ত হয়ে আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলোকে করে তুলেছে অতুলনীয়।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৮ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– সনাতন ধর্মীয় বিষয়ক বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের চিত্র, শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ সম্পর্কিত বিষয়ের চিত্র, বিষ্ণুর দশম অবতারের চিত্র এবং কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা সম্পর্কিত বিষয়ের চিত্র। উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ধর্ম, পরমাত্মা, স্রষ্টা-ধারক-ধ্বংসকারী, সৃষ্টি ও জ্ঞান, সংহার, কল্যাণকর, মানসিক ও শারীরিক শক্তি, মহাজাগতিক বা পার্থিব ও অপার্থিব, সত্য ও সুন্দর, বিশুদ্ধ, নবীন ও পুরাতন, পরিশ্রম, সৌভাগ্য, স্থিতি, শান্তি, সহমর্মিতা ও সহঅবস্থান, ন্যায়, ক্ষমা, ধৈর্য্য, জয়, অনাদি, প্রেম, মমতা, লীলাখেলা, গুণ, সংস্কৃতি, সংগীত ও নৃত্য, পরিমাপ, ভারসাম্য, চারুশিল্প ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** আদিদেবদেবী মহাদেব-দূর্গাসহ দশম অবতার, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা এবং মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন নিয়ে নির্মিত পোড়ামাটির ফলকে মঙ্গলের আলেখ্য উৎকীর্ণ করা হয়েছে। দৈবশক্তির প্রতীকী ভাবনা এবং মাঙ্গলিক চিহ্নরীতির উপস্থাপনে শিল্পশাস্ত্র প্রতিভাত করেছে।

"অক্ষরমূর্তিতে কতক, শব্দরূপে কতক, স্পর্শরূপে কতক, এমনি ভাবে রূপ সমস্ত ধরা দিচ্ছে আমাদের চেতনায়, আবার এই তিনে মিলিয়ে একটা রূপ তাও পাচ্ছি আমরা। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের তলায় শক্তির মধ্যেকার মুক্তা সবই বিধাতার স্বাক্ষরিত রূপ।"[৯১]

মূর্তিদর্শনের মধ্য দিয়ে শব্দরূপকে স্পর্শরূপের সাথে যোগসূত্র তৈরি হয়েছে এই পোড়ামাটির ফলকে। এখানে বিশ্বাস ও চেতনার আওতায় সমস্ত রূপের সৃষ্টিধর্ম প্রতিভাত করা হয়েছে এবং ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি "রূপভেদ"কে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। রূপভৈববের অন্তর্শক্তি দিয়ে ষড়ঙ্গের তৃতীয় নীতি ভাবকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে সুন্দর সর্ম্পকিত ধারণা বিকশিত হয়েছে এবং ষড়ঙ্গের নীতিশাস্ত্র দ্বারা নিমার্ণকৌশল ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তাই তো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন প্রতিমাশিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে তোলাতে।

---

৯১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ' *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাত া: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৫১।

আর এই পোড়ামাটির ফলকে রূপ ভাবের সাথে সূত্রবদ্ধ হয়েছে বলেই সৌন্দর্যবোধ যেন দৃষ্টি হয়ে অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** সনাতন ধর্মীয় মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন, শিব-দুর্গা-গণেশ-কার্তিক, বিষ্ণুসহ বিষ্ণুর দশম অবতার এবং কৃষ্ণ ও চৈতন্যলীলা ইত্যাদি সম্পর্কিত চিত্র আলোচ্য এই ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। যার বহিরাঙ্গের অঙ্কন রীতি নকশা ও লোকজধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও উক্ত ফলকে আরো দুই ধরনের শিল্প ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত বিভিন্ন দেবদেবীসহ অবতারের চিত্র ফলকে রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর কল্পনা, আবেগ ও ভক্তিমূলক অনুভূতির মাধ্যমে যা ভারতীয় শিল্পের ভাবাদর্শ ভাববাদকে (idealism) উপস্থাপন করেছে। যেমন– ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন দেবদেবী, পশু ও বস্তুর বাহ্যিক অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতিধর্মিতা (naturalism) দেখা যায়নি, সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে কাহিনির বাস্তবতা, যা ভাববাদী ধারার মর্মকথা এবং যা দেখে ধর্মপ্রাণ মানুষ বা শিল্পরসিকজন ভক্তির ভাবনায় আন্দোলিত হয়। দ্বিতীয়ত, একই ফলকে বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নসহ বিভিন্ন বিষয় রূপক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা চিত্রকে বিশেষ ব্যঞ্জনা ও ভক্তিমূলক ভাবনায় পরিপূর্ণতা দিয়েছে; যেখানে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার মর্মকথা সূচিত হয়েছে। সর্বশেষে বলা যায়, সুপ্ত ও গুপ্তভাবে প্রকাশিত চতুর্থ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিতভাবে যে চেতনার আবহ তৈরি করেছে; তাহলো পরমাত্মার দর্শন ও পরমাত্মার কাছে নিজেকে সমর্পণ ও ধর্ম পরায়ণতা ইত্যাদি।

**নকশাভিত্তিক অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক**

**৪.৫.২১ শিরোনাম : বিসিআইসি ভবনের পোড়ামাটির ফলক**



চিত্র ২১ : বিসিআইসি ভবনের পোড়ামাটির ফলক।[৯২]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত, স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত, অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে একই পটভূমিতে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত ভূদৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- ফলকের কম্পোজিশনের বামদিকের শুরুতে উপর ও নিচে রূপায়িত হয়েছে নদীর পানির ঢেউয়ের ওপরে পাশাপাশি রয়েছে নকশাধর্মী জাল বৈঠাসহ জেলে নৌকা, নকশাধর্মী বৈঠাসহ পালতোলা নৌকা ও নকশাধর্মী দুটি মাছ। আবার

৯২. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

নদীর পাড়ে ডাঙ্গায় সারিবদ্ধভাবে পোতা রয়েছে সবুকাটিতে লাগানো তিন কোণার অসংখ্য নিশান এবং এই নিশানগুলোর উপরে রয়েছে নকশাধর্মী একটি উড়ন্ত পাখি ও দূরের গ্রাম। এই দৃশ্যের ডানপাশে ফলকের কম্পোজিশনের মাঝখানে উপর নিচে রূপায়িত হয়েছে নকশাধর্মী ঝোপঝাড়, ফুলগাছ, কচুগাছ, ফুল লতাপাতার ঝোপ, পতিত ভাঙ্গা ডাল ও ফুলপাতাসহ বড় গাছে ঘেরা ডেকোরেটিভ কুঁড়েঘর, খড়ের পালা ও বাঁশের বেড়ার গ্রামের বাড়ি। এই গ্রামের বাড়ি উপরের দিকে রয়েছে সূর্যরশ্মিসহ সূর্য এবং গ্রামের বাড়ির সামনের উঠানে স্থাপিত চাড়ির সামনে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে একটি নকশাধর্মী গরু। আবার এই গ্রামের বাড়ির ডানপাশে ফলকের কম্পোজিশনের ডানদিকের উপরের অংশে রূপায়িত হয়েছে সারিবদ্ধ নকশাধর্মী কলাগাছ, বাবুই পাখির বাসাসহ তালগাছ, গাছ-গাছালি ও একটি উড়ন্ত নকশাধর্মী পাখি এবং ফলকের মাঝখানে গাছ-গাছালির সামনে রয়েছে মাঠ ও ফলকের নিচের অংশে মাঠের সামনে রয়েছে জলাশয়। এই জলাশয়ে রয়েছে একটি খুঁটিকে ঘিরে পানির ঢেউয়ের গোলাকার বলয় এবং ফুটন্ত শাপলা ফুল ও পাতা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে স্বল্প ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত সকল বস্তুই নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– প্রায় প্রতিটি বস্তুর বাহ্যিক আকৃতির কিছুটা স্পষ্টতা ও প্রাণীর অভিব্যক্তির কিছুটা প্রাণস্পন্দন পাওয়া গেলেও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে জড়তাই প্রকাশিত হয়েছে। আবার প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনে পরস্পরের সাথে বাস্তবধর্মী সঠিক অনুপাতের অস্পষ্টতাই প্রকাশ পেয়েছে। একথায় প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনায় বিমূর্ত আবেশের অনুভূতির ছোঁয়া পাওয়া যায়।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উত্তীর্ণ চিত্রে গ্রামবাংলার জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক নকশাচিত্রে গাছপালা, ঝোপঝাড়, ফুল লতা পাতা, মাছ ধরার জাল, নদী নৌকা, ঘরবাড়ি, মাছ, নিশান, কুঁড়ের ঘর, খড়ের পালা, বাঁশের বেড়া, সূর্য, গরু, চাড়ি বাবুই পাখির বাসাসহ অন্যান্য বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির সুবিন্যস্ত উপস্থাপনে নকশাধর্মী শৈলীর নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার (order) ভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে একই জমিনে ভূদৃশ্যের অনুকরণে বিভিন্ন বস্তু একত্রে নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হলেও একটি বস্তুর সাথে অপরাপর বস্তুর যথোপযুক্ত অনুপাত (proportion), আয়তন (size) ও পরিপ্রেক্ষিতের (prospective) গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা প্রতিটি বস্তুই বাস্তবধর্মী শৈলীর পরিপ্রেক্ষিতের অবস্থানকে গুরুত্ব না দিয়ে সমান অনুপাতে নকশার গুরুত্ব বজায় রেখে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে একত্রে একটি দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। আবার একই জমিনে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের নকশাধর্মী বস্তুর একসঙ্গে উপস্থাপনার মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্যময়তা (variety) পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি একই বিষয়ের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বস্তুর একত্রে উপস্থাপনের মধ্যে পরিপক্ক ভারসাম্য (balance) ও দৃষ্টিনন্দিত সামঞ্জস্যের (harmony) উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবার এখানে নকশাধর্মী গুরুত্ব বজায় না রেখে ফ্ল্যাট ইমেজের প্রতিটি বস্তুর একসঙ্গে উপস্থাপনে পরস্পরের সংশ্লেষণের মাধ্যমে এক অভিনব কম্পোজিশনের সৃষ্টি হয়েছে। তাতে এক বিমূর্ত আবেশের সুরেলা ঐক্যতান (harmony) ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ভারসাম্যের (balance) পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই গ্রামীণ ভূদৃশ্যের মতো বিমূর্ত নকশাধর্মী চিত্রে শিল্পীর অঙ্কন দক্ষতা, আধুনিক কম্পোজিশনের ধারণা ও উন্নত সৃজনশীল শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায়, সম্পূর্ণ না আংশিকভাবে শিল্পের নান্দনিক নীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে সুন্দরভাবে আরোপিত হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৩৯ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে গাছ, পাখি, কুঁড়ের ঘর, খড়ের পালা, পালতোলা নৌকা, জালসহ নৌকা, মাছ, কলাগাছ, তালগাছ, শাপলা ফুল ও পাতা, কচুপাতা, ফুল-লতা-পাতা, গরু, চাড়ি, নিশান, সূর্য, বাবুইপাখির বাসা ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি আবহমান বাংলার ভূদৃশ্যের নকশাচিত্র। উক্ত নকশাচিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে রূপসী বাংলা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, দুধে ভাতে বাঙালি, একতা, বিজয়, শক্তি, জেলে, পশুপালন, প্রকৃতি, জ্যামিতিক নকশা শৈলী ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রটি রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** নকশাধর্মী প্রকৃতি নির্মাণ আর নকশার মাধ্যমে প্রকৃতিগত অনুভূতি তৈরির প্রচেষ্টা বিসিআইসি ভবনের পোড়ামাটির ফলকে রয়েছে। এখানে রূপ-রস সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণা শিল্পীর কৌশলমণ্ডি। এখানে অনুপাত নির্ভর রঙরূপ ও প্রাণীরূপ তৈরির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। রূপের ঐক্য এবং ভারসাম্য দুই-ই যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর তাই তো এই ফলকে রসের উদ্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের একটি উক্তি তুলে ধরছি।

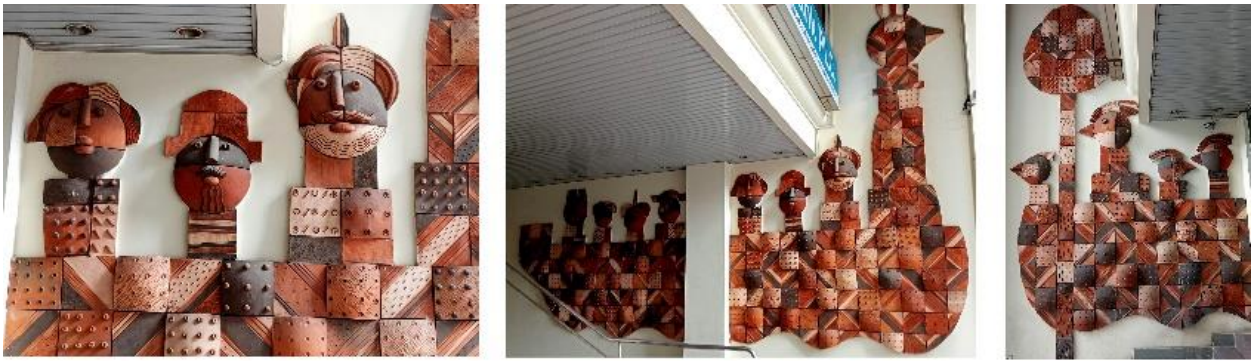
'রসের আশ্রয় হলো রূপ–'আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।'

'এক রূপকে অন্য রূপের সমকক্ষ করার কৌশল ছাঁটে সমানের কৌশলে নয়-অগাধ জলের তলা থেকে উঠল পদ্মের মৃণাল, শতদল মেলিয়ে ধরলে আলোয় বৃহৎ মান পরিমাণ নিয়ে, অনেক মধু অনেক সৌরভ নিয়ে.....।'[৯৩]

অর্থাৎ এক রূপের জ্যামিতিক কৌশল দ্বারা অন্য রূপকেও কৌশলগত সমন্বয়ের আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রকৃতি চিত্র, প্রকৃতি ধারণার রসবোধকে উপলব্ধিজাত করে তুলেছে। এই ফলকে রূপের মান পরিমাণ বিষয়ক ষড়ঙ্গের 'প্রমাণ' নীতির প্রয়োগের সাথে 'ভাব' নীতির সংযোগ তৈরি হয়েছে এবং ফলকে সৌন্দর্যবোধকে ব্যাপ্তিময় করেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** পর্যবেক্ষণে দেখা যায় গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ক এই ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের অঙ্কন রীতি নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও গুপ্তভাবে আরো এক ধরনের শিল্পরীতির উপস্থিতি খোঁজে পাওয়া যায়। যেমন, নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতিটি মোটিফ কী তা বহিরাঙ্গের আকৃতিতে বুঝা গেলেও সব মোটিফগুলো একত্রে বিমূর্তভাবে যে নকশাভিত্তিক গ্রামীণ ভূদৃশ্যকাব্যের রচনা করেছে তারমধ্যে প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকে সূচিত করেছে। তাই গুপ্তভাবে সম্পূর্ণ চিত্রে প্রকাশবাদ ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথা– আবেগ, অনুভব প্রসূত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ বা বস্তুর মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহের বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে, যার প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেখে শিল্পরসগ্রহীতার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অথবা শিল্পীমানসে যে সকল ভাব, কল্পনা বা ইচ্ছার জন্ম হয়, আবার অন্যভাবে বলা যায় শিল্পী সততই নতুন অনুভূতির সন্ধানে অজ্ঞাত সৌন্দর্য আর ইমোশনের খোঁজ করেন বা হৃদয়ের মধ্যে ট্র্যাডিশন আর অভিজ্ঞতার টানাপোড়েন অনুভব করেন, যা প্রকাশবাদ ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথা এই শিল্পকর্মের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, যুগপৎভাবে প্রকাশিত দুই বৈশিষ্ট্যই একত্রে এক ধরনের বিমূর্ত পরিভাষার জন্ম দিয়েছে; যাতে রূপসী বাংলার অপার সৌন্দর্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.২২ শিরোনাম : সাফুরা টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ২২ : সাফুরা টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলক।[৯৪]

৯৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপের মান ও পরিমাণ', *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৬১।

৯৪. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত, উলম্বভাবে লম্বাটে ও অনিয়মিত আকৃতির এই পোড়ামাটির দুটি ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে রঙিন (বাদামী, সাদা, কালো, খয়েরি) নকশাধর্মী পাখি, মানুষ, গাছ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে বিভিন্ন রেখা, ডট, বৃত্ত, টেক্সচারের চারকোনা রঙিন ফর্মকে একত্রে সমন্বয় করে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** উলম্বভাবে লম্বাটে ও অনিয়মিত আকৃতির দুটি পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ 'ক' ও 'খ' শিরোনামে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– (ক) সিঁড়ির বামপাশের পোড়ামাটির ফলক– সিড়ির বামপাশের দেয়ালে স্থাপিত এই রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে পাখি ও গাছের নকশাভিত্তিক চিত্র। এখানে ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনে রয়েছে রেখা, বৃত্ত, ডট, টেকচারের চারকোনা ফর্মের সমন্বয়ে তৈরি জ্যামিতিক আকৃতির নকশাধর্মী ঝুঁটিসহ একটি বড় পাখি। এই পাখির পিঠের উপরে রয়েছে নকশাধর্মী আরো তিনটি পাখির গলা সহ মুখাকৃতি এবং পাখির সামনের গলা বরাবর নিচ থেকে উপর পর্যন্ত রেখা, ডটের চারকোনা ফর্মের সমন্বয়ে তৈরি নকশাধর্মী একটি কাণ্ডের মাথায় রয়েছে ডিম্বাকৃতির গাছের আকৃতি। (খ) সিঁড়ির ডানপাশের পোড়ামাটির ফলক– সিঁড়ি ডানপাশের দেয়ালে স্থাপিত এই রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে পাখি ও মানুষের নকশাভিত্তিক চিত্র। এখানে ফলকের পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনে রয়েছে রেখা, ডট, বৃত্ত, টেকচারের চারকোণা ফর্মের সমন্বয়ে তৈরি জ্যামিতিক আকৃতির নকশাধর্মী ঝুঁটিসহ একটি বড় পাখি। আবার এই পাখির পিঠের উপরে রয়েছে নকশাধর্মী দুটি নারী ও পাঁচটি পুরুষের গলা সহ মুখাকৃতি এবং দাড়ি-গোঁফসহ পুরুষদের মুখাকৃতির উপরে রয়েছে মুকুটসহ বিভিন্ন ধরনের টুপি ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় ফলকে উপস্থাপিত সকল বস্তুই নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– প্রায় প্রতিটি বস্তুর বাহ্যিক আকৃতির স্পষ্টতা এবং মানুষ ও পাখির অভিব্যক্তির সাম্য, শান্ত কোমল ভাব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে জড়তাই প্রকাশিত হয়েছে। আবার প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনে পরস্পরের সাথে বাস্তবধর্মী সঠিক অনুপাতের অস্পষ্টতাই প্রকাশ পেয়েছে। একথায় প্রতীকী আকারে প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনায় নকশাধর্মী শৈলীর প্রকাশই দেখা যায়।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** রেখাচিত্র সংবলিত রঙিন (বাদামি, সাদা, কালো, খয়েরী) বিভিন্ন নকশার পোড়ামাটির ফলককে বাঁকিয়ে উঁচু নিচু করে একত্রে সজ্জিত করে পাখি-গাছসহ বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক নারী-পুরুষ ও পাখির প্রতিকৃতি প্রতীকী আকারে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য এই পোড়ামাটির ফলকে। এখানে উপস্থাপিত লোকজ ও জ্যামিতিক শৈলীর সমীকরণে তৈরি পাখি, গাছ এবং নারী-পুরুষ ও পাখির প্রতিকৃতির আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ইত্যাদি উপাদানের সুবিন্যস্ত উপস্থাপনে এক অভিনব শৃঙ্খলার (order) জন্ম দিয়েছে। তবে এখানে উপস্থাপিত বিভিন্ন আকৃতির বস্তুগুলোর অনুপাত (proportion), আয়তন (size), পরিপ্রেক্ষিত (perspective) স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে উপস্থাপিত হলেও এক্ষেত্রে অনন্য সৌন্দর্যের লোকজ ও জ্যামিতিক ফর্মের প্রতিটি বস্তু প্রতীকী আকারে নকশার গুরুত্ব বজায় রেখে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর ফলে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর একত্রে উপস্থাপনের জন্য যেমন বৈচিত্র্যময়তার (variety) সুর আরোপিত হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বস্তুগুলো একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (harmony) সম্পর্ক ও পরিপক্ক ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে এক নতুন মাত্রার সৃজনশীল পরিভাষার পোড়ামাটির নকশার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য অনিয়মিত আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের রং, রেখা, ডট, বৃত্ত, গাছ, পাখি ও মানুষের প্রতিকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে; তথাপি এখানে এক নতুনত্বের আবেশ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে লোকজ ও জ্যামিতিক শৈলীর প্রভাব সংবলিত পাখির ফর্মের সাথে একই ধরনের মানুষের ছন্দময় ছোট ছোট প্রতিকৃতির উপস্থাপন, আবার একই শৈলীর বড় পাখির ফর্মের সাথে ছোট করে গাছের আকৃতি ও ছোট ছোট পাখির প্রতিকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য আলাদাভাবে স্থাপিত দুটো পোড়ামাটির ফলকে লোকজ ও নকশাধর্মী সৌন্দর্যের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ফলে বিভিন্ন বস্তুর এই সাদৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে গড়ে তুলেছে শিল্পবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল দৃষ্টিনন্দিত ঐক্য (unity)। এবং পাশাপাশি বলা যায়, লোকজ ও নকশধর্মী শৈলীর দিক থেকে পোড়ামাটির ফলকটি নান্দনিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ২৭ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে পাখি ও গাছের নকশাভিত্তিক চিত্র ও পাখি ও মানুষের নকশাভিত্তিক চিত্র। উক্ত দুটি নকশাচিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাণী ও প্রকৃতি, প্রকৃতি ও মানুষ, নারী-পুরুষের সমঅধিকার, ধর্মীয় সহবস্থান, সামন্তবাদ, জ্যামিতিক নকশা শৈলী ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্র দুটি রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্র দুটির মধ্যে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** সাফুরা টাওয়ারের পোড়ামাটির ফলকে প্রাণীরূপ, বস্তুরূপের সাথে জ্যামিতিক রূপের সংযোগ তৈরি করে বিষয়কে নকশার আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে ষড়ঙ্গের ৬ষ্ঠ নীতি 'বর্ণিকভঙ্গ' কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে; কেননা দুইটি ফলকে সাদা, কালো, খয়েরী এবং বাদামী রঙের প্রয়োগ দারুণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োগের সাথে সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রমাণরূপ নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে সঠিক অনুপাত এবং যথাযথ আকৃতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি 'প্রমাণ' কে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ষড়ঙ্গের ৬ষ্ঠ নীতি দ্বারা পোড়ামাটির ফলকটি জীবন্ত হয়েছে অনেক বেশি এবং মূলচিত্রবস্তুর সাথে সাদৃশ্য রেখে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নকশার ক্ষেত্রে। এখানে ষড়ঙ্গের দুটি নীতির প্রয়োগ নান্দনিক ভাবনা বিশেষভাবে ফলকের রসবোধকে উৎকীর্ণ করতে পেরেছে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকের ওপর মানুষ, পাখি, গাছ ও বিভিন্ন নকশার সমন্বিত বিষয়ের উৎকীর্ণ চিত্রের বাহ্যিক অঙ্কন রীতি নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও এর অভ্যন্তরের অভিব্যক্তিতে আরো দুই ধরনের শিল্প রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি মোটিফ কী তা বহিরাঙ্গের আকৃতিতে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলেও সব মোটিফগুলো একত্রে নকশাভিত্তিক অর্ধবিমূর্ত যে চিত্র রচনা করেছে তারমধ্যে প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার মর্মকথাকে সূচিত করেছে। শিল্পী তাঁর কল্পনার অনুভব প্রসূত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটান সৃষ্টির নব নব রাজ্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, যেমনটি প্রকাশিত হয়েছে এই ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি বস্তুর মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহের অর্ধবিমূর্ত প্রকাশে যা প্রকাশবাদ ধারার মর্মকথা। এই নবতর রূপায়ণ দেখে শিল্পরসিকের অন্তরাত্মা ও চোখ অভিসিক্ত হয়েছে নব আনন্দ ও নব রসে। দ্বিতীয়ত, এই দুটি ফলকে বিভিন্ন টাইপের মানুষের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন টাইপের পাখির প্রতিকৃতি ও গাছ রূপক আকারে উপস্থাপিত হওয়ার কারণে দুটি চিত্রটিকে বিশেষভাবে অর্থবহ করে তুলেছে; যার মাধ্যমে প্রকৃতি ও প্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ বার্তা প্রকাশিত হয়েছে যা প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার মর্মকথাকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য একত্রে এক ধরনের অর্ধবিমূর্ত আবহের জন্ম দিয়েছে এবং যে চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাহলো প্রকৃতি ও প্রাণী বৈচিত্র্যের প্রতি গভীর মমতা ও ভালোবাসা।

### ৪.৫.২৩ শিরোনাম : 'Court de la ACME'-এর পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ২৩ : 'Court de la ACME'-এর পোড়ামাটির ফলক।[৯৫]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও রঙিন (সাদা, আকাশি, নীল, খয়েরি, কালো) বাস্তব ও নকশাধর্মী শৈলীতে কোলাজ আকারে নির্মিত অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে ভূদৃশ্যের অনুকরণে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– এই পোড়ামাটির

৯৫. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

ফলকের কম্পোজিশনের বামদিকের শুরুতে প্রথম বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাধর্মী কলাগাছ, গাছগাছালির ঝোপঝাড় ও কুঁড়ের ঘরের সমন্বয়ে তৈরি গ্রামের বাড়ির উঠানের সামনে দুজন বাঙালি নারী দণ্ডায়মান। এখানে দু'জন নারীর পরনে রয়েছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি ও প্রিন্টের ব্লাউজ এবং কানে গোলাকার রিং। এই গ্রামের বাড়ির ডানপাশে ফলকের দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে নকশাধর্মী একটি বড় গাছের পেছনে নদীতে দুটি লম্বা ধরনের ছইওয়ালা নৌকা ও নৌকার ডানপাশে পানিতে রয়েছে দুটি ভিন্ন গতিবিধির বকসহ ফুটন্ত শাপলা ফুল, কলি ও পাতা এবং তাদের উপরে রয়েছে সূর্যরশ্মিসহ সূর্য। বক ও শাপলা ফুলের ডানপাশে ফলকের তৃতীয় বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে কলাগাছ ও গাছগাছালিতে ঘেরা একটি কুঁড়ের ঘরের সামনে কলসি কাঁখে দণ্ডায়মান এক নারী ও তারপাশে দণ্ডায়মান এক কিশোরী কন্যা এবং নারীর ডানপাশে গাছগাছালির ঝোপের পাশে খাঁচার ভিতরে পাখির সামনে দণ্ডায়মান আরেক কিশোরী কন্যা। এখানে নারীর পরনে রয়েছে মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি, হাতে চুড়ি, কানে গোলাকার রিং এবং কন্যাদের পরনে রয়েছে গায়ে ফ্রক ও কানে গোলাকার রিং। এই পাখির খাঁচা ও কিশোরী কন্যার পেছনে ও তাদের ডানপাশে ফলকের চতুর্থ বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে গাছগাছালির ঝোপঝাড়ে ঘেরা খড়ের পালা ও কুড়েঘরের সামনে মাথায় মাতলা ও গায়ে গেঞ্জি পরিহিত এক কৃষক ডানহাতে কাস্তে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও এই কৃষকের পেছনে গাছগাছালির ঝোপঝাড়ের আড়ালে রয়েছে নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি পরিহিত খালি গায়ের এক কৃষক মাথায় ধানের আটি নিয়ে দু'হাতে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে এবং তাদের উপরে রয়েছে আকাশে মেঘের ভেলার তরঙ্গ।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে ফলকে উপস্থাপিত মানুষ বাস্তবধর্মী শৈলীতে এবং পাখিসহ অন্যান্য বস্তু নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– পুরুষের মুখাবয়বে সৌম্য, শান্ত ও পৌরুষ ভাবের স্পষ্টতা এবং নারীর ক্ষেত্রে নারী সুলভ কোমলতা ও শিশুর ক্ষেত্রে শিশু সুলভ কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে। উভয়ের শারীরিক গঠনে সঠিক অনুপাত থাকলেও সঠিক এনাটমির অস্পষ্টতা এবং যথাযথ ক্রিয়াশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য থাকলেও জড়তাই প্রকাশ পেয়েছে। আবার উভয়ের মাথার কেশ বিন্যাস ও পরিধানের পোশাকে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা এবং দেহ ডৌলের সাথে পোশাকের ঘনিষ্ঠতা ও অলংকার বিরলতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ফলকে উপস্থাপিত নকশাধর্মী পাখিসহ অন্য সকল বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি সঠিক থাকলেও প্রতিটি বস্তুর উপস্থাপনে পরস্পরের সাথে বাস্তবধর্মী শৈলীর সঠিক অনুপাতের অস্পষ্টতাই প্রকাশ পেয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** আলোচ্য রঙিন এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত মানুষ ও পাখির ক্রিয়াশীল অভিব্যক্তিপূর্ণ দেহকাঠামোর অঙ্গভঙ্গি যেমন বাস্তবধর্মী শৈলীর প্রভাবে চিত্রায়িত হয়েছে; তেমনি নৌকা, কুঁড়েঘর, সূর্য-ফুল-লতা-পাতা, গাছপালাসহ অন্যান্য বস্তুগুলো নকশাধর্মী শৈলীতে চিত্রায়িত হয়েছে। তদুপরি এই যৌথ শৈলীর সংমিশ্রণে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ইত্যাদি উপাদানের সুবিন্যস্ত বিন্যাসে এক অভিনব নকশাভিত্তিক শৃঙ্খলা (order) ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে সেখানে বিভিন্ন বস্তুর অনুপাত (proportion) ও আয়তন (size) সঠিক থাকলেও একই জমিনে উপস্থাপিত হওয়ার কারণে একটি বস্তুর সাথে অপরাপর অন্য একটি বস্তুর তুলনামূলক অনুপাত বাস্তবধর্মী শৈলীর গুরুত্বারোপ না করে সমান অনুপাতে নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। এবং অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই ফলকের কম্পোজিশনের একই জমিনে সমান অনুপাত ও আয়তনের নানান বিষয়ের নানান বস্তু উপস্থাপিত হওয়ার জন্য বৈচিত্র্যময়তার (variety) প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আবার রং ও রেখার মাধ্যমে অঙ্কিত বিভিন্ন বস্তুগুলো একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নকশাভিত্তিক সমান

অনুপাতের সুচারু ভারসাম্য (balance) ও সামঞ্জসতা (harmony) সৃষ্টি করেছে। ফলে নকশাধর্মী ভূদৃশ্যের চরিত্রায়ণে বিষয় ও বস্তুর যে সখ্য রয়েছে, যা পরস্পরের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে এক ধরনের সৃজনশীল দৃষ্টিনন্দিত নকশাধর্মী ঐক্যতা (unity)। তাতে একদিকে যেমন উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয় আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি ফলকটি দেখার জন্য দর্শকের দৃষ্টিকেও স্বস্তিকর অনুভূতি প্রদানের সহায়ক হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, এই পোড়ামাটির ফলকটি নান্দনিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১৮ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে– কলাগাছ-গাছগাছালির ঝোপঝাড়-কুঁড়েঘর-উঠান-দুজন দণ্ডায়মান নারীর সমন্বিত নকশাচিত্র, গাছ-নদী-ছইওয়ালা নৌকা-বক-শাপলা ফুল-কলি-পাতা-সূর্যরশ্মিসহ সূর্যের সমন্বিত নকশাচিত্র, কলাগাছ-গাছগাছালি-কুঁড়েঘর-কলসি কাঁখে নারী-কিশোরী কন্যা-গাছগাছালির ঝোপ-খাঁচা-পাখি-কিশোরী কন্যার সমন্বিত নকশাচিত্র, গাছগাছালির ঝোপঝাড়, খড়ের পালা, কুড়েঘর, কাস্তে হাতে কৃষক, গাছগাছালির ঝোপঝাড়, মাথায় ধানের আটি নিয়ে কৃষক, আকাশে মেঘের ভেলার তরঙ্গের সমন্বিত নকশাচিত্র। উপরিউক্ত নকশাচিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে রূপসী বাংলা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ, সুখ ও শান্তির গ্রামবাংলা, বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্নেহময়ী মা, নারীর অধিকার, বাংলার প্রাণী-বৈচিত্র্য, কৈশোর, বাংলার কৃষক, বাঙালির জীবন সংগ্রাম, জ্যামিতিক নকশা শৈলী ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্র দুটির মধ্যে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** এই পোড়ামাটির ফলকটি জীবন ও প্রকৃতির নকশাধর্মী উপস্থাপনা অংশ যেখানে প্রকৃতিজ্ঞান এবং জীবনবোধ তৈরিতে অনুসরণ করা হয়েছে বিষয়বস্তুর আনুপাতিক বিন্যাসে। নকশার শৃঙ্খলধর্মিতা ফলকের নান্দনিক অঙ্গরীতির বুনট তৈরি করেছে।

"গুণের সমতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে মিলে যাওয়া এবং ভাবের সমতা নিয়ে অন্যের সঙ্গে সমান হওয়া– এর প্রমাণ রূপসৃষ্টির অনেক জিনিসেই দিচ্ছে। চাঁদ আর চন্দ্রবদনে বা চন্দ্রহারে, খদ্যোত প্রদীপে তারায়, নীল জলে পদ্মের মালায় আর নীল আকাশে দোদুল বলাকায় যেভাবে সমান....।"[৯৬]

অর্থাৎ গুণের সমতা বিধানের মধ্য দিয়ে রূপের প্রমাণ রূপকে সাদৃশ্যময় করা হয়েছে আবার এই ফলকটিতে প্রকৃতির রূপকে অসীম সুন্দরের ভাববোধে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। এই পোড়ামাটির ফলকে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি প্রমাণরূপ এবং তৃতীয় নীতি 'ভাব' কার্যকরভাবে সক্রিয় থেকে রূপের চৌহদ্দীতে নবনব রূপের সন্ধানে প্রকৃতি ও জীবন বিধৌত সৌন্দর্যকে ধারণ করে এই পোড়ামাটির ফলকটি টিকে থাকবে।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ 'গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি বিষয়ক' চিত্রের বাহ্যিক অঙ্কন রীতি বাস্তব ও নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও এর অভ্যন্তরের অভিব্যক্তিতে আরো দুই ধরনের শিল্প রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন– প্রথমত ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন নরনারীসহ অন্যান্য বস্তুর বহিরাঙ্গের কার্যকলাপের মধ্যে ভাববাদী (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথার উপস্থাপন দেখা যায়। যেখানে প্রতিটি মানুষ ও বস্তুর কার্যকলাপ প্রকৃতিগত বাস্তবতায় উপস্থাপিত হয়নি বরং বাস্তবতার চরম সত্যকে শিল্পীর দেখা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে বিভিন্ন আকার, আকৃতি, রেখা, টেকচার দিয়ে সৃষ্টিশীল উপস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়গুলোকে একত্রে উপস্থাপিত করেছেন; শিল্পরসিক পরিচিত অঙ্গনের নবসৃষ্টির বিষয়টিকে দেখে নতুন ভাবনায় তাড়িত হবেন, যা ভাববাদ (idealism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকে সূচিত করেছে। দ্বিতীয়ত, এই ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিনিধি

৯৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপের মান ও পরিমাণ', *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৬২।

স্বরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন মানুষ, পাখি, গাছ, নৌকা, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য বস্তু প্রতীকী আকারে রূপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা প্রকৃতঅর্থে প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে প্রতিভাত করে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত চার ধরনের বৈশিষ্ট্যই পুরো ফলকের ওপর উৎকীর্ণ চিত্রে এক ধরনের নকশাকেন্দ্রিক আবহ তৈরি করেছে; যাতে রূপসী বাংলা, বাঙালির জীবন সংগ্রাম, স্বদেশ প্রীতি বা জন্মভূমির প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।

### ৪.৫.২৪ শিরোনাম : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পোড়ামাটির ফলক



চিত্র ২৪ : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পোড়ামাটির ফলকের অংশবিশেষ।[৯৭]

**ফলকের ধরন :** এই ফলকটি গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত ও স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি এবং নকশাধর্মী শৈলীতে নির্মিত হয়েছে। আবার অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই বৃহৎ পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষার আধুনিক ও প্রাচীন বর্ণমালাসহ সাংকেতিক চিহ্ন এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে তার সাথে বিভিন্ন ছোট বড় রেখা, ডট, বৃত্ত ও টেক্সচারের নকশার সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– ফলকের বাম দিকের শুরুতে দেয়ালে স্থাপিত মার্বেল পাথরের ওপর খোদাইকৃত উক্ত ইনস্টিটিউটের মনোগ্রামকে কেন্দ্র করে তাকে ঘিরে উপর, নিচ ও পাশে দু'ধরনের বিষয়কেন্দ্রিক চারকোনার অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। যথাক্রমে এক ধরনের চারকোনা অসংখ্য ফলকের ওপর বিষয় হিসেবে রূপায়িত হয়েছে আধুনিক বাংলা ও প্রাচীন বাংলার বর্ণমালা, ভারতীয় সিন্ধু-ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী-প্রাকৃত-সংস্কৃত-পালি বর্ণমালা, প্রাচীন-মধ্যযুগীয়-আধুনিক গ্রীক বর্ণমালা ও ইংরেজি বর্ণমালা, প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক বর্ণমালা, হিব্রু বর্ণমালা, চাইনিজ বর্ণমালা, কোরিয়ান বর্ণমালা, জাপানিজ বর্ণমালা, পার্সিয়ান বর্ণমালা, উর্দু বর্ণমালা, সুমেরীয় ও পার্সিয়ান কিউনিফর্ম, রাশান বর্ণমালা, ফিনিশিয়া বর্ণমালা, সিরিলিয় বর্ণমালা, আরবি বর্ণমালা এবং বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ ইত্যাদি। আবার আরেক ধরনের চারকোনা ফলকে রূপায়িত হয়েছে উপর নিচে ছোট রেখার সারিবদ্ধ নকশা, উপর নিচে বড় রেখার সারিবদ্ধ নকশা, উপর নিচে গোলাকার ছোট বৃত্তের সারিবদ্ধ নকশা, উপর নিচে বক্ররেখার নকশা, ছোট রেখার টেক্সাচারকৃত নকশা, বড় রেখার টেক্সাচারকৃত নকশা, আঁকাবাঁকা রেখার নকশা, উপর নিচে ছোট গোলাকার অর্ধ বলের রিলিফ নকশা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিমাত্রিক তলে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে ফলকে উপস্থাপিত সকল বস্তুই নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– বিভিন্ন দেশের ভাষার আধুনিক ও প্রাচীন বর্ণমালাসহ বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ও বিভিন্ন নকশা ছোট, বড়, মাঝারি ও ফ্ল্যাট উপস্থাপনায় রেখাচিত্রের মাধ্যমে যথাযথ চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

---

৯৭. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** পাথরের ওপর খোদাইকৃত এই ইনস্টিটিউটের মনোগ্রামকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়েছে খোদাইকৃত রেখা, ডট, বৃত্ত ও টেকচারের চারকোণা আকৃতির বিভিন্ন মাপের অসংখ্য পোড়ামাটির নকশা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির অসংখ্য বর্ণমালা, শান্তির প্রতীক ও বাংলা সংখ্যাবাচক বর্ণের চারকোনা ফলক। এই দুই ধরনের চারকোনার অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকে কয়েকটি স্তরে উঁচু উঁচু করে অনুভূমিকভাবে সজ্জিত করে এক অনন্য সৃজনশীল শিল্পবোধের পরিচায়ক কম্পোজিশনের রচনা করা হয়েছে; যেখানে তিনটি রঙের প্রাধান্য রয়েছে এবং তার মধ্যে অসংখ্য কালো ফলক নকশা ও বর্ণমালাবিহীন উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে একই জমিনে একত্রে বিভিন্ন নকশা, বর্ণমালা ও প্রতীক কেন্দ্রিক বিভিন্ন বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ইত্যাদি উপাদানের সুবিন্যস্ত বিন্যাসে তৈরি হয়েছে অনন্য সৌন্দর্যের এক শৃঙ্খলা (order) ও শোভাময় বৈচিত্র্যময়তা (variety)। এবং শৃঙ্খলিত বিষয়ের বৈচিত্র্যময়তা থাকলেও চারকোনা আকৃতির প্রতিটি উপাদান পরস্পরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে শিল্পবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল সুরেলা ঐকতান (harmony) এবং সকলে মিলে পরিমিতবোধ ভারসাম্যের (balance) সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে তুলেছে জ্যামিতিক নকশাধর্মী বর্ণিল ঐক্য (unity)। যদিও এই সামঞ্জস্য, ভারসাম্য ও ঐক্য এই পোড়ামাটির ফলকের ওপর উৎকীর্ণ রং, রেখা, বর্ণমালা, বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ ও প্রতীক ইত্যাদির নব কম্পোজিশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে; তথাপি একই জমিনে বিভিন্ন মাপের ফলক উঁচু নিচু করে কয়েকটি স্তরে স্থাপন এবং বিভিন্ন নকশা ও প্রতীক, বর্ণমালা ও সংখ্যাবাচক শব্দ ইত্যাদির উপস্থাপন পোড়ামাটির ফলকের এক নতুন ভাষা বা নব দিগন্তের উন্মেষ হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন নকশা, বর্ণমালা, সংখ্যাবাচক শব্দ ও প্রতীক ইত্যাদির বর্ণিল উপস্থাপনায় বিভিন্ন মাপ বা আয়তনের (size ) চারকোনার পোড়ামাটির ফলক নকশাধর্মী শৈলীর অনুপাতে (proportion) একই জমিনে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির শিল্পবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল নকশাধর্মী এই পোড়ামাটির ফলকে শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ১৫ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাংকেতিক বর্ণমালা ও আধুনিক বর্ণমালার সাথে রেখা-ডট-টেক্সচারের নকশার সমন্বিত বৃহৎ নকশাভিত্তিক অলংকৃত চিত্র। উপরিউক্ত বৃহৎ নকশাচিত্রের মধ্যে বৈশ্বিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি, বৈশ্বিক বন্ধুত্বপূর্ণ সহঅবস্থান ও সহমর্মিতা, প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা, প্রাচীন ও আধুনিক সংখ্যাবাচক শব্দ, সুখ ও শান্তির পৃথিবী, সৌহার্দ্যময় আগামীর পৃথিবী, জ্যামিতিক নকশা শৈলী ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত চিত্রটির মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** বর্ণপ্রধান চিত্ররূপ এই পোড়ামাটির ফলকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানে বিষয় হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে প্রাচীন বর্ণের রূপসৌকর্য। এখানে রেখা যেন আকর হয়ে অক্ষরকে ভাবের সাথে যুক্ত করেছে; অক্ষর নিজেই সৃষ্টির রসকে জাড়িত করছে। এখানে অক্ষরগুলো যেন হৃদয়ের স্বাধীনতার অর্থ প্রকাশ ষড়ঙ্গের প্রথম নীতি এবং তৃতীয় নীতিকে কার্যকরভাবে সক্রিয় রেখেছে। এই পোড়ামাটির ফলকে অক্ষরচিহ্ন দ্বারা ইতিহাস ও জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এক দারুণ সাদৃশ্যময় অনুভূতি তৈরি করেছে। সাদৃশ্য রূপ তৈরির মাধ্যমে এখানে ষড়ঙ্গের পঞ্চম নীতি লাবণ্যকে সংযোজন করা হয়েছে কারণ ভাষার প্রতি সুগভীর প্রেম ও ভালোবাসার দারুণ উপলব্ধি এই নিমার্ণের কারণ যা সফল হয়েছে এবং দর্শককে প্রতিনিয়ত এই উপলব্ধির সাথে সংযুক্ত রাখে এই পোড়ামাটির ফলকটি।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** বিষয়ের দিক থেকে আলোচ্য এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার আধুনিক ও প্রাচীন বর্ণমালাসহ বিভিন্ন নকশার সমন্বিত চিত্র। যার বাহ্যিক অঙ্কন রীতি নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত

হলেও এর অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আরো দুই ধরনের শিল্প ধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি বর্ণমালা ও সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকের মোটিফ কী তা বহিরঙ্গের আকৃতিতে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলেও সব মোটিফগুলো একত্রে নকশাভিত্তিক বিমূর্ত যে চিত্র রচনা করেছে তারমধ্যে প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার অন্তর্নিহিত সত্যকথাকে সূচিত করেছে। যেমন– শিল্পীর জাগ্রত মনের আবেগ, অনুভূতি, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনার সমগ্রতাকে নিজ আয়ত্বে আনয়নের মধ্য দিয়ে আলোচ্য ফলকে উপস্থাপিত প্রতিটি একক বস্তুর একত্রে উপস্থাপনের মধ্যে যে সমগ্রতার সৃষ্টি হয়েছে তার মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহের মাধ্যমে যে রূপকল্প বিমূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ দর্শনে দর্শক ও শিল্পরসিক আবেগে আপ্লুত হবেন বা পরিচিত অঙ্গনকে নতুনভাবে চেনার চেষ্টায় ব্রতী হবেন তাহাই প্রকাশবাদ ধারার মর্মকথা। দ্বিতীয়ত, এই ফলকে বিভিন্ন দেশের বর্ণমালা ও সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক, যা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থাপিত হওয়ার কারণে সমগ্র চিত্রটিকে চিত্রটিকে বিশেষ ব্যঞ্জনায় অর্থবহ করে তুলেছে; যা বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি দেশের মাতৃভাষার মর্যাদার বিশেষ বার্তা প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার মর্মকথাকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য একত্রে এক ধরনের বিমূর্ত পরিবেশের জন্ম দিয়েছে এবং যে চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাহলো মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ।

### ৪.৫.২৫ শিরোনাম : "Unifying Vision" শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগের পোড়ামাটির ফলক




চিত্র ২৫ : Unifying Vision" শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগের পোড়ামাটির ফলক ।[৯৮]

**ফলকের ধরন :** গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও নকশাধর্মী শৈলী এবং অনিয়মিত ও অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতিতে নির্মিত হয়েছে ফলকটি। 'Unifying Vision' শিরোনামের এই রঙিন পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু হিসেবে রূপায়িত হয়েছে শক্তির প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন অলংকৃত চক্র, বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের নাম ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত দৃশ্যকাব্য।

**ফলকের বিষয়ভিত্তিক বিবরণ ও শৈলী :** অনিয়মিত ও অনুভূমিকভাবে লম্বাটে আকৃতির এই পোড়ামাটির ফলকের একই পটভূমির ওপর কোলাজ আকারে রূপায়িত পূর্ণাঙ্গ কম্পোজিশনে রয়েছে দু'পাশে দুটি উলম্ব প্যানেল ও মাঝখানে পাঁচটি

৯৮. গবেষক কর্তৃক তোলা চিত্র।

অর্ধবৃত্ত সারি ও তার নিচে তিনটি অনুভূমিক সারির সমন্বয়ে তৈরি একটি প্যানেল। যেমন–

(ক) ডান ও বামপাশের উলম্ব প্যানেল– উলম্বভাবে স্থাপিত এই দুটি প্যানেলে লাল, খয়েরি, সবুজ, নীল, আকাশি, হলুদ ইত্যাদি রঙের গোলাকার, চারকোনা ও ডিম্বাকৃতি আকৃতির সাত ধরনের হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত শক্তি চক্রের ১৪টি অলংকৃত নকশা রূপায়িত হয়েছে। ব্যবহৃত চক্রগুলোর নাম– সহস্রার চক্র, আজনা চক্র, বিসুধা চক্র, অনাহত চক্র, মনিপুরা চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, ও মূলধারা চক্র ইত্যাদি।

(খ) মাঝখানের অর্ধবৃত্তাকার ও অনুভূমিক সারির প্যানেল- এই মাঝখানের অর্ধবৃত্তাকার ও অনুভূমিক সারির প্যানেলের ভিতরে পাঁচটি অর্ধবৃত্ত ও তিনটি অনুভূমিক সারি রয়েছে। যেমন– (১) অর্ধবৃত্তাকার প্রথম সারির মাঝখানে নকশাধর্মী গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতিসহ তার দু'পাশে রূপায়িত হয়েছে মা কালীর প্রতিকৃতি চক্র, নটরাজের মূর্তি, ভেনাস অব উইলেনডর্ফের ভাস্কর্য, চাইনিজ ইয়িন ও ইয়াং প্রতীক, প্রায়োরি অফ সায়োন প্রতীক, ত্রিশূল চক্র বা Helm of Awe, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চোখের গুচ্ছ নকশা, ছোট রেখার সমন্বিত নকশা, টেক্সচারধর্মী নকশা ইত্যাদি। (২) অর্ধবৃত্তাকার দ্বিতীয় সারির মাঝখানে নকশাধর্মী আয়ভাজি পদ্ম প্রতীক (Lotus Icon) সহ তার দু'পাশে রূপায়িত হয়েছে জীবনবৃক্ষ প্রতীক, ফুল-মণ্ডলা প্রতীক, মণ্ডলা প্রতীক, মায়া সভ্যতার রাজার মুখাকৃতি প্রতীক, ক্রীটদেশীয় গোলকধাঁধা প্রতীক (Labyrinth Symbol), দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চোখের গুচ্ছ নকশা, টেক্সচারধর্মী নকশা, বৃত্ত ও আঁকাবাঁকা রেখার সমন্বিত নকশা ইত্যাদি। (৩) অর্ধবৃত্তাকার তৃতীয় সারির মাঝখানে নকশাধর্মী মিশরীয় দেবতা হোরোসের চোখসহ তার দু'পাশে রূপায়িত হয়েছে মায়া সভ্যতার মানুষের মুখাকৃতি প্রতীক, মায়া সভ্যতার মাছের প্রতীক, গোলাকার মণ্ডলা, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চোখের গুচ্ছ নকশা, টেক্সচারধর্মী নকশা, বৃত্ত ও আঁকাবাঁকা রেখার নকশা ইত্যাদি। (৪) অর্ধবৃত্তাকার চতুর্থ সারির মাঝখানে ইহুদি ও ইসলাম ধর্মীয় প্রতীক হামসা (Hamsa) সহ তার দু'পাশে রূপায়িত হয়েছে বাংলার লোকজ ঘোড়ার মোটিফ, লোকজ সাইকেল আরোহী মোটিফ, বিন্দুযুক্ত সর্পিল প্রতীক, পারস্যের ডানাওয়ালা সিংহের প্রতীক, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চোখের গুচ্ছ নকশা, টেক্সচারধর্মী নকশা ইত্যাদি। (৫) অর্ধবৃত্তাকার পঞ্চম সারির মাঝখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামসহ তার দু'পাশে রূপায়িত হয়েছে ভিডিও ক্যামেরার প্রাথমিক নকশা, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চোখের গুচ্ছ নকশা ও টেক্সচারধর্মী নকশা ইত্যাদি। (৬) অনুভূমিক প্রথম সারিতে রূপায়িত হয়েছে "Department of Television, Film and Photography" শিরোনামে ইংরেজি-লিপি। (৭) অনুভূমিক দ্বিতীয় সারিতে রূপায়িত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক চোখের গুচ্ছ নকশা। (৮) অনুভূমিক তৃতীয় সারিতে রূপায়িত হয়েছে বিদ্যাদেবী সরস্বতীর প্রতিনিধি স্বরূপ দুটি রাজহাঁসের নকশাচিত্র।

পরিশেষে বলা যায়, ফলকের দ্বিমাত্রিক তলে বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে স্বল্প রিলিফের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনায় সকল বস্তুই নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন– বিভিন্ন শক্তির চক্র ও প্রতীক চিহ্ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের নামসহ বিভিন্ন নকশা ফ্ল্যাট উপস্থাপনায় যথাযথ চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে নকশাধর্মী শৈলীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**ফলকের নান্দনিক উপাদান ও নীতি :** 'Unifying Vision' শিরোনামের এই পোড়ামাটির ফলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও ইংরেজি লেখা 'Department of Television, Film and Photography' এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তার চারিপাশে উলম্ব, অনুভূমিক ও অর্ধবৃত্তাকার মোটা রেখা আকারের বিভিন্ন সারিতে বিভিন্ন শক্তিচক্র, বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক এবং ছোট রেখা-বৃত্তাকার ডটের নকশাকে এক সাথে স্থাপনের মাধ্যমে এক দৃষ্টিনন্দিত সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল (order) ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এবং বিভিন্ন অর্থপূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন বস্তুর আকার, গঠন, রিলিফের পুরুত্ব, বুনট, স্থান ইত্যাদি উপাদানের সুবিন্যস্ত বিন্যাস ও প্রতিটি বস্তুর সঠিক আয়তন (size) ও

অনুপাত (proportion) যা পরস্পরের সাথে মেলবন্ধনের মাধ্যমে একটি শিল্পবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল ছন্দায়িত নকশাধর্মী ঐক্য (unity) তৈরি করেছে। বিশেষ করে একই জমিনের ওপর বিভিন্ন সারিতে আলাদা আলাদা ভাবে অনেক বিষয় ও বস্তুকে একত্রে দেখার জন্য ব্যাপক মাত্রার বৈচিত্র্যময়তা (variety) লক্ষ্য করা যায়। আবার বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন রঙ-রেখা-আকৃতির 'Unifying Vision' কেন্দ্রিক অর্থপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের একত্রে উপস্থাপন যা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিনন্দিত সামঞ্জস্য বা ঐকতান (harmony) ও নকশাধর্মী পরিপক্ষ ভারসাম্যের (balance) মাধ্যমে পোড়ামাটির ফলকের নতুন শৈল্পিক পরিভাষার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে সাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন রঙের অর্থপূর্ণ শক্তিচক্র ও সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন এবং বিভিন্ন নকশাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও ইংরেজি ভাষায় বিভাগের নাম ইত্যাদি একত্রে উপস্থাপনে 'Unifying Vision' শিরোনামের সার্থকতা খোঁজে পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায়, এই পোড়ামাটির ফলকে শিল্পের নান্দনিক নীতির সকল বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়েছে।

**ফলকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ও নান্দনিকতা :** প্রায় ৬ বছর পূর্বে নির্মিত এই পোড়ামাটির ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন ধর্মে ব্যবহৃত চক্র, অলংকৃত নকশা এবং বিভিন্ন সভ্যতার প্রতীক চিহ্নসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের ইংরেজি নাম ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি নকশাভিত্তিক অলংকৃত রঙিন চিত্র। উপরিউক্ত নকশাচিত্রের মধ্যে বৈশ্বিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, বৈশ্বিক ধর্ম, ঐশ্বরিক শক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শান্তি, প্রগতি, অহিংসা, করুণা, সংহার, সময়, মুক্তি, মায়া, ক্ষমতা, মাতৃত্ব, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পরমেশ্বর, পবিত্রতা, প্রজনন ক্ষমতা ও উর্বরতা, অন্ধকার ও উজ্বল, রহস্যময়, সুরক্ষা, দৃষ্টি, অনন্ত জীবন, পুনর্জন্ম, আধ্যাত্মিকতা, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, মানবতা, জীবন-জটিলতা-অনুসন্ধান-পথ, প্রাচুর্য, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, আশীর্বাদ, ফাতিমার হাত, গতি, নিরাময়, সৃজনশীল শক্তি, প্রজ্ঞা, ধারণা, অভিভাবকত্ব, সাহস ও স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, পৌরাণিক, ধর্মপ্রচারক, ভারসাম্য, প্রতিবন্ধকতা, যোগ বিয়োগ, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, ঐতিহ্যের ধারক, প্রকৃতি, পশুপাখি, দৈনন্দিন জীবনের উপাদান, বন্ধুত্ব, লোকজ সংস্কৃতি, উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, ঘটনা ধারণ ও সংরক্ষণ, অভিজ্ঞতা, ভিজ্যুয়াল আর্ট, মিডিয়া, বিনোদন, নজরদারি, দীর্ঘস্থায়ী, প্রেম ও বিশ্বস্ততা, নমনীয়, বিশ্বাস, জ্যামিতিক নকশা-শৈলী ইত্যাদির প্রতীক হিসেবে চিত্রগুলো রূপায়িত হয়েছে।

**ফলকে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত নান্দনিক আলোচনা :** টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের ফলকটিতে বিভিন্ন ধর্মীয় চক্র, শান্তির প্রতীক এবং দেবতা সম্বলিত প্রাচীন সভ্যতার দর্শন ভাবনাও ফুটিয়ে তুলেছে। এখানে ষড়ঙ্গের নীতি সম্পর্কিত ধারণা এই ফলকে বিশেষভাবে কাজ করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভাব-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখেছেন– "রূপের বেলায় শাস্ত্রকার বললেন 'রূপভেদাঃ'–লক্ষ্য রইল রূপে রূপে ভেদ নির্দেশ করা। মান পরিমাণের বেলায় তেমনি বললেন 'প্রমাণানি'–বহুবচন দিয়ে নির্দেশ করা হল ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য বহু প্রমাণ। ভাবের বেলায় বললেন 'ভাব যোজনম্'–রূপকে ভাবে সঙ্গে যুক্ত করা চাই, ভাব যোজনা করতে হবে রূপে।"[৯৯]

অর্থাৎ রূপের দর্শন এবং সেই রূপকে ভাবের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে এই পোড়ামাটির ফলকে ষড়ঙ্গের প্রথম এবং তৃতীয় নীতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ফলকে প্রমাণ সদৃশ্য রূপের ভিন্ন ভিন্ন গুণাগুণ ও সমাজ ভাবনার চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে যেখানে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় নীতি "প্রমাণ"-এর প্রয়োগ বিধান সার্থক হয়েছে এবং পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্যগুণ প্রকাশিত হয়েছে।

---

৯৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাব', *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), ২৭২।

**ফলকে ইজমের প্রভাব :** আলোচ্য এই ফলকের ওপর উৎকীর্ণ হয়েছে শক্তি চক্র, সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের নাম ইত্যাদিসহ বিভিন্ন নকশার সমন্বিত চিত্র। যার বহিরঙ্গনের অঙ্কন রীতি নকশাধর্মী শৈলীতে রূপায়িত হলেও এখানে আরো দুই ধরনের ইজমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ফলকে উপস্থাপিত বিভিন্ন শক্তি চক্র ও সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও বিভাগের নাম ইত্যাদি মোটিফগুলো একত্রে পরস্পরের মেলবন্ধনের মাধ্যমে নকশাকেন্দ্রিক অর্ধবিমূর্ত যে চিত্র তৈরি হয়েছে তারমধ্যে প্রকাশবাদ (expressionism) ধারার অন্তর্নিহিত মর্মকথা সূচিত হয়েছে। যেমন– শিল্পীর আবেগ-অনুভব প্রসূত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ অর্থাৎ শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে নিজের চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছার যে মনোজাগতিক অভিব্যক্তিসমূহ প্রকাশ করেন, যার রূপ দর্শনে দর্শকের হৃদয় আন্দোলিত হয় তার প্রকাশই হলো প্রকাশবাদ ধারার সার কথা। দ্বিতীয়ত, এই ফলকে বিভিন্ন শক্তি চক্র ও সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ও বিভাগের নামসহ বিভিন্ন বস্তু রূপক আকারে উপস্থাপিত হওয়ার কারণে সমগ্র চিত্রের মধ্যে বিশেষ ব্যঞ্জনা, শিল্পকর্মের অর্থ, তাৎপর্যের সৃষ্টি-লয় নিহিত রয়েছে, যা প্রতীকবাদ (symbolism) ধারার মর্মকথাকে সূচিত করেছে। ফলে, যুগপৎভাবে প্রকাশিত ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য একত্রে এক ধরনের অর্ধবিমূর্ত পরিবেশের জন্ম দিয়েছে এবং যে চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাহলো বিশ্বায়নের মাধ্যমে শিক্ষা, একতা, শান্তি, প্রগতি ইত্যাদি।

### ৪.৬ প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী ও পোড়ামাটির ফলক বিশেষজ্ঞদের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*

ঢাকার নগর ব্যবস্থাপনায় সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস রয়েছে। এই নগর সৌন্দর্য প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাসকে ধারণ করেই টিকে আছে। মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপত্যে শৈলী এবং বৃটিশ স্থাপত্য শৈলী এখনও ঢাকা নগরীর সৌন্দর্যের অংশ। এই সকল স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত হয়েছে নানাবিধ বিষয়ের নন্দন বা সৌন্দর্য ভাবনাযুক্ত অনেক পোড়ামাটির ফলক যা ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হয়ে টিকে রয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের ধর্মীয় চেতনার অনুষঙ্গ এবং সামাজিক রীতিনীতির সৃজনশীল অভিপ্রায়গুলোও ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ম্যানিফেস্টু; বাঙালির জীবন-সংগ্রাম, কৃষিভিত্তিক জীবন চর্চা, গ্রাম ও শহর কেন্দ্রিক আধুনিক জীবনের গল্পের দিকগুলো উঠে এসেছে ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে। যেমন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র, তেভাগা আন্দোলনের চিত্র, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছয় দফা আন্দোলন, ভাসানীর নেতৃত্বে কাগমারী সম্মেলন, জেনারেল আইয়ুব খানের পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস ও সত্তরের নির্বাচনের চিত্র, ৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলির চিত্র ইত্যাদি ইতিহাসের প্রমাণ রূপ হিসেবে ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ করেছেন মৃৎশিল্পীরা। আবার ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার অনুষঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– কর্মরত কিষান-কিষানির চিত্র, বাউল গানের চিত্র, নদীতে নৌকায় গুনটানা ও মাঠে ধানকাটার চিত্র, রাখালের গরু চড়ানো-বাঁশি বাজানো-মাছ ধরার চিত্র, গ্রামীণ মহিলাদের প্রসাধনের চিত্র, নারীদের নৃত্যের চিত্র, বেহারা, পালকি ও বধূর চিত্র, কলসী কাঁখে নারী-বেদে নারী-সাপুড়ের সাপের খেলার চিত্র ইত্যাদি। কোথাও কোথাও খেলাধুলাকে কেন্দ্র করেও ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা নগরীর মন্দির এবং এতিমখানা ও হাসপাতালে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ করা হয়েছে; এসব পোড়ামাটির ফলকে ধর্মীয় বিশ্বাসকেন্দ্রিক পৌরাণিক চরিত্র, ক্যালিগ্রাফি, অলংকৃত নকশা ও জ্যামিতিক নকশার উপস্থাপন রয়েছে। যেমন– সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্নের চিত্র, শিব,

* পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীলোকনাথ সম্পর্কিত বিষয়ের চিত্র, বিষ্ণুর দশম অবতারের চিত্র, বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র, ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন চিত্র, পিঠার নকশাচিত্র, পাখির নকশাচিত্র, জামদানি শাড়ির নকশাচিত্র, ত্রিভুজ-বৃত্ত-চতুর্ভুজ-রেখা-অর্ধবৃত্ত-ডায়মন্ডের নকশাচিত্র ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণায় অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং দর্শণগত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানকে যৌক্তিকভাবে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমার গবেষণার বিষয়ে যে ফলাফল প্রত্যাশিত ছিলো তা বিশেষজ্ঞদের মতামতের মাধ্যমে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে।

গবেষণার বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতের সাদৃশ্য থাকলে হ্যাঁ সূচক ধরা হয়েছে। হ্যাঁ সূচক শব্দ গবেষণার বিষয়গত ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে, অনুসন্ধানকে যৌক্তিকভাবে উত্তীর্ণ করেছে এবং ফলাফল নিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করেছে। আমার গবেষণার পদ্ধতি ও অনুসন্ধানের প্রতি বিশেষজ্ঞদের মতামত খুবই যথাযথ এবং সমর্থনযোগ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে ৮২ শতাংশ একই মতামত দিয়েছে, ১৭ শতাংশ প্রশ্নে সহমত পোষণ করে সংযুক্তি দিয়েছে এবং ১ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে ভিন্ন মতামত দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত : বিশেষজ্ঞদের তথ্যনির্ভর আলোচনা এবং যুক্তি উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে গবেষণালব্ধ ধারণাটি প্রমাণসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে এবং আমার গবেষণার ধারণালব্ধ জ্ঞানকে সিদ্ধান্তে পরিণত করতে সহযোগিতা করেছে।

**উপসংহার**

'শিল্প' শব্দের সঙ্গে 'নন্দন' এবং 'নন্দন' শব্দের সঙ্গে 'সৌন্দর্য সৃজন' ও 'আনন্দ লাভ'-এর প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। কোনো সৃষ্টিকর্মকে শিল্পের প্রশ্নে সার্থক হতে হলে তা নান্দনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নান্দনিকতার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞায়ন করা না গেলেও সহৃদয়বানের হৃদয়ে যে সৃষ্টি সুন্দর বলে উপলব্ধ হয় এবং যা তাঁকে আনন্দ দেয়, সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সুন্দর ও আনন্দদানের সেই উপাদানকেই সহজ কথায় নান্দনিকতা বলা যায়। এই নান্দনিকতাসমৃদ্ধ সৃষ্টিকর্মকেই শিল্প বলা হয়। শিল্পকে মোটাদাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়–এক. চারুকলা; দুই. কারুকলা। মাটি দ্বারা নির্মিত সকল শিল্পকর্ম চারু ও কারুকলার অন্তর্ভুক্ত।

শিল্পকর্মের নান্দনিকতা নির্ভর করে ব্যবহৃত উপাদান ও বিন্যাসের পরিমিতিবোধের ওপর। চারুকলার অন্তর্ভুক্ত পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত চিত্রের বিভিন্ন শৈল্পিক উপাদান (রেখা, আকৃতি, ফর্ম, মান, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি) কতগুলো নান্দনিক নীতিকে অনুসরণ করে চলে। যথা–সুশৃঙ্খলা (Order), অনুপাত (Proportion), ঐকতান (Harmony), ভারসাম্য (Balance), আয়তন (Size), ঐক্য (Unity), বৈচিত্র্যময়তা (Variety) ইত্যাদি। ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোর অলংকৃত চিত্রের নান্দনিক সৌন্দর্যগত উপাদানগুলোর সাথে ফলকগুলোর অলংকৃত চিত্রের আকৃতি, ফর্ম, রেখা, বুনট, স্পেস এবং বিভিন্ন করণ-কৌশল জড়িত রয়েছে।

ফলকগুলোর ধরনের মধ্যে রয়েছে গ্রুপ পোড়ামাটির ফলকের অন্তর্ভুক্ত স্বল্প রিলিফ পদ্ধতি ও উচ্চ রিলিফ পদ্ধতি, নিয়মিত আকৃতি ও অনিয়মিত আকৃতি, অনুভূমিক আকৃতি, উল্লম্ব আকৃতি, চতুর্ভুজ আকৃতি প্রভৃতি। ফলকের শৈলীর মধ্যে বাস্তবধর্মী শৈলী ও নকশাধর্মী শৈলী, জ্যামিতিক শৈলী, লোকজধর্মী শৈলী, কোলাজ আকারে নির্মিত ফলক ইত্যাদি। তবে ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে বাস্তবধর্মী ও নকশাধর্মী শৈলীর ব্যবহারই বেশি লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক উপাদানের মধ্যে রেখা, ফর্ম, আকৃতি, মান, বুনট, পুরুত্ব,

স্থান, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি রয়েছে। কোনো কোনো ফলকে রেখাচিত্রের প্রাধান্য বজায় রেখে অন্যান্য উপাদানের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বাস্তবধর্মী শৈলীতে বাস্তব বিষয় ও ভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লোকজ শৈলীতে লোকজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে, যেখানে নকশা ও প্রতীকেরও ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নান্দনিক উপাদানের সমন্বয়ও লক্ষ্য করা গেছে। তবে বুনট, পুরুত্ব ও উপাদানের অনুপাতগুলো এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নকশাধর্মী শৈলীর ফলকগুলোতে বিমূর্ত উপস্থাপনা এবং জ্যামিতিক শৈলীর ফলকে রেখাচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। নান্দনিক নীতির বিষয়ে ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে প্রায় অভিন্ন নীতির বৈচিত্র্যধর্মী ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ নান্দনিক নীতিগুলোর ব্যবহার প্রায় প্রতিটি ফলকেই উপস্থিত রয়েছে, তবে ধারাবাহিকতা কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ফলকগুলোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

যেসব ইজমের প্রভাব ফলকগুলোতে বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রতীকবাদ, প্রকাশবাদ ইত্যাদি। বাস্তব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে লক্ষ্য করা গেলেও তা জীবনঘনিষ্ট করার প্রসঙ্গেই প্রকৃতিবাদকে আশ্রয় করেছে। আবহমান বাংলার জীবন ও রূপকে ধারণ করার তাগিদে ভাববাদী আবহ জড়িত হয়ে গেছে। প্রতীকবাদের ব্যবহার ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ধারণ করার জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, তবে আবহমান বাংলার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রতীকবাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক শিল্পকলার প্রকাশবাদও তার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

ঢাকার নগর স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকে প্রাচ্য শিল্প নন্দনতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ষড়ঙ্গের প্রভাবও সুস্পষ্ট। প্রতিটি ফলকেই ষড়ঙ্গের ছয়টি নীতির একটি, দুটি কিংবা তিনটি, কখনো কখনো চারটি নীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ষড়ঙ্গের ছয়টি নীতির মধ্যে যে নীতি প্রাধান্য বিস্তার করে, শিল্পকলার শ্রেণি তার উপরই নির্ভর করে। যেহেতু পোড়ামাটির ফলক মূলত একরঙের, সেহেতু বর্ণিকাভঙ্গ নীতির প্রয়োগ সবচেয়ে কম লক্ষ্য করা গেছে এবং রূপভেদ-ভাব-লাবণ্য এই তিন নীতির আধিক্য ফলকগুলোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে বিশেষজ্ঞ মতামতে অধিকাংশই বাণিজ্যিক ও নান্দনিক শোভাবর্ধনে ঢাকায় পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই পোড়ামাটির ফলকের শিল্প/নির্মাণ সাফল্যের জন্য শিল্পীর বিষয় নির্বাচন, উপকরণ প্রস্তুত, নির্মাণ কৌশল, মোটিফ, কম্পোজিশন, পোড়ানো, ফলক স্থাপনের স্থান ইত্যাদি পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদির সমন্বয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন। তবে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আধুনিক শিল্পচিন্তাকে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকেও পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে প্রযুক্ত করার তাগিদ অনুভব করেছেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

# উপসংহার

## ভূমিকা

শিল্প সমাজের সৃষ্টিশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিল্পচর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো পোড়ামাটির ফলক। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রে সমাজ ও বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়, যা সমকালকে জারিত করে ইতিহাসে অংশ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এই ফলকের স্রষ্টার শিল্পবোধের পরিচয়ও বহন করে। পোড়ামাটির ফলক তাই ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে নিজেও হয়ে ওঠে তার অংশ। যেকোনো শিল্পকর্মের নান্দনিকতা নির্ভর করে তার বিষয় ও করণকৌশলের সুষম সমন্বয়ের উপর। ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে প্রতিফলিত সময়-সমাজ-ঐতিহ্যের গুরুত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি তার নির্মাণকৌশলও গুরুত্ব বহন করে চলেছে। *ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক(১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ Terracotta Plaques in the Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis* গবেষণাকর্মে সে কারণেই নান্দনিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকের বিষয় ও নির্মাণশৈলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে পোড়ামাটির ফলকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য, তৃতীয় অধ্যায়ে ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের উপাদান, উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল, চতুর্থ অধ্যায়ে নান্দনিকতা বিশ্লেষণ এবং এই অধ্যায়ে গবেষণার উপসংহার, অতীত ও বর্তমান সময়ের ফলকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, গবেষণার প্রায়োগিক দিক ও পরবর্তী সম্ভাবনা ও সুপারিশমালা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## ৫.২ পোড়ামাটির ফলক : উৎস, ইতিহাস ও শিল্প-নন্দনতত্ত্বের বিবর্তন

পোড়ামাটির ফলক শব্দটি ইংরেজি Terracotta Plaque শব্দ থেকে গৃহীত। দক্ষিণ এশিয়ার স্থাপত্য-ঐতিহ্যে এই শিল্পমাধ্যমের বিস্তৃত প্রয়োগ থাকলেও আধুনিক শিল্প-নন্দনতত্ত্বে এটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপ হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে। স্থাপত্যের দেয়ালে বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে এটির প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি গড়ে উঠলেও সময়ের বিবর্তনে পোড়ামাটির ফলক একক শিল্পকর্ম হিসেবেও শিল্পীমহলে উচ্চমূল্যায়ন লাভ করেছে। বিশেষত বেজ-রিলিফ (Bas-relief) পদ্ধতিতে নির্মিত হওয়ার কারণে ফলকশিল্পের গঠন কাঠামো স্বভাবতই ভাস্কর্যের প্রচলিত রূপ থেকে আলাদা এক নান্দনিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। ভাস্কর্য যেখানে পূর্ণত ত্রি-মাত্রিক, সেখানে রিলিফ শিল্প দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠতলে ত্রিমাত্রিক ভঙ্গি সৃষ্টির মাধ্যমে এক অনন্য দৃশ্যমান রূপ নির্মাণ করে। পোড়ামাটির ফলক সাধারণত দুইভাবে শ্রেণিবদ্ধ–

১. একক পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক

২. সমষ্টিগত বা গ্রুপ পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক

এই শ্রেণিগত ভিন্নতার ভেতরে এর বিষয়বস্তুতে দেখা যায় বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। দেব-দেবীর মূর্তি ও ধর্মীয় আখ্যান থেকে শুরু করে কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন, লোকাচার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পশুপাখি, গাছপালা,

ফুল-লতা-গুল্ম, জ্যামিতিক নকশা এবং প্রকৃতির দৃশ্য-সবই পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে। ফলে এ শিল্পের বিষয়গত বিস্তার সামাজিক-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার এক অনবদ্য দলিল হিসেবে বিবেচ্য।

### ৫.২.১ প্রাগৈতিহাসিক উৎস ও প্রাচীন নিদর্শন

পোড়ামাটির শিল্পের ইতিহাস অনুসরণ করতে হলে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত তার শেকড় অনুসন্ধান করতে হয়। মানবসভ্যতার উৎপত্তি-বীক্ষণে এই মৃৎশিল্প অন্যতম প্রামাণ্য উৎস। ইতিহাসবিদদের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ২০-২৫ হাজার বছরের প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা মানবজাতির নান্দনিক প্রবৃত্তি ও ধর্মীয় প্রতীকের আদি প্রয়াস নির্দেশ করে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বেলুচিস্তানের মেহেরগড় এবং সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো খ্রিষ্টপূর্ব সাত থেকে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। যা নির্দেশ করে এ অঞ্চলের মানুষ কেবল উপকরণ তৈরির দক্ষতাই নয়, শিল্পসম্মত প্রকাশের সক্ষমতাও অর্জন করেছিল।

বাংলাদেশ অঞ্চলের বগুড়া, পাহাড়পুর, কুমিল্লা, সাভার, বাগেরহাট, রাজশাহী ও সোনারগাঁওসহ বহু প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক বাংলার প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। এ ফলকগুলো সাধারণভাবে দুই রূপে পাওয়া যায়–

১. স্থাপত্যে সংযুক্ত বৃহৎ পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক

২. ক্ষুদ্রাকৃতির সিলমোহর বা মিনিয়েচার পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক

### ৫.২.২ মৌর্য থেকে কুষাণ যুগ : শিল্প-নন্দনতত্ত্বের পরিবর্তন

মৌর্য যুগের ফলকে মূলত প্রতীকী চিত্ররূপে রাজকীয় ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। শুঙ্গ যুগে এসে প্রতীকের আধিপত্য কমে লৌকিক ভাবনাচিন্তা ও দৈনন্দিন জীবনের মূর্ত প্রতিফলন দেখা যায়। শুঙ্গ শিল্পীরা সাধারণত ফলকের গায়ের সম্পূর্ণ অংশ বিষয় বা নকশা দ্বারা অলংকৃত করতেন কিন্তু কোনো অংশ ফাঁকা রাখতে চাইতেন না, ফলে তাঁদের ফলকগুলো ছিল তথ্যবহুল ও বহুস্তরীয় বিন্যাসসঞ্জাত। এই যুগের শিল্পে আদিম, লৌকিক ও ধ্রুপদি–এই তিন ধারার চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

কুষাণ যুগে পোড়ামাটির শিল্পগ্রন্থি এক নতুন আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। গ্রেকো-রোমান শিল্পের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিল্পপরম্পরার এক সংমিশ্রণ দেখা যায়। এ সময় মানবদেহের গঠন, ভঙ্গিমা ও অনুপাতের প্রতি শিল্পীদের গভীর মনোযোগ ছিল লক্ষণীয়, পাশাপাশি প্রাণিজগত ও প্রকৃতির বর্ণনাও ফলকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ত্রিভঙ্গ বা অভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান মূর্তির প্রচলন এ সময়েই সুসংহত হয়।

### ৫.২.৩ গুপ্ত যুগ : ধ্রুপদি শিল্পের এক বিকাশপর্ব

শিল্পকলার ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে ধ্রুপদি বিকাশের শীর্ষকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সারনাথ এ সময়ের শিল্পকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। গুপ্তযুগের পোড়ামাটির ফলক মূলত দুই প্রবণতায় বিন্যস্ত–

১. ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির চিত্ররূপ এবং
২. সাধারণ বিষয়বস্তু বা সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয়সমৃদ্ধ নির্মিত ফলক

গুপ্ত যুগের ধ্রুপদি শিল্পশৈলী পরবর্তী পাল, দেব-চন্দ্র, সেন যুগে স্থানীয় লৌকিকতার সমন্বয়ে পোড়ামাটির ফলকের শৈলীর রূপ নেয়। অর্থাৎ গুপ্ত যুগের ধ্রুপদি শৈলীই পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হয়ে যায়। গুপ্ত পরবর্তী যুগগুলোতে পোড়ামাটির ফলকগুলো ক্রমশ হয়ে ওঠে সরল, গতিশীল, কমনীয়, মার্জিত ও প্রাণবন্ত। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে সাধারণ লোকশিল্পীরা করণ-কৌশলের জ্ঞান যে তাঁদের কর্মে প্রয়োগ করেছিল, তার প্রমাণও এ-যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্থানীয় লোকশিল্পীদের প্রজন্ম পরম্পরাগত করণ-কৌশল এ সময় শিল্পীসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটায়।

৫.২.৪ সুলতানি ও মোগল আমল : রূপান্তর ও রুচিবোধের পরিবর্তন

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক পরিবর্তন এই অঞ্চলের শিল্পকলায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। সুলতানি আমলে পোড়ামাটির দুটি প্রকৃষ্ট ধারা সৃষ্টি হয়েছিল–

১. খোদাই করা বা কাটা পোড়ামাটির ইট এবং

২. অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক

ধর্মীয় কারণে মানুষ বা প্রাণীর নিখুঁত প্রতিকৃতি ধারণ নিরুৎসাহিত ছিল এই সময়ে। ইসলামি আধ্যাত্মিকতার নতুন বাতাবরণে এই সময়ের পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ ছিল। তৎকালে নির্মিত বিভিন্ন মসজিদের গায়ে যার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ধরা পড়ে। ইসলামি স্থাপত্যের খিলান, কুলুঙ্গি, শিলিং, গম্বুজ, মিনার, দেয়াল ইত্যাদি নানা জায়গায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে প্রস্ফুটিত ফুল, নানা রকম ফল, লতা গুল্ম, প্রদীপ, দাবার নকশা ইত্যাদি চিত্র ধরা পড়েছে। মোগল আমলের পোড়ামাটির ফলকে উদারনীতির সাক্ষ্য মেলে। মোগল আমলে যে দুই ঘরানার পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়, তা একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের মসজিদের স্থাপত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, অপরদিকে সনাতন ধর্মের মন্দির স্থাপত্যে ধরা পড়েছে।

৫.২.৫ ঔপনিবেশিক যুগ ও পতনের কারণ

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর প্রকট প্রভাব পড়ে। এ সময় ইউরোপীয় জর্জিয়ান স্থাপত্য এবং ইন্দো-ইসলামিক শৈলীর সঙ্গে জর্জিয়ান শৈলীর মিশ্রণে নতুন সংকর স্থাপত্যরীতি গড়ে ওঠে। শিল্পবিপ্লবের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক মন্দাভাবের কারণে সস্তা উপকরণের প্রতি জনগোষ্ঠীর আগ্রহ বাড়ায় পোড়ামাটির শিল্প ক্রমশ অবহেলিত হতে থাকে। ফলে এর ব্যবহার সীমিত হয়ে যায় এবং প্রথাগত ফলকশিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে ধাবিত হয়। বিশেষত ১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় তেমন উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, পোড়ামাটির ফলক দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প-ঐতিহ্যে শুধু অলংকরণের উপাদান নয়, বরং সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ধারাবাহিক প্রতিফলন ধারণ করে আছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত প্রতিটি পর্বে এই শিল্পের রূপ, বিষয়, কৌশল, উপাদান ও নন্দনতত্ত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। আর সেই পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

## ৫.৩ ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়-বৈচিত্র্য

ঢাকা শহরের নামকরণ, এর প্রাচীনতা ও ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত মতভেদ নগরটির দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের প্রমাণ বহন করে। ঐতিহাসিক সূত্র ও স্থাপত্য নির্ভর নিদর্শন একসঙ্গে বিবেচনায় আনা হলে দেখা যায়–ঢাকা কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়; এটি এক বহুস্তরীয় স্মৃতি-নগরী, যেখানে বিভিন্ন যুগের শিল্প ও নির্মাণশৈলী একত্র হয়ে একটি স্বতন্ত্র নগরজীবনের প্রতিচ্ছবি গঠন করেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে যে-ঢাকা চিহ্নিত করা হয়, সেই নগরীর স্থাপত্যরূপ ও শৈলীর মধ্যে দেশ ও সমাজের অতীত-বর্তমানের বহুতর সংমিশ্রণ দেখা যায়; তারই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত উপাদান হলো–পোড়ামাটির ফলক (terracotta plaques) বা অলংকৃত টেরাকোটা ফলক।

সাধারণ অর্থে স্থাপত্য বলতে আমরা যেকোনো স্থাপনা নির্মিত বস্তু, নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ বা স্থাপনা নির্মাণকে বুঝাই। কিন্তু স্থাপত্যশিল্পী ও স্থাপত্যতাত্ত্বিকদের কাছে স্থাপত্যের ধারণা আরও সংকীর্ণ ও পদ্ধতিগত : এটি পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবহারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা মাফিক প্রযুক্তিগত নির্মাণ, যা নান্দনিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক কার্যকারিতাকে সমন্বিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলককে কেবল অলংকার বা শৈল্পিক রূপেই দেখা সম্ভব নয়–এটি একটি সমাজ সংস্কৃতিগত প্রথা, ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং নান্দনিক প্রত্যয় একসঙ্গে বহনকারী উপকরণ।

ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস সুপ্রাচীন। অতীতের বিভিন্ন সময়ে গৃহস্থালি, ধর্মীয় ও দৃষ্টিনন্দন শিল্পের অংশ হিসেবে এই ফলকের ব্যবহার চালু ছিল। আধুনিক নগর নির্মাণ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থাপত্যেও ঐতিহ্যগত এই উপাদান ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; ফলে নগরীর ভৌত রূপে এটি একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বন্ধনের কাজ করেছে–অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে।

### ৫.৩.১ ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকের বিষয়–বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের জন্য অধ্যয়ন করা নির্মাণসমূহ

ঢাকা শহরের স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের বিষয়বৈচিত্র্য নিরীক্ষা করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান, স্মৃতিসৌধ ও নির্মাণগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–বাংলাদেশ টেলিভিশন, হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেন্টার, স্বাধীনতা স্তম্ভ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), পুরাতন পরিবেশ ভবন, হোটেল রাজমনি, ঈশাখাঁ ভবন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি বিভাগের অডিটোরিয়াম, বাংলা একাডেমির 'মোদের গর্ব মোদের ভাষা' ভাস্কর্যের বেদি, মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, টাকা জাদুঘর, স্বাধীনতা টাওয়ার, জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, ঢাকা ক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরামিক বিভাগ, নগর ভবন, নভোথিয়েটার, ঢাকা, পুরান ঢাকার আজহার মার্কেট, পরিসংখ্যান ভবন, সমাজসেবা ভবন, ইউজিসি ভবন, সেনাকুঞ্জ কনভেনশন সেন্টার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের চত্বর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ভবন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা হোটেল, সিসিআইসি ভবন, জগন্নাথ হল শিব মন্দির, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

এই তালিকার অধিকাংশ স্থাপত্যেই পোড়ামাটির ফলক প্রয়োগের ধরন, থিম ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তালিকার বাইরেও ঢাকার সম্ভাব্য সকল পোড়ামাটির ফলক পরীক্ষা করা হয়েছে।

৫.৩.২ ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের বিষয়ভিত্তিক ধারা

তথ্য বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ ঢাকায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে তিনটি বিশিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ধারা শনাক্ত করা হয়েছে–প্রতিটি ধারায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য, প্রতীকী অর্থ ও নকশাগত উপাদানের দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই ধারাগুলো হলো–

ক) ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক চিত্রাবলি;

খ) ধর্মীয় অনুষঙ্গের চিত্রাবলি;

গ) নকশাভিত্তিক অলংকরণমূলক চিত্রাবলি।

৫.৩.২.১ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও আবহমান বাংলা-বিষয়ক ফলক

এই বিভাগে যে ফলকগুলো পড়েছে, সে সমস্ত ফলকে বাংলাদেশ তথা বাংলা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা, কৃষিনির্ভর সামাজিক প্রথা ও বিশেষত মহান ভাষা আন্দোলনসহ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও দৃশ্যকাব্য ফুটে উঠেছে। এখানে সংকলিত চিত্রগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়–

ভাষা আন্দোলন : শৃঙ্খলামুক্ত বাংলাভাষা, মৃত সন্তানের লাশ কোলে দণ্ডায়মান মা, পাকিস্তানি পুলিশ কর্তৃক আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি বর্ষণ, লাশ নিয়ে মিছিল, জিন্নাহর ভাষণ, ছাত্র জনতার প্রতিরোধ, শহিদ মিনার, প্রভাতফেরি ইত্যাদির চিত্র।

মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের দৃশ্যকাব্য : মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম, মিটিং, ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধা ও পাকস্তানি বাহিনীর সম্মুখ সমর ও বিজয়ের স্মৃতিনির্ভর চিত্র।

স্বাধীনতার সময়ের অগ্নিগর্ভ মুহূর্ত : বনে-জঙ্গলে টর্চ লাইটের আলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের বৈঠক, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত সেবিকা, বীরাঙ্গনার দুঃখ-উদ্বেগ ও ত্যাগের ছবি।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবন : তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি, হুক্কাপানরত কৃষক, গ্রামীণ মহিলাদের প্রসাধন, নারীর চরকায় সুতা কাটার দৃশ্য, গ্রামীণ বাংলার নদী-নৌকার গুনটানা ও ধানকাটার চিত্র।

লোকজ সংস্কৃতি ও নৃত্য-সঙ্গীত : বাউল গান, মনিপুরী নৃত্য, নানা নৃত্যশৈলীর ফিগারেশন, গ্রামীণ খেলা ও ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া-বিষয়ক চিত্র।

জনজীবন ও গৃহায়ণ : গ্রামীণ সুখী পরিবারের চিত্র, শিশুর সঙ্গে মায়ের খেলা, কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প (বাঁশের মোড়া, তাঁতের কাপড়, মৃৎশিল্প)।

প্রকৃতি ও বনজ জীবন : সুন্দরবনের ভিতরে হরিণের দৌড়, মাছ ধরার দৃশ্য, বন্যপ্রাণীর চিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম ও অর্থনৈতিক চিত্রণ : চা-শ্রমিকের কর্মকাণ্ড, রাখালের গবাদি পশু চালনা, বাজার-বিক্রি ও টাকার সিন্দুক ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় যে, ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির চিত্রই তুলনামূলকভাবে বেশি পাওয়া গেছে। ফলে ঢাকার ফলকগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের স্মৃতি এবং জাতীয় ইতিহাসকে পোড়ামাটির ফলকে শৈল্পিক রূপে ধারণ করা হয়েছে।

৫.৩.২.২ ধর্মীয় অনুষঙ্গের চিত্রাবলি ও ঐতিহাসিক চিত্রাবলি

এই শ্রেণির ফলকগুলোতে বিভিন্ন পুরাণের মিথ-কাহিনি, ধর্মীয় আখ্যান, পৌরাণিক কাহিনি, দেব-দেবীর প্রতিকৃতি এবং ধর্মীয় চিহ্নাবলির প্রতীকী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ধর্মভিত্তিক ফলকগুলোর মধ্যে পাওয়া যাওয়া উপাদানগুলো হলো–

ইসলামিক উপস্থাপনা : সূরা 'আররাহমান'-এর প্রথম আয়াত ও তার সাথে ফুল-কলি-পাতা-ব্যাঙের ছাতা-মেঘের ভেলা-পানির ঢেউয়ের চিত্র, কোরআনের অন্যান্য বেশ কিছু আয়াতের আরবি ক্যালিগ্রাফি ও প্রতিটি ক্যালিগ্রাফিকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে একই ধরনের ইন্টারলকিং শৈলীর নকশাচিত্র, হামসা, ফাতিমার হাত, মসজিদসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিত্র ইত্যাদি।

হিন্দু ধর্মীয় চিত্রাবলি : মঙ্গল ঘট, স্বস্তিকা চিহ্ন, দেবী দুর্গা ও কালীর মুখাবয়ব, মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন, অলংকৃত ঢোলক, গণেশের মুখ, সংস্কৃতলিপি ওম, কীর্তনের দৃশ্য চিত্র, শিব-দুর্গা-গণেশ-কার্তিকের নানা রকমের চিত্র, নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম-রাম-কল্কি অবতারের চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, কালীয় নাগ দমন চিত্র, শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের নানান লীলার চিত্র, নৌকাবিলাস-রাসলীলার চিত্র, বিষ্ণুর চিত্র ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ধর্মীয় চিত্র : বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যানী মুদ্রায়-ধর্মচক্র মুদ্রায়-অভয় মুদ্রায়-ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন গৌতম বুদ্ধের চিত্র, প্যাগোডা ও আনুষঙ্গিক বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন চক্রসহ বিভিন্ন উপকরণের চিত্র।

খ্রিষ্টধর্মীয় চিত্র : খ্রিষ্টধর্মের গির্জাসহ কিছু প্রতীকী চিত্র।

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রতীকী চিত্র : ভেনাস অব উইলেনডর্ফের চিত্র, বাইসনের চিত্র, গুহাচিত্র, আগুন আবিষ্কারের চিত্র, মানুষের ক্রমবির্বতনের চিত্র, আদিম মা শিশুর চিত্র, রাজা ফারাও-এর চিত্র, রানি নেফারতিতির চিত্র, স্টোনহ্যাঞ্জের চিত্র, এমফিথিয়েটারের চিত্র, চাইনিজ ইয়িন ও ইয়াং প্রতীকের চিত্র, জীবনবৃক্ষের চিত্র, প্রায়োরি অফ সায়োন প্রতীকের চিত্র, পারস্যের ডানাওয়ালা সিংহ, গোলক ধাধার চিত্র ও গ্রিক স্থাপত্যের চিত্র ইত্যাদি।

ধর্মীয় ফলকগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতীকধর্মী–এগুলো নির্দিষ্ট আখ্যান বা ধর্মীয় শিক্ষাকে শিল্পরূপে ধারণ করে ও দর্শকের কাছে আধ্যাত্মিক/মিথোলজিক্যাল জগৎকে উন্মোচন করে এবং বাংলায় ধর্মীয়সহ অবস্থান ও সম্প্রীতির বন্ধন নিশ্চিত করে। আবার বৈশ্বিক ধর্ম ও ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বুঝায়।

ঐতিহাসিক চিত্র বা প্রতীকগুলো বৈশ্বিক ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিক দালিলিক চিত্র ধারণ করে আছে।

৫.৩.২.৩ স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয়-সমন্বয়হীনতা

পোড়ামাটির ফলকের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করার পর ফলক ও স্থাপত্যের মধ্যে সমন্বয়-সমন্বয়হীনতার যে চিত্র পাওয়া গেছে, তা সরলরৈখিক নয়। শিল্পকলার বিবর্তনের সাথে সাথে তা পরিবর্তিত হয়ে বহুলাংশে বৃত্তাকার হয়ে গেছে। প্রাচীন তথা প্রথম দিকের স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলক নির্মিত হয়েছে সমন্বয়হীনভাবে। স্থাপত্যে পোড়ামাটির

Dhaka University Institutional Repository

ফলকের স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন তখন ছিল না। এই প্রবণতা দীর্ঘকাল বলবৎ ছিল। কালক্রমে গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে এই সমন্বয়হীতার প্রবণতা হ্রাস পেতে থাকে এবং সুলতানি আমলে এসে স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয় জোরালো হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এসময়ে স্থাপত্যের কোন স্থানে, কীভাবে পোড়ামাটির ফলক স্থাপন করা হবে, তা বিবেচনায় নিয়ে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ করা হতো। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ঢাকার নগর স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, স্থাপত্য ও পোড়ামাটির ফলকের সমন্বয়হীনতা বৃহৎ আকারে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকার নগর স্থাপত্যের নকশার সাথে পোড়ামাটির ফলকের নকশা বা চিত্রের কোনো সাযুজ্যতা নেই। বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগরসভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার আধিপত্য, স্থাপত্য ও ফলকের এমন সমন্বয়হীনতার পরিণতিতে উত্তরণের অন্যতম কারণ।

৫.৩.২.৪ নকশাভিত্তিক পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক

এই ধারা সম্পূর্ণরূপে নকশা ও অলংকরণ-মনোযোগী। এখানে কল্পনাশক্তি ও প্রতীকী রূপ-ভাষার মাধ্যমেই ফলক নির্মাণ করা হয়েছে; বাস্তব আখ্যান নয় বরং দৃষ্টিনন্দন নকশা, জ্যামিতিক বন্ধন, বিমূর্ত ফিগার ও ঐতিহ্যবাহী শৈলীকে কেন্দ্র করে ফলকগুলো নির্মিত হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে পাওয়া যায়–

গ্রামীণ উপাদান-আকৃতি : কুঁড়েঘর, খড়ের পালা, পালতোলা নৌকা, শাপলা ফুল, বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ, লতা পাতা ও ফুল, সূর্য, একতারা ইত্যাদি।

বৈশ্বিক ভাষা : বাংলা, ইংরেজি, হায়ারোগ্লাফিক, হিব্রু, চাইনিজ, রুশ, কোরিয়ান, জাপানিজ, পার্সিয়ান, উর্দু, আরবী বর্ণমালা ও সুমেরীয় ও পার্সিয়ান কিউনিফর্ম ইত্যাদি।

ঐতিহ্যিক টেক্সটাইল ও নকশা : জামদানি শাড়ির পল্লবনকশা, আলপনার ধাঁচ, কড়ির নকশা, নকশাকৃত কুলা।

বিমূর্ত ও জ্যামিতিক ফর্ম : নকশা-ভিত্তিক অর্ধ গোলাকার চিত্র, তারকা, চাঁদ-তারা, জালি নকশা, ইন্টারলকিং প্যাটার্ন, চোখের আকৃতি, বিমূর্ত নৃত্যরত ফিগার ইত্যাদি।

প্রতীকী প্রাণীচিত্র : হাতি, ময়ূর, গরু, ঘোড়া, মাছ, হরিণ ও পাখি ইত্যাদি।

দৈনন্দিন স্মৃতি-চিহ্ন : পদচিহ্ন, নিশান, শঙ্খ-লতা; যা সরাসরি নকশাগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে ফলকে রূপায়িত।

এই ধারা মূলত নান্দনিক উদ্দেশ্য ও স্থানবিশেষের পরিবেশগত রীতিকে সমর্থন করে; ফলে নকশাভিত্তিক ফলকগুলো দৃষ্টিনন্দনতা, ছাপ ও স্থান-পরিচয়ের উপর জোর দেয়।

উপরিউক্ত তিনটি প্রধান বিষয়ভিত্তিক ধারার মধ্যে লক্ষণীয় যে–ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও অলংকৃত নকশার পাশাপাশি ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে যা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে, তা হলো ঐতিহাসিক ও আবহমান বাংলার চিত্রায়ণ। অর্থাৎ মিথের চেয়ে গ্রামীণ-ঐতিহ্যিক জীবনের বহুমাত্রিক বিষয়ের চিত্র ও মহান ভাষা আন্দোলনসহ স্বাধিকার আন্দোলনের নানাবিধ বিষয়ের চিত্র ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এটি নগরিকীকরণ ও আধুনিক স্থাপত্যের মাঝে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ধারণাগুলোর টেকসই উপস্থিতির নির্দেশক। একই সঙ্গে দেখা যায় যে, সরকারি-বেসরকারি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জাতীয় স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে কাজ করে–যা শহরের রূপরেখাকে একটি জ্ঞাত ও পরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড প্রদান করে।

**৫.৪ পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ : মাটি-নির্বাচন, উপাদান প্রস্তুতি ও কারিগরি প্রক্রিয়া**

Dhaka University Institutional Repository

পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ দক্ষিণ এশীয় শিল্প-ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যার মৌলিক ভিত্তি উপাদান হলো মাটি। তবে যেকোনো মাটি দিয়ে নয়, বরং উপযুক্ত গুণসম্পন্ন মাটি নির্বাচন, মাটির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, মাটি প্রস্তুতকরণ এবং উপযুক্ত নির্মাণ কৌশল প্রয়োগ–প্রতিটি ধাপই এ শিল্পের সাফল্যের নির্ধারক। সব ধরনের মাটি দিয়ে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ সম্ভব নয়; শিল্পকর্মের ধরন, কাঠামোগত স্থায়িত্ব, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং নান্দনিক বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে বিশেষ ধরনের মাটি চয়ন করতে হয়। একজন দক্ষ শিল্পী বা নির্মাতা কেবল মাটি নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ থাকেন না; মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, শোষণক্ষমতা, সংকোচনমাত্রা, রূপায়ণযোগ্যতা, আগুন-সহন ক্ষমতা এবং পোড়ানোর তাপমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান–এসব দিক বিচার করে শিল্পকর্মের কাঠামোগত অখণ্ডতা নিশ্চিত করেন। পাশাপাশি ফলকটি যে স্থাপত্য বা দেয়ালে স্থাপন করা হবে, তার ভৌত প্রেক্ষাপট, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ, নান্দনিক সামঞ্জস্য এবং বহিরাবরণগত প্রভাবও বিবেচনায় রাখতে হয়। অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ কেবল কৌশলগত দক্ষতার বিষয় নয়; এটি ভূতত্ত্ব, রসায়ন, নন্দনচিন্তা ও কারিগরি দক্ষতা–এই চার বিষয়ের সম্মিলন।

### ৫.৪.১ মাটির উৎস, শ্রেণিবিন্যাস ও ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

মাটি প্রাকৃতিকভাবে শিলার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ের মাধ্যমে গঠিত হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বাতাস, তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং সূর্যালোকের প্রভাবে শিলার মাইক্রোস্কোপিক ও ম্যাক্রোস্কোপিক পর্যায়ে ভাঙন দেখা দেয়, যার ফলে মাটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন খনিজ উপাদান নিয়ে গঠিত হয়। এই খনিজ সমষ্টির উপস্থিতি–যেমন সিলিকা, অ্যালুমিনা, আয়রন অক্সাইড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি মাটির রং, দৃঢ়তা, দহন-সহনশক্তি এবং রূপায়ণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

### ৫.৪.২ উৎসের ভিত্তিতে মাটির শ্রেণিবিন্যাস

১. প্রাথমিক মাটি : পাহাড়, শিলা বা প্রাথমিক উৎসে গঠিত এবং সেখানেই অবস্থান করে। সাধারণত খাঁটি খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও কঠিনতা বেশি থাকে।
২. মাধ্যমিক মাটি : প্রাথমিক উৎস থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নদী, বন্যা বা বাতাসের মাধ্যমে ভিন্ন স্থানে সঞ্চিত হয়। এ মাটি সাধারণত রূপান্তরিত, অপেক্ষাকৃত মসৃণ এবং মৃৎশিল্পের উপযোগী।

### ৫.৪.৩ মূর্তিশাস্ত্রে মাটির তিন ধরন

মূর্তিশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে মাটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে–

ক. জঙ্গল মাটি শুষ্ক) : দানা খানিকটা বড়, বালুকণাযুক্ত, অপেক্ষাকৃত রুক্ষ।

খ. অনুপ মাটি (স্যাঁতস্যাঁতে) : আঠালো, নমনীয়, রূপায়ণযোগ্যতা বেশি।

গ. মিশ্র মাটি : পূর্বের দুই ধরনের মাটির বিজ্ঞানসম্মত মিশ্রণ; যা মূর্তি নির্মাণ, ফলক নির্মাণ ও অলংকরণ-কার্যে সর্বাধিক উপযোগী।

### ৫.৪.৪ ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে ব্যবহৃত মাটি

ঢাকার স্থাপত্য-অলংকরণে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে প্রধানত চার ধরনের মাটি দেখা যায়–

Dhaka University Institutional Repository

১. এঁটেল মাটি : আঠালো, রূপায়ণে সহজ, ছোট দানাদার।
২. বেলে মাটি : বালুর পরিমাণ বেশি; রুক্ষ হলেও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।
৩. পলি মাটি : মসৃণ, সূক্ষ্ম দানাদার, শুষ্ক হওয়ার পর ফাটল কম ধরে।
৪. দো-আঁশ মাটি : এঁটেল ও বেলে মাটির সমন্বিত গুণাবলিসম্পন্ন।

৫.৪.৫ মাটি প্রস্তুতকরণ : ঐতিহ্য, উপাদান ও রসায়ন

মাটি প্রস্তুতের প্রক্রিয়াটি শুধু মণ্ড তৈরির বিষয় নয়; এটি এক ধরনের রসায়ন-নির্ভর প্রযুক্তি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরত্ন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে–মাটি অবশ্যই পবিত্র স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং পরে পঞ্চগব্য (দুধ, দধি, ঘি, গোমূত্র ও গোবর) সংযুক্ত করে মণ্ড তৈরি করতে হবে। পঞ্চগব্য শুধু ধর্মীয় কারণে ব্যবহৃত হয়নি; আধুনিক গবেষণায় দেখা যায়, এটি প্রাকৃতিকভাবে প্রোটিন, ফ্যাট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান এবং জৈব সংযোজনে সমৃদ্ধ। ফলে মাটি হয় অধিক দৃঢ়, নমনীয় এবং শৈল্পিক রূপায়ণের জন্য উপযোগী। *শিল্পরত্ন* গ্রন্থে পবিত্র স্থান থেকে মাটি সংগ্রহের পর পঞ্চগব্য (দধি, দুধ, ঘি, গোমূত্র ও গোবর) দিয়ে মাটি ভালোভাবে মিশিয়ে মাটির মণ্ড প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত মাটি আগুনে পোড়ানোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক ধরনের মাটি প্রস্তুত করার কথাও উল্লেখ আছে উক্ত গ্রন্থে, যেখানে সংগৃহীত মাটির সাথে বার্লি, গম, মাসকলাই, লাক্ষার নির্যাস, কুমড়া, অয়ম (এক ধরনের চাল), পঞ্চগব্য, তেল ইত্যাদি মিশ্রিত মাটির মণ্ড মাসখানেক রোদে শুকিয়ে তারপর শিল্পকর্মে ব্যবহার করা হতো বলে বলা হয়েছে। *হরিভক্ত বিলাস* গ্রন্থ কিংবা অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থে যেসকল তথ্য পাওয়া যায় তাতে মাটি প্রস্তুত করার অন্যান্য যে উপাদানগুলোর উল্লেখ আছে, তার মধ্যে কাঁকর, খয়ের, খড়ুটি (মাটি ও খড়ের গুঁড়ার মিশ্রণ), তুলুটি (মাটি ও তুলোর মিশ্রণ), তুষুটি (মাটি ও কাঠের গুঁড়ার মিশ্রণ), অর্জুন, কুমকুম, মাখন, ত্রিফলার জল ইত্যাদি অন্যতম।

৫.৪.৫.১ মাটি প্রস্তুতকরণের ধাপসমূহ (বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি)

মণ্ড তৈরির জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়–

১. মাটি সংগ্রহ : অপদ্রব্যহীন, সমজাতীয় ও নমনীয় মাটি নির্বাচন।

২. মিশ্রণ : বিভিন্ন উপাদান সঠিক অনুপাতে সংযোজন।

৩. অপদ্রব্য অপসারণ : পাথর, শেকড়, ধ্বংসাবশেষ অপসারণ।

৪. বায়ু অপসারণ : মাটির ভেতরে আটকানো বায়ু বের করে ফাটল রোধ।

৫. গঠনক্ষমতা পরীক্ষা : চাপ, বাঁক ও রূপান্তর-সহন ক্ষমতা নির্ণয়।

৬. সংকোচন পরীক্ষা : শুকানো ও পোড়ানোর পর মাটির সংকোচন মাত্রা পরিমাপ করা।

৭. লবণাক্ততা দূরীকরণ : দেয়ালে ফলক স্থাপনের পর লবাণাক্তের কারণে ফলক ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া দূর করা।

এই পরীক্ষাগুলো নির্মিত ফলকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও টেকসই ব্যবহারের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে।

৫.৪.৬ ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের নির্মাণকৌশল

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার পোড়ামাটির ফলক প্রধানত আর্থেনওয়ার (Earthenware) শ্রেণির মাটি দিয়ে তৈরি এবং বেজ-রিলিফ (Bas-relief) কৌশলে নির্মিত। নির্মিত ফলকের আকার সাধারণত দুই ধরনের–

১. ১৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য×১৩ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১/১.৫ ইঞ্চি পুরু ফলক এবং
২. এর চেয়ে বৃহৎ আকারের পোড়ামাটির ফলক।

৫.৪.৬.১ নির্মাণের ধাপসমূহ

১. লে-আউট প্রস্তুত : সমতল তলে ফ্রি-হ্যান্ড কিংবা কাগজে অঙ্কিত নকশা ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে মাটিতে ছাপানো।

২. রিলিফ নির্মাণ :

ক) চাকু, মেটাল স্ক্র্যাপার, কাঠের খোদাই-উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে অংশ কাটাকাটি,

খ) নিচু করা বা উচ্চ করা,

গ) মাটির মণ্ড যোগ করে আকৃতি তৈরি,

ঘ) টিপে, পিটিয়ে বা চাপ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত নকশা গঠন,

ঙ) সূক্ষ্মতা আনতে ঘষামাজা।

৩. স্থাপন-উপযোগী প্রস্তুতি :

ক) ফলকের গায়ে প্রয়োজনীয় ছিদ্র তৈরি,

খ) পেছনের অংশে মাটি অপসারণ,

গ) বহিরাবরণগত চাপ বিবেচনায় অতিরিক্ত দৃঢ়করণ।

৪. শুকানো : অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা অপসারণে ধীরগতির শুকানো, যাতে ফাটল সৃষ্টি না হয়।

৫. পোড়ানো : নির্ধারিত তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রিতভাবে পোড়ানো, যাতে ফলক দৃঢ় ও টেকসই হয়।

পোড়ানোর এই ধাপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ অতিরিক্ত তাপে ফলক ভেঙে যেতে পারে, বেঁকে যেতে পারে বা বিকৃত হতে পারে; কম তাপে যথেষ্ট শক্তি অর্জন না করতে পারে বা ফলকের স্থায়ীত্ব কমে যেতে পারে। উপযুক্ত মাটি নির্বাচন, উপাদান মিশ্রণ, নির্মাণ ও অলংকরণ কৌশল এবং পোড়ানোর তাপমাত্রা–এই চারটি উপাদান পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিস্তম্ভ। প্রতিটি ধাপ পরস্পরনির্ভর এবং শিল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

**৫.৫ শিল্প, নন্দন ও পোড়ামাটির ফলক : প্রেক্ষাপট ঢাকা নগরী**

'শিল্প' ধারণাটি কেবল দৃশ্যমান সৃষ্টিকর্মের বিষয় নয়; এটি মানবিক অনুভূতি, চিন্তা ও সৃজনমেধার সমন্বয় ঘটিয়ে দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য উভয় রূপেই নিজেকে প্রকাশ করে। শিল্প ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে 'নন্দন' শব্দটি, যা নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যবোধের দার্শনিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে। শিল্পচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে 'শিল্প', 'নন্দন' এবং 'সৌন্দর্য সৃজন'-এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। 'শিল্প' শব্দটির ভেতরে যেমন সৃজনের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত, তেমনি 'নন্দন'-এর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে নিহিত রয়েছে সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুভূতির দ্যোতনা। কোনো সৃষ্টিকর্ম নান্দনিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলে তবেই তা শিল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। যদিও নান্দনিকতার সর্বজনগ্রাহ্য ও চূড়ান্ত কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দুষ্কর, তথাপি সহৃদয় দর্শকের হৃদয়ে যে সৃষ্টিকর্ম সুন্দরতার অনুভব জাগায় এবং আনন্দবোধ উদ্রেক করে, সেই 'সুন্দর' ও 'আনন্দ' দানের ক্ষমতাকেই সাধারণ অর্থে নান্দনিকতা বলা যেতে পারে। নান্দনিকতা ও আনন্দানুভূতির সমন্বয়ে যে সৃজন শিল্পরূপে স্বীকৃত হয়, সেটিই প্রকৃত শিল্প।

বিস্তৃত শিল্পক্ষেত্র সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত–চারুকলা এবং কারুকলা। চারুকলা যেখানে দৃশ্যমান মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশের দ্যোতনা বহন করে, সেখানে কারুকলা বহন করে নান্দনিকতা, নিপুণতা, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবহারিকতার যোগসূত্র। মাটিনির্ভর শিল্পকর্ম তার উপাদান, প্রক্রিয়া, বিন্যাস ও পরিবেশগত প্রভাবের কারণে কারুকলার অন্যতম শাখা হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু পোড়ামাটির ফলক, যা স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একদিকে নান্দনিক অলংকরণ ও অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশের দ্যোতনা সৃষ্টি করে, যা চারুকলার একটি অন্যতম শক্তিশালী ধারায় পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ফলকে উপাদানগত শুদ্ধতা, নির্মাণকৌশল এবং পরিমিতিবোধ–এই তিনটির সমন্বয়ে শিল্পরূপ সম্পূর্ণতা লাভ করে।

### ৫.৫.১ নান্দনিকতার উপাদান ও শিল্পরূপের নির্মাণব্যঞ্জনা

শিল্পকর্মের নান্দনিকতা মূলত নির্ভর করে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের সুষম প্রয়োগ, বিন্যাসের সামঞ্জস্য, আকৃতির মার্জিত অনুপাত এবং শিল্পীর পরিমিতিবোধের উপর। পোড়ামাটির ফলকে ব্যবহৃত শৈল্পিক উপাদানগুলোর মধ্যে রেখা, আকৃতি, ফর্ম, মান, বুনট, স্থান, পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্ববহ। এসব উপাদান পরিচালিত হয় কিছু নির্দিষ্ট নান্দনিক নীতির আলোকে। যেমন–সুশৃঙ্খলতা, অনুপাত, ঐকতান, ভারসাম্য, আয়তনবোধ, ঐক্য ও বৈচিত্র্য। ঢাকার নগর স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকগুলোতে এই নান্দনিক নীতি ও উপাদানের সমন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ফলকের আকৃতি, আকার, রেখার প্রবাহ, বুনটের পরিমার্জনা, স্পেস ব্যবহারের সচেতনতা এবং নির্মাণকৌশল বিভিন্ন মাত্রায় শিল্পগুণ বৃদ্ধি করেছে।

### ৫.৫.২ ফলকের আকৃতি, উপস্থাপনা ও শৈলী-বৈচিত্র্য

শৈলীর দিক দিয়ে ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা কয়েকটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. বাস্তবধর্মী শৈলী : বাস্তব জীবনের দৃশ্য, সম্পর্ক, মানুষ ও বস্তুকে বাস্তবানুগ রূপে উপস্থাপন।

২. নকশাধর্মী শৈলী : রেখা, নকশা, অলংকরণ এবং বিভিন্ন বিমূর্ত রূপের কৌশলগত প্রয়োগ।

৩. জ্যামিতিক শৈলী : ত্রিভুজ, বৃত্ত, সরলরেখা, সমমিতির ব্যবহার ইত্যাদি।

৪. লোকজ শৈলী : লোককৃষ্টির প্রতীক, গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, পশুপাখি, লোক-নকশা ইত্যাদির উপস্থাপন।

৫. কোলাজধর্মী শৈলী : বিভিন্ন উপাদান ও মোটিভ একত্রিত করে নির্মিত বহুমাত্রিক প্যানেল।

ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে যে আকৃতি ও প্রক্রিয়াগত বৈচিত্র্য দেখা যায়, তন্মধ্যে নিম্নরিলিফ ও উচ্চরিলিফ পদ্ধতি, নিয়মিত ও অনিয়মিত আকৃতি, অনুভূমিক, উলম্ব এবং চতুর্ভুজ রূপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শৈলীতে বিদ্যমান রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবধর্মী, নকশাধর্মী, জ্যামিতিক, লোকজ এবং কোলাজধর্মী উপস্থাপনা। যদিও সব ধরনের শৈলীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তবু বাস্তবধর্মী ও নকশাধর্মী শৈলীর প্রাধান্যই ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে অধিক স্পষ্ট। বাস্তবধর্মী শৈলীতে চিত্রিত বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় ও ভাবের অবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লোকজ শৈলীতে লোকজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে, যেখানে নকশা ও প্রতীকেরও ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নান্দনিক উপাদানের সমন্বয়ও লক্ষ্য করা গেছে। তবে বুনট, পুরুত্ব ও উপাদানের অনুপাতগুলো এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নকশাধর্মী শৈলীতে উপাদানগুলোর বিমূর্ত বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আর জ্যামিতিক শৈলীতে রেখাচিত্রের কাঠামোগত সৌন্দর্য প্রাধান্য পেয়েছে।

৫.৫.৩ নান্দনিক নীতির বৈচিত্র্য

ঢাকার ফলকগুলোর নান্দনিক নীতির ব্যবহার প্রায় প্রতিটি শিল্পকর্মে উপস্থিত। তবে শিল্পীভেদে এসব নীতির প্রয়োগ, বিন্যাসের ছন্দ, উপাদানের প্রাধান্য ও সামঞ্জস্যের ধরনে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে নান্দনিক নীতির উপস্থিতি একদিকে সর্বজনীন, অন্যদিকে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বৈচিত্র্যময়। প্রায় প্রতিটি ফলকেই সুশৃঙ্খল বিন্যাস, ভারসাম্য, অনুপাত, ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমন্বয় দেখা যায়, তবে এই সমন্বয়ের ধরন শিল্পীভেদে ভিন্ন। কোনো ফলকে রেখার প্রবাহ প্রাধান্য পেয়েছে, কোনো ফলকে বুনট ও পুরুত্ব, আবার কোনো ফলকে ফর্ম বা আয়তন শিল্পকর্মটিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই স্বাতন্ত্র্যই প্রত্যেকটি ফলককে পৃথক বিশ্লেষণের উপযোগী শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করেছে।

৫.৫.৪ শিল্পধারার (ইজম) প্রভাব : ভাববাদ থেকে প্রকাশবাদ

প্রধানত নিম্নোক্ত ইজমগুলোর প্রভাব ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে লক্ষ্য করা গেছে–

ভাববাদ (Idealism): আবহমান বাংলার রূপ, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পায়।

বাস্তববাদ (Realism) : সাধারণ মানুষের জীবন, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, মানব-সম্পর্ক ইত্যাদি বাস্তব রূপে উপস্থাপন।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism) : প্রকৃতির রূপ, প্রাণী, বৃক্ষ, নদী, পরিবেশ-প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ উপস্থাপন।

প্রতীকবাদ (Symbolism) : ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ও ভাব প্রকাশের জন্য প্রতীকের ব্যবহার। যেমন– পদ্ম, শঙ্খ, পাখি, সূর্য ইত্যাদি।

প্রকাশবাদ (Expressionism) : ব্যক্তিক আবেগ, অভ্যন্তরীণ ভাব, বিকৃতি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য রং ও রেখার অভিনব ব্যবহার।

ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের অলংকৃত চিত্রে বিভিন্ন শিল্পধারার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাববাদ (Idealism) এখানে আবির্ভূত হয়েছে আবহমান বাংলার জীবন, প্রকৃতি ও অনুভবকে আবেগঘনভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে। বাস্তববাদ (Realism) প্রতিফলিত হয়েছে মানবজীবন, শ্রম, কৃষিকাজ, প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রায়ণের মাধ্যমে। প্রকৃতিবাদ (Naturalism) প্রকৃতির উপাদান ও জীবনের অকৃত্রিম রূপ ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। প্রতীকবাদ (Symbolism) ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা ও সাংস্কৃতিক ধারণা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক শিল্পকলার প্রকাশবাদ (Expressionism) কিছু ফলকে শিল্পীর ব্যক্তিগত

Dhaka University Institutional Repository

আবেগ, তীব্রতা ও অভিব্যক্তিপূর্ণ রেখা ও ফর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এই বহুমাত্রিক ইজম-প্রভাব ফলকের অলংকৃত চিত্রকে তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

৫.৫.৫ ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের নন্দন-অনুষঙ্গ

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে বলা যায়, ঢাকার নগর স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকসমূহ শুধু স্থাপত্যের অলংকরণ নয়, বরং আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির নান্দনিক দলিল। উপাদান, রেখা, আকৃতি, বুনট, শৈলী, ফর্ম ও ইজমের সমন্বয়ে প্রতিটি ফলক হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র শিল্পপ্রতিভার প্রকাশ। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার শিল্পবোধকে ধারণ করে এই ফলকগুলো নগর স্থাপত্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তাই পোড়ামাটির ফলক একদিকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক, অন্যদিকে তা শিল্প ও নন্দনের বহমান ধারার এক অনন্য নিদর্শন– যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে বিশেষজ্ঞ মতামতে অধিকাংশই বাণিজ্যিক ও নান্দনিক শোভাবর্ধনের অংশ হিসেবে ঢাকায় পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই পোড়ামাটির ফলকের শিল্প/নির্মাণ সাফল্যের জন্য শিল্পীর বিষয় নির্বাচন, উপকরণ প্রস্তুত, নির্মাণ কৌশল, মোটিফ, কম্পোজিশন, পোড়ানো, ফলক স্থাপনের স্থান ইত্যাদি পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদির সমন্বয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন। তবে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আধুনিক শিল্পচিন্তাকে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকেও পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে প্রযুক্ত করার তাগিদ অনুভব করেছেন।

৫.৫.৬ ঢাকার পোড়ামাটির ফলক ও ষড়ঙ্গ অনুষঙ্গ

ঢাকার নগর স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক বিশ্লেষণে ভারতীয় শিল্প নন্দনতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ষড়ঙ্গের ব্যবহার প্রাধান্য পায়। ষড়ঙ্গের ছয়টি নীতির মধ্য থেকে শিল্পকর্মে যে নীতি বা নীতিগুলোর প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার ভিত্তিতেই শিল্পীর নান্দনিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে ষড়ঙ্গের ছয় নীতির মধ্যে একটি, দুটি কিংবা তিনটি, কখনো কখনো চারটি নীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত পোড়ামাটির ফলক প্রধানত একরংয়ের হওয়ার কারণে বর্ণিকাভঙ্গ নীতির প্রয়োগ পোড়ামাটির ফলকে লক্ষ্য করা যায় না বললেই চলে। পোড়ামাটির ফলকের বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বাভাবিকভাবেই রূপভেদ-ভাব-লাবণ্য এই তিন নীতির ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যেও উক্ত তিন নীতির আধিক্যই বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে।

৫.৫.৭ বিশেষজ্ঞদের মতামত

ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, অধিকাংশই বাণিজ্যিক ও নান্দনিক শোভাবর্ধনে ঢাকায় পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই পোড়ামাটির ফলকের শিল্প/নির্মাণ সাফল্যের জন্য শিল্পীর বিষয় নির্বাচন, উপকরণ প্রস্তুত, নির্মাণ কৌশল, মোটিফ, কম্পোজিশন, পোড়ানো, ফলক স্থাপনের স্থান ইত্যাদি পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদির সমন্বয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মত দিয়েছেন। তবে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আধুনিক শিল্পচিন্তাকে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকেও পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে প্রযুক্ত করার তাগিদ অনুভব করেছেন। ঢাকার নগর স্থাপত্যে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক স্থাপনে সামঞ্জস্যহীনতার কথা বেশিরভাগ

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেছেন এবং অধিকাংশই এর জন্য বাণিজ্যিক তাগিদ ও শিল্পের প্রতি জাতীয় নীতির উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন। ফলক নির্মাণে শিল্পীদের বংশ পরম্পরার জ্ঞানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞানের আবশ্যকতা সকল বিশেষজ্ঞই গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

৫.৬ অতীত ও বর্তমান সময়ের ফলকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়গত : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পোড়ামাটির ফলকগুলো ছিল মূলত ধর্মীয় আবহে নির্মিত; কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে আবহমান বাংলার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রাধান্য অতীত কিংবা বর্তমানের কখনোই লক্ষ্য করা যায়নি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতাই প্রধান চালিকা শক্তি ছিল। তবে ঢাকার পোড়ামাটির ফলকে শাসকের পৃষ্ঠপোষতার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার ফলকগুলো নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিগত তাগিদে নির্মিত ফলকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

শিল্পী : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ফলকগুলোর শিল্পীর নাম পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী ঢাকার পোড়ামাটির ফলকের শিল্পীর নাম পাওয়া গেছে। দু'একটি ব্যতিক্রম এখানেও রয়েছে। প্রাচীন শিল্পীরা ছিল বংশ পরম্পরায় শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী কিংবা গুরু-শিষ্য ঘরনার; কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্পীরা ছিল প্রধানত একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

নির্মাণের কাল : স্বাধীনতা পূর্ববতী পোড়ামাটির ফলকগুলোর সুনির্দিষ্ট সাল ও তারিখ জানা যায়নি। সেক্ষেত্রে শাসকদের শাসনামলের কাল ধরেই ফলকগুলোকে পরিচিতি করানো হয়েছে; যা কখনো কখনো ২০০- ৪০০ বছরের অনির্দিষ্ট কালকে নির্দেশ করে। ফলে শিল্পকর্মটির প্রকৃত ঐতিহাসিক অবদান মূল্যায়ন দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ফলকগুলোর নির্মাণের নির্দিষ্ট সাল ফলকের গায়ে লেখা অথবা শিল্পীর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাওয়া গেছে।

ফলক স্থাপনের স্থান : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের ফলকগুলো স্থাপিত হতো মন্দির, মসজিদ, কবর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে; কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মন্দির-মসজিদ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত বসতবাড়িতেও ফলকের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে এবং এই প্রবণতাই বর্ধিষ্ণু।

ফলকের আকার : স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ফলকের টুকরাগুলোর আকার নির্ধারিত বা একই ধরনের। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের ফলকের টুকরাগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট আকার ছিলো না; বহুল স্থানের ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন ধরনের ফলকের টুকরোর ব্যবহার ছিলো, সেসময় শিল্পীর ইচ্ছা কিংবা স্থানের তাগিদে প্রয়োজনীয় আকার নির্মাণ করা হয়েছিলো।

**৫.৭ গবেষণার প্রায়োগিক দিক, পরবর্তী সম্ভাবনা**

(ক) বাংলা অঞ্চলের পোড়ামাটির ফলকের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা যাবে।

(খ) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গবেষণা হিসেবে পরবর্তীকালের গবেষকবৃন্দ ব্যবহার করতে পারবেন।

(গ) স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের প্রথম নান্দনিক বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা।

(ঘ) পোড়ামাটির ফলক নিয়ে গবেষণা কর্মের অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে এই গবেষণা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) পরবর্তীসময়ের ইতিহাস গবেষকগণ এই গবেষণাকর্ম থেকে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য উপাত্ত পাবেন।

**সুপারিশমালা**

(ক) পৃষ্ঠপোষক ফলক নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও একাডেমিক শিক্ষায় দক্ষ শিল্পী নির্বাচন করবেন।

(খ) ফলকের গায়ে অথবা পাশে শিল্পীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত করা।

(গ) ফলক নির্মাণের জন্য টেকসই বা দীর্ঘ মেয়াদি স্থায়ীত্বের উপকরণ ও উপাদান নির্বাচন।

(ঘ) ফলকের দীর্ঘ মেয়াদি স্থায়ীত্ব ও দৃষ্টিনন্দন রঙের জন্য সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পোড়ানো।

(ঙ) ফলকের গায়ে অযাচিত শেওলা বা ফাংগাস প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন।

(চ) ফলক নির্মাণের জন্য শিল্পীদের ন্যায়সঙ্গত বা ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হবে।

(ছ) নগর সৌন্দর্য ও ফলক শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্টপোষকতা বাড়াতে হবে।

(জ) একাডেমিক শিক্ষায় ফলক নির্মাণের করণ-কৌশলগত বিষয়াদির বিজ্ঞানভিত্তিক গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

(ঝ) দৃষ্টিনন্দিত ফলক ও দক্ষ শিল্পী নির্মাণে বিশেষজ্ঞ শিল্পী দ্বারা পোড়ামাটির ফলকের কর্মশালা করতে হবে।

(ঞ) এই শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বংশ পরম্পরায় শিক্ষিত শিল্পী ও একাডেমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন।

(ট) সৃজনশীল শিল্প বিকাশের জন্য শিল্পীকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিতে হবে অথবা পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর সমন্বিত মতামতের ভিত্তিতে ফলকের বিষয়বস্তু ও করণ-কৌশলগত দিক নির্বাচন করতে হবে।

(ঠ) দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্মুখস্থলে পোড়ামাটির ফলক স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে।

(ড) পোড়ামাটির ফলককে বিশ্বজনীনকরণের লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# পরিশিষ্ট ১

নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে বর্তমান গবেষক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকারগুলোকে সহজ ও বোধ্যগম্যভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে গবেষক ছকাকারে তা উত্থাপন করেছেন।

গবেষণার নির্ধারিত বিষয় : ঢাকার নগর স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক (১৯৭২-২০২১) : নান্দনিক বিশ্লেষণ (Terracotta Plaques in Architecture of Dhaka City (1972-2021): An Aesthetic Analysis) |

পোড়ামাটির ফলক সবসময়ই নগরীর সৌন্দর্য দর্শনের ভাব এবং দৃশ্যমান রূপকে সমৃদ্ধ করে, যা ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ধারা বিবরণীর মধ্য দিয়েই সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করে। নগরীর মনস্তাত্ত্বিক রূপের ধরণ ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের একটি শিল্প মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে, যা গণমানুষের জন্য উন্মুক্ত।

আপনি বাংলাদেশের একজন শিল্পবোদ্ধা এবং আপনার শিল্পবিষয়ক জ্ঞান আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছে । আর তাই এই গবেষণার ফলাফল নির্ধারণের জন্য আপনার মতামত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

১। তাহলে আমি কি বলতে পারি যে, ঢাকার নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক গণসংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে।

২। পোড়ামাটির ফলক যেহেতু গণমানুষের জন্য উন্মুক্ত একটি শিল্প পরিসর, সেজন্য নগর পোড়ামাটির ফলকে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরবার এক ধরনের দায়বদ্ধতা থাকে কি?

৩। যেহেতু পোড়ামাটির ফলক ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও সংস্কৃতির অংশীদারিত্বের বিষয়কে সংযুক্ত রাখে সুতরাং পোড়ামাটির ফলককে ইতিহাসবাদিতার সত্য ও সর্বজনীন মঙ্গলের দিকগুলোও প্রতিভাত হয়; এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?

৪। পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য নির্মাণ করাটা সাধারণত নির্ভর করে বিষয়বস্তু ও মোটিফের উপর; আপনি কি তা মনে করেন?

৫। পোড়ামাটির ফলকের মোটিফ কিন্তু একক রূপ দ্বারা তৈরি হয় না, একটা মোটিফের অংশে একাধিক রূপও থাকে। অর্থাৎ অনেকগুলো মোটিফ একসাথে বিন্যস্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি করে। সেক্ষেত্রে শুধু মোটিফ নয় বিন্যাস বা কম্পোজিশনের উপরেও কি তাহলে পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য নির্ভর করে?

৬। ঢাকার নগর সৌন্দর্য বর্ধনে পোড়ামাটির ফলক দৃশ্যমান সৌন্দর্য বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখে কিনা?

৭। ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে ঐতিহাসিক বয়ান এবং সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ বেশি উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আমি মনে করি যে, নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক ঐতিহাসিক সত্য এবং সংস্কৃতির ধারাকে মানুষের দৃশ্যমান অনুভূতির আওতায় নিয়ে যায় যা সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করে। এই বিষয়ে আপনার মতামত আশা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

৮। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সময়ে লাইভ আর্টের চর্চা হচ্ছে। এমন একটি সময়ে মাটিকে অনুষঙ্গ করে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য টিকে থাকবে কিনা। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?

৯। পোড়ামাটির ফলকে উপলব্ধিজাত সৌন্দর্য কাজ করে কি?

১০। মোটিফের ধরন অথবা নির্মাণের কৌশল কোনটি পোড়ামাটির ফলকের নন্দনতাত্ত্বিক দৃশ্যমান রূপকে প্রকাশ করতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাকি মোটিফ ও নির্মাণকৌশল পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য নির্মাণে সমানভাবে কাজ করে থাকে।

আলোচনা শেষে আমি বলতে পারি যে, নগর সংস্কৃতির সৌন্দর্যবোধ তৈরিতে সত্যিকারভাবেই পোড়ামাটির ফলকের কার্যকারিতা রয়েছে; যেখানে মোটিফ ও কৌশলগত বিন্যাসের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সততা ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করেছেন পোড়ামাটির ফলকের শিল্পী, চারুকলার শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা মাধ্যমের শিক্ষকবৃন্দ। তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

**(ক) ড. নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, সাম্মানিক অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২০. ১১. ২০২৫।**

(১) অবশ্যই গণসংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে। কেবল সৌন্দর্য নয়, ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। (২) ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরার একটা অত্যাবশ্যকীয় দায়বদ্ধতা আছে। (৩) সুপ্রাচীন কাল থেকে পোড়ামাটির ফলকের নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের অধরা ইতিহাসকে ধারণ করার সাক্ষ্য বহন করে পোড়ামাটির ফলক। অনেক মাঙ্গলিক দিক আছে এই ফলকে। (৪) এই বক্তব্য যৌক্তিক এবং সমর্থনযোগ্য। (৫) এটা বোধগম্য এবং ব্যাখ্যাযোগ্য। (৬) নগর সৌন্দর্য বর্ধনে পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য দৃশ্যমান। (৭) বক্তব্য সমর্থনযোগ্য। (৮) পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা অব্যাহত থাকুক। এই ধারা ভবিষ্যতে টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়। (৯) বোধ ও বোধিকে জাগ্রত করে। (১০) সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ক | ড. নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, দায়বদ্ধতা থাকে। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং বোধগম্য, ব্যাখ্যাযোগ্য |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / সমর্থনযোগ্য |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা অব্যাহত থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ |

Dhaka University Institutional Repository

**(খ) অধ্যাপক ড. দুলাল চন্দ্র গাইন, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ১৫. ১১. ২০২৫।**

(১) 'গণসংস্কৃতির সৌন্দর্য' শব্দগুলো এক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা আরো ভেবে দেখা যেতে পারে। কারণ গণসংস্কৃতি হলো একটি সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্মিলিত রুচি, বিশ্বাস, এবং আচরণের সমষ্টি, যা মূলতঃ গণমাধ্যম (যেমন টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট) দ্বারা প্রচারিত হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প কোনো শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। পোড়ামাটির ফলক ঢাকা মহানগরের সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে পাবলিক আর্টকে 'গণসংস্কৃতি' হিসেবে কী উল্লেখ করা হয়েছে? তা হয়ে থাকলে সরাসরি 'পাবলিক আর্ট' শব্দটি লেখা সমীচীন মনে হয়। (২) হ্যাঁ থাকে। (৩) স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে নগর স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে যে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনালেখ্য, ধর্মীয় বিষয়, বিভিন্ন মোটিফ নিয়ে কম্পোজিশন ভিত্তিক। সেখানে ঐতিহাসিক সত্য, ঐতিহ্য ও নান্দনিকতা প্রকাশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের শিল্পকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কমিশন ওয়ার্ক' হওয়ায় গ্রাহকের ইচ্ছা, শিল্পীর অজ্ঞতা ও অদক্ষতার কারণে সেটি কখনো ব্যাহত হতে পারে। (৪) আমি মনে করি পোড়ামাটির ফলকে সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর দক্ষতা ও উপস্থাপনের ক্ষমতাটাই মুখ্য। অবশ্যই বিষয়বস্তু ও মোটিফ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভালো বিষয়বস্তু ও মোটিফ থাকা সত্ত্বেও দক্ষ শিল্পী ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব। (৫) হ্যাঁ। (৬) পোড়ামাটির ফলক দৃশ্যমান সৌন্দর্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (৭) সহমত পোষণ করি। (৮) পোড়ামাটির ফলক বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিল্প মাধ্যম। সমকালীন শিল্পমাধ্যম হিসেবেও এটির চর্চা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার সাথেও বিষয়টি যুক্ত। স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম হিসেবে এটির শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। ভবিষ্যতেও স্বমহিমায় টিকে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। (৯) করে। (১০) 'মোটিফ'– বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত; 'নির্মাণ কৌশল' শিল্পীর দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত। বিষয়বস্তুকে কোন পদ্ধতিতে, কিভাবে দক্ষতার সাথে নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলবেন– তা শিল্পীর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে একজন দক্ষ শিল্পী ও তাঁর নির্মাণ-কৌশল অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| খ | ড. দুলাল চন্দ্র গাইন | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / এক্ষেত্রে গণসংস্কৃতি শব্দের পরিবর্তে পাবলিক আর্ট শব্দের ব্যবহার প্রযোজ্য |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, দায়বদ্ধতা থাকে। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যহত হতে পারে |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে শিল্পীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / প্রশ্নকর্তার (গবেষক) সাথে একমত |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / উপলব্ধিজাত সৌন্দর্য কাজ করে। |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

**(গ) অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২৪. ১১. ২০২৫।**

Dhaka University Institutional Repository

(১) হ্যাঁ। কারণ মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলো এ সকল পোড়ামাটির ফলক। (২) পূর্ববর্তী নানান ঐতিহাসিক এবং দৈনন্দিন জীবনের একটি জীবন্ত দলিল বিধায় দায়বদ্ধতা থেকে যায়। (৩) দেয়াল লিখন, শিল্প নিদর্শন ও পোড়ামাটির ফলকে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার প্রতিফলন ঘটে। কাজেই সর্বসাধারণের কাছে সত্য উপস্থাপনে চিত্রকর, শিল্পী ও ইতিহাসবিদদেরও দায়িত্ব অপরিসীম। (৪) হ্যাঁ। আমিও তাই মনে করি। একই সাথে শিল্পীর অনুভব ও প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক উপলব্ধিও জরুরি। (৫) বহুলাংশে নির্ভর করে। কেননা খুব সাধারণ ঘটনাও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় বহুমাত্রিক মোটিফের শৈল্পিক ও পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসে। (৬) ভূমিকা রাখে। তবে তা সর্বস্তরের মানুষের বিচরণের পরিবেশ কেন্দ্রিক হওয়া উত্তম। (৭) খুবই যুক্তিযুক্ত। কেননা মানুষের মনে ঐতিহাসিক সত্য ও সংস্কৃতির নানান উপাদান বিষয়ে কৌতূহল বিরাজ করে। এ সকল ফলক দর্শনে মানুষের সুপ্ত ভাবনার ও চিন্তার সমন্বয় ঘটে। (৮) ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণে শিল্পীর এবং ইতিহাসবিদদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে কোনো বিষয়কে তুলে ধরতে পারে, তবে তা মানুষের বিকল্প নয়। (৯) হ্যাঁ, কাজ করে। শিল্পীর উপলব্ধি এবং সাধারণের উপলব্ধির ও একটি সমন্বয় ঘটে। (১০) আমার মতে উভয়ের যৌগিক সংমিশ্রণ প্রকৃত সৌন্দর্য ও নান্দনিকতাকে প্রস্ফুটিত করে।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| গ | ড. এস এম আরিফ মাহমুদ | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, দায়বদ্ধতা থাকে। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যা |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে শিল্পীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যা/ প্রশ্নকর্তার (গবেষক) সাথে একমত |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / উপলব্ধিজাত সৌন্দর্য কাজ করে। |
| | | ১০নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

**(ঘ) অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২৮. ১১. ২০২৫।**

(১) নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক গণসংস্কৃতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও নান্দনিকতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের ধারক বাহক হিসেবে কাজ করে। (২) হ্যাঁ, কেননা সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে আকৃষ্ট করে এই পোড়ামাটির ফলক, যার বিষয় ও মূল্যবোধেও ইতিহাস ও সত্য প্রতিফলিত হয়। (৩) কোনো জাতি ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো। এ পর্যন্ত যে সকল বিহার, স্তম্ভ ও খনন কার্যের মাধ্যমে ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সভ্যতা সম্পর্কে মানুষ ধারণা পেয়েছে। পোড়ামাটির ফলক ও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এর প্রধান উপকরণ ও উপাদান। (৪) বিষয়বস্তু, মোটিফ, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও নান্দনিক উপস্থাপন এর গুরুত্ব বহন করে। (৫) হ্যাঁ, এই মোটিফের সাথে বিন্যাস বা কম্পোজিশনের পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। (৬) হ্যাঁ। (৭) পোড়ামাটির ফলক প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে, সমসাময়িক বিষয়, সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ ও ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান সময়ে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবিও ফলকে সৌন্দর্য বর্ধনের বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে স্থান পাচ্ছে। (৮) পোড়ামাটির ফলক হলো দীর্ঘস্থায়ী শিল্প মাধ্যম, যা হাজার বছর নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে। রুচিশীল ও শিল্পপ্রেমী মানুষ পোড়ামাটির ফলকে শুধু দেয়ালেই নয়, অনেকের ঘরে ও শোকেসেও এর স্থান দিয়ে থাকে। (৯) অন্যান্য শিল্পের মতো এই পোড়ামাটির ফলকও একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম, যা উপলব্ধি ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এ সকল ফলকের ডিজাইন, কারুকাজ, রং, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ধর্মীয় অনুভূতি ও নান্দনিক উপস্থাপন সকলকে আকৃষ্ট করে। (১০) পোড়ামাটির ফলকে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি, ঐতিহাসিক বিষয়, নাচ-গান, খেলা-ধুলা, পশু-পাখি, নগর জীবন বৈচিত্র্য ও নান্দনিক উপস্থাপন বেশ গুরুত্ব বহন করে।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ঘ | অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম পোড়ামাটির ফলক। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, জাতি ও সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে। |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে শিল্পীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ / উপলব্ধিজাত সৌন্দর্য কাজ করে। |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

**(ঙ) নাসিমুল কবির, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ১৫. ১২. ২০২৫।**

(১) নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত পোড়ামাটির ফলক সবসময় যে গণসংস্কৃতির বোধের প্রতিনিধিত্ব করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বরং বিষয়টি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তা স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে কিংবা যে শিল্পী বা শিল্পীদল তা নির্মাণ করছে তার বা তাদের শিল্পবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। (২) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইতিহাসভিত্তিক নির্মাণের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে প্রযোজ্য। তবে মনে রাখা দরকার ইতিহাসের সত্য সবসময় আপেক্ষিক ও প্রায় ক্ষেত্রে বিতর্ক নির্ভর। (৩) সর্বজনীন মঙ্গল ও ইতিহাসকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিক (Subjective)। তবে জনপরিসরে মঙ্গল, শুভ, ন্যায় ও ইতিহাস প্রশ্নের নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) সর্বদা প্রত্যাশিত। (৪) 'সৌন্দর্য' বিষয়টি সবসময় ব্যক্তিক (Subjective)। ব্যক্তি শিল্পী, বিষয়, মোটিফ কিংবা ভাষাগত অন্য কোনো উপাদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করবেন তা' তার নিজস্ব বিষয়। দর্শকের দিক থেকে কোনো শিল্পকর্ম উপভোগের ক্ষেত্রে একই বিষয় ঘটে থাকে। (৫) যে কোনো শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত বিন্যাস বা কম্পোজিশনকে শিল্পের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ আঙ্গিক (Significant form) হয়ে উঠতে হয়। পোড়ামাটির ফলক নির্ভর শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে বহু-মোটিফ কিংবা একক-আঙ্গিক নির্ভর বিন্যাস উভয়ই নির্মিত হতে পারে। (৬) একটি নগরকে প্রাণবন্ত রূপে গড়ে তুলতে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। নগর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জনপরিসরে শিল্পের সম্পৃক্তি বরাবরই জরুরি। পোড়ামাটির ফলক নির্ভর শিল্প বাংলার ঐতিহ্যের অংশ। সেক্ষেত্রে নগর পরিসরকে সজ্জিত করতে শিল্প মাধ্যম হিসেবে পোড়ামাটির ফলকের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। (৭) ঢাকাসহ বাংলাদেশের বেশিরভাগ গণপরিসরে সম্প্রতি নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

পোড়ামাটির রিলিফ ভাস্কর্যগুলোতে রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে। প্রয়োজন শিল্পীর স্বাধীন অনুশীলন থেকে তৈরি হওয়া শিল্পকর্মের উপস্থাপন। (৮) শুধু মাটি নয় বরং যে কোনো উপকরণ নির্ভর শিল্পকর্মের প্রবাহ প্রাচীনকাল থেকে এখনও টিকে আছে। প্রযুক্তি, রুচি ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এর রূপান্তর ঘটেছে। পোড়ামাটি নির্ভর শিল্পের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। (৯) পোড়ামাটি নির্ভর শিল্প যেহেতু স্পর্শযোগ্য তাই দৃষ্টিগত নান্দনিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সে শিল্পরস আস্বাদনে ভূমিকা রাখবে। (১০) মোটিফ ও নির্মাণকৌশল উভয়েই পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক তাৎপর্য নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ঙ | নাসিমুল কবির | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, বিষয়টি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তা স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে কিংবা যে শিল্পী বা শিল্পীদল তা নির্মাণ করছে তার বা তাদের শিল্পবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম পোড়ামাটির ফলক। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, জাতি ও সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে। |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে শিল্পীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, তবে পোড়ামাটির ফলক নির্ভর শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে বহু-মোটিফ কিংবা একক-আঙ্গিক নির্ভর বিন্যাস উভয়ই নির্মিত হতে পারে। |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | প্রযুক্তি, রুচি ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এর রূপান্তর ঘটেছে। পোড়ামাটি নির্ভর শিল্পের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং দৃষ্টিগত নান্দনিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি পোড়ামাটির ফলক শিল্পরস আস্বাদনে ভূমিকা রাখবে। |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

**(চ) অধ্যাপক ড. সুশান্ত অধিকারী, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২২. ১১. ২০২৫।**

(১) নিশ্চয়ই গণসংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে। (২) তা তো থাকেই, তবে মিথ-পুরাণ সংক্রান্ত হলে সেখানে ঐতিহাসিক সত্যের চেয়েও আদর্শই গুরুত্ব পায়। সেখানেও দায়বদ্ধতা থাকে। (৩) ইতিহাস সাধারণত সত্যকথা বলে কিন্তু অনেক ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় না। ফলে সেই সত্য অনেক সময় প্রমাণিত হতে সময় লেগে যায়। তবে সর্বজনগ্রাহ্য ইতিহাস যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে, যা মঙ্গল তা গণমানুষের মধ্যে চর্চিত হয়। (৪) যেকোনো শিল্পে বিষয়বস্তু গুরুত্ব বহন করে। হ্যাঁ, পোড়ামাটির ফলকে বিষয়বস্তু বিশেষ করে বর্ণনাধর্মী এবং প্রতীক-মোটিফ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। (৫) নিশ্চয়ই। (৬) নিশ্চয়ই ভূমিকা রাখে। (৭) নিশ্চয়ই দৃশ্যমান শিল্পবস্তুর একটি প্রভাব-প্রতিফলন আছে। নগর স্থাপত্যে এ ধরনের শিল্পকলা থাকলে গণমানুষের মনে একটা সৌন্দর্য ভাবনার প্রভাব পড়ে তাতে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয়। (৮) যুগ যুগ ধরে প্রকৃত শিল্প টিকে আছে। বহু প্রযুক্তি আসবে– সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাব-গতি রূপান্তরিত হবে– কিন্তু প্রকৃত শিল্প সব সময় টিকে থাকবে। (৯) নিশ্চয়ই করে। (১০) নন্দনতত্ত্বের বিষয়টি উপলব্ধির বিষয়। রসিক দর্শক নির্মাণ কৌশলের চেয়ে সৌন্দর্য খোঁজেন। কৌশলের সঙ্গে রসসৃষ্টি ও রস-উপলব্ধির সমন্বয় ভাবনা থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ /না |
|---|---|---|---|
| চ | অধ্যাপক ড. সুশান্ত অধিকারী | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, তবে তবে মিথ-পুরাণ সংক্রান্ত হলে সেখানে ঐতিহাসিক সত্যের চেয়েও আদর্শই গুরুত্ব পায়। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং যা মঙ্গল তা গণ মানুষের মধ্যে চর্চিত হয় |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, কৌশলের সঙ্গে রসসৃষ্টি ও রস-উপলব্ধির সমন্বয় ভাবনা থাকা প্রয়োজন। |

**(ছ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, প্রিন্ট মেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ১৮. ১১. ২০২৫।**

(১) শুধু যে গণসংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে, সেটি নয়, বরং এর চর্চা ও ব্যবহারের প্রসঙ্গটি শিল্পীর বোধগত উপলব্ধি ও সমসাময়িক চিন্তাগত বা দর্শনগত বোধের উপর নির্ভর করে। (২) দায়বদ্ধতা অবশ্যই থাকে। তবে, ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানই গবেষণালব্ধ বিষয়। কারণ শিল্প হচ্ছে ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর দর্শন। ফলে সবসময় যে ইতিহাসের সত্যটিই ফলকের মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছে, তেমনটা নয়। (৩) এটি সত্য। কিন্তু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেটি এর সামাজিক পয়েন্ট অব ভিউয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। এর ফলে দার্শনিক দিকগুলো কতটা অনুসরিত হয়েছে– তা বিশ্লেষণযোগ্য বিষয় বলে বিবেচিত। (৪) হ্যাঁ। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনজনিত কারণে নন্দনতাত্ত্বিকভাবে শিল্প পরিবর্তনশীল ও সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে নির্মিত হয়ে থাকে। দার্শনিক পয়েন্ট অব ভিউ থেকে শিল্প ধ্রুব। এর দার্শনিক ভিত্তি ট্র্যাডিশনাল দর্শন, মর্ডান, পোস্ট মডার্ন দর্শনের উপর নির্ভর করে। কাজেই এই দর্শনগুলোর সাথে আমাদের পোড়ামাটির ফলক তৈরির প্রসঙ্গটি কীভাবে এগিয়েছে তা নির্ণয় করতে পারলে গবেষণাটির নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঠিক দিক অনুসরণ করবে বলে মনে করি। (৫) শুধু কী সৌন্দর্যবোধকে নান্দনিক বিশ্লেষণ মনে করা হচ্ছে? যদি না হয় তাহলে শিল্পকর্মগুলোর কম্পোজিশনসমূহ দার্শনিক পয়েন্ট ও সামাজিক পয়েন্টে কী ভূমিকা রাখবে– তা এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি। (৬) অবশ্যই রাখে। এর সাথে এটিকে রক্ষা করার সামাজিক দায়বদ্ধতাও জড়িত। দেশের আইন ও আদেশ সঠিকভাবে পরিচালনা করাও প্রয়োজন। (৭) শুধু যদি সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে, তাহলে গবেষণার পথ সরু হয়ে যাবে। কিন্তু এর সামাজিক ও দার্শনিক পয়েন্টে নান্দনিক বিশ্লেষণ করা গেলে বিষয়টি আরও গুরুত্ববহ হবে বলে আশা রাখি। (৮) রামকিঙ্কর যেমন ছুঁড়ে ছুঁড়ে নতুন ধরনের অ্যাকশন বিশিষ্ট ভাস্কর্য রচনা করে আধুনিক ও উত্তরাধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে জায়গা করে নিয়েছে, তেমনি ফলক নির্মাণের চর্চা, চিন্তা ও শিল্পীর গভীর অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চয়ই টিকে থাকার নিজস্ব পথ খুঁজে নিবে। তা না হলে গুয়ের্নিকা আজ ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারতো না। (৯) এটি একটি শিক্ষিত অন্তর্বোধগত প্রশ্ন, যা চর্চা, ক্রিয়েটিভ প্রসেস, চিন্তাভাবনার সাথে জড়িত। মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

যখন উন্নত মানসিকতা ধারণ করতে পারবে, তখন এই সৌন্দর্যবোধ নিজে থেকেই উপলব্ধি করতে পারবে। (১০) দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। একটি অপরটির পরিপূরক। দুটোই সামাজিক ও দার্শনিক পয়েন্টের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ছ | অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং এর চর্চা ও ব্যবহারের প্রসঙ্গটি শিল্পীর বোধগত উপলব্ধি ও সমসাময়িক চিন্তাগত বা দর্শনগত বোধের উপর নির্ভর করে। |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ তবে সবসময় সেটা নাও হতে পারে। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

**(জ) অধ্যাপক ড. মলয় বালা, প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ১২. ১২. ২০২৫।**

(১) হ্যাঁ। (২) হ্যাঁ, থাকে। (৩) একমত। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও প্রভাবিত শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক সত্য সর্বজনীন মঙ্গল কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। (৪) হ্যাঁ। (৫) অবশ্যই। (৬) হ্যাঁ, রাখে। (৭) একমত। (৮) হ্যাঁ, টিকে থাকবে। (৯) হ্যাঁ করে। (১০) দুটোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| জ | অধ্যাপক ড. মলয় বালা | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, থাকে। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | একমত। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও প্রভাবিত শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক সত্য সর্বজনীন মঙ্গল কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, রাখে। |
| | | ৭নং প্রশ্ন | একমত |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, দুটোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। |

Dhaka University Institutional Repository

**(ঝ) অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২০. ১১. ২০২৫।**

(১) হ্যাঁ করে। (২) হ্যাঁ থাকে। (৩) সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রকৃতি বিষয়ে ইতিহাস রচনার অমূল্য দলিল হলো এই পোড়ামাটির ফলকগুলো। (৪) কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। (৫) হ্যাঁ। (৬) অবশ্যই রাখে। (৭) আমি মনে করি এটি ইতিহাসের দৃশ্যমান বয়ান। (৮) বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ করলে টিকে থাকবে। (৯) হ্যাঁ করে। (১০) নির্মাণ কৌশল।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ঝ | অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, থাকে। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ তবে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, রাখে। |
| | | ৭নং প্রশ্ন | একমত |
| | | ৮নং প্রশ্ন | বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মাণ করলে টিকে থাকবে |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, দুটোই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। |

**(ঞ) মোঃ আক্তারুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২৭. ১১. ২০২৫।**

(১) হ্যাঁ করে। (২) হ্যাঁ থাকে। এটি শুধু নান্দনিক নয়, মানুষের স্মৃতি ও সংস্কৃতির সচেতন ধারণাও প্রদর্শন করে। (৩) পোড়ামাটির ফলক অতীতের ঘটনা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অভ্যাসকে নির্ভরযোগ্যভাবে ধারণ করে বলে এটি ইতিহাসবাদিতার সত্যকে শক্তিশালী করে। একই সঙ্গে এতে মানবিকতা, ন্যায় ও সমষ্টিক মঙ্গলবোধের মতো সর্বজনীন মূল্যবোধও প্রতিফলিত হয়। তাই পোড়ামাটির ফলক ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানব মঙ্গলের এক সমন্বিত প্রকাশ। (৪) হ্যাঁ, পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য মূলত নির্ভর করে তার বিষয়বস্তু, মোটিফ ও এগুলোর বিন্যাস-নৈপুণ্যের ওপর। এগুলোই ফলকের নন্দনগুণ ও শিল্পমান নির্ধারণ করে। (৫) হ্যাঁ, পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য শুধু মোটিফ নয়, মোটিফগুলোর সুষম বিন্যাস, তাদের সম্পর্ক ও সামগ্রিক কম্পোজিশনের ওপরও স্পষ্টভাবে নির্ভর করে। (৬) হ্যাঁ, ঢাকার নগর সৌন্দর্য বর্ধনে পোড়ামাটির ফলকের দৃশ্যমান সৌন্দর্য বিকাশে ভূমিকা রাখে। এগুলো স্থাপত্যে নান্দনিকতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্যের ছাপ যোগ করে নগর পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করে তুলতে সাহায্য করে। (৭) ঢাকার নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রতীক ও সাংস্কৃতিক ধারাকে দৃশ্যমান রূপে উপস্থাপন করে, যা মানুষকে তার অতীত পরিচয় ও বর্তমান পরিচয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক স্মৃতি নগরবাসীর নন্দনবোধকে জাগ্রত করে এবং সুন্দরকে এক বাস্তব ও অনুভবযোগ্য উপস্থিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। (৮) হ্যাঁ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও পোড়ামাটির ফলকের শিল্প টিকে থাকবে। কারণ এটি মানুষের হাতে স্পর্শ, স্থানীয় উপাদান, ঐতিহ্যবাহী নন্দনবোধ ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বহন করে, যা প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পেও অদ্বিতীয় মূল্য ধরে রাখে। (৯) হ্যাঁ, পোড়ামাটির ফলকে উপলব্ধিজাত সৌন্দর্য কাজ করে, কারণ এটি দর্শককে সরাসরি আকার, রূপ ও

Dhaka University Institutional Repository

নান্দনিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আনন্দ ও চেতনা প্রদান করে। (১০) মোটিফ ও নির্মাণকৌশল দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। মোটিফ নন্দনবোধের ভাষা দেয়, আর নির্মাণকৌশল সেই ভাষাকে দৃশ্যমান সৌন্দর্যে রূপ দেয়। তাই পোড়ামাটির ফলকের নান্দনিক রূপ গঠনে উভয়ই পরিপূরকভাবে কাজ করে।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ঞ | মোঃ আক্তারুজ্জামান | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং একই সঙ্গে এতে মানবিকতা, ন্যায় ও সমষ্টিক মঙ্গলবোধের মতো সর্বজনীন মূল্যবোধও প্রতিফলিত হয়। |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, রাখে। |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং যা প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পেও অদ্বিতীয় মূল্য ধরে রাখে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, উভয়ই পরিপূরক ভাবে কাজ করে। |

(ট) সঞ্জয় বিক্রম, প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ১০. ১২. ২০২৫।

(১) গণসংস্কৃতি তো আছেই। তবে ফলকগুলোতে শিল্পীর শিল্পবোধের পরিচয় এবং তাঁদের নান্দনিকতার পরিচয়ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে হ্যাঁ, বাংলাদেশের ঢাকা শহরের স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে বাংলার গণসংস্কৃতির প্রতিফলনই মুখ্য। (২) শিল্পীর কাছে দায়বদ্ধতা তাঁর শিল্পদর্শনের সমান্তরাল। অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য শিল্প; সামাজিক বা ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা নয়। বাস্তবে তাঁর শিল্প সমকালকে জাড়িত করে প্রকাশিত হয় বলে তা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক উপাদানে পরিণত হয়। (৩) শিল্পীর কাছে ঐতিহাসিক সত্য আরাধ্য নয়, সবার ক্ষেত্রে ইতিহাস তাঁর আধেয় হয়, আরাধ্য থাকে শিল্পসত্যকে প্রকাশ করা। এই সূত্র ধরেই তাঁর কর্মে ইতিহাস ও মাঙ্গলিক দিক প্রতিভাত হয়। (৪) সৌন্দর্যচেতনা ব্যক্তিনির্ভর; শিল্পবোধসমৃদ্ধ লোকের কাছে তা আলাদা আলাদা হতে বাধ্য। তারপরও শিল্পের বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ বটে। শিল্পীর নির্ধারিত বিষয় ও উদ্দেশ্যে তাঁর শিল্পের ধরন ও সাফল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। (৫) অবশ্যই। রঙ, রেখা, তল, বিন্যাস ও আকৃতিও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। (৬) আন্তরিকভাবেই রাখে। স্থাপত্যগুলোতে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার নান্দনিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে। (৭) আপনার মতামতকে স্বীকার করি। তবে শিল্পীর কাছে এই বিষয়টি সর্বদা প্রধান প্রেরণা নাও হতে পারে। ইতিহাস ও সংস্কৃতি তার যুগের চাহিদার সাথে চলে; কিন্তু শিল্পীর মননের সমান্তরাল তা নাও হতে পারে। (৮) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা লাইক আর্ট যতই প্রাসঙ্গিক হোক না কেন; দৃশ্যমান শিল্পের অংশ হিসেবে ফলকের গুরুত্ব কমবে না। বরং ভবিষ্যতে এর কদর আগে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করি। (৯) শিল্পীর কাজই তো তা-ই। তাঁর উপলব্ধিজাত সৌন্দর্যেই প্রকাশ থাকে তার কর্মে। (১০) সমানভাবে কাজ করে। কোনটির গুরুত্ব কম নয়।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|

Dhaka University Institutional Repository

| | | | |
|---|---|---|---|
| ট | সঞ্জয় বিক্রম | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | বাস্তবে তাঁর শিল্প সমকালকে জাড়িত করে প্রকাশিত হয় বলে তা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক উপাদানে পরিণত হয়। |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, ইতিহাস তাঁর আধেয় হয়, আরাধ্য থাকে শিল্পসত্যকে প্রকাশ করা। |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, সৌন্দর্যচেতনা ব্যক্তিনির্ভর; শিল্পবোধসমৃদ্ধ লোকের কাছে তা আলাদা আলাদা হতে বাধ্য। |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, তবে শিল্পীর কাছে এই বিষয়টি সর্বদা প্রধান প্রেরণা নাও হতে পারে। ইতিহাস ও সংস্কৃতি তার যুগের চাহিদার সাথে চলে; কিন্তু শিল্পীর মননের সমান্তরাল তা না-ও হতে পারে। |
| | | ৮নং প্রশ্ন | দৃশ্যমান শিল্পের অংশ হিসেবে ফলকের গুরুত্ব কমবে না |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, সমানভাবে কাজ করে। কোনটির গুরুত্ব কম নয়। |

**(ঠ) মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন, সহযোগী অধ্যাপক, কারুশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।** সাক্ষাৎকার : ১৫. ১২. ২০২৫।

(১) গণসংস্কৃতির সৌন্দর্য শব্দ দুটি আমার কাছে পরিষ্কার নয়, অপ্রাসঙ্গিক, তবে ঢাকা নগর স্থাপত্যের দেয়ালে স্থাপিত বেশিরভাগ পোড়ামাটির ফলক দেশজ সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে। কারণ অনেক আগেই মৃৎশিল্প বা পোড়ামাটির ফলক এদেশের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিগণিত। (২) এই দায়বদ্ধতা থাকলে ভাল হতো। এই প্রশ্নটিতে কার দায়বদ্ধতা থাকবে সেটি পরিষ্কার উল্লেখ থাকা জরুরি । শুধু যে ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে, সৃজিত হয় তা কিন্তু নয়, আসলে সময়ের আবর্তনে আজকের সৃজিত পোড়ামাটির ফলক এক সময়ে ইতিহাসে পরিণত হয়। (৩) হ্যাঁ অবশ্যই হয়। বাকিটুকু দুই নং প্রশ্নের উত্তর সদৃশ। (৪) পোড়ামাটির সৌন্দর্য নির্মাণ করাটা শুধু বিষযবস্তু ও মোটিফের উপর নির্ভর করে না এখানে শিল্পীর সৃজনশীল দক্ষতাও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। (৫) প্রশ্নটা পরিণত নয়, যাইহোক প্রশ্নটির শেষের অংশ অনুযায়ী শিল্পীর দক্ষতার গুরুত্বই প্রমাণিত। কম্পোজিশন শিল্পীর সৃজনশীল দক্ষতার ফসল এটি (কম্পোজিশন) অবশ্যই পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্যে প্রভাব ফেলে। (৬) ঢাকা নগরের সৌন্দর্য বর্ধনে ও বিকাশে পোড়ামাটির ফলক বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। (৭) ঢাকা নগর স্থাপত্যের সৌন্দর্য বর্ধনে ও বিকাশে পোড়ামাটির ফলক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক সত্য এবং সংস্কৃতির ধারাকে মানুষের দৃশ্যমান অনুভূতির আওতায় নিয়ে যায় যা সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করে। (৮) মাটিকে অনুষঙ্গ করে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণের ধারা ও চর্চা ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। (৯) হ্যাঁ। পোড়ামাটির ফলকে উপলব্ধিজাত সৌন্দর্য কাজ করে। (১০) মোটিফ ও সৃজনশীল নির্মাণ কৌশল পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য নির্মাণে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| | | ১ নং প্রশ্ন | দেশজ সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করে |
| | | ২ নং প্রশ্ন | এই দায়বদ্ধতা থাকলে ভাল হতো |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

Dhaka University Institutional Repository

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঠ | মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ এবং এখানে শিল্পীর সৃজনশীল দক্ষতাও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। |
| | | ৫নং প্রশ্ন | শিল্পীর দক্ষতার গুরুত্বই প্রমাণিত। |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যা |

(ড) মো. রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সিরামিক বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২২. ০১. ২০২৬।

(১) হ্যাঁ। (২) হ্যাঁ। (৩) অবশ্যই। যেকোনো দেয়ালচিত্র প্রধানত সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই করে। সৌন্দর্য শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতিফলন গুরুত্বপূর্ণ। (৪) অবশ্যই তবে সেক্ষেত্রে শিল্পীর কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা এবং সততা গুরুত্বপূর্ণ। (৫) সৌন্দর্য সৃষ্টির সকল উপাদানের উপস্থিতি এবং পরিমিতিবোধই শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। (৬) হ্যাঁ। (৭) সম্মত। (৮) স্থায়িত্বের দিক থেকে পোড়ামাটির ভূমিকা হাজার বছরের পুরানো। সেক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলকের চাহিদা যুগ যুগ টিকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। (৯) অবশ্যই। (১০) শিল্প অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পের সকল উপাদান এবং শিল্পীর কর্মদক্ষতা একান্ত প্রয়োজন।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ড | অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ, তবে শিল্পীর কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা এবং সততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। |
| | | ৫নং প্রশ্ন | সৌন্দর্য সৃষ্টির সকল উপাদানের উপস্থিতি এবং পরিমিতিবোধই শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |

**(ঢ) স্বপন কুমার সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক, সিরামিক বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার : ২২. ০১. ২০২৬।**

(১) নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলক যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, যার বিষয়বস্তু মানুষের মনের ভাব উপস্থাপন করে। যা দেখলে মানুষ অল্প সময়ের জন্য হলেও সেই স্মৃতিতে ফিরে যায়। এই সৌন্দর্য এবং সংস্কৃতিকে উপস্থাপনা

Dhaka University Institutional Repository

ফলকের কাজ বলে আমি মনে করি। (২) গণমানুষের জন্য উন্মুক্ত একটি শিল্প পরিসর পোড়ামাটির ফলক তাই ঐতিহাসিক ও বর্তমান সত্যকে তুলে ধরাই শিল্পীর কাজ বলে আমি মনে করি। (৩) এই বিষয়ে আমি একই মত পোষণ করি। (৪) আমি মনে করি ফলকের সৌন্দর্য, নির্মাণ কৌশল এবং বিষয়বস্তুর উপরও অনেক অংশে সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক। (৫) কম্পোজিশন এবং মোটিফ এ দুয়ের গুরুত্ব সৌন্দর্য বর্ধনের ক্ষেত্রে সমান ভূমিকা রাখে। (৬) নগর সৌন্দর্য বর্ধনে ভাস্কর্য যেমন ভূমিকা রাখে, ফলকচিত্রও তেমনি ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি। (৭) নগর স্থাপত্যের পোড়ামাটির ফলকে যেমন ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি ভাবে আমাদের লালিত সংস্কৃতিও ফুটে উঠে। (৮) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমসাময়িক বিজ্ঞানের একটি অবদান, যেখানে অনুভূতি কম কতদিন এটা টিকে থাকবে বলা মুশকিল। হয়তো উন্নতি হতে পারে আরও। পোড়ামাটির ফলক যেমন হাজার বছর ধরে টিকে আছে তেমনিভাবে ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে। (৯) পোড়ামাটির ফলকে যখন ইতিহাস বা সমকালীন ঘটনার বর্ণনা থাকে সেই ফেলে আসা ইতিহাস বা ঘটনার উপলব্ধি দর্শকের মনকে নাড়া দেয়। (১০) নির্মাণ কৌশল এবং মোটিফ পোড়ামাটির ফলকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সমানভাবে কাজ করে।

| ক্রমিক | বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/শিক্ষক | প্রশ্ন নং | বিশেষজ্ঞ মতামত হ্যাঁ/না |
|---|---|---|---|
| ঢ | স্বপন কুমার সিকদার সিরামিক বিভাগ<br>চারুকলা অনুষদ<br>ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ১ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ২ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৩ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৪ নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৫নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৬নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৭নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ৮নং প্রশ্ন | হ্যাঁ টিকে থাকবে। |
| | | ৯নং প্রশ্ন | হ্যাঁ |
| | | ১০ নং প্রশ্ন | হ্যা |

Dhaka University Institutional Repository

**সহায়ক গ্রন্থ**

**বাংলা গ্রন্থ**


- দাসগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন। *বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা*। বিষ্ণুপুর বাকুঁড়া : টেরাকোটা, ২০১৫।
- ঘোষ, নীহার। *মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে ইসলামী শিল্প শৈলী*। কলকাতা : অমরভারতী, ১৪১৫।
- মুখোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারী। *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির টেরাকোটা*। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষৎ, ২০০৮।
- ভূঁইয়া, মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*। ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩।
- আক্তার, শারমীন। *ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে সমতট*। ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১৫।
- বসু শ্রীলা, এবং অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির*। কলকাতা : সিগনেট প্রেস আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
- রহমান, সুফি মোস্তাফিজুর (সম্পা.)। *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১*। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।
- আকমাম, আফরোজ। *মহাস্থান*। ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৬।
- আলম, সৈয়দ মাহবুব। *লোকশিল্প*। নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯।
- ঘোষ, মৃনাল। *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা*। কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬।
- আলম, রফিকুল। *উপমহাদেশের শিল্পকলা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫।
- আহমদ, কামাল। *শিল্পকলার ইতিহাস*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
- ইসলাম, মোহাম্মদ সিরাজুল। *ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধানে*, ঢাকা : শোভা প্রকাশ, ২০০৬।
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)। *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ খণ্ড ১, ২, ৫, ৭*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সং-২০১১।
- আহমেদ, শরীফ উদ্দিন (সম্পা.)। *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল প্রথম খণ্ড রাজনীতি সমাজ প্রশাসন*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২।
- হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল : *মুসলিম স্থাপত্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০।
- *শিল্পকলা ষাণ্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮।
- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮৭, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
- আলম, মো. রফিকুল। *বিশ্বের মৃৎশিল্প*, ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository


- সাত্তার, আব্দুস। *শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি*, ঢাকা : কন্টেম্পোরারী কনসেপ্ট, ১৯৮৯।
- *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, একবিংশতম মুদ্রণ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭।
- সাত্তার, আব্দুস। *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৩।
- মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পা.)। *নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।
- আহমেদ, কামাল। *শিল্পকলার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
- ইসলাম, সৈয়দ মনজরুল। *নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা : সন্দেশ, ২০০৬।
- বিশ্বাস, সুখেন। *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
- নন্দী, সুধীর কুমার। *নন্দনতত্ত্ব*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা : রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩।
- আহসান, সৈয়দ আলী। *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৩।
- খান, সোহেল ইমাম। *সৌন্দর্য কথা : শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্ব*, ঢাকা : জার্নিম্যান বুকস, ২০২৩।
- ভট্টাচার্য, অরুণ। *নন্দনতত্ত্বের সূত্র*, কলকাতা : উত্তরসূরি প্রকাশনী, ১৯৮১।
- বোরেভ, ইউরি. চৌধুরী, শামসুদ্দিন (অনুবাদক)। *'অনুবাদকের সাফাই'*, *নন্দনতত্ত*, ঢাকা: বর্ণায়ন প্রকাশন, ২০১২।
- করিম, সরদার ফজলুল। *দর্শন কোষ*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০২।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, তৃতীয়, পঞ্চম, *সপ্তম খণ্ড*, *প্রথম সংস্করণ*, ঢাকা: জয় বুক ইন্টান্যাশনাল, ১৪০৬।
- নাগ, নির্মাল্য। *শিল্প চেতনা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : দীপায়ন, ২০০০।
- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫।
- কামরান, মাহবুব। *বিমূর্তকলা*, নারায়ণগঞ্জ : ছাপ প্রকাশনী, ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *রূপ, রস ও সুন্দর : নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা*, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০০৭।
- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৫৪।
- ঘোষ, বারিদ বরণ(সম্পা.)। *শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধনিচয়*, *প্রথম ভাগ*, কলকাতা : দীপায়ন, ২০০২।


**ইংরেজি গ্রন্থ**

Dhaka University Institutional Repository


- Khan, Muhammad Hafizullah. *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal, Copy-1, 2, 3.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988.
- Sirajuddin, Muhammad. *Lyric of Teracotta Kantajieer Mandir.* Dhaka: Markup International, 1992.
- Ahmed, Najimuddin. *Epic Stories in Terracotta: Depicted on Kantanagar Temple.* Dhaka: The University Press Limited, 1990.
- Chowdhury, Saifuddin. *Early Terracotta Figurines of Bangladesh*. Dhaka: Bangla Academy, 2000.
- Hoque, Zulekha. *Terracotta Decorations of Late Mediaeval Bengal Portrayal of Society, Copy- 1, 2.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1980.
- Haque, Zulekha. *Terracottas of Bengal: An Analytical Study.* Dhaka: The International Centre Study of Bengal Art, 2014.
- *Terracotta.* Dhaka: Bangladesh National Museum, Descriptive Catalogue Series Volume: 02/2016. Ministry of Cultural Affairs, Government of People Republic of Bangladesh, 2016.
- Dani, Ahmad Hasan. *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Pakistan Publication, 1961.
- Mahmud, Firoz. *Prospects of Material Folk Culture Studies and Folk Life museums in Bangladesh*, Dhaka: Bangla Academy, 1993.
- '*Britannica Ready Reference Encyclopedia*', Co-published in India by Alok Wadhwa for Encyclopedia Britannica (India) Pvt. Ltd, New Delhi: New Delhi and Manish Anand for Impulse Marketing, 2005.
- Chappell, James. *The Potters Complete Book of Clay and Glaze,* New York: Watson-Gutill publications, 1977.
- Hamilton, David. *The Thames and Hudson Manual of Architectural Ceramics,* London: Thames and Hudson Ltd, 1978.
- Haque, Enamul. *Studies in Bengal Art Series: No.7, The Art Heritage of Bangladesh,* Dhaka: *The* International Centre for Study of Bengal Art, 2007.

Dhaka University Institutional Repository


- *Oxford Dictionary of Contemporary English to Bengali & English*, Dhaka: Jonaki Prokashani, 2009.
- Nelson, Glenn C. *Ceramics A Potter's Handbook,* Second Edition, America: Holt, Rinehart and Winston, Inc 1966.
- Toki, Charlotte F. Speight. John. *Hand in Clay An Introduction to Ceramics Third Edition*, Mayfield Publishing, 1995.
- Malmstrom, Margit. *Terracotta the Technique of Fired Clay Sculpture*, sculpture by Bruno Lucchesi, New York: Watson-Guptill Publications, 1977.
- Kenny, John B. *The Complete Book of Pottery Making,* Second Edition, America: Chilton Book Company, 1949.


**প্রবন্ধ**


- আমীন নূরুল। "নয়াবাদ মসজিদে পোড়ামাটির ফলকচিত্রে প্রাণীর মোটিফ।" *ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (আইবিএস জার্নাল)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খন্ড ২১, সংখ্যা ১৪২০, ২০১৪।
- মুখার্জ্জী, তনয়া ও মন্ডল, সুজয় কুমার. "বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যময় টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য : গঠন-রীতি ও অলংকরণের বিষয় এবং শৈলী", *International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies* (IRJIMS) A Peer-Reviewed Monthly Research Journal ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print) Volume-I, Issue VI, July 2015.
- Dey, Gourisankar. "Narrative Plaques from Chandraketugarh", In *Journal of Bengal Art, Volume 6*, Dhaka: বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, ২০০১.
- Alam, Md. Shafiqul. "Buddhist Establishments at Rupban Mura, Mainamati, Bangladesh", *East and West*, Vol. 42, No. 2/4 December 1992.
- Rahman, Shafique & Redowan Kabir Kaushik. "A Study towards the Origin of Terracotta Decoration of the Mosque Architecture in Bengal. An analysis based on Shape Grammar Principles", https://www.researchgate.net/publication/340207937_A_Study_towards_the_Origin_of_Terracotta_Decoration_of_the_Mosque_Architecture_in_Bengal_An_analysis_based_on_Shape_Grammar_Principles#full-text, 2019.

Dhaka University Institutional Repository


- Islam, Sk. Zohirul. "Lion Motif used in Buddhist Architecture of Ancient Bangladesh", *American International Journal of Social Science Research; Vol. 2,* No. 2; 2018.
- Gupta, Sanjay Sen. "Terracotta-ornamentation on the Religious-Architectures of Bengal: Gradual Deconstruction of Cultural-units through the Expanse of Lokāyata", *Journal of Bengal Art*, Vol. 25, 2020.
- Dey, Subrata. "Terracotta Plaques of Pilak in Tripura: A Hidden Cultural Heritage", *Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology 7,* 2019.
- Boussas, M.F. & Gill, Sandrine. Moulded Terracotta Plaques From Mahasthan, *Journal of Bengal Art Volume 6,* The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, 2001.
- Haque, Enamul. Chandraketugarh: A Resume of Excavation Reports (1956-67, Editor: Enamul Haque, *Journal of Bengal Art Volume 1*, *1996*, Dhaka, 1996.
- Sabino, Rachel. Roman Art at the Art Institute of Chicago Cat. 159 Relief Plaque**,** Published by: Art Institute of Chicago, 2016, p.1-14, All content following this page was uploaded by Rachel Sabino on 01 March 2017.
- Ledevre, Vincent & Boussac, Marie-Francoise. *Art of the Ganges delta-Masterpieces from Bangladesgi Museums,* France: Guimet muse national des Arts Asiatiques, 2008.
- Moorey, P.R.S. *The Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama.c.1850 to 1650 B.C.,* Source: Iraq, Autumn, 1975, Vol.37, No.2, Published by: British Institute for the Study of Iraq is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Iraq, 1975.
- Salapata, Gina. *Laconlan and Messenlan Plaques with Seated Figures: The Socio-Political,* Source: The Annual of the British School at Athens, 2013, Vol. 108, 2013.
- M.F. Boussas & Sandrine Gill, "Moulded Terracotta Plaques From Mahasthan", *Journal of Bengal Art Volume 6*, The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, 2001.


**প্রকাশিত অভিসন্দর্ভ**

Dhaka University Institutional Repository


- Ahuja, Naman Parmeshwar, "Early Indian Moulded Terracotta- The Emergence of an Iconography and Variations in Style, cire Second Century BC to First Century AD, Vol.1, 2". *School of Oriental and African Studies, University of London,* (Thesis of the degree of Ph.D) 2000.


**অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ**


- রিটা, ভদ্রেশু। "বাংলাদেশের সংবাদপত্রভিত্তিক বিজ্ঞাপনশিল্প এবং এর নান্দনিকতা (১৯৭২-২০০০)", পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।
- আক্তার, সায়মা। "বাংলাদেশের টেরাকোটার চিত্রফলক", ১৯৮১-৮২ শিক্ষা বর্ষের এম. এফ. এ. পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা : চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
- আহমেদ, শামীম। "স্বাধীনতাত্তোর মৃৎফলক", ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষের এম. এফ. এ. পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা : চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
- খোকন, হালিমুল ইসলাম। "মৃৎশিল্পে আমার ভাবনা", ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের এম. এফ. এ. পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা : মৃৎশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।
- বালা, মলয়। "আমার শিল্পচিন্তা", ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষের এম. এফ. এ. পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা : প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এডিটিং
অফিস: ফ্ল্যাট: ১০/১, বাড়ি: ৩৩৯, জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮-০১৯৭৭-৭৩১১৪৬
ওয়েবসাইট: www.irebd.org

Institute of Research Editing
Office: Flat: 10/1, House: 339, Jafrabad, Shankar, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh
Contact: +88-01977-731146
Website: www.irebd.org

প্রতিষ্ঠা: ১৬ এপ্রিল ২০০৮

সূত্র: গ্রহণপত্র/আইআরই/শিল্প সাহিত্য পত্র/সংখ্যা-৩ তারিখ: ১৪ এপ্রিল ২০২৬

প্রাপক
দেবাশীষ পাল
সহযোগী অধ্যাপক, সিরামিক বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ইমেইল: artdebashis@yahoo.com
মোবাইল: +৮৮-০১৭১৬-৪৫৮-৭৯৬

মহোদয়/মহোদয়া,

*ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এডিটিং*-এর জার্নাল *শিল্প সাহিত্য পত্র*। ISSN : 2541-8632। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা জুন ২০২৬-এর জন্য আপনার প্রেরিত গবেষণা প্রবন্ধটি **প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির ফলকের ইতিহাস, বিষয়বস্তু ও শৈলী বিশ্লেষণ: মৌর্য থেকে সেন যুগ।** সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক প্রাথমিক বাছাই শেষে দুইজন রিভিউয়ারকে পাঠানো হয় এবং দুই রিভিউয়ারই নিঃশর্ত সুপারিশ প্রদান করায় প্রবন্ধটি প্রকাশনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে যন্ত্রস্থ অবস্থায় রয়েছে। আপনার গবেষণা পত্রটি অতি শীঘ্রই *ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এডিটিং*-এর জার্নাল *শিল্প সাহিত্য পত্র* । ISSN : 2541-8632। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা জুন ২০২৬-এ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠান আপনার সর্বদা ও সর্বাগ্রে আপনার কল্যাণ কামনা করে।

Ajahan 14.04.2026
(মোছা. আলপনা আকতার জাহান)
নির্বাহী সম্পাদক, *শিল্প সাহিত্য পত্র*

INSTITUTE OF RESEARCH EDITING IRE DHAKA, BANGLADESH

28/04/2026
(ড. রাজিব মণ্ডল)
সম্পাদক, *শিল্প সাহিত্য পত্র*